দ্বিজ রামদেব-বিরচিত

অভয়ামঙ্গল

কলিকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজের বাঙ্গলা-সাহিত্যের অধ্যাপক

শ্রীআশুতোষ দাস, এম-এ, ডি. ফিল্ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫৭

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

দ্বিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গল কাব্যের নাম পর্য্যন্ত জানা ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীর এই রচনাটির আবিষ্কার শ্রীমান আশুতোষ দাসেরই কীর্ত্তি। আশুতোষ দুইখানি পুথি পাইয়াছেন, পরে আরও একটি পুথি পাওয়া গিয়াছে। তিনখানি পুথিই চাটিগাঁ-নোয়াখালি-ত্রিপুরা অঞ্চলের। স্ব-আবিষ্কৃত পুথি সম্পাদন করিয়া প্রকাশের কার্য্যে আশুতোষ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়দ্বয়েরই অনুগামী।

আশুতোষ কর্ম্মসূত্রে পূর্ব্ববঙ্গের ও উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে ঘুরিয়াছিলেন। সর্ব্বত্র তিনি খোঁজ করিতেন পুরাণো বাঙ্গালা পুথির। একদা কতকগুলি পুথি লইয়া তিনি আমার কাছে আসেন। তাহার আগে তাঁহার সঙ্গে আমার জানাশোনা ছিল না, যদিও তিনি আমার কাছে ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়াছিলেন। রামদেবের পুথি দেখিয়া আমি তাঁহাকে পরামর্শ দিই এটিকে অবলম্বন করিয়া ডি-ফিল্ থীসিস্ লিখিতে। পরামর্শ দেওয়া আমার পক্ষে সহজ ছিল কিন্তু আশুতোষের পক্ষে তাহা নিষ্পন্ন করা মোটেই সহজ ছিল না। তাঁহার চাকরিতে পড়াশুনা করিবার কোন সুযোগ ছিল না এবং থাকিবার কথাও নয়। তবুও আমার কথায় সাহস পাইয়া এবং অন্তরের অনির্ব্বাণ উদ্দীপনায় অস্থির হইয়া আশুতোষ বছর দুই তিনের মধ্যে থীসিস্ লিখিলেন এবং যথাসময়ে অভীপ্সিত ডিগ্রী লাভ করিলেন। ব্যাপারটি যত সহজ শুনাইতেছে আসলে তাহা নয়। ডি-ফিল্ ডিগ্রী পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য ব্যাপার কিন্তু সে থিসিস্ ছাপানো তত সহজ নয়। পুরাণো বাঙ্গালা কাব্যের কোন বাজার দর নাই যদি না সে কাব্য পরীক্ষায় পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত হয়। রামদেবের অভয়ামঙ্গল ছাপাইবার কোনই ভরসা ছিল না। যে বইয়ের নাম জানা নাই তাহা ছাপাইবে কে? আশুতোষ সৌভাগ্যবান্। এমন যোগাযোগ ঘটিয়া গেল যে তাঁহার আবিষ্কৃত কাব্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইল এবং তাহাও দুই মাসের মধ্যে।

ভূমিকায় আশুতোষ কাব্য ও কাব্যকর্ত্তার সম্বন্ধে যথোপযুক্ত আলোচনা করিয়াছেন। শেষে শব্দসূচীও দিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক তাহাতে উপকৃত হইবেন। আমার আর কিছু বলিবার নাই।

তবে একটা উপদেশ দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। বাঙ্গালা সাহিত্য লইয়া অনেকেই "গবেষণা" করিতেছেন। তাঁহাদের দশমাংশও যদি "উচ্চস্তরের সমালোচনা" ছাড়িয়া অপ্রকাশিত পুরাণো বাঙ্গালা গ্রন্থের সম্পাদনে লাগিয়া যান তবে তাঁহাদের শ্রম সার্থক হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ঋণও তাঁহারা শোধ করিতে পারিবেন, "জননী বঙ্গভাষা"র কথা নাই বলিলাম।

সামার স্কুল অব্
লিঙ্গুইস্টিক্স্
দেরাদুন
২১ জুন ১৯৫৭

শ্রীসুকুমার সেন

প্রাক্‌কথন

বহু আয়াসে সংগৃহীত এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব মূল্যবান গ্রন্থটি সম্পাদন করিয়াছি। অধুনা ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মুদ্রণের সুযোগও লাভ করিল। ইহা আমার পক্ষে কতদূর আনন্দের বিষয় হইয়াছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। প্রধানতঃ যাঁহাদের আনুকূল্যে এই গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশ করিতে পারিয়াছি তাঁহাদের কথাই প্রথম ও বারবার স্মৃতিপথে আসিতেছে।

এই গ্রন্থটি ডি-ফিল্, থীসিস্‌রূপে ১৯৫৪ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করিয়াছিলাম। ডক্টর সুশীলকুমার দে, ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ডক্টর সুকুমার সেন কর্ত্তৃক ইহা পরীক্ষিত হইয়া গৃহীত হয়। আমি দীর্ঘকাল (১৭ বছর) শিক্ষাক্ষেত্রে ছিলাম না। সরকারী কৃষি-বিভাগে কায়িক পরিশ্রমযুক্ত কাজে ব্যস্ত মুহূর্ত্ত কাটাইতে কাটাইতে শেষ কয়েক বছর এ সারস্বত প্রয়াস লইয়াছিলাম। আজ সারস্বতী সিদ্ধির দিনে যাঁহারা আমার বিলম্বিত প্রয়াসে ও অনধিকার চর্চ্চার দুঃসাহসিক কার্য্যে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে আনুকূল্য করিয়াছেন তাঁহাদের কথা বিশেষভাবে মনে পড়িতেছে। আচার্য্য সুকুমার সেন গবেষণা পরিচালনা প্রসঙ্গে শিষ্যত্বের অধিকার দিয়া স্বভাব-ঔদার্য্যে হলধরের পাতিত্য মোচন করিয়াছেন। সময়ে অসময়ে তাঁহার মূল্যবান সময়ের উপর হানা দিয়া যে সুদুর্লভ আনুকূল্যে গাঢ় নিষ্ণাত হইয়াছি সে ঋণ অপরিশোধ্য। প্রাচীনকালে গুরুগৃহে শিক্ষা তথা গুরুমুখী বিদ্যালাভের বিরল সুযোগ স্নাতকোত্তর জীবনে আচার্য্যদের সান্নিধ্যঘন গবেষণার মধ্যে যে আছে তাহা তাঁহার স্নেহ-নিবিড় সারস্বত সংস্পর্শে আসিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি। জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা এবং প্রতিকূল অবস্থায় যখন আমার অতন্দ্রিত মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল তখন তিনি স্নেহ-কর-স্পর্শে, স্নেহ-মধু-স্বভাষে যে উৎসাহ-সঞ্জীবনা সৃজন করিয়াছেন তজ্জন্য আমি চির-কৃতজ্ঞ। বাংলা-সাহিত্য চর্চ্চায় আমার হাতে খড়ি হয় চট্টগ্রাম কলেজে, আমার পিতৃ-প্রতিম যশস্বী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের হাতে। তাঁহার আশিস্-সুধা সিঞ্চনে তাঁহারই রোপিত বৃক্ষটি দীর্ঘকাল পর পুষ্পিত হইল। তিনি ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম দাস মহাশয় আমাকে গবেষণায় বিশেষ উৎসাহ

দিয়াছিলেন এবং একান্ত হিতৈষীর স্বভাব-ধর্ম্মে গবেষণার কুশল জানিবার বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। তাঁহাদের কাছেও আমার কৃতজ্ঞতা কম নহে। তদানীন্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গবেষণাকালে আমার কাজের খোঁজখবর লইয়াছিলেন এবং কয়েকবার উৎসাহ-লিপি পাঠাইয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয় স্বভাব-গুণগ্রাহিতায় আমার গ্রন্থটি ছাপাইবার জন্য আমাকে একাধিকবার তাগিদ দিয়া বাধিত করিয়াছেন। পরিশেষে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রন্থটি ছাপাইবার সানুগ্রহ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা আমাব পক্ষে অসামান্য সৌভাগ্য। তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাঙ্গলা গ্রন্থ প্রকাশের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া বঙ্গভাষানুরাগী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন, ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁহাদের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আচার্য্য সুকুমার সেন মহাশয় আমার গ্রন্থটির ভূমিকা লিখিয়া দেওয়ায় বাংলার লোকসংস্কৃতির বিস্মৃতিমূলক অধ্যায়ের উপকরণ সংগ্রহ প্রসঙ্গে আমার 'অভয়ামঙ্গল' অবিষ্কার সার্থক হইয়াছে মনে করিতেছি। দ্রুত মুদ্রণ ও প্রকাশনের জন্য মুদ্রণ-পরীক্ষায় হয়ত কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিয়া গেল; তজ্জন্য পাঠকের সহৃদয় মার্জ্জনা যাজ্ঞা করিতেছি।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ
কলিকাতা
২৭-৬-৫৭

ভুমিকা।

১। পুথি-পরিচয়।

ক—বিবরণ।

অভয়ামঙ্গল কাব্যের কবি দ্বিজ রামদেব। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন অজ্ঞাতপূর্ব্ব চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি। তাঁহার কাব্যের প্রাচীন পুথি অনাদৃত অবস্থায় দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। আমার পুথিসংগ্রহ পরিক্রমায় সকাব্য কবির আবিষ্কার যেমন আকস্মিক তেমন চিত্তাকর্ষক। অভয়ামঙ্গলের সর্ব্বপ্রাচীন পুথির লিপিকর—স্বর্গীয় ঘনশ্যাম শীল। ১১২৮ ত্রিপুরাব্দে (১১২৫ বঙ্গাব্দ) উহা লিখিত হয়। পুথির প্রাচীনত্বের প্রতি শ্রদ্ধানুগত্য এবং অক্ষরাস্পটতার জন্য পাঠনসমস্যা এতদুভয় কারণে মঙ্গলকাব্য-রস-রসিক ও কবি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দাস মহাশয় এই গ্রন্থের ('ক' পুথি) একখানি অনুলিপি করিয়া রাখেন সন ১৩৩৫ বাংলায়। স্বর্গত ঘনশ্যাম শীলের লিপিকৃত পুথি হস্তান্তরে পুথিকর্ত্তার একান্ত অসম্মতির জন্য (অবশ্য পাকিস্তান হইতে ভারতীয় রাষ্ট্রে এইরূপ মূল্যবান পুথি আনা তখন বিঘ্নসঙ্কুল ছিল) প্রাচীন পুথির অনুলিপি লইয়া গবেষণা কার্য্য সুরু করি। পরে যখন মূল পুথি ত্রিপুরার পাহাড়ের রাস্তায় আনাইবার বিকল্প ব্যবস্থা করি তখন জানা গেল পুথিখানা কীটদংশনে একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনুরূপ ব্যবস্থায় আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান মেঘনাদ দাস, বি, এ, (ষষ্ঠ বার্ষিক স্নাতকোত্তর ছাত্র) কর্ত্তৃক সংগৃহীত দ্বিতীয় পুথির লিপিকর স্বর্গীয় রামকান্ত নাগ। লিপিকাল ১২২৮ ত্রিপুরা। পুথি তুলট কাগজে লেখা এবং অখণ্ডিত।' 'শ্রীরামকান্ত নাগ সাকিন পরগণে দক্ষিণসিক মৌজে নিজমধুগ্রাম চাকলে রোসনাবাদ জিলা ত্রিপুরী ইতি সন ১২২৯ ত্রিপুরা ১৬ আষাঢ় রোজ মঙ্গল বাসরস্য'—পুথিতে এই লিপিকর পরিচয় ও লিপিকাল আছে। এই দুই গ্রন্থে * স্থানে স্থানে কিছু পাঠান্তর আছে।

নোয়াখালী জেলার প্রত্যন্তদেশে ত্রিপুরা জেলার প্রারম্ভসীমার সন্নিকট

---

* পরবর্ত্তীকালে 'ক' পুথির অনুরূপ আর একটি পুথি পাইয়াছি। পুথির মালিক কবিরাজ শ্রীআনন্দমোহন রায়, ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের নিকট রামদেবের রচিত কৃষ্ণমঙ্গলের একটি পুথি ছিল। তাহা এখন অপ্রাপ্য।

অঞ্চল হইতে পুথি সংগৃহীত হয়। এই অঞ্চল পূর্ব্বে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্ভুর্ক্তী ছিল। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে আট দশ পুরুষ পূর্ব্বে কিংবা তারও কিছু পূর্ব্বে চট্টগ্রাম হইতে কয়েকঘর লোক এই অঞ্চলে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। পুথির মালিকের পূর্ব্বপুরুষেরা যে চট্টগ্রামের লোক ছিলেন তাহা তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় চট্টগ্রামী ভাষার অন্তঃসলিল প্রভাবেও সমর্থিত হয়। কবি রামদেব যে চট্টগ্রামের লোক ছিলেন তাঁহার কাব্যে ইহার অভ্রান্ত পরিচয় মিলে।

খ—পুথির বানান ও ভাষা।

পুথির ভাষা গ্রন্থ রচনার সময়কালীন ভাষার যুগলক্ষণ বহন করিতেছে। লিপিকরের হস্তে গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দসম্ভার ও কবির ভাবের স্বকীয়তা তথা যুগলক্ষণমণ্ডিতি অপরিবর্ত্তিত থাকিবার নিদর্শন পুথিতে সুস্পষ্ট। লিপিকর স্বর্গীয় ঘনশ্যাম শীলের পুথিতে অবলম্বিত বানান পদ্ধতি সেই পুথির নকলে সর্ব্বত্র অনুসৃত হয় নাই, তাহা লিপিকর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দাস মহাশয় লিখিত-ভাবে তাঁহার অকপট স্বীকৃতিতে জানাইয়াছেন। আমি কিন্তু সাধারণের অসুবিধা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হইয়াও তুলট কাগজে লিখিত পুথির—('খ' পুথি) বানান পদ্ধতির অতন্দ্রিত অনুসরণ মানিয়া চলিয়াছি। ভাষার আঞ্চলিক স্বকীয়তার ঐতিহাসিক মূল্য ক্ষুণ্ণ হয়, ভাষার যুগপরিচিতি ক্রমবিলীয়মানতাকে বরণ করিয়া লয় এবং তৎকালীন বানান-পদ্ধতির স্বভাবশৈথিল্য দৃষ্টির অগোচরে থাকিয়া যায়—এই ঐতিহাসিক মানস লইয়া অধুনা প্রচলিত বানানরীতি অবলম্বন করি নাই। বানানশৈথিল্য-বহুল তৎসম শব্দ সমূহের সংশুদ্ধ রূপ দিয়াছি। যে সকল শব্দের পুথিতে অবলম্বিত বানানপদ্ধতি 'অনুসরণ করিলে অর্থবিকৃতির পূর্ণাবকাশ থাকে কেবল সেই সকল ক্ষেত্রেই আধুনিক বানানের রীত্যানুগত্য মানিয়া চলিয়াছি। তদ্ভব শব্দগুলির বানান যথাদৃষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি, কেবল অর্থবোধ সহজ করিবার জন্য 'জেন' স্থলে 'যেন', 'জার' স্থলে 'যার', 'জেমন' স্থলে 'যেমন' 'জা' স্থানে 'যা', 'জত' স্থানে 'যত' এবং কয়েকটি ক্রিয়াপদে যেমন সুনি স্থলে শুনি, পুসি স্থলে পুষি—এইরূপ অধুনা প্রচলিত বানানের নিয়ম অনুসরণ করিয়াছি। বহু তৎসম উচ্চারণেও চট্টগ্রামের উপভাষার লক্ষণ বিদ্যমান যেমন—লক্ষণ স্থলে লৈক্ষণ, বন্দ্য স্থলে বৈন্দ্য, কড়ি বা কৌড়ি স্থলে কৈড়ি, সুবর্ণ গোধিকা স্থলে সোবর্ণ গুধিকা। সুন্দর স্থলে সোন্দর, ভুবন স্থলে ভুবন সাদৃশ্যে ভোবন প্রভৃতি

শব্দগুলি এবং অনুরূপ আরো কয়েকটি শব্দ শুদ্ধভাবে সন্নিবেশিত করা আবশ্যক মনে করি নাই। ঐ শ্রেণীর কয়েকটি তদ্ভব শব্দেও বানান বিকৃতির পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে, নহিলে অর্থবোধের বিঘ্ন ঘটে, যেমন 'পোসার'কে পসার, 'তুরি'কে তুড়ি, 'পরে'কে পড়ে। ইহা ব্যতীত উপভাষার প্রভাবজাত 'ড়'কে অনেক স্থলে 'র' করিতে হইয়াছে—কী তদ্ভবশব্দে কী তৎসম শব্দে। ভাষার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পুথিতে চন্দ্রবিন্দু-বর্জ্জিত বানানগুলি পরিবর্ত্তন করি নাই, আবার আমি অর্থে 'মুঞি', যুগপাণি অর্থে 'যুগপাঞি' এবং জল বা পানি অর্থে 'পাঞি' শব্দগুলি যথাদৃষ্ট রাখিয়াছি। কবি রামদেব সেই যুগের একজন সমর্থ লেখক। তিনি ছিলেন একজন শাব্দিক কবি। তাঁহার নূতন শব্দনির্ম্মিতির অপূর্ব্ব ক্ষমতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। বাংলাভাষার বিশাল সম্ভাবনাকে তিনি মানস-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং শাব্দিক সম্পদকে বাড়াইবার জন্য নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। কবি আঞ্চলিক তথা দেশজ (চট্টগ্রামী) শব্দকে কাব্যে স্থান দিয়াছেন। 'উড়ি যায় পক্ষী ধরিতে পারি', 'জলৌকার বাঁকে হএ অবতরি' প্রভৃতি বর্ণনায় তাঁহার বিশেষণ পদ ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদে নির্ম্মাণ-ক্ষমতা-দীপ্ত মৌলিকতায় আমরা বাঙ্গালীর সৃষ্টিপ্রয়াসী মনের পরিচয় পাই।

তথাকথিত মাইকেলী ক্রিয়াপদ যাহা ভাব-প্রকাশনের বাহনরূপে মাইকেলের কাব্যে বৈচিত্র্য সৃজনে সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও ছুছুন্দরীবধ কাব্যে 'টেবিলিলা সূত্রধর'—এই বিদ্রূপাভিনন্দনে অভিষিক্ত হইয়াছিল তাহার দুই শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে রামদেব তাঁহার কাব্যে অনুরূপ ক্রিয়াপদ সৃষ্টি এবং সুপ্রয়োগ-ক্ষমতায় ভাষার বিক্রতি ও বৈচিত্র্য দেখাইয়া গিয়াছেন। যথা—স্তবে, উচ্চারে, বর্ণে, প্রশংসিলা, ভেট ইত্যাদি। কবি শ্রীমধুসূদন প্রতিভার স্বকীয়তায় প্রাচীন বাংলার প্রাণস্পন্দনকে অনুভব করিয়াছিলেন। তাই যুগচিত্তে তাঁহার সহানুভূতি ছিল সুদূরপ্রসারী। বাঙ্গালী মানসের অনুভূতির গভীরতা, চিন্তা ও ভাববিশালতা এবং কাব্য-প্রজাপতিত্বের যুগন্ধর কবি শ্রীমধুসূদন বাংলা কাব্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ক্ষেত্র তৈরীর যে গোপন এবং সৃষ্টিপ্রয়াসী আয়োজন চলিতেছিল রামদেবের কাব্যে সেই প্রস্তুতি-প্রবহতার নিঃসংশয় পরিচয় মিলে। এতদতিরিক্ত একটি বিষয়ে কবি রামদেবের মনে কবিগুরুর আবির্ভাবের প্রায় সার্দ্ধ দুইশত বৎসর পূর্ব্বে প্রশ্নাত্মক 'কি' কে 'কী' রূপে ব্যবহার করিবার প্রয়োজন-ধ্রুবত্ব যে জাগিয়াছিল

রামদেবের কাব্যে উহার বহুল অনুসৃতির মধ্যে তাহা সূচিত হয়। শাব্দিক কবি রামদেবের কাব্যে আঞ্চলিক শব্দের সুপ্রয়োগে ভাষার সাংস্কৃতিক পরিমার্জ্জনা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট যুগলক্ষণ—সাংস্কৃতিক পরিমার্জ্জনা। কবিকঙ্কণের কাব্যে ভাষার সাংস্কৃতিক পরিমার্জ্জনার যুগলক্ষণ সুবিধৃত। কিন্তু স্থানে স্থানে, যেমন,

"শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল।
গ্রাসগুলি তোলে যেন তেআটিয়া তাল॥"

প্রভৃতি বর্ণনায় ভাষার পরিমার্জ্জনা-রাহিত্যও ঘটিয়াছে। কিন্তু রামদেবের কাব্য অংশবিশেষে আঞ্চলিক-শব্দ-পুষ্ট হইয়াও এই যুগলক্ষণদীপ্ত।

সৃষ্টিকামী কবিমানস বশে মাঝে মাঝে প্রচলিত শব্দকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ভাব-সম্পদকে প্রকাশ করিবার প্রেরণায় বৈয়াকরণ নির্দ্দেশিত শব্দনির্ম্মিতিকে সুকবিরা অমান্য করেন—ইহা দেখা যায়। মায়ের মনের আনন্দ-প্লাবনকে প্রকাশ করিবার জন্য কবি যখন লিখেন,—"খোকা এল নায়ে, লাল জুতুয়া পায়ে"—'জুতুয়া' মাতৃমনের স্নেহ-নিবিড়তাকে উৎসারিত করে। তাহার শাব্দিক অনস্তিত্বের অপেক্ষা রাখে না। কবি রামদেবের মধ্যে ব্যাকরণানুগত্যকে অস্বীকার করিয়া ভাবঋদ্ধিকে রূপ দেওয়ার অবাধ পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। যেমন,— ঢোলের বাজনি কাপাএ মেদিনী
সঘন দেহি জয়ধ্বনি।

পোড়য়ে পরাণী, চন্দনের রেখি, কিসের ভাবনী, রূপের সাজনি, যাদবের আগুনি, তোমার ভরসে, যাতুয়া প্রভৃতি। শাব্দিক কবি রামদেবের কাব্যে ভাষা ভাবের দাসত্ব বরণ করিয়াছে। ইহাতে মনে হয় রামদেব ছিলেন জাত কবি। বস্তুতঃ কেবল 'কবিনাম্ কবিতমঃ'-দের কাব্যেই ভাষার ঈদৃশ ভাবানুগমন বা ভাবানুগত্য দেখা যায়। এইরূপ একজন শক্তিধর কবি যে কি করিয়া বাংলা সাহিত্যে হারাইয়া গিয়াছিলেন তাহা—বিস্ময়ের বিষয়। প্রতিভাধর কবি রামদেবের পরিচয় যদি বাংলা সাহিত্যে বহু বিলম্বিত না হইত তবে মনে হয় বাংলা ভাষার মণ্ডনশ্রী বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রে পরিণত রূপ পাইতে যে সময় লাগিয়াছে তাহা অধিক পূর্ব্বে লাভ করিতে পারিত। রামদেবের ভাষার প্রধান বিশেষত্ব আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার। যেমন, এহাথু (<এখ্নু<এখুন), থোথরা খুর, কৈতর, তুরিত, তান যশ জগত উল্লাস, পাণিএ পানি কচালি, তানে, ভালা চাহ, খাঁরুয়া, কুকুরা, ধোড়া কাউয়া,

গেয়ান, হাজিলে, পালের কোরে, **কি বলি** হাটিমু পথে, বেলি (**তুঃ** অধুনা চট্ট : বেইল), বেহান, থিরি, কুলের খাঁকার (তুঃ—অধুনা চটঃ খাঁআর), পাটা বুক, মেদিনী যায় ফার, খোরাবাটী, দৈর্ব্ব, **কিনা ভাব** ডর, অখন, **তেনী** (তুলনীয় অধুনা চট্টগ্রামে ব্যবহৃত তাঁই, স্ত্রীলিঙ্গে তুচ্ছার্থে তাই বা হিতাই), পদভরে **দড়মড়ি,** লাগ পাস, খাপে থাকি, **ভোজা** বিড়াল (বিড়াল শব্দটি অধুনা চট্টঃ ব্যবহার—মিউর, কুকুর>কুঁউর), ঝুরি ঝুরি মরে, কামলা আনগী, বাহ্নি, লজ্জা দিলাত, বইন, আউগবাড়ি, এবে নি, বিহা কৈলা, খাবাইছি (ইহার প্রকৃত চট্টগ্রামীরূপ কিন্তু খাবআই—অধুনা ব্যবহারও খাবআই। নোয়াখালি ত্রিপুরা অঞ্চলে খাবাইছি ব্যবহৃত হয়)। ঘৃত পাগে, টাঙ্গ টাঙ্গ (টাঙ্গাও টাঙ্গাও এর উচ্চারণ-হ্রস্ব রূপ), হেমখোরা, পেলাঅ, ঝাপ দিমু, টিটমিট, আছুক পুড়িব তনু, রূপ নাহি দিলে, দিষ্টি, পাজি পোথা, কান্দনে, গাবর (অধুনা চট্টঃ গঅর, যেমন চাকর>চঅর) ; উঝটি, লৈক্ষণ, থাং জাং (পার্বত্য ত্রিপুরা পার্বত্য চট্টগ্রামী শব্দ), পোলা (চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের ভাষার প্রভাবজাত বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ কবি যে স্থানে বসিয়া কাব্য রচনা করেন সেই অঞ্চলে ছেলেকে 'পোলা' বলে। সমগ্র পূর্ববঙ্গেই ছেলে বুঝাইতে পোলা শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু চট্টগ্রামে বলা হয় পোআ, ছেলেপেলে —পোআছোআ), টেটন (অধুনা চট্টঃ টেডন), পাজাল, ঠাঠা (অধুনা ঠাডা— চট্টগ্রামী একটি প্রবাদ উক্তিতে ঠাডা শব্দের ব্যবহার—ঠাডা পরি বগা মরে ফইরে কয় আঁর কেয়ামত ফলে), কালিদহের **পাঞি,** সাউধাইন (তুলনীয় চটলে ব্যবহৃত ঠাউরাইন [শ্বাশুড়ী]), দামে আচ্ছাদিয়া রইল, কেনে (চট্টগ্রামী ভাষায় উচ্চারণ কিন্তু কেঁ এঁনে, অর্থ হইল—কি প্রকারে।) পেলাঅ্ হাতের বাড়ি (বারি), জারুয়া, (জারুগা>জাউরগা [জারজ]), জীয়তে আছি (তুঃ অধুনা ব্যবহার জেঁঅতা আছি), তুলিল **কাকমাছি,** অদিষ্ট বিশেষ পত্রখান, পিতার নাম **খায়া,** হানিয়া **ছেল,** ভেরুআ (অধুনা চট্টঃ ভেউরগা —যেমন কলার ভেউরগা, বাশর ভেউরগা), **আবাল ছিরাই,** ছিয়মন্ত, বাতাসী, বিষ্টি, বাজায় **কর্ণাল,** ফাফর, **নাওরা,** ভাটার **সমে** (ভাটার সময়ে), ফালায় (লাফায়), বন্দের, মোচড়এ কান ইত্যাদি। তুলনীয়— বর্ণপরিচয়-প্রসঙ্গতঃ শতাধিক বৎসর পূর্বেও নাকি অক্ষরাকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি (**picture method** এর বিকল্প ?) রাখিয়া পড়ান হইত—কানমোচরা 'ক', —উড়নমুখ্যা 'খ', আঁণ্ডভাঙ্গা 'দ', কাঁধত পোঁঝা 'ধ' ইত্যাদি।

কবি-পরিচয়।

কবি আত্মপরিচয়ে শুধু পিতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। পিতার নাম কবিচন্দ্র। ভণিতায় কবিবিধুসুতে ভণে এই পিতৃপরিচয় পাওয়া যায়। মাতার নাম, নিবাস বা অন্য কোন প্রসঙ্গোল্লেখ কবি পরিহার করিয়াছেন। কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ। ভণিতায় মাঝে মাঝে দ্বিজ রামদেব এই পরিচয় দিয়াছেন। কোন ঐতিহাসিক ঘটনা কিম্বা রাজার নাম উল্লেখে তিনি বিরত ছিলেন। কালকেতুর নগরপত্তন বর্ণনা প্রসঙ্গে ফিরিঙ্গী উপনিবেশের কথা আছে।

ফেরাঙ্গি বান্ধিল টঙ্গি গুলন্তাজ তার সঙ্গী
মগতেলঙ্গ ত্রিপুরার ঠাঠ।
দ্বিজ রামদেবে ভণে সারদা ভাবিয়া মনে
নগরপত্তন গুজরাট॥

পুথির উপসংহারে এক স্থলে কাব্য রচনার সন উল্লেখ আছে ঃ—

ইন্দু বাণ ঋষি বাণ বেদ সন জিত।
রচিলেক রামদেবে সারদা চরিত॥

এস্থলে কোন বিশেষ সনের উল্লেখ না থাকায় শকাব্দ নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইন্দু অর্থে ১, বাণ ৫, ঋষি ৭ এবং পুনশ্চ বাণ ৫। বেদ সন জিতের অর্থ এই যে উক্ত অঙ্কে চার সংখ্যা বেশী রহিয়াছে। অর্থাৎ ১৫৭১ শকাব্দ। গ্রন্থকার প্রথমে 'ইন্দু' শব্দ ব্যবহার করায় পরের লেখ্য 'ইন্দু' অঙ্কটি ঐভাবে চতুরতার সঙ্গে জ্ঞাপন করিয়াছেন, পুনরুক্তি করেন নাই। ১৫৭১ শকাব্দে ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ হয় এবং মুকুন্দরামের ৫০।৬০ বৎসর পর কবির গ্রন্থরচনাকাল পড়ে। আলাওলের মতই রামদেবের কাব্যে সংস্কৃতানুসারী আলংকারিক রাগভঙ্গির নিদর্শন সর্বত্র।

গ্রন্থ-রচনাকালের সঙ্গে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের প্রভাববিমুক্তির বেশ সুসঙ্গতি রহিয়াছে। কাব্যে কবির পিতৃ নামোল্লেখ ছাড়া বংশানুক্রম কিংবা অন্য পরিচয়ের নিদর্শনবিরলতা সত্ত্বেও রামদেব যে চট্টগ্রামের কবি তাহা তাঁহার শাব্দিক প্রয়োগে ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপভাষার লক্ষণগুলিতে বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন রাজা বা সামন্তশাহের অনুল্লেখে মনে হয় তিনি কাহারও প্রসাদপুষ্টির অপেক্ষা রাখিতেন না, নিজে ভূসম্পত্তিসম্পন্ন ছিলেন। দুঃখদারিদ্র্যের অভিঘাতে 'শিশু

কান্দে ওদনের তরে' অবস্থায় হয়ত তাঁহাকে বিব্রত হইতে হয় নাই। তিনি ছিলেন সহজ কবি। নাম যশের লিপ্সাবিমুখ হইয়া নীরবে সাহিত্যসাধনা করিয়াছেন। অভয়ামঙ্গল কাব্য রচনায় তাঁহার রসসিদ্ধিও হইয়াছে প্রচুর। নীরব কাব্যসাধনার ধ্রুবেচ্ছাই যেন জয়যুক্ত হইয়া তাঁহাকে দীর্ঘকাল বিস্মৃতি-লোকে রাখিয়াছিল। তিনি ছিলেন রসিক, ভাবুক ও ভক্ত কবি। রামদেবের উপাস্য দেবতা ভগবান শ্রীরামচন্দ্র। দীক্ষায় বৈষ্ণব না হইয়াও বৈষ্ণবপ্রাণতায় তাঁহার মন ছিল সঞ্জীবিত। কত সাহিত্য সাধকের তপশ্চর্য্যায় কত কাব্যভাগীরথী সারস্বত জগতে বিভিন্ন সময়ে নামিয়া আসিয়াছেন। আমার সৌভাগ্য যে বিনা তপস্যাতেই অভয়ামঙ্গলকে অজ্ঞাতলোক হইতে বিদগ্ধলোকে পরিচিত করিতে পারিয়াছি। ইহার সমস্ত কৃতিত্ব তাঁহাদের যাঁহাদের সারস্বতীসিদ্ধির অদৃশ্য প্রভাব বা ইচ্ছাশক্তি ইহা সম্ভব করিয়াছে। আমি এই কাব্যভাগীরথীর অবতারণান্তর তাঁহাকে প্রণতি জানাইবার, জানিবার, 'হৃদা মনসা মনীষা' গ্রহণ করিবার অক্ষম প্রয়াস করিয়াছি। পরিচিত অপরিচিত সারস্বত ঋষিদের অকুণ্ঠিত আশীর্ব্বাদই আমার সারস্বত পরিক্রমার সম্বল। রামদেব জীবন-রস-রসিক এবং শক্তিধর মঙ্গলকবি। তিনি মুকুন্দরামের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী মঙ্গলকবি। তাঁহার কবিপ্রতিভা বর্ণনার নিপুণতায়, অভিনব সরসত্বে এবং বাস্তব বর্ণনায় স্থানে স্থানে মুকুন্দরামের প্রতিভাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। এইরূপ বিদগ্ধ, ভাবুক, ভক্ত এবং কাব্যরসসিদ্ধ কবির আত্মপরিচয়ের উপকরণ অপ্রতুলতা সত্যই দুঃখদ। তবে লোকমুখে শুনিয়াছি* রামদেবের রচিত গীত বা পদ কিছুকাল পূর্ব্বেও খুলনা হইতে ত্রিপুরা পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল।

মঙ্গলকাব্য রচনায় স্বপ্নপ্রত্যাদেশ একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। রামদেব দেবীর স্বপ্নাদেশ পাইয়াই কাব্য রচনা করিয়াছেন ভণিতায় ইহার উল্লেখ আছে—

রামাদেবে ভণে দেবীর স্বপ্ন অনুমতি।
কালিকা সঙ্গীতামতে রচাএ ভারতী॥

তিনি কোন পূর্ব্বসূরী মঙ্গলকবির উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার কাব্যের প্রধান গুণ এই যে উহা প্রক্ষিপ্ততামুক্ত। অন্য কোন লোকপ্রিয় মঙ্গলকবির রচনা তাঁহার রচনার সহিত সংমিশ্রিত হয় নাই। অবশ্য কবি রামদেবের প্রতিভার দীপ্তিই এই সম্ভাবনাকে অনেকাংশে তিরোহিত করিয়াছে।

---

* পরমশ্রদ্ধাভিষিক্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী প্রমুখে শুনিয়াছি।

কাব্য-পরিচয়।

ক—বাংলা মঙ্গলকাব্যে অভয়ামঙ্গল।

বাংলা মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব সম্পর্কে একটি মত বহু বিজৃম্ভিত হইয়া পরিবেষিত হইয়া আসিতেছে যে বাংলাদেশে রাজনৈতিক ভূমিকম্পের ফলে বাংলা মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে। কিন্তু এই মত কাব্যজিজ্ঞাসার আলোকে বিচার করিলে সংশয়িত সত্যে দাঁড়ায়। অধিকন্তু এইমত দ্বারা মানব-মনের শাশ্বত অধ্যাত্ম বিশ্বাসকে রূঢ় আঘাত করা হইয়াছে। আর্য্য ও আর্য্যেতর ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির মিলনে যে নবভাবুকতার জন্ম হইয়াছিল, বাংলাদেশের প্রাচীন সাহিত্যে তাহার স্পষ্ট চিহ্ন রহিয়াছে। সেই নব ভাবঋদ্ধি রূপকল্পে ধরা পড়িয়া বাংলাকাব্যে রসঘন বাণীময় রূপ লাভ করিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের বঙ্গানুবাদ কাব্যরূপ লাভ করিয়া সহৃদয়ের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। লৌকিক বা আর্য্যেতর ধর্ম্মভাব তন্ত্র এবং পুরাণের মধ্যে পুষ্টি লাভ করিয়াই কাব্যরূপে ধরা দিয়াছে। ধর্ম্মগত সংস্কার যখন আখ্যানকাব্যের রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিল তখন তাহার সহিত তুর্কী-বিজয়ের আপেক্ষিক বহিঃসংযোগ ঘটিয়াছে বলিয়া উহাকে রাজনৈতিক মহালোড়নের অবস্থান্তর বলিলে মঙ্গলকাব্যের মূলসুর সম্পর্কে কতটা ভুল ধারণার প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

স্বর্গত ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব আলোচনায় বাংলা দেশের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সঙ্গে আর একটি বিষয়েরও উল্লেখ করিয়াছেন, উহা হইল তৎকালীন ধর্ম্মকলহ। বলাবাহুল্য, মঙ্গলকাব্যগুলি যেরূপে আমাদের নিকট আসিয়াছে তাহাতে ধর্ম্মের কলহ বা উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিশেষ চিহ্ন পাওয়া যায় না। মঙ্গলকাব্য রচনার পূর্ব্বে যখন কেবল ধর্ম্মসংস্কার-রূপে ঐগুলি বর্ত্তমান ছিল তখন সাম্প্রদায়িকতা এবং কলহ বিদ্যমান থাকিতে পারে। মনসামঙ্গলে পদ্মার সহিত চণ্ডীর এবং চণ্ডীমঙ্গলে চণ্ডীর সহিত গঙ্গার কলহ, অন্যত্র চণ্ডী কর্ত্তৃক দুশ্চরিত্র শিবের লাঞ্ছনার মধ্যে এইরূপ পূর্ব্বকালের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে। অপরপক্ষে এই মঙ্গলকাব্যগুলিতে কাব্যরসের সহিত উদার ধর্ম্মবোধের অপূর্ব্ব মিশ্রণ ঘটিয়াছে। সাম্প্রদায়িকতা-

মুক্ত মানবীয় ও ধর্ম্মীয় মনোভাবের জন্যই মঙ্গলকাব্যগুলি শ্রেণী নির্বিশেষে সকল বাঙ্গালীর আদরণীয় হইয়াছিল। রাজনৈতিক যুগলক্ষণের কথা ধরিলে বস্তুতঃ বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিকে বরঞ্চ ধর্ম্মকোলাহলেরই ইতিহাস বলিতে হয়। এই কোলাহল বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোলাহল। বাংলা মঙ্গলকাব্যের প্রাণস্পন্দন হইল—অবিশ্বাসের উপর বিশ্বাসের জয়।

মঙ্গলকাব্যের মূলসুর অবিশ্বাসের উপর বিশ্বাসের জয় এবং জীবনবোধ বা মানবতাবোধ। এই দুইটি পরস্পর অসম্পৃক্ত নহে। ভেদবুদ্ধির বিমর্দ্দনই মানবতাবোধকে বলিষ্ঠ এবং দৃঢ়ভিত করে। তাই একথা বলা যায় যে সংশয় দৃষ্টির নিরসনে এবং জীবনবোধের দ্রঢ়িষ্ঠতায় মঙ্গলকাব্যের মূলসুর ধ্বনিত হইয়াছে। মনসামঙ্গল কাব্যের নায়ক চাঁদসদাগর কিছুতেই মনসার পূজা করিবেন না। তাঁহার দৃপ্ত পৌরুষ শিব ছাড়া অন্য কোন দেবতার পূজা-প্রসঙ্গে সংশয়দৃষ্টি সমন্বিত। তিনি অকপটে বলিলেন—

"যেই হাতে পূজিয়াছি দেব শূলপাণি।
সেই হাতে না, পূজিব চেঙমুড়ি কাণি॥"

কিন্তু তথাপি এই মূর্ত্তিমান পুরুষকার বামহস্তে দেবীর পূজা করিলেন। ইহা যেন কোলাহল স্তব্ধ হইবার প্রথম ধ্রুব পাদক্ষেপ। এই অবিশ্বাস বিশ্বাসের দ্বারা বিজিত হউক, কোলাহল তথা সংশয়দৃষ্টি অন্তর্হিত হউক—মঙ্গল-কবিমানসের এই অভিলাষধ্রুবত্ব কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে পরবর্ত্তী কালে সু-প্রকাশিত হইয়াছে—

"অভেদে ভজে যেই পরম জ্ঞানী সেই,
ভারতে নাহিক ক্লেদ॥"

ইহা বিশেষ লক্ষণীয় যে চণ্ডীমঙ্গলে ধর্ম্ম কোলাহলের প্রকটতা অপেক্ষাকৃত কম। মুকুন্দরামের কাব্যে এবং মাধবাচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গলে এই সংশয়—সংগ্রাম তথা ধর্ম্মকোলাহল অনেকটা স্তিমিত। যুগবিবর্ত্তনে এই সংশয়দৃষ্টি ক্রমাবলুপ্তিকে বরণ করিয়াছে। রামদেবের কাব্যে এই সংশয়দৃষ্টি বা অবিশ্বাস ক্ষীণভাবেও দেখা দেয় নাই। সিংহলযাত্রা কালে খুলনাকে কাছে না দেখিয়া প্রেমপ্রমত্ত অভিমানী ধনপতি যখন খুলনাকে ঘটপূজারত অবস্থায় দেখিলেন তখন সেই ঘট পায়ে ঠেলিয়া ফেলিলেন। ইহাতে শিব বড়, চণ্ডী ছোট—এই বিশ্বাসা-বিশ্বাসের দ্বন্দ্বিত মনের প্রকাশ নাই। পরন্তু দূরদেশযাত্রী স্বামী নিজ বল্লভাকে স্বীয় পার্শ্বে না দেখিয়া ক্ষণিক অদর্শনের কারণকে লাঞ্ছিত করিয়া আত্মতৃপ্ত

হওয়ার স্বাভাবিকত্ব কবি রামদেব বেশ নাটকীয় ভাবে দর্শাইয়াছেন। চণ্ডীর প্রতি কোন অবিশ্বাসভূয়িষ্ঠ অশ্রদ্ধা থাকিলে তিনি সিংহল যাত্রাকালে খুলনাকে উপদেশ দান প্রসঙ্গতঃ কন্যা জন্মিলে মহামায়া নাম রাখার কথা বলিতে বিরত থাকিতেন। মঙ্গলকাব্যের মূলসুর যে অবিশ্বাসের উপর বিশ্বাসের জয় প্রতিষ্ঠা তাহা রামদেবের কাব্যে অনুরূপ বর্ণনার সঙ্গে সুসমঞ্জস এবং সু-উপস্থাপিত।

মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীর মহিমা কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে প্রাণতন্ত্রী দেবদেবীর মহিমা কীৰ্ত্তনের মধ্যে বিধৃত নয়। মঙ্গলকবিরা ছিলেন জীবন-রস-রসিক। জীবন-রস পরিবেষণের মধ্যেই তাঁহাদের কাব্যের চমৎকারিত্ব। মঙ্গলকাব্য যেন একটি বিশাল বটবৃক্ষ। কিন্তু এই বটবৃক্ষ উৰ্দ্ধাভি-গামী না হইয়া স্বীয় বিবৃদ্ধিপথে শাখাপ্রশাখা প্রসারণে ধরণীর প্রতি মায়ায় তাহাকে আকর্ষণ করিতে চায়। তাহার উৰ্দ্ধাভিগমন ধরণীর মায়ায় স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তেমনি দেবদেবীর মহিমা অবলম্বন করিয়া মঙ্গলকাব্য রচিত হইলেও জীবন-রস পরিবেষণই মঙ্গলকাব্যে প্রাধান্য পাইয়াছে। মঙ্গল-কাব্যে দেবতার চাইতে মানুষ বড় হইয়া উঠিয়াছে। মঙ্গলকাব্য মানুষেরই কাব্য। চাঁদসদাগরের দীপ্ত পুরুষকার, বেহুলার সতীত্ব ও তেজস্বিতা মানুষেরই জীবনের প্রকাশ। কালকেতু ফুলরার চরম দারিদ্র্য হইতে ঐশ্বর্য্যশালী অবস্থার জীবনবৈচিত্র্যী, ধনপতির রাজানুগত্য, পত্নীপ্রেম এবং শ্রীপতির সত্যসন্ধতা ও মাতৃভক্তি সমন্বিত কাহিনী মানবজীবনের সুখদুঃখেরই জীবনেতিহাস। মানব-জীবনের সুখদুঃখ লইয়াই মঙ্গল-কবিদের কাব্য পরিক্রমা। বস্তুত এমনও বলা যাইতে পারে যে বৃহৎ ধৰ্ম্মভাবুকতাই মানবীয়তা। কবি ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে বলিয়াছেন—

"বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।"

বস্তুতঃ চৈতন্যত্ব সুবৃহৎ মানবত্বই। মহাপ্রভু মানবত্বের শ্রেষ্ঠ প্রতীক। মানুষকে বড় ভাবিয়াই তিনি সেই যুগের রুচিচর্য্যা বহির্ভূত সুদুঃসাহসিক উক্তি করিয়া বলিয়াছিলেন—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।" মানবত্বের মূৰ্ত্ত বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনাতে পূৰ্ব্বেকার মানবীয়তা অভিনব দীপ্তিতে প্রকাশিত হইল। এই চৈতন্যোত্তর মানব-মহিমার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি এবং তৎসম্বলিত রূপরচনার আয়োজন বহু পূৰ্ব্ব হইতেই চলিতেছিল। জীবনরসাশ্রিত মঙ্গলকাব্যগুলি সেই আয়োজনের কাব্যেতিহাস। বস্তুতঃ মানবত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন তথা মানবত্বই দেবত্ব—

এই প্রতীতিদৃঢ় মানস বাঙ্গালীমনেরই বহিঃপ্রভাবনিরপেক্ষ আত্মপ্রকাশ। ভাগবতের প্রধানা গোপী বাঙ্গালী কবি জয়দেবের কাব্যে রাধারূপে, প্রেমময়ী মানবীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পরবর্ত্তী কবি চণ্ডীদাসের সমর্থ লেখনীতে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে—সবার উপরে মানুষ সত্য। ইংরাজী কাব্যে চসারেই প্রথম জীবনরস ও মানবীয়তার সুপ্রকাশ ঘটিয়াছিল। কিন্তু দেখা যায় চসারের আবির্ভবকালের পূর্ব্বেই বাংলা সাহিত্যে মানবীয়তার স্ফূরণ ও বিকাশ হইয়াছে। আর দৈব প্রাধান্যকে অতিক্রম করিয়া মানবীয়তাকে স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছে বলিয়া বাংলা কাব্যের সমধিক গৌরব। বাঙ্গালী কবি জয়দেবের রাধা বিশ্বকাব্যকুঞ্জে মানবীয়তার তথা নিখিল মানবমনের রাধনশীলতার প্রথম কাকলী। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি—মানুষই বড় এই সত্যের প্রত্যক্ষিত সামগ্রিক কাব্যরূপ। ইহাদেরই সৌধচত্বরে নির্ম্মিত হইয়াছে মানববিগ্রহ শ্রীচৈতন্য। রামদেব ছিলেন জীবন-রস-রসিক কবি। তাই তাঁহার কাব্যে জীবনরস সুপরিবেষিত হইয়া তাঁহার কাব্যকে প্রথম শ্রেণীর কাব্য করিয়া তুলিয়াছে।

খ—অভয়ামঙ্গলের কাহিনী।

দ্বিজ রামদেব তাঁহার কাব্যারম্ভে মঙ্গলচণ্ডীর অষ্টাহব্যাপী পূজার এবং চণ্ডীর অষ্টমঙ্গলা নামের কারণ সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন। (১) মঙ্গলাসুর নিধনে দেবগণের পূজা; (২) ইন্দ্রকর্ত্তৃক পূজা; (৩) কলিঙ্গরাজের পূজা; (৪) গুজরাটে কালকেতুর পূজা; (৫) কাননে খুলনার পূজা; (৬) মশানে শ্রীমন্তের পূজা; (৭) সিংহলরাজের পূজা; (৮) ধনপতিকর্ত্তৃক পূজা; অভয়ামঙ্গল আখ্যানকাব্যে কবি চারিটি উপাখ্যান সংযোজন করিয়াছেন। (১) মঙ্গলদৈত্য বধ; (২) চণ্ডীর মর্ত্ত্যে পূজা প্রচারাভিলাষ ও কালকেতু উপাখ্যান; (৩) ধনপতি ও (৪) শ্রীপতি উপাখ্যান।

১। মঙ্গলদৈত্য বধ।

মঙ্গল নামে এক দৈত্য ছিল। কঠোর তপস্যায় শিব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিলেন যে কেবল একজন রমণী ছাড়া সে সকলকে জয় করিতে পারিবে—

'তাহারে কর জএ অবলা একজন বিনে'। মঙ্গলদৈত্য কিন্তু একজন অবলাকে জয় করিতে পারিবে না—এই কথাকে পরিহাসবিপুল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে গ্রহণ করিল এবং শিবের বরে স্ফীতগর্ব্ব হইয়া সে ত্রিভুবন বিজয়ে বাহির হইল। ভূলোক এবং ভুজঙ্গলোক জয় করিয়া সে স্বর্গলোকাভিযানে দেবতাদিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া স্বর্গরাজ্যে অধিকার করে। পরাজিত ইন্দ্রদেব গুরু বৃহস্পতির সহিত সাক্ষাৎ করেন। সুরগুরুর মন্ত্রণানুযায়ী তিনি ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ব্রহ্মা ইন্দ্রের কাতরতায় সদেবগণ ইন্দ্রকে লইয়া শিবের নিকট গমন করিলেন এবং মঙ্গলদৈত্যের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রহ্মার অনুরোধে শিব ইন্দ্রকে বিন্ধ্যাচলে যাইয়া অভয়ার স্তব করিতে পরামর্শ দিলেন। ইন্দ্রের তপস্যায় দেবী তুষ্ট হইলেন এবং সসৈন্য অভিযানান্তর মঙ্গলদৈত্যকে বধ করিলেন। মঙ্গলদৈত্যকে বধ করার জন্য দেবীর নাম হইল মঙ্গলচণ্ডী। ইন্দ্র মঙ্গলচণ্ডীকে পূজা করিলেন এবং স্বর্গরাজ্য পুনঃপ্রাপ্তিতে হৃষ্ট হইলেন। স্বর্গরাজ্য পুনর্লাভ করিয়া ইন্দ্র ত্রিভুবন ভ্রমণে বাহির হইলেন। পথে গুরুকে মনে পড়াতে গুরু প্রণামার্থ মহর্ষি গৌতমের আশ্রমে গেলেন। মহর্ষি তখন আশ্রমে ছিলেন না। গুরুপত্নী অহল্যাকে একাকী দেখিয়া প্রবল রূপাসক্তি-কুমতিতে গুরুদারাভিগমন করিলেন। আশ্রম প্রত্যাগত মহর্ষি ইন্দ্রের অপরাধ অবহিত হইয়া ইন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন। গুরুর শাপে ইন্দ্র ভগাঙ্গ হইলেন। আর অহল্যা হইলেন পাষাণময়ী। ভগাঙ্গকুৎসিত ইন্দ্র করুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং ব্রহ্মার নিকট সুলজ্জিত হইয়া ইন্দ্র তাঁহার দুর্ম্মতি-দুঃখ নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে মঙ্গলনাশিনী (মঙ্গলদৈত্য-নাশিনী) দেবীকে অমঙ্গল নাশনার্থ পূজা করিতে পরামর্শ দিলেন। ইন্দ্র মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিলেন এবং দেবীর কৃপায় তাঁহার শাপমুক্তি ঘটিল। ইন্দ্র দেবীকে পঞ্চকন্যা দান করিলেন।

২। চণ্ডীর মর্ত্ত্যে পূজা প্রচারাভিলাষ ও কালকেতু উপাখ্যান।

দেবী চণ্ডিকার মনে মর্ত্ত্যে পূজা প্রচারের ধ্রুবাভিলাষ হইল এবং তিনি পদ্মার সহিত পরামর্শ করিলেন। পদ্মার মন্ত্রণানুযায়ী দেবী বিশ্বকর্ম্মাকে কংস সরোবরতটে গিয়া মঠগৃহ নির্ম্মাণের আদেশ দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা মর্ত্ত্যে গিয়া কংসসরোবরের তীরে মঠ নির্ম্মাণ করিয়া মন্দিরগাত্রে সুন্দর কারুকার্য্য

বিমণ্ডিত আলেখ্য রচনা করিলেন। সসখী দেবী মর্ত্ত্যে আগমন করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা মঠগৃহে দেবীর পূজা করিলেন। ইহা দেবীর দ্বিতীয় পূজা। মর্ত্ত্যে দেবী চণ্ডিকার প্রথম ভক্ত কলিঙ্গরাজ। অপুত্রক কলিঙ্গরাজ মনের দুঃখে দিন যাপন করিতেছিলেন। পুত্রহীন হওয়ার দুঃসহ অন্তর্বেদনায় তিনি শেষে রাজনীতি পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিলেন। এই মানসিক দুর্য্যোগে রাজা হঠাৎ দেবী চণ্ডিকার স্বপ্নাদেশ লাভ করিলেন। তিনি যদি দেবীর পূজা করেন তবে পুত্রবান হইবেন। অঙ্গশুচি হইয়া রাজা দেবীর অর্চ্চনা আরম্ভ করিলেন। সপরিবারে দেবীর পূজা অন্তে গজগণ্ডা বলি দিয়া কলিঙ্গরাজ চণ্ডিকা প্রণাম করিলেন। পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবী রাজাকে পুত্রবর দান করিলেন এবং কৈলাসে চলিয়া গেলেন।

দেবীর মর্ত্ত্যে পূজা প্রকাশ ও প্রসারের এক অনুকূল কারণ ও স্বর্গে হঠাৎ ঘটিল। মৃত্যুঞ্জয় শিক্ষাভিলাষী ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর অমরসিদ্ধি শিক্ষার অঙ্গীকার পাইয়া কুসুম চয়নে ব্রতী হইয়া শিবের নিকট রহিলেন। একদিন দৈববশে পুষ্প আহরণে গিয়া ব্যাধের মৃগশিকারে কৌতূহল হেতু স্বীয় কার্য্য ভুলিয়া গেলেন। অধিক বেলাতিক্রান্তে যখন পূজার পুষ্পচয়নের কথা মনে পড়িল তখন তাড়াতাড়ি কীটদষ্ট পুষ্প ও সকণ্টক বিল্বপত্র তুলিয়া শিবের নিকট গেলেন। শিব নীলাম্বরকে দেখা মাত্রই রাগিয়া আগুন। শিব তাঁহার কার্য্যে অবহেলা করিয়া মৃগবধখেলা দেখার স্পর্দ্ধিত কৌতূহলের জন্য নীলাম্বরকে তিরস্কার করিলেন। তর্জ্জন করিতে করিতে হাতে পুষ্প লইয়া দেখিলেন ঐগুলি কীটবিদ্ধ। বিল্বপত্র সাজাইতে হাতে কণ্টক বিদ্ধ হওয়ায় শিব ভীষণ রাগিয়া গেলেন। নীলাম্বর ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী শিবের পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে মদননিধনাগ্নি নিবারণ করিতে বলিলেন। পার্ব্বতীর বিনতিসমাকুল নিবেদনে ক্রুদ্ধ শিব নীলাম্বরকে ব্যাধের মৃগশিকারে আকৃষ্ট হওয়ার জন্য ব্যাধকুলে জন্মিবার জন্য অভিশাপ দেন। শাপবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ইন্দ্র ছুটিতে ছুটিতে শিবের নিকট উপনীত হইয়া কাতর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নীলাম্বর ব্যাধরূপে কৈলাসে বাস করিয়া শিবের চরণ সান্নিধ্যাভিলাষ নিবেদন করিল। শিব তাহাতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু নীলাম্বরের ক্রন্দনে ভোলানাথের দয়া হইল। তিনি দ্বাদশ বৎসর অন্তে শাপমুক্তির আশ্বাস দিলেন। সপুত্র ইন্দ্র নিজ পুরে গমন করিলেন। অভিশাপ-বৃত্তান্ত জানিয়া শচী করুণ বিলাপ আরম্ভ করিলেন। বজ্রধর শচীকে সান্ত্বনা

দিলেন। মাতাপিতাকে কাঁদাইয়া সস্ত্রীক নীলাম্বর দেহ ত্যাগ করিলেন। মর্ত্ত্যে তাঁহারা ব্যাধের ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেন। নীলাম্বরের জন্ম হইল ধর্ম্মকেতুর ঘরে আর নীলাম্বর পত্নীর জন্ম হইল পুষ্পকেতুর ঘরে। ধর্ম্মকেতুর পুত্রের নাম কালকেতু ও পুষ্পকেতুর কন্যার ফুলরা রাখা হইয়াছিল। কালকেতু শৈশবেই শক্তিমান হইয়া উঠিল। পিতার সহিত বনে গিয়া পশুবধে খুবই নৈপুণ্য দর্শাইল। ধর্ম্মকেতু পুত্রের বিবাহ প্রস্তাব লইয়া মানাই পুরোহিতকে ব্যাধ পুষ্পকেতুর নিকট প্রেরণ করিল। পুষ্পকেতুর সানন্দ সম্মতিতে কালকেতুর সঙ্গে ফুল্লরার বিবাহ হইল। পিতাপুত্রে মৃগশিকার করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল। একদিন পিতাপুত্রে পশুশিকারে বনে গিয়াছিল। হঠাৎ এক সিংহের আক্রমণে ধর্ম্মকেতুর মৃত্যু হয়। মৃত পিতাকে কাঁধে করিয়া কালকেতু গৃহে ফিরিল। তাহার মাতাও তাহার পিতার সঙ্গে সহমৃতা হইল।

কালকেতু মৃগবধার্থ যথারীতি বনে যাইত। তাহার আক্রোশবিপুল পশু-নির্য্যাতন এবং নিধনাভিযানে বনের পশুরা ত্রস্ত ও আকুল হইয়া উঠিল। তাহারা দেবী চণ্ডিকার নিকট তাহাদের গোহারি জানাইল। দেবী তাহাদিগকে কালকেতুর হাত রক্ষা করিবার আশ্বাস দিলেন। দেবী সোনার বর্ণ গোধিকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কালকেতুর আগমন প্রতীক্ষায় রহিলেন। এদিকে কালকেতু জ্যোতিষ ডাকিয়া সেই দিনের মৃগয়ার লভ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। জ্যোতিষ কালকেতুকে অতিসৌভাগ্যযোগ ভবিষ্যৎ-বাণী করিলেন। অন্নচিন্তায় আকুল কালকেতু সকালে সামান্য কয়েক গ্রাস অতিজল পান্তা ভাত খাইয়া পশুশিকারে বাহির হইল। পথে কালকেতু নানা শুভ চিহ্ন দেখিল। বনে প্রবেশকালে হঠাৎ এক স্বর্ণগোধা দেখিল। গোধিকাকে প্রণাম করিয়া বনে গমন করিল। দেবী মৃগরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে ছলনা করিলেন এবং সমস্ত পশু লুকাইয়া রাখিলেন। বনে কোনও শিকার না পাইয়া কালকেতু কাতর ক্রন্দন করিতে লাগিল। শিকারে বিফলমনোরথ হইয়া যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল তখন পথে স্বর্ণগোধা দেখিয়া উহাকে কোদণ্ড চাপিয়া ধরিল এবং উলু দড়ি দিয়া বান্ধিয়া কাঁধে ফেলিয়া গৃহে চলিল। গোধা ঘরে রাখিয়া স্ত্রী ফুলরাকে বাজারে সংবাদ দিতে চলিল। বাজারে গিয়া ব্যাধিনীকে শিকারের সংবাদ দিলে ফুলরা তাড়াতাড়ি বাড়ী রওনা হইল, আর কালকেতু চাউল ক্রয় করিতে গেল। গৃহে ফিরিবার পথে ফুলরা গোধিকা কাটিবার জন্য এক

প্রতিবেশিনীর নিকট হইতে বহু বিনতি করিয়া বটি ধার আনিল। এ দিকে কুটীরস্থিত অবস্থায় দেবী বিশ্বকর্ম্মকে ডাকিয়া কাঞ্চুলী নির্ম্মাণ করাইলেন এবং সেই কাঞ্চুলী পরিধান করিয়া অখিলমঙ্গলা রূপ ধারণ করিলেন। বটি হস্তে গৃহপ্রত্যাগতা ফুলরা মোহিনীকে সেখানে তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল এবং দেবীকে দোষারূপ করিল। ফুলরা দেবীকে সপত্নী মনে করিয়া তাহাকে নিরাশ করিবার জন্য দ্বাদশ মাসের দারিদ্র্যবিস্তর নিজদুঃখের কথা বলিল। দেবী ফুলরাকে পরিহাসকুশলতার সহিতস াপত্ন্যের কপটাভিনয় করিলেন। রোষস্ফীতা ফুলরা বাজারে ছুটিল। পথে কালকেতুর দেখা পাইয়া তাহাকে গঞ্জনা করিয়া কহিল—

তোহ্মার দিনান্তে না মিলে ভাত এত নাগরালী ঠাঠ
পরনারী আনিয়াছ ঘরে।

কালকেতু ফুলরার কথার সঙ্গে তাহার কার্য্যে সঙ্গতি খুঁজিয়া না পাইয়া কম্পিত কলেবর হইল এবং স্ত্রীর উপর রাগিয়া গেল। পরনারী দেখাইতে না পারিলে কঠোর শাস্তি দিবে এরূপ আস্ফালন করিয়া উভয়ে ঘরে গিয়া ভুবনমোহিনী চণ্ডীকে দেখিল। কালকেতু মাতৃসম্বোধনে দেবীকে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। দেবীকে নিরুত্তর দেখিয়া কালকেতু রাগিয়া গেল এবং গণ্ডিশর ধারণ করিল। দেবী আত্মপরিচয় দান করিলেন এবং কালকেতুর সাগ্রহানুরোধে দশভুজামূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ফুলরা অতিত্রাসে কালতুকে জড়াইয়া ধরিল। কালকেতু দেবীর চরণে স্তব করিল। দেবী কেতুকে ধনবর দিলেন এবং গুজরাট নগরপত্তনের আদেশ দিলেন। দেবী নিজ হাতের কঙ্কণ দিয়া কেতুকে সুশীল বানিয়ার কাছে কঙ্কণের বিনিময়ে ছয় অযুত ধনের জন্য যাইতে উপদেশ দিলে সে দেবীকে ধন লইয়া যদি কোন বিপদ বা বিবাদ হয় তবে কে তাহাকে রক্ষা করিবে—ইহা জিজ্ঞাসা করিল। দেবী তাহাকে অভয় দিলেন এবং অন্তর্ধান করিলেন।

দেবী বিশ্বকর্ম্মকে গুজরাটে পুরী নির্ম্মাণের আদেশ দিলেন। দেবীর আদেশে বিশ্বকর্ম্ম দিব্য ঘর নির্ম্মাণ করিলেন। সুশীল বানিয়ার নিকট হইতে বস্তায় করিয়া ছয় অযুত ধন আনিয়া কেতুবীর গুজরাট গেল। সেইখানে নগর-পত্তনার্থ বন ছাটিবার পর সে দেবীর আদেশানুযায়ী তাঁহার পূজা করিল। দেবী কালকেতুর উপর প্রসন্ন হইলেন এবং প্রত্যক্ষ হইয়া তাহাকে রাজপাটের আশ্বাস দিলেন। দেবীর স্বপ্নাদেশ পাইয়া বুলান মণ্ডলকালকেতুর

সহিত সাক্ষাৎ করিল। সে মণ্ডলকে তাহার মন্ত্রী করিল। নগরপত্তন তথা রাজপাট আরম্ভ হইল। ভাঁড়ুদত্ত নামে একজন ধূর্ত্ত স্বার্থসন্ধ নির্লজ্জ ও প্রবঞ্চক ব্যক্তি ছয় বাড়ী দান ভিক্ষা চাহিল। তাহার পীড়াপীড়িতে অতিষ্ঠ হইয়া কালকেতু বিরক্তির সহিত তাহাকে বিনা খাজনায় ছয় বাড়ী দান দিল। কেতুর নগরে নানা জাতি এবং নানা বৃত্তির লোক বসতি স্থাপন করিতে আসিল। কালকেতু দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া সৈন্যবলের সাহায্যে নগর-রক্ষার সুব্যবস্থা করিয়াছিল। ভাঁড়ুদত্ত বীরের নাম ভাঙ্গাইয়া ব্যবসায়ীদের ঠকাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। একদিন সে কালকেতুর সভায় মণ্ডলের সম্বর্দ্ধনা দেখিয়া ঈর্ষ্যাদগ্ধ হইল এবং বীরের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করায় লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হইল। ইহাতে কালকেতুর উপর ভাঁড়ুদত্তের প্রবল আক্রোশ হইল এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার মানসঞ্চবত্বে সে কলিঙ্গ-রাজের নিকট গেল। ব্যাধবীরের সৌভাগ্য-প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া সে রাজার ঈর্ষ্যার উৎসারণ করিল। রাজা মন্ত্রীর পরামর্শানুযায়ী ভাঁড়ুদত্তের সংবাদের যাথার্থ্য নিরূপণ করিবার জন্য গুজরাটে দূরধর এবং দূরমুখ্য নামক দূতদ্বয়কে প্রেরণ করিলেন। গুজরাট প্রত্যাগত দূতের নিকট ভাঁড়ুর বর্ণনানুরূপ সমস্ত বৃত্তান্ত আগত হইয়া রাজা অস্থির হইলেন এবং কালকেতুর বিরুদ্ধে সৈন্য-বাহিনী প্রেরণ করিলেন। রাজা তাঁহার ভাগিনা মধুসিংহ, দেবাই ও দুবাইর উপর সৈন্য পরিচালনার ভার দিলেন। দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কলিঙ্গরাজার সেনাপতিগণ অকস্মাৎ দূত পাঠাইয়া কেতুবীরের নিকট দ্বাদশ বৎসরের কর অন্যথা রণের শর্ত্ত জানাইয়া দূত প্রেরণ করিল। কালকেতু করদানে অস্বীকৃত হইল এবং যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। ফুলরা বীরকে যুদ্ধে যাইতে বারণ করিল; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। রাজ-সৈন্যের সঙ্গে কালকেতুর সৈন্যেরা কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। তাহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। কালকেতু দেবী সারদাকে স্মরণ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল এবং যুদ্ধে রাজ সৈন্যদের পরাজয় ঘটিল। যুদ্ধবিজয় অন্তে কালকেতু গৃহে ফিরিয়া উল্লাসবিপুল উক্তিতে ফুলরাকে বলিল যে সতীনারীর পতির বিনাশ নাই। জগজ্জননী মহামায়া ইহাতে রুষ্ট হইলেন। এদিকে ভাঁড়ুর পরামর্শে রাজকোটাল কালুদণ্ড যুদ্ধবিজয়ী নিরস্ত্র কালকেতুকে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিল এবং নিপীড়ন আরম্ভ করিল। ফুলরা কোটালের চরণে স্বামীর মুক্তিভিক্ষার সকাতর

আবেদন করিয়া নিরাশ হইল। সসৈন্য কোটয়াল বন্দী কালকেতুকে লইয়া রাজসমীপে উপনীত হইল। কলিঙ্গরাজ কালকেতুকে কারাগারে প্রেরণের আদেশ দিলেন। কারাগারে দেবীকে স্মরণ করিয়া কেতু বিলাপ করিল এবং স্বরচতুর্দ্দশ স্তুতিতে দেবীর স্তব করিল। দেবী কারাগারে আসিয়া ভক্তকে দর্শন দিলেন এবং কেতুকে অচিরে দুঃখমুক্তির আশ্বাস দিলেন। দেবী রাজাকে ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। হঠাৎ এইরূপ ভয়াবহ স্বপ্নদর্শনে রাজা ভীতিচঞ্চল হইলেন। প্রভাতে বিপ্র ডাকিয়া স্বপ্ন-তাৎপর্য্য জ্ঞাত হইয়া কালকেতুকে অবিলম্বে মুক্তি দিবেন স্থির করিলেন এবং কালুদণ্ডকে পাঠাইয়া কালকেতুকে সভায় আনাইলেন। রাজা কাল-কেতুকে তাহার অবিনয় ও রাজসম্মান প্রদর্শনে শৈথিল্যের জন্য খুবই দোষারোপ করিলেন। কিন্তু কালকেতুর শিরে যে চণ্ডিকা অবস্থান করেন এবং সে যাহাকে প্রণাম করে সেই গতায়ু হয় ইহা জানিতে পারিয়া অনন্তর অনুষ্ঠিত পরীক্ষাসত্যতায় বিমুগ্ধ হইলেন এবং ব্যাধবীরকে অশেষ সম্বর্দ্ধনায় অভিষিক্ত করিলেন। রাজার সহিত চোখের ইশারায় ভাঁড়ুকে লইয়া কালকেতু গুজরাট প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কয়েকদিন পর কালকেতু ভাঁড়ুকে ডাকাইয়া লাঞ্ছনা করাইলেন। নাপিত ডাকিয়া তাহার মাথা মুড়াইয়া প্রকাশ্য রাজপথে মাথায় ঘোল ঢালা হইল। কালকেতু সাড়ম্বরে দেবীর পূজা করিল। বীর পূজা অন্তে দেবীকে প্রণাম করিল। দেবী তাহাকে হরের সংবাদ এবং তাহার শাপমুক্তিবার্ত্তা জানাইলেন। কালকেতু মণ্ডলকে দেবীর নিকট জ্ঞাত শাপমুক্তি-প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া মেলানী যাচ্ঞা করিল। প্রজাগণ দুঃখে কাঁদিতে লাগিল। গুজরাট নগরবাসীকে অশ্রুজলে ভাসাইয়া সস্ত্রীক কালকেতু অগ্নিতে প্রাণত্যাগ করিল এবং কৈলাসে গিয়া শিবের নিকট উপনীত হইল। শিব নীলাম্বরকে মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান দিলেন।

৩। ধনপতি উপাখ্যান।

একদিন কৈলাসে বসিয়া হরগৌরী পাশা খেলিতেছিলেন। পাশার দান লইয়া উভয়ের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছিল। শিবের অনুচর মণিকর্ণকে সাক্ষী মানা হইল। মণিকর্ণ শিবের পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিল। ইহাতে দেবী মণিকর্ণকে অভিশাপ দিলেন। শাপভ্রষ্ট মণিকর্ণ স্বর্গে থাকিতে পারিল

না। মণিকর্ণ রঘুপতির ঘরে জন্ম নিল এবং তাহার স্ত্রী জন্ম নিল নিধিপতির ঘরে। রঘুপতির পুত্রের নাম ধনপতি এবং নিধিপতির কন্যার নাম লহনা রাখা হইল। ধনপতি যৌবনে উপনীত হইলে পর নিধিপতি সদাগরের কন্যা লহনার সহিত তাহার বিবাহ হইল। সেই সময়ে ইন্দ্রের অভিশাপে এক অপ্সরী লক্ষপতি সদাগরের ঘরে আসিয়া জন্ম নিল। সেই কন্যা দেখিতে উর্ব্বশীর ন্যায় অনুপম সুন্দর। লহনা এবং ধনপতির কিছুকাল সুখদাম্পত্যজীবন যাপনের পর হঠাৎ ধনপতির পারাবত ক্রীড়ার ফল হিসাবে লহনার এক সপত্নী জুটিল। তখনকার দিনে বণিকসমাজে পারাবত উড়ান প্রতি-যোগিতার বহু প্রচলন ছিল। রাঘবদত্ত এবং ধনপতির মধ্যে একদিন পারাবত-ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। খেলাতে পণ রাখা হইয়াছিল যে, খেলায় যে হারিবে তাহাকে তিন অযুত ধন বিজয়ীকে দিতে হইবে। পারাবত প্রতিযোগিতায় রাঘবদত্ত হারিয়া গেল এবং ধনপতিকে তিন অযুত ধন গণিয়া দিল। ধনপতির পারাবত উড়িতে উড়িতে কোথায় গেল তাহার কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। অবশেষে ধনপতির লোক ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে পারাবত লক্ষপতি সদাগরের ঘরের চালে বসিয়াছে। ধনপতি চতুর্দ্দোলে করিয়া পারাবত অন্বেষণে লক্ষপতির গৃহে গেল। লক্ষপতি পরম সমাদরে তাহাকে গ্রহণ করিল। সেই স্থানে অবস্থিতিকালে লক্ষপতির কন্যা খুলনাকে দেখিয়া ধনপতির রূপাসক্তি জন্মিল এবং সে বিপ্রের মাধ্যমে বিবাহ প্রস্তাব করিল। লক্ষপতি সদাগর ইহা শুনিয়া খুবই খুসী হইল। ধনপতি খুলনার সহিত বিবাহের আশ্বাস পাইয়া গৃহে ফিরিল।

গৃহে ফিরিয়া ধনপতি লহনার নিকট খুলনাকে বিবাহ করার দুর্জ্জয় অভিলাষ জ্ঞাপন করিল। ইহা শুনিয়া লহনা বিলাপ আরম্ভ করিল। ধনপতি পুরাণপ্রসঙ্গ উল্লেখে স্ত্রীর সমর্থন লাভ করিল। জোটকসম্ভার লইয়া লোকজন-সহ বিপ্র জনার্দ্দন লক্ষপতির গৃহে গমন করিল। সদাগরপত্নী রম্ভা কিন্তু সপত্নী বিদ্যমানে কন্যার বিবাহ দিতে প্রবল আপত্তি করিল। বিপ্র জনার্দ্দন বিনতি সমাকুল শাস্ত্রালোচনায় রম্ভার সম্মতি লাভ করিল। লক্ষপতির গৃহে খুলনার বিবাহের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান—অধিবাস, রমণী-উৎসব নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, জল-ভরণোৎসব এবং বিবাহ-আসর নির্ম্মাণ সুসম্পন্ন হইল। ধনপতির গৃহেও বিবাহের পূর্ণ আয়োজন চলিল। যথারীতি ধনপতির অধিবাস সমাপন হইল। বরযাত্র্যনুগামী বাদ্যভাণ্ড সহযোগে বরসজ্জায় সুসজ্জিত ধনপতি দোলায়

চড়িয়া বরযাত্রা করিল। পথে এক বাটোয়ার বরযাত্রীদের পথ অবরোধ করিল নানা বাদানুবাদের পর ইপ্সিত গুয়াপান বুঝিয়া পাইয়া বাটোয়ার পথ ছাড়িয়া দিল। তখনকার দিনে বরযাত্রীদের অথবা ধনী পথিকদের প্রায়ই এইরূপ সঙ্কটে পড়িতে হইত। ধনপতি লক্ষপতির গৃহে পৌঁছিলে লক্ষপতি সাদরে জামাতাবরণ করিল। জামাতার শিবসুন্দর রূপ দর্শন করিয়া নারীগণ সঈর্ষ্য প্রশস্তি করিতে লাগিল। খুলনা সপ্ত প্রদক্ষিণান্তে পতির গলে মাল্যদান করিল। লক্ষপতি যথাশাস্ত্র কন্যাদান করিল। বিবাহের পরক্ষণেই বিবাহ বাসর হইতে বরবধূকে অন্যত্র লইয়া যাওয়া হইল। রমণীসমাজ পরিবেষ্টিত হইয়া খেলা সমাপনান্তে অখণ্ডদীপ গৃহে বরবধূর শুভমিলন হইল। রাত্রিতে বর-যাত্রীরা 'দীয়তাম্ ভোজ্যতাম্'-বিপুলতায় অভ্যথিত হইল। রজনী প্রভাতে ধনপতি শ্বশুরশাশুড়ীর নিকট মেলানী প্রার্থনা করিল। খুলনা মায়ের স্নেহ-নীড়-ত্যাগবিধুরতায় বিলাপ করিতে লাগিল। বিরহের কারুণ্যঘন ছায়ার মধ্যে ধনপতি সস্ত্রীক ইছানী ত্যাগ করিল।

নব পুনর্বিবাহিত সাধুর কিন্তু কয়েকদিন পরই হঠাৎ গৌড়পাটনে দেশান্তরে যাওয়ার এক কারণ উপস্থিত হইল। ধর্ম্মাঙ্গদ নামে এক রাজা গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ মতিচ্ছন্ন হইয়া তাঁহার পালিত শুকসারীযুগলকে ত্যাগ করিল। দৈববশে শুকসারী এক ব্যাধের জালে বন্দী হইয়া প্রাণভয়ে আকুল উতরোল ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহারা ব্যাধকে পুরস্কারপ্রলুব্ধতায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে রাজসমীপে লইয়া যাইবার বিশেষ বিনতি জানাইল। অর্থসন্ধ ব্যাধও তদনুযায়ী পক্ষিযুগলকে লইয়া রাজসমীপে উপনীত হইল। শুকসারী রাজার নিকট আত্মপরিচয় দানান্তে নিজেদের ভারত পুরাণাদি শাস্ত্র বিষয়ক প্রজ্ঞাপারমিতা-বিস্তর স্বপ্রশস্তি কীর্ত্তন করিল। রাজা খুসী হইয়া ব্যাধের নিকট হইতে তাহাদের কিনিয়া লইলেন। রাজা যখন রজতপিঞ্জরে শুকসারীকে রাখিতে গেলেন তখন তাহারা কাঁদিয়া উঠিয়া জানাইল যে একান্ত দুর্ভাগ্যের জন্য ঈদৃশ নৃপতির হাতে পড়িয়াই স্বর্ণপিঞ্জরে বাসের চিরাভ্যস্ততার অনীপ্সিত বিলুপ্তি ঘটিল। ভূপতি নিজে আত্মগর্ব্ব অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াসে তখনই ধনপতি সদাগরকে ডাকিয়া পাইলেন এবং স্বর্ণপিঞ্জরের জন্য গৌড়পাটনে পাঠাইলেন। ধনপতির গৃহে তাহার গৌড়পাটন যাওয়ার সংবাদ পৌঁছিল।

ধনপতি গৌড়পাটনে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার নবপরিণীতা খুলনার

প্রতি 'সপত্নীনির্য্যাতন আরম্ভ হইল। লহনার এক ব্রাহ্মণীসখী একদিন বেড়াইতে আসিয়া কথায় কথায় তাহার বশীকরণ-পারদর্শিতা উল্লেখ করিয়া পতিবশ এবং সপত্নী লাঞ্ছনায় আত্মপ্রশস্তিনিষ্ণাত এক কাহিনীর অবতারণা করিল। একখানা জাল পত্র লিখনার্থ লহনার বিনতিসমাকুল অনুরোধ ও অর্থ-প্রলোভনে দ্বিজপত্নী এক মায়াপত্র লিখিল। লহনা তাহা খুলনার হাতে দিয়া পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিল। পত্রে লিখা ছিল খুলনাকে লহনা ছেলি চরান কার্য্যে নিয়োজিত রাখিবে। খুলনা কিন্তু কিছুতেই ইহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে লহনার নিকট এই অগৌরবের কার্য্য হইতে মুক্তি মানসে চরণে পড়িয়া সাশ্রয়ানুকূল্য প্রার্থনা করিল। লহনা বলপ্রয়োগ ও লাঞ্ছনায় খুলনাকে নিপীড়ন করিয়া ছেলিচরান কার্য্যে নিয়োগ করিল। খুলনার স্ব-আভরণ ও আবরণ বঞ্চিতাবস্থায় খৈয়া পরিধান করিয়া ছেলি চরাইত, ঢেঁকিশালা ঘরে শয়ন করিত, সপত্নীপ্রদত্ত তাচ্ছিল্য-নন্দিত পোড়া অন্ন খাইয়া উদর পূর্ত্তি করিত। শ্রমকাতরতায় ঘুম হইতে উঠিতে বিলম্ব হইলে সপত্নী গায়ে জল ঢালিয়া দিয়া বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া নির্য্যাতন করিত। এইরূপ দুর্গতি ও অর্দ্ধাশন দুর্দ্দিনের মধ্যে খুলনা ছেলি চরাইতে লাগিল।

একদিন হঠাৎ বনে তাহার মায়ের স্বগ্রামবাসী ব্রাহ্মণী-সখীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। মাতৃসখী খুলনার এই বেশ দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। খুলনা দ্বিজপত্নীর কাছে স্বদুর্গতি বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া তাহার মায়ের নিকট এ দুঃখের কাহিনী জানাইতে বলিল। খুলনাকে প্রবোধিত করিয়া দ্বিজপত্নী নিজগ্রামাভিমুখে যাত্রা করিল এবং লক্ষপতির জায়ার নিকট কন্যার ছাগচরান-দুর্ভাগ্যের কাহিনী বর্ণনা করিল। মেয়ের দুঃখের কারুণ্যগভীরতার কথা শুনিয়া রম্ভা বিলাপ করিতে লাগিল। মাকে এই ভাবে বিলাপ করিতে দেখিয়া পুত্র কামদেব ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। মায়ের নিকট বোনের সপত্নীহস্তে লাঞ্ছনার কথা শুনিয়া কামদেব খুবই রাগিয়া গেল এবং প্রতিকারের জন্য উজানী নগরে যাওয়ার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। কামদেব উজানী রওনা হইল। যাত্রাকালে মা রম্ভা পুত্রকে ক্রোধবশে অন্যায় কিছু করিতে বারণ করিয়া দিল। কামদেব ধনপতির গৃহে পৌছিলে লহনা তাহাকে সুসম্বর্দ্ধনায় অভিষিক্ত করিল। কামদেব খুলনাকে লাঞ্ছনা ও ছাগ চরানে নিয়োজনের জন্য লহনার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইল। ছলনাময়ী লহনা কামদেবের রোষবহ্নি দেখিয়া তাড়াতাড়ি সাধুর কপট পত্র আনিয়া তাহার হস্তে দিল এবং নানা

ছলনা-শায়কে তাহার ক্রোধ প্রশমিত করিয়া তাহাকে সুলজ্জিত করিল। কামদেব নিজের আচরণে অনুতপ্ত হইয়া লহনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং খুলনার প্রতি সানুকম্প মনোভাব রাখার জন্য বিশেষভাবে বলিয়া গেল। লহনাও তাহাকে প্রতরণাপুষ্ট মিথ্যা আশ্বাসে বিদায় দিল। কামদেব কিন্তু মনের দুঃখে খুলনার সহিত একবারও দেখা করিল না।

কামদেব চলিয়া গেলে পর লহনা খুলনার উপর অন্তরের রুদ্ধ ক্রোধ উদ্গীরণ করিল এবং তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া তখনই খুলনাকে ছাগ চড়ানার্থ বনে প্রেরণ করিল। ছাগচরান শ্রমকাতরতায় খুলনা এক দিন ঘুমাইয়া পড়িল। সসখী দুর্গা সেই পথে তখন আকাশ-সঞ্চরণ কালে ঘুমন্ত-খুলনাকে দেখিয়া পদ্মাকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পদ্মা চণ্ডীকে খুলনা তাঁহারই দাসী এই পরিচয় দিয়া তাহার সপত্নী-লাঞ্ছনার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। দেবী খুলনার ঘুমের সুযোগে তাহার ছেলি হরণ করিলেন। ঘুম হইতে উঠিয়া ছাগ অদর্শনে খুলনা কাঁদিয়া উঠিল। কোথাও ছাগপদচিহ্ন না দেখিয়া এই দিক ঐদিক ছাগান্বেষণবিফলতায় খুলনা কাতর ক্রন্দন করিতে লাগিল। ছাগ খুঁজিতে খুঁজিতে পূজারতা পঞ্চ কন্যার সহিত খুলনার দেখা হইল। পূজা সমাপনান্তে পদ্মা খুলনাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। খুলনা পরিচয় দিয়া স্বীয় দুর্দ্দশা বর্ণনা করিল। পদ্মা খুলনাকে চণ্ডীকার পূজায় তাহার সকল দুঃখ দুর্দ্দশার খণ্ডন হইবে এই পরামর্শ দিল। চণ্ডিকা কখন কাহার দুঃখকষ্ট নিরসন করিয়াছেন তাহা জানিবার কৌতূহলে খুলনা প্রকাশ করিলে পদ্মা তাহাকে দেবীর মাহাত্ম্য ও গুণগ্রাম প্রসঙ্গতঃ চৈত্রসুত সুরত রাজার পুত্র দারা এবং সচিব-বৈরিতায় প্রাণরক্ষার্থ রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে পলায়ন, সমদুঃখী বৈশ্যের সহিত মিলন এবং মেধসের আশ্রমে বসিয়া মহা-মায়ার উৎপত্তি, মধুকৈটভ দৈত্যনাশ, শুম্ভ নিশুম্ভ বধ কাহিনী শ্রবণ এবং নদীতীরে স্বর্ণনির্ম্মিত দশভুজামূর্ত্তিপূজনে রাজা সুরথের দুঃখদুর্দ্দশার মেঘমুক্তি অন্তে পুনঃরাজ্য প্রাপ্তি প্রসঙ্গ বর্ণনা করিল। খুলনা পদ্মাকে পূজাসম্ভার অভাবে স্বীয় অক্ষমতা ও দৈন্য জানাইলে পদ্মা তাহাকে পূজার সম্ভার জোগাইবার আশ্বাস দিল। খুলনা নিকটবর্ত্তী সরোবরে স্নান করিয়া পদ্মার উপদেশানুযায়ী সিক্ত বস্ত্রে দেবীর পূজা করিল। দেবী প্রসন্ন হইয়া বর দিলেন যে তাহার ছেলিচরান দুর্ভাগ্য অচিরে ঘুচিবে এবং সে পতিবল্লভা হইয়া সুখজীবন যাপন করিবে। খুলনা তাহার হারাণ ছেলি ফিরিয়া পাইল।

দেবী ভয়ঙ্করী চামুণ্ডা মূর্ত্তিতে লহনাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া খুলনাকে ছেলি চরান হইতে দ্রুত অব্যাহতি দিতে আদেশ দিলেন, অন্যথা করিলে তাহাকে বিনাশ করিবেন এই ভয় প্রদর্শন করিলেন। লহনা দেবীর ভয়ঙ্করী করালী মূর্ত্তি দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল এবং আকুল হইয়া বনে খুলনার নিকট ছুটিল। ‍দুবলার উপর ছেলির ভার অর্পণ করিয়া খুলনাকে গৃহে ফিরিবার মমতাশ্রুদ্ধ সম্ভাষণ জানাইল। অভিমানস্ফীতা খুলনা তাহার অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু লহনার মিনতিসমাকুল অনুরোধে তাহার মন গলিয়া গেল এবং খুলনাকে সঙ্গে করিয়া লহনা গৃহে ফিরিল। লহনা সযত্ন রন্ধনে ও সাদর পরিবেষণে খুলনা ভোজনতৃপ্তি সম্পাদন করিল। এত আদরযত্নের মধ্যেও কেন যে খুলনার মনে গোপন অজানা বেদনা অনুভব করিল তাহা বুঝিতে পারিল না। খুলনার তখন অন্তরে ব্যথা।

লহনাকে স্বপ্নাদেশ দিয়া দেবী গৌড়নগরে সাধু ধনপতিকে তাহার বিলম্বজনিত রাজরোষ ও খুলনার দুঃখোল্লেখে গৌড় ত্যাগ করিবার আদেশ দিলেন। সাধু খুলনার প্রসঙ্গ শুনিয়া খুবই ভাবিত হইল এবং দ্রুত স্বর্ণপিঞ্জর গড়াইয়া সপাটন দ্রব্যসম্ভারে অগৌণে গৌড় প্রয়াণ করিল। ধনপতি রাজ-সমীপে পিঞ্জর সমর্পণ করিয়া স্বগ্রাম প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন সংবাদ পাইয়া লহনা স্বামিসম্ভাষণার্থ খুলনাকে ভ্রমরার ঘাটে প্রেরণ করিল। ধনপতি খুলনাকে চিনিতে না পারিয়া বারাঙ্গনা বলিয়া তিরস্কার করিল। খুলনা খুবই অপ্রস্তুত হইল এবং অপমানিত ও লজ্জিত হইয়া গৃহে ফিরিয়া লহনাকে জানাইল। লহনা হেমঝারি কক্ষে লইয়া পতিসম্ভাষণে গমন করিল এবং ধনপতি সম্ভাষণার্থ পরনারী প্রেরণাপরাধে স্বামীর নিকট লাঞ্ছিত হইল। কিন্তু লহনার নিকট খুলনার পরিচয় জানিয়া সাধু খুবই লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে পড়িল। শেষে সাধু অঞ্জলি ভরিয়া বহুমূল্য রত্ন দিয়া পত্নীর পরিতোষ সম্পাদন করিল এবং গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। লহনা খুলনাকে রন্ধনের ভার দিল। নিজে অসুস্থতার ভান করিয়া শুইয়া পড়িল। খুলনার রন্ধনে অপটুতা জানিয়াও লহনা কপট পীড়ার ভান করিল খুলনাকে সাধুর কাছে লজ্জিত ও অপমানিত করিবার নিমিত্ত। কিন্তু দুর্গা যাহার সহায় তাহার কোন দুর্গতির ভয় থাকে না। দুর্গাকে স্মরণ করিয়া খুলনা রন্ধন আরম্ভ করিল। দেবীর কৃপায় রন্ধনকরা দ্রব্য পীযূষ সমান হইল। সাধু খুলনার রন্ধনে ও পরিবেষণে খুবই পরিতুষ্ট হইল। লহনা পরিতুষ্ট সাধুর নিকট স্বীয় রন্ধন-শিক্ষণকৃতিত্ব জাহির করিল।

ভোজনান্তে সাধু শয্যাগৃহে প্রবেশ করিল এবং খুলনার সঙ্গে মিলন ঘটাইবার জন্য দুবলার আনুকূল্য যাচ্ঞা করিল। দুবলা দ্রুত খুলনার নিকট গিয়া তাহার সঙ্গে বাসরে সাধুর নিশিযাপনাভিলাষ জ্ঞাপন করিল। মানিনী খুলনা বাসরে যাইবার প্রবল অনিচ্ছা জানাইল। পরে দুবলার অনুরোধ-উপরোধ-বিপুল পরামর্শে বাসরে যাইতে সম্মত হইল। লহনা খুলনার সাজ-সজ্জার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে বাসরে যাইতে বারণ করিল। খুলনা দুবলাকে লহনার অভিলাষ জানাইল। দুবলা তাহাকে সপত্নীর বাক্য না শুনিতে ধ্রুব ইঙ্গিত দিল। দুবলা খুলনাকে বাসরে তাহার করণীয় বলিয়া দিল, শুধু তাহাই নয় কামকলা সম্পর্কীয় জ্ঞানও তাহাকে দিল। খুলনা বাসরে গিয়া দেখিল সাধুকে নিদ্রিত। আশা-নিরাশার অন্তর্দ্বন্দ্বে আশঙ্কা-পীড়িত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া দুবলার পুনরুপদেশানুকূল্য প্রার্থনা করিল। ধনপতির নিদ্রাভঙ্গ করিয়া খুলনা সাধুকে অনঙ্গ মোহিত করিল। ধনপতি খুলনার রূপাসক্তি প্রাবল্যে কামশায়কবিদ্ধ হইল। কিন্তু খুলনা দুর্জ্জয় অভিমানে মানিনী হইয়া রহিল। কামময় সাধুর সুরতি অভিলাষ পরিহাস-কুশল তীক্ষ্ণ বাক্যবাণের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করিল। ধনপতি আত্মদোষ-স্খালন প্রয়াসে শেষে শপথ পর্য্যন্ত করিল। খুলনা তখন তাহার দ্বাদশ মাসের সুদুঃসহ দুঃখ নিবেদন করিল। খুলনার গগনস্পর্শী মান ভঞ্জনপ্রয়াসে সাধু রামায়ণ ভারত প্রসঙ্গ উপস্থাপন করিল এবং 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' হইল। লহনার মনে কিন্তু সন্দেহ ছিল খুলনা ধনপতিকে তাহার বিরুদ্ধে নানা কথা বলিবে। তাই সে দরজায় কান পাতিয়া কথোপকথন শুনিতেছিল। আপন বাক্‌চাতুরী দর্শাইয়া মিথ্যাভাষণ ও ধনপতিকে বিব্রত করার জন্য খুলনাকে দোষ দিল। ক্রুদ্ধ সাধু লহনাকে তাড়া করিল। খুলনা সাধুর বাহুপাশে ধরা দিল। সাধু খুলনাকে বারংবার সান্ত্বনা দিয়া তাহার মনের ক্লেদ ঘুচাইতে সমর্থ হইল। প্রেমঘন আনন্দে সুরতিসুখী সাধু সস্ত্রীক নিদ্রায় মগ্ন হইল।

নানা হাস্যপরিহাসে দুবলা খুলনার নিদ্রা ভঙ্গ করিল। খুলনার বসনে উৎসব লক্ষণ দেখিয়া দুবা লহনার নিকট খুলনা প্রথম ঋতুবতী হওয়ার সংবাদ দিল। জ্যোতির্ব্বিদ ডাকাইয়া গণনা করাইয়া দেখা গেল পিতৃমাতৃকুল কুশল। ধনপতিকে লহনা খুলনার সংবাদ দিয়া প্রীতিঘন আবেষ্টন সৃজনের প্রয়াস নিল। সসখী লহনার লোকাচার উৎসব, দুবলার সহাস্য সানন্দ নৃত্য, বাদ্যযন্ত্র সহযোগে দুবলার সকরতালি নৃত্য, পঙ্কোৎসব, স্ত্রী-আচার ও সসখী লহনার জলক্রীড়া

উৎসব অন্তে একদিন জ্যোতিষ ডাকাইয়া পুনর্ব্বিাহের (পূর্ব্ববঙ্গে পুষ্পবিবাহ, দ্বিতীয় বিবাহ নামে আখ্যাত) দিন ধার্য্য হইল।

ধনপতি বিপ্রের মাধ্যমে জ্ঞাতিনিমন্ত্রণ সুব্যবস্থায় নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইল। সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এবং জ্ঞাতিসমাজ ছোট বড় সকলের নিমন্ত্রণ হইল। সদলবলে সাড়ম্বরে বিচিত্রসাজে বণিকসামাজ ধনপতির নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ উজানী অভিমুখে যাওয়ার পথে কুটিল সামাজিক রাঘবদত্তের বাড়ী গেল। রাঘব দত্ত যেন কিছুই জানে না এইরূপ ভাব দেখাইয়া তাহাদের সদলে গন্তব্য সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। পরাশর রাঘবদত্তের ধনপতির নিমন্ত্রণ প্রসঙ্গ না জানার কাপট্য বুঝিতে পারিয়া তাহাকে সঙ্গে লইবার অভিলাষ জানাইল। রাঘব জ্ঞাতি-সভার কার্য্যের প্রতি শাণিত, তীক্ষ্ণ, পরিহাস-দীপ্ত উক্তি করিল। ধনপতি রাঘবের পূর্ব্ব বৈরী। পারাবত খেলায় তিন অযুত ধন হারাইয়া ধনপতির প্রতি শত্রুতাকে দীর্ঘকাল পোষণে জিয়াইয়া রাখিয়াছিল। এইবার অনুকূল সুযোগ পাইয়া শত্রুতা সাধনের জন্য ঈর্ষ্যা তথা প্রতিহিংসাচঞ্চল কৌশলকে গতিদান করিবার জন্য স্ফীতধী হইল। সাধুপত্নীর ছাগ চরান, তাহার পত্নীর সতীত্বের প্রতি সংশয়-দৃষ্টি সকলের মনে জাগাইয়া দিল। রাঘব দত্তের বাক্যের অনিবার্য্য প্রতিক্রিয়ায় সকলের সন্দেহদোদুল মনঃসঞ্জাত শিথিল পদক্ষেপ দেখা দিল। পরাশরাদির সিদ্ধান্তানুযায়ী সাধুপত্নীর সতীত্ব পরীক্ষা করাইবার জন্য সরাঘবদত্ত সকলের উজানী যাওয়া স্থির হইল। নিমন্ত্রিতেরা পৌঁছিলে পর ধনপতি তাহাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিল। কিন্তু তাম্বুল গ্রহণে অভ্যাগতদিগের বীতস্পৃহা দেখিয়া ধনপতি বিস্মিত হইল। গূঢ় গোপন কিছু থাকিলে ধনপতি তাহা প্রকাশার্থ সকলকে অনুরোধ করিল। রাঘবদত্তের মুখে খুলনার ছেলিচরান উপলক্ষ্য করিয়া ইতর ইঙ্গিত-ভূয়িষ্ঠ নিন্দায় সাধু ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইল। জ্ঞাতিসভার পক্ষে পরাশর প্রকাশ্য সভায় খুলনার সতীত্ব পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায় জানাইল। চিন্তিত ও বিষণ্ণ সাধু খুলনার নিকট রাঘবদত্তের চক্রান্ত ও সতীত্ব পরীক্ষা প্রসঙ্গ জ্ঞাপন করিল। তেজস্বিনী খুলনা সতীত্ব পরীক্ষায় তাহার সানন্দ সম্মতি জানাইল এবং ধনপতিকে দুশ্চিন্তা ত্যাগের জন্য অনুরোধ করিল। জ্ঞাতিসভার নিকট স্ত্রীর সতীত্ব পরীক্ষায় সাধু সম্মতি জানাইল। রাঘবদত্ত ধর্ম-পরীক্ষার অভিলাষ জানাইল। কিন্তু পরীক্ষা গ্রহণে এক আকস্মিক বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। কোটয়াল বিনা রাজাদেশে এই অনুষ্ঠানে প্রবল আপত্তি করিয়া দণ্ডভয় দেখাইল। সজ্ঞাতি

ধনপতি রাজদর্শনান্তর এই বিষয়ে রাজানুমতির প্রয়োজন ছিলনা জানিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। যথারীতি ধর্ম্মঘট পরীক্ষায় খুলনা উত্তীর্ণ হইল। কিন্তু রাঘবদত্ত উহাতে খুঁত বাহির করিয়া সর্পঘট পরীক্ষাভিলাষ জানাইল। রাঘব-দত্তের প্রতিহিংসাপ্রয়াসী মন এই পরীক্ষার ত্রুটি দর্শাইয়া খড়্গ-পরীক্ষাভিলাষ জানাইল। এই পরীক্ষাতেও খুলনা উত্তীর্ণ হইল। জ্ঞাতিগণ সকলেই প্রতি পরীক্ষায় লহনার উত্তরণান্তে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। কিন্তু রাঘবদত্তের আক্রোশসঞ্চারী মন বিনা অগ্নিপরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইল না। এক জতুগৃহ নির্ম্মিত হইল। চারিদিকে গভীর বেদনার ছায়া বিরাজ করিতেছিল। কাতর-ক্রন্দন—বিপুল পরিবেশের মধ্যে খুলনার সতীত্ব পরীক্ষা আরম্ভ হইল। স্ত্রীবধের পাতক অগ্রাহ্য করিয়া রাঘব বিকট উল্লাসে জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ করিল। দেবী মহামায়া যাহার স্বহায় তাহার আর ভয় কি? দেবীর কৃপায় সতী খুলনা বিভিন্ন পরীক্ষায় যেমন উত্তীর্ণ হইল অগ্নিপরীক্ষায়ও তেমনি উত্তীর্ণ হইল। চতুর্দ্দিকে জয় জয় ধ্বনি পড়িয়া গেল। হঠাৎ জতুগৃহের উল্কা (উল্কারূপী ধর্ম্ম) আসিয়া রাঘবের মুখে পড়াতে তাহার দাড়ি পুড়িয়া গেল। বণিক্যসমাজের নিকট রাঘব খুবই লজ্জিত হইল। সাধুর পুনর্বিবাহ কার্য্য চৌদিকে নৃত্য-গীত-বাদ্যের মধ্যে যথাশাস্ত্র সুসম্পন্ন হইল। ধনপতি জ্ঞাতিগণের ভোজন অন্তে যথাযোগ্য সম্ভাষণে তাহাদের প্রীতি সম্পাদন করিল। খুলনা রাঘবকে কেমন সম্ভাষণ করা হইল জানার কৌতূহল প্রকাশ করিল। রাঘবের কারণে খুলনার এই দিগদেশপ্রচারী সুযশ সমৃদ্ধি ঘটিল বলিয়া ধনপতির নিকট তাহার প্রসঙ্গে সকৃতজ্ঞ উল্লেখ করিল।

৪। শ্রীপতি উপাখ্যান

কৈলাস পর্ব্বতে শিবদুর্গা বসিয়া আছেন। দেবগণ নানা উপকরণ লইয়া তাঁহাদের সেবা করিতেছিলেন। সুদর্শন মালাধর নাচিতেছিল। চিত্রা বিচিত্রা দুই সহচরী গান করিতেছিল। শিবের কণ্ঠে শত নাগ ও ফণা দেখিয়া মালাধর আত্মভোলা হইয়া তালভঙ্গ অপরাধে অপরাধী হইল। দেবীর সম্মুখ নৃত্যাবহেলায় দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ধনপতির ঘরে ও তাহার স্ত্রীকে সিংহলে মনুষ্যজন্ম পরিগ্রহ করিবার অভিসম্পাত দিলেন। সস্ত্রীক মালাধর দেবীর চরণে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। দেবীর মনে করুণা

জাগিল এবং অবিলম্বে তাহাদিগকে কৈলাসে ফিরিবার বর দিলেন। সস্ত্রীক মালাধর দেবদেহ ত্যাগ করিল। মাতা চণ্ডিকা মর্ত্ত্যে গমন করিয়া ঋতুমতী খুলনার জঠরে এক দ্রব্য রাখিলেন এবং ঋতুমতী সিংহলরাজার জায়ার উদরে আর এক দ্রব্য রাখিয়া গেলেন। উজানীতে রাজমহিষী ঋতুস্নানী ছিলেন। দেবী তাঁহার জঠরে কিছু স্থাপন করিয়া কৈলাসে ফিরিয়া গেলেন।

নৃপতি কেশরীসিংহ শুকসারীকে সন্নিকটে আনিয়া জ্যোতির্ব্বেদ বিচার করাইলেন। তাহারা নৃপতির গ্রহ গণনা করিয়া দেখিল যে তাঁহার স্তুতদশা আছে। তবে মূলে কোন হানি নাই। কেবল গোচরে গ্রহগণ বিরুদ্ধভাব স্থচনা করিতেছে। পাখী রাজাকে চামর চন্দনাদি বিবিধ উপচারে গ্রহপূজা করিতে বলিল। শুকসারীর বাক্য শুনিয়া রাজা খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। গ্রহযাগের সম্ভার রাজার ভাণ্ডারে আছে কিনা ভাণ্ডারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে যাগপ্রয়োজনানুরূপ সম্ভার নাই। ভাণ্ডারীর বচনে চিন্তান্বিত রাজা ধনপতিকে ডাকিয়া আনিবার জন্য কোটালকে প্রেরণ করিলেন। রাজার আদেশে কোটাল অশ্বারোহণে ধনপতির গৃহে গমন করিল এবং তাহাকে রাজাদেশ জ্ঞাত করাইল। চিন্তিত-অন্তর সাধু নানা উপায়ন লইয়া স্থখপালে চড়িয়া রাজদর্শনার্থ গমন করিল। শুভ সময় দেখিয়া ধনপতি রাজদর্শন করিল। রাজা তাহাকে কর্পূর তাম্বুল প্রসাদ করিলে সাধুর চিন্তা বহুলাংশে খণ্ডিত হইল। রাজা সাধুকে সিংহল যাইবার আদেশ দিলেন। সিংহল-পাটনের কারণ বর্ণনান্তে পিতার যোগ্য পুত্র হিসাবে সেই একমাত্র উপযুক্ত সদাগর—রাজা এইরূপ মন্তব্য করিলেন। সাধু প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে রাজা তাহাকে ভীতিজড়িত হইতে নিষেধ করিলেন। রাজার নিকট হইতে অঙ্গুরী প্রসাদ পাইয়া সাধু রাজাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ধনপতি লহনার নিকট রাজাদেশ জানাইয়া আক্ষেপানুরাগের অবতারণা করিল। খুলনা কিন্তু প্রথমে ইহা বিশ্বাস করে নাই। পরে ধন-পতির নিকট প্রকৃত তথ্য জানিয়া বিলাপ স্থরু করিল। অতীত বিরহ ও ছেলিচরান প্রসঙ্গোল্লেখে পুনর্ব্বিরহ বরণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া আত্মঘাতী হওয়ার ইঙ্গিত করিল। লহনা ও খুলনার মনে আশু পতিবিরহের ছায়া দেখা দিল। উভয়ে বিলাপ করিতে লাগিল। সিংহলগামী সকলেরই ঘরে পতি-বিদায়-বিরহ দুঃখের করুণ ছায়া দেখা গেল। বুঢ়ন কাণ্ডার ধনপতির প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্যলাভের দ্রব্যাদি সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করাইল। ধনপতি

দৈবজ্ঞ সনাতনকে ডাকিয়া সিংহল গমনের দিন স্থির করিতে বলিল। ভূমি অঙ্কে অনিষ্টাশঙ্কা দেখিয়া দৈবজ্ঞ সাধুকে সিংহলগমনে নিষেধ করিল। প্রতিকূল গ্রহসন্নিবেশে জাতকের সিংহলে অপযশ-প্রাপ্তি ও প্রাণভয়াশঙ্কা জানাইবার জন্য দৈবজ্ঞ লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হইল। ধনপতি পাইক কাণ্ডারদিগকে অবিলম্বে সপ্তডিঙ্গা বাণিজ্যসম্ভারে বোঝাই করিবার নির্দ্দেশ দিল। প্রস্তুতি অন্তে সাধু সিংহল যাত্রা করিল। সাধু পুরী ত্যাগ করিবার সময় পথে নানা অশুভ ও অযাত্রা-সূচক চিহ্ন দেখিল। যাত্রাকালে ধনপতি খুলনাকে কাছে না দেখিয়া পুরী-অভ্যন্তরে গেল। তাহাকে ঘটপূজারত দেখিয়া বামপদে সেই ঘট লঙ্ঘন করিল। চণ্ডিকার রোষে ধনপতির বাম পায়ে স্থূল ও চক্ষু মলিনদৃষ্টি হওয়ার ইঙ্গিত-পূর্ণ উক্তির পর খুলনা দেবীর স্তবন করিল। খুলনাকে সাধু পরিহাস করিয়া পায়ে স্থূলত্ব ও দৃষ্টিক্ষীণতার আপেক্ষিক কারণ দর্শাইল। পতির আশু সঙ্কটাশঙ্কায় পাদ্যার্ঘ্যদানান্তে খুলনা ধনপতিকে গর্ভের সন্দর্ভ কথা জ্ঞাপন করিল। খুলনার নিকট তাহার পঞ্চমাস গর্ভ—সংবাদ শুনিয়া সাধুর খুব পরিতোষ হইল। কন্যাসন্তান জন্মিলে মহামায়া আর পুত্র জন্মিলে শ্রীপতি নাম রাখিতে সাধু খুলনাকে নির্দ্দেশ দিল এবং সিংহল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন দীর্ঘবিলম্বিত হইলে পুত্রকে পিতার অন্বেষণে পাঠাইবার নির্দ্দেশ-সম্বলিত আজ্ঞাপত্র ও হেমাঙ্গুরী দান করিল। যাওয়ার সময় খুলনাকে কোন কষ্ট না দিবার জন্য লহনাকে সাবধান করিয়া গেল। সপ্তডিঙ্গা সহ ধনপতি সিংহল যাত্রা করিল।

ভ্রমরার বাঁক ও সাগর সঙ্গমের বাঁক উত্তরণ করিয়া সপ্তডিঙ্গা মগরার জলে অবতরণ করিল। দেবীর ঘট লঙ্ঘনাপরাধের জন্য দেবী ধনপতির উপর খুবই রাগিয়া গিয়াছিলেন। দুর্গা সসখী সাগরতীরে অবতরণ করিয়া মেঘসৈন্যকে স্মরণ করিলেন। দেবীর ইচ্ছামাত্র সসৈন্য জলদরাজ উপনীত হইল। দেবীর প্রতি অসম্মান প্রদর্শনাপরাধে তিনি মগরার জলে সপ্তডিঙ্গা সংহারের অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। দেবীর প্রতি ধনপতির অশ্রদ্ধার কথা শুনিয়া মেঘরায় রোষস্ফীত বচনে সপ্তডিঙ্গাসহ সওদাগরকে অতলজলে ডুবাইবার ধ্রুবেচ্ছা জানাইল। কিন্তু দেবী খুলনার ভক্তিডোরে বাঁধা। তাই ধনপতির প্রাণমাত্র রাখিয়া সিংহল গমনার্থ একডিঙ্গা ছাড়া ষষ্ঠডিঙ্গা মগরায় ডুবাইয়া দিবার নির্দ্দেশ দিলেন। তখন ঘোর মেঘগর্জ্জনে প্রচণ্ড ঝড় উঠিল। বিপন্ন সাধু পরিত্রাহি পরিত্রাহি ডাকিল। ষষ্ঠ ডিঙ্গা মুহূর্ত্তে মগরার জলে নিমজ্জিত হইল। মধুকরের দোলন ও মাস্তুল

ভাঙ্গিয়া গেল। মধুকর তীরে নিমজ্জিত হইল। ডিঙ্গার লোক জলে ভাসিতে লাগিল। ভাসিতে ভাসিতে তাহারা সাধুকে গালি পাড়িতে লাগিল। সাধু বহু কষ্টে কূলে উত্তরণ করিল। ঝড়বৃষ্টি অবসানান্তে সাধু মধুকরে করিয়া সিংহলাভিমুখে গমন করিল। সর্পমোড়ার সপ্তবাঁক, জলৌকার বাঁক, কাঁকড়ার বাঁক, দামঘাটার বাঁক. কড়িধজলধি বাঁক এবং শঙ্খজলধির বিপদসঙ্কুল বাঁক বুঢ়ন কাণ্ডারের বুদ্ধি কৌশল উত্তরণ করিয়া সাধু কালীদহে উপনীত হইল। সেখানে কমলে-কুমারী-করী দেখিয়া কাণ্ডারকে ডাকিয়া অবহিত করাইল। কাণ্ডার কিন্তু কমলে-কুমারী-করী দেখিতে পাইল না। সাধু নয়নাভিরাম অপূর্ব্ব কমলে-কুমারী-করী রূপ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল। চকিঘাটার বাঁক উত্তরণান্তে ধনপতি সিংহলে গমন করিয়া রাজদর্শন করিল। সিংহলাগমন অভিজ্ঞতাবর্ণন প্রসঙ্গতঃ সাধু কমলে-কুমারী-করী-দর্শন-দৃশ্য বর্ণনা করিল। রাজা পরিহাস-বিপুল মনোভাবের সঙ্গে ইহাকে নির্জলা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান করিল। ক্ষুব্ধ সাধু কাণ্ডারকে সাক্ষী মানিল। বুঢ়নকাণ্ডার কমলে-কুমারী-করী দর্শন করে নাই—ইহা জ্ঞাপন করিল। রাজা ধনপতির সপ্তডিঙ্গার ধন বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহাকে কারাগারে প্রেরণের আদেশ দিলেন। কোটালের লাঞ্ছনায় অভিনন্দিত হইয়া সাধু কারাগৃহ বরণ করিল।

ধনপতির সাবধানবাণী স্মরণ রাখিয়া লহনা খুলনাকে খুবই আদর যত্ন করিতে লাগিল । অন্তঃসত্ত্বা খুলনার কোন্ দ্রব্য ভক্ষণে বাঞ্ছা জিজ্ঞাসনে শাকই তাহার সুঅভিলষিত জানিয়া লহনা দুবলাকে শাকচয়নে প্রেরণ করিল। লহনা দুবলাচয়িত নানা জাতীয় শাক রন্ধন করিল। মৎস্য পয়সাদি রন্ধন করিয়া খুলনাকে পঞ্চামৃত ভোজন করাইল। দশমমাসে খুলনার এক শিশু জন্মিল। শিশু দেখিতে খুবই সুশোভন, আজানুলম্বিতবাহু এবং শ্রীকণ্ঠকপাল। ভূমিষ্ঠ হওয়ার ষষ্ঠ দিনে যথারীতি ষষ্ঠী পূজা করান হইল। ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন করাইয়া শ্রীপতি নামকরণ করিল। জ্যোতিষী ডাকাইয়া শিশুর ভাগ্য গণাইয়া জানিল যে শিশুর সুগ্রহযোগ আছে এবং সে ইন্দ্রতুল্য হইবে। পাঁচ বছর বয়সে শ্রীপতি সঙ্গীদের লইয়া সোলার ডিঙ্গা বানাইয়া ডিঙ্গা খেলিতে লাগিল। বালক শ্রীপতি খুবই দুরন্ত হইয়া উঠিল। তাহার দৌরাত্ম্যে খুলনাকে প্রায়ই প্রতিবেশী জননীদের অভিযোগবিস্তর গঞ্জনা শুনিতে হইত এবং তাহাদের নিকট করজোড় হইতে হইত। পুত্রান্বেষণে বাহির হইয়া পুত্রকে ধরিয়া লইয়া আসিত। তাহাকে ধমকাইলে সে অভিমান-দীপ্ত জবাবে আত্মপক্ষ সমর্থন

করিত। তাহাতে মাতৃস্নেহোদ্রিক্ত মন আনন্দে পূর্ণিত হইত। শ্রীপতিকে পাঠে নিয়োজিত করাইবার জন্য সস্নেহ সম্ভাষণোপদেশে পণ্ডিত জনার্দ্দনের হাতে সমর্পণ করা হইল। শ্রীপতি লেখাপড়ায় বেশ কৃতিত্ব দেখাইল। একদিন অকস্মাৎ শ্রীপতির ঔদ্ধত্যস্ফীত বচনে গুরু জনার্দ্দনের খুবই রোষ হইল। সে শ্রীপতিকে প্রাকৃত জনোচিত ভৎর্সনায় মর্ম্মান্তিক দুঃখ দিল। নিজের পিতৃ-পরিচয় সম্পর্কীয় সংশয়দৃষ্টি ও নিন্দামুখরতায় কাতর হইয়া ভৎর্সিত ও অপমানিত শিশু গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনানন্তর রুদ্ধ দ্বারে ঘরে শুইয়া পড়িল। এদিকে শ্রীপতির ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া মায়ের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। দুবলাকে ছেলে অন্বেষণার্থ প্রেরণ করিল। ছাত্রশালায় পণ্ডিত জনার্দ্দনের গৃহে কোন সন্ধান না পাইয়া দুবলা ফিরিয়া আসিল। পুত্রগত-প্রাণা খুলনা শ্রীপতির অন্বেষণে পুরীর বাহির হইল। দুবলা লহনাকে জানাইল যে শ্রীপতির কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। এমন সময় শ্রীপতি দুয়ার খুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইল। লহনা খুলনাকে এইরূপ উতলা হইয়া পুরীর বাহিরে যাওয়ার জন্য ভৎর্সনা করিল। খুলনা লহনার নিকট ক্ষমা চাহিল। লহনা শ্রীপতির অদর্শনে কিরূপ ব্যাকুল হইয়া খুঁজিতেছিল তাহা বর্ণনা করিয়া সতিনীর পুত্রের প্রতি তাহার অতিস্নেহের পরিচয় দিল। খুলনা পুত্রকে তাহার মনঃকষ্টের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীপতি বিপ্র জনার্দ্দন কর্ত্তৃক পিতৃপরিচয়-সংশয়-পুষ্ট ভৎর্সনা-প্রসঙ্গ বর্ণনা করিল। খুলনা শ্রীপতিকে তাহার গৌরববিপুল পিতৃপরিচয় সম্পর্কে অবহিত করাইয়া ধনপতির লিখনপত্র এবং হেমাঙ্গুরী দেখাইল। শ্রীপতি মায়ের নিকট পিতার অন্বেষণে সিংহল গমনাভিলাষ জ্ঞাপন করিল। পুত্রবিরহ-সহনাক্ষমা খুলনা তাহাতে আপত্তি করিল। শ্রীপতি কিছুতেই মায়ের নিষেধ শুনিল না। সে সিংহলগমনে স্থিরনিশ্চয় হইল। দেবী চণ্ডিকা শ্রীপতির সিংহল গমনোপযোগী তরণীসম্ভার প্রস্তুত করার জন্য বিশ্বকর্ম্মাকে আদেশ দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা সপ্তডিঙ্গা নির্ম্মাণ করিল। নানা চিত্রাঙ্কনে সুশোভিত করিল। হনুমান লাঙ্গুলে বেড়িয়া সপ্তডিঙ্গা জলে নামাইল। সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া ভ্রমরার ঘাটে সপ্তডিঙ্গা দেখিয়া শ্রীপতি ও খুলনা অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হইল। এমন সময়ে দেবী আকাশে দৈববাণী করিলেন। দৈববাণী শ্রবণে শ্রীমন্ত খুবই হরষিত হইল এবং সিংহল গমনে অনুমতির জন্য ভূপতির সহিত সাক্ষাৎ করিল। ভূপতি সমীপে সিংহলগমনাভিলাষ জ্ঞাপন করিল। রাজা কিন্তু অলজ্ঘ্য সমুদ্রের ভয়সঙ্কুলতা উল্লেখ করিয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত

করিবার প্রয়াস লইলেন। পিতৃদর্শনোন্মুখ শ্রীপতি দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া পিতৃদর্শন রাহিত্যের কারুণ্য বর্ণনা করিয়া রাজার সানুকম্প সহানুভূতি লাভ করিল। সজলনয়ন রাজা শ্রীপতিকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আদেশ দিলেন এবং রাজাভরণ প্রসাদিত করিলেন। গৃহপ্রত্যাগত শ্রীপতি সিংহল যাত্রার উদ্দেশ্যে জ্যোতিষ গণনা অন্তে দিন স্থির করাইল। দৈবজ্ঞ অমৃতযোগে যাত্রা করিবার বিধান দিল এবং ঐযোগে যাত্রা করিয়া সিংহল গমন করিলে অবহেলে রাজ্যলাভ ঘটিবে অথবা রাজকন্যার সহিত পরিণয় হইবে—দৈবজ্ঞের এই ভবিষ্যৎ-বাণী শুনিয়া শ্রীপতি অপার আনন্দ লাভ করিল। নানা পাটন-সম্ভারে সপ্তডিঙ্গা সাজান হইল।

শ্রীপতির মঙ্গল কামনায় খুলনা চণ্ডিকার পূজা অন্তে দেবীর স্তব করিল। দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া তাহাকে প্রবোধ দিলেন এবং শ্রীপতির জন্য অষ্ট দূর্বা দানান্তে উপদেশ দিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। শ্রীপতিকে বিদায়ের প্রাক্কালে পথসাবধানতা, সসচিব সিংহলরাজার নিকট সসম্ভ্রম আনুগত্যে ও বিনতি এবং পিতৃ-পরিচয় নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে করণীয় সম্পর্কে খুলনা সম্যক অবহিত করিলেন। মায়ের আদেশে শ্রীপতি শিরে অষ্ট দূর্ব্বা বান্ধিল এবং যাত্রা করিয়া পুরীর বাহির হইল। পথে নানা শুভ চিহ্ন দেখিয়া সে পুলকিত হইল। শ্রীপতিকে মেলানী দিতে গিয়া খুলনা পুত্র কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিল। খুলনার কান্নায় সকলেরই চোখে জল আসিল। কাণ্ডার করজোড়ে খুলনাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। খুলনা পুত্রবিরহজনিত খেদোক্তিতে কারুণ্যের পরিবেশ সৃজন করিল। কাণ্ডারের হস্তে পুত্র সমর্পণ করিয়া পুত্রবিরহ-বিধুরতায় খুলনা আকুল হইল। সকাণ্ডার শ্রীপতি মধুকরে আরোহণ করিল। পুত্র-বিরহ কাতরা খুলনা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। শ্রীপতি সপ্তডিঙ্গা লইয়া সিংহল যাত্রা করিল।

ত্রিবেণী পৌঁছিবার পর শ্রীপতি স্নানান্তে গঙ্গার পূজা করিল। সাগরসঙ্গমে উত্তরণ করিয়া শ্রীপতি যথোপচারে সাগরের পূজা করিল। সাগরসঙ্গম ছাড়িয়া সপ্তডিঙ্গা মগরায় পৌঁছিল। লীলাময়ী চণ্ডিকা জলদরাজকে ঝড়বৃষ্টি সৃষ্টি করিবার আদেশ দিলেন। অকস্মাৎ মগরায় প্রবল ঝড়বৃষ্টি উঠিল। শ্রীপতি বিশেষ আশঙ্কিত হইল। খুলনকাণ্ডার তৎপরতার সহিত নৌকা সামলাইতে লাগিল। কিন্তু ঝড়ের তীব্রতার মধ্যে ডিঙ্গা রক্ষার সমস্ত কৌশল-প্রয়াস ব্যর্থ হইল। শ্রীপতি এই ঘোর বিপদে দেবীকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতে

লাগিল। শ্রীপতির আকুল ক্রন্দনে দেবী মুহূর্ত্তে প্রবল ঝড়বৃষ্টি থামাইয়া দিলেন। খুলনকাণ্ডারের বুদ্ধিকৌশলে বিভিন্ন বাঁক অতিক্রমণান্তে কালীদহে আসিয়া শ্রীপতি কমলেকুমারী-করী দেখিল। কমলেকুমারীর অদৃশ্যপূর্ব্ব নয়াভিরাম দিব্যমূর্ত্তি দেখিয়া শ্রীপতি কাণ্ডারকে তাহা দেখিতে বলিল। কিন্তু সেই মূর্ত্তি দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটেনা বলিয়া ঐ রূপ খুলনের দৃষ্টির অগোচরে থাকিয়া গেল। খুলন তাহা কিছুই দেখিতে পাইল না। চৌকিঘাটা বাঁকে সপ্তডিঙ্গা আসিয়া পৌছিলে চৌকি শ্রীপতিকে ডিঙ্গার কেতন নামাইয়া ঘাটি (ঘণ্টি) বাজাইয়া সিংহলরাজনীতির প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য দর্শাইবার আদেশ দিল। শ্রীপতি তাহা যথাযথভাবে পালন করিয়া অবাধে সিংহলাবতরণ করিল। তখনই কোটালের সহিত দেখা হইল। কোটাল শ্রীপতিকে সভেট সম্ভারে রাজদর্শনের পরামর্শ দিল। রাজদর্শনাভিলাষী শ্রীপতি সুশোভন সাজে সজ্জিত হইয়া রাজা দর্শনে গেল। সিংহলপদ্মিনীরা তাহার মনোমোহন রূপ দেখিয়া বিমোহিত হইল। সাধু জননীর উপদেশানুস্মৃতিতে তাহাদিগকে সসম্ভ্রম জননী সম্ভাষণ জানাইয়া চলিল এবং রাজদর্শন করিল। নৃপতি শ্রীপতিকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং সিংহলাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজপ্রশস্তি অন্তে শ্রীপতি সিংহলাগমনের কারণ বর্ণনা করিল। রাজা শ্রীপতির অনিন্দ্য রূপ দেখিয়া মোহিত হইলেন। রাজা শ্রীপতিকে সাগরপার অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করিতে আদেশ দিলেন। প্রতি বাঁকে বুদ্ধি-কৌশলে সঙ্কট উত্তরণের কাহিনী আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিয়া কালিদহে কমলে-কুমারী-করীদৃশ্য উল্লেখ করিল। রাজসভা তাহাকে তীব্র পরিহাসে অভিনন্দিত করিয়া প্রলাপবচনের অভিযোগে অভিযুক্ত করিল। অভিযোগ-উপহসিত শ্রীপতি পণ রাখিয়া কমলে-কুমারী-করী-দর্শন-ধ্রুবত্ব প্রতিপাদন-তৎপরতা দেখাইল। শ্রীপতি যদি কমলে-কুমারী-করী রাজাকে দেখাইতে না পারে তবে সপ্তডিঙ্গার ধন রাজার লভ্য হইবে এবং শ্রীমন্তকে মশানে রাজা হত্যা করিবেন এই পণদ্বয় শর্ত্তে শ্রীপতি সচিব রাজাকে কালীদহ লইয়া গেল। কিন্তু লীলাময়ী মায়ের এমনি লীলা যে শ্রীপতি কমলে-কুমারী-করী দেখাইতে পারিল না। রাজা ইহাতে খুবই কুপিত হইলেন। শ্রীপতি ভাটা পর্য্যন্ত দুই দণ্ড কাল অপেক্ষা করিবার বিনতিবিহ্বল আবেদন জানাইল। কিন্তু ভাটার সময়ও সেই মূর্ত্তি দেখাইতে না পারায় রাজা ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ছলনা-অপরাধে শ্রীপতির সপ্তডিঙ্গার ধন লুণ্ঠন এবং তাহাকে দক্ষিণ মশানে হত্যা করিবার জন্য

কোটালকে আদেশ দিলেন। কালান্তক মূর্ত্তি কোটাল গলফাঁস দিয়া শ্রীপতির লাঞ্ছনা করিল, তাহাকে প্রহার-জর্জ্জর করিল। সভাভাগ তাহাকে হৃত-আভরণ ও লাঞ্ছিত করিল। বন্ধন-পীড়িত সাধুর নন্দন দণ্ডধরকে তাহার উক্তির যাথার্থ্য নিরূপণান্তে হত্যার অনুরোধ করিয়া খুলনকাণ্ডারকে সাক্ষী মানিল। রাজা কাণ্ডারকে তলব করিল। কাণ্ডার ক্রন্দনবিপুলতায় তাহার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল। প্রভুর পক্ষসমর্থনে সে বলিল যে কর্ম্মপ্রবৃত্ততাহেতু ত্বরা না দেখার জন্য সে সেই রূপ দেখে নাই। সে প্রভুর প্রাণবিনিময়ে নিজের প্রাণ বলি দিয়া রাজরোষ খণ্ডন করিবার নিবেদন জানাইল। রাজাদেশে কোটাল বহু অর্দ্ধচন্দ্রাভিনন্দনে শ্রীপতিকে মশানে বলিদানার্থ লইয়া চলিল। সাধুর নন্দন ধরণী লোটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কখনও বা সচিবপ্রধানকে কখনও বা ভূপতিকে সত্রাস সম্ভাষণে কাঁদিয়া উঠিল। রাজার মনে ইহাতে একটু দয়ার উদ্রেক হইল। রাজাকে সে মিথ্যা বচনে ভাঁড়াইয়াছে সে—ইহা সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার করিয়া ধনপ্রাণ বাঁচাইবার আদেশ দিলেন। কমলে-কুমারী-করী দর্শন মিথ্যা এই স্বীকৃতিতে রাজপ্রসাদ পুষ্ট হইতে শ্রীপতি অসম্মতি জ্ঞাপন করিল। রাজা শিশুকে মশানে বধ করিবার জন্য নগরের বাহিরে লইয়া যাইবার আদেশ দিলেন।

সিংহলবাসী বৃদ্ধ, যুবা, শিশু ও নারীগণ শ্রীপতির জন্য কাঁদিয়া আকুল হইল। এক করুণ চিত্তদ্রাবী দৃশ্যের মধ্যে বন্ধনাবস্থায় শ্রীপতি মশানে চলিল। মশানে শৃগালীগৃধিনী-সঞ্চারিত ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া শ্রীপতি সাতঙ্ক বিলাপ করিয়া উঠিল। সে খুলনাকে সম্বোধন করিয়া বন্ধুজন, মাতৃদ্বয় ও নৃপতির উদ্দেশ্যে শেষ ইচ্ছা ব্যক্তি করিল। প্রভুভক্ত খুলন কিন্তু মশানেও শ্রীপতির সঙ্গ ছাড়িল না। মশানে তাহাকে কোলে করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কোটাল গলফাঁসে টান দিয়া শ্রীপতিকে পীড়ন করিতে লাগিল। মরণভয়ে ভীত শ্রীপতিকে খুলন সাহস দিয়া বলিল যে সেও তাহার সঙ্গে এক সঙ্গে মরিবে। ইহা শুনিয়া কোটাল খুলন কাণ্ডারকে প্রহার করিতে লাগিল। তথাপি খুলন শ্রীপতির সঙ্গ ছাড়িল না। শ্রীমন্ত মশানে মৃত্যুবরণের পূর্ব্বে স্নানতর্পণাভিলাষ কোটালকে জানাইল। কোটাল পরিহাস-বিপুল অবজ্ঞায় তাহাকে সম্মতি দিল। স্নান অন্তে মাথার পাগড়ী পরিবর্ত্তিত করিয়া পড়িবার সময়ে শ্রীমন্ত দেবীর অষ্ট দূর্ব্বা পাইল। শ্রীমন্ত তর্পণান্তে দেবীকে চৌতিশা স্তোত্রে স্তব করিল এবং বিপদে ত্রাণ করিবার জন্য কাতর নিবেদন জানাইল। শ্রীমন্তের

চোখের জল দেবীর চরণে গিয়া পড়িল। ভক্তের সঙ্কট জানিয়া দেবীর মন উচাটন হইল। সিংহরথারোহণ করিয়া দেবী সসৈন্যে সিংহল গমন করিলেন। দেবী রণসজ্জায় সজ্জিত হইলেন এবং সৈন্যসজ্জায় দক্ষিণ মশানে অবতরণ করিলেন। দেবী জরতীবেশে কোটাল সমীপে উপস্থিত হইয়া শ্রীপতির জীবনভিক্ষা চাহিলেন। কোটাল দেবীকে ইহার জন্য প্রহারে লাঞ্ছিত করিল। দেবী প্রকাশ্যে কোটালকে সর্ব্বনাশের ইঙ্গিত দিলেন এবং শ্রীপতিকে দেখা দিয়া অভয় দান করিলেন। শিশুকে লক্ষ্য করিয়া কোটাল খড়্গ হানিল, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইল। কোটাল ভীষণ কুপিত হইল এবং নানা অস্ত্রসহ শিশুকে আবার আক্রমণ করিল। পুনঃ খড়্গাঘাতে বালককে হত্যার সহিংস্র প্রয়াস দেখিয়া দেবীর ভয়ঙ্কর ক্রোধ হইল। দেবী সমরে অবতীর্ণ হইয়া সিংহল-সৈন্য নিধন করিতে লাগিলেন। এক ভগ্ন পাইক রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া এক বুড়ীর আকস্মিক আগমনোল্লেখে রাজসৈন্য ধ্বংসের বিবরণ জানাইল। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্যে যুদ্ধ যাত্রা করিল। যুদ্ধগমন সময়ে রাজা অযাত্রাসূচক নানা অশুভ চিহ্ন দেখিলেন। রাজসৈন্য ও দানবসৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজসৈন্যের ব্যাপক নিধন লক্ষ্য করিয়া পদ্মা দেবীকে সিংহলরাজ যে তাহার ভক্ত এবং দেবীর আগমন বার্ত্তা না জানিয়াই যে সে অজ্ঞানে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন। পদ্মার পরামর্শে দেবী যুদ্ধবিরতির আদেশ দিলেন। দেবী কালীরূপ ধারণ করিলেন। পাইক শীঘ্র রাজাকে এই সংবাদ দিল। রাজা ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন এবং দেবীর চরণে আনত হইয়া পূজা করিলেন। দেবী প্রসন্ন হইয়া রাজার মৃত সৈন্যদের বাঁচাইয়া দিলেন। দেবী রাজাকে অর্দ্ধ রাজ্য ও কন্যা দান করিয়া শ্রীপতিকে সম্বর্দ্ধনা করিতে ও উজানী প্রেরণ করিতে আদেশ দিলেন। দেবী রাজাকে কমলেকুমারী-করী রূপ দেখাইলেন। দেবীর নিকট শ্রীপতি কাতরভাবে পিতার সংবাদ জানিতে চাহিলেন। ধনপতি সিংহলে রাজার বন্দীশালা ঘরে আছে—দেবী এই সংবাদ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

শ্রীপতি রাজার নিকট বন্দীদের সহিত সাক্ষাৎ এবং তাহাদের মুক্তি প্রার্থনা করিল। অনেক বন্দীর সঙ্গে দেখা হইল, কিন্তু বিশিষ্ট লক্ষণবাহী ধনপতিকে না দেখিয়া খুবই হতাশ হইল। কোটাল হঠাৎ নিগড়িত চরণ এক বামপদ স্থূল এবং নয়ন-মলিন বন্দীকে হাজির করিল। শ্রীপতি তদীয় মাতৃ-বর্ণিত পিতৃদেহবৈলক্ষণ্যের সহিত বন্দীর দেহের সুসঙ্গতি রহিয়াছে

দেখিয়া তাহার কুলশীল গোত্র জিজ্ঞাসা করিল। ধনপতি সবিস্তার আত্ম-পরিচয় দিতে লাগিল। তাহার দুই চোখ দিয়া অবিশ্রান্ত জলধারা নামিয়া আসিল। শ্লথবাক্, রুদ্ধকণ্ঠ ধনপতির হাতে শ্রীপতি তাহার আদেশপত্র ও হেমাঙ্গুরীয় দান করিল। পত্র পাঠ করিয়া সাধু উতরোলে কাঁদিয়া উঠিল। ক্রন্দন-বন্যার মাঝখানে দাঁড়াইয়া পিতাপুত্রের পরিচয় হইল। রাজা ধন-পতিকে সুসম্বর্দ্ধনায় আপ্যায়িত করিলেন এবং মহাসমারোহে কন্যা সুশীলার সহিত শ্রীপতির বিবাহ দিলেন। শ্রীপতি সুখভোলে সিংহলে বাস করিতে লাগিল। দেবী চণ্ডিকা পুত্র-বিরহ-কাতরা খুলনার দুঃখ নিরসনার্থ দীর্ঘ পুত্রবিরহে খুলনার আত্মবধ সঙ্কল্প এবং রাজরোষ প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া শ্রীপতিকে উজানী প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য স্বপ্নপ্রত্যাদেশ করিলেন। শ্রীপতি রাণীর নিকট মেলানী মাগিল। রাণী তাহাকে সিংহল ছাড়িয়া যাইতে বারণ করিল এবং ধনপতিকে কুপরামর্শদানের অনুযোগ দিল। সুশীলা দেশান্তরী হওয়ার ভাবী দুঃখে মায়ের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। যে মাসে যে দুঃখে পড়িবে তাহার সকরুণ অভিব্যক্তিতে দ্বাদশ মাসের সম্ভাব্য দুঃখ বর্ণনায় ক্রন্দনাকুল হইল। সুশীলা পিতার নিকট আবেদন জানাইল। কিন্তু ভবানীর ইচ্ছায় সুশীলা দেশান্তরী হইবে, ইহার অন্যথা হইবার নয় ভাবিয়া সদুহিতা রাজা কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীপতি সুশীলার সহিত কথোপকথনে তাহাকে প্রবোধ দিয়া তাহার ইপ্সিত দ্রব্যাদি সঙ্গে লইল। যৌতুকসম্ভারে ও বাণিজ্যসম্ভারে সপ্তডিঙ্গা ও ধনপতির ডিঙ্গা সাজানান্তর সপিতা শ্রীপতি স্বদেশ যাত্রা করিল।

সিংহলচৌকি বাঁক এবং নানা বাঁক উত্তরণান্তর মগরা আসিলে ধনপতির ছয় ডিঙ্গা জলে ভাসিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া শ্রীপতি উল্লসিত হইল এবং দেবীর স্তব করিল। দেবীর মায়ায় ডিঙ্গা কোথাও বিন্দুমাত্রও টুটে নাই। চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া ধনপতি শ্রীপতি সাগরে উপনীত হইল। নানা বাঁক উত্তরণান্তে ইছানীর বাঁক ও পরে উজানীর বাঁকে আসিয়া সাধু উপনীত হইল। পিতা-পুত্র নৃপতি বিক্রমকেশরীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। শ্রীপতির সিংহল পথ-পরিক্রমা ও অন্যান্য বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। রাজা শ্রীপতির নিকট অর্দ্ধ-রাজ্যসহ কন্যা দান করিলেন। সপুত্রপুত্রবধূদ্বয় সাধু উজানী যাত্রা করিল। দূতমুখে খুলনা পতি-পুত্রের আগমন সংবাদ পাইয়া হারানিধি পাওয়ার আনন্দে তাহাকে হেমাঙ্গুরী প্রসাদ করিল। মঙ্গলঘটসহ লহনা খুলনা সসখী

সাধু-সম্বর্দ্ধনার জন্য ভ্রমরার ঘাটে উপনীত হইল। সপুত্রপুত্রবধূযুগল ধনপতি গৃহ প্রত্যাবর্ত্তন করিল। শ্রীপতি খুলনার নিকট সিংহল-বৃত্তান্ত বলিল। দেবীর অহেতুকী কৃপায় অপার দুঃখসাগরে ঘোর বিপদে উদ্ধারলাভ-প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া তাঁহার পূজন-ধ্রুবত্ব ইঙ্গিত করিল। কিছুকাল পরে হঠাৎ একদিন ধনপতি ব্যাধিপীড়িত হইল। খুলনা স্বামীর ব্যাধি বিমোচন মানসে দুর্গার পূজা করিল। দেবীর কৃপায় ধনপতি ব্যাধিমুক্ত হইল, তাহার বামপদস্থূলত্ব এবং নয়নমলিনত্ব দূর হইল। দেবী খুলনাকে সাধুর সদারাপত্যে কৈলাসে যাওয়ার সময় সমাগত বলিয়া জানাইলেন। দেবীর আদেশে সমস্ত ধন বিলাইয়া দিয়া ধনপতি সদারাপত্যে দেবীর সঙ্গে কৈলাস গমন করিল। যমদূত আসিয়া দেবীর রথ অবরোধ করিল। যমদূত মর্ত্ত্যের মানবকে সশরীরে কৈলাস যাইতে কিছুতেই দিবে না। দেবীর আদেশে দানবসৈন্য যমদূতকে খেদাইয়া দিল। যমদূত যমের নিকট গিয়া দেবীর নিকট একবিধ লাঞ্ছনা এবং যমের অধিকারে হস্তক্ষেপ-প্রসঙ্গ বলিল। যম ত ইহা শুনিয়া রাগিয়া আগুন। যম চণ্ডিকাকে অবরোধ করিবার জন্য সসৈন্যে যাত্রা করিল। যমসৈন্য ও দানবসৈন্যের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। সদারাপত্য ধনপতি ত্রাসে কাঁপিতে লাগিল। দেবী দশভুজামূর্ত্তিতে গগন আবরিয়া রহিলেন। পরাজিত যম দেবীর চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। দেবী ইহাতে প্রসন্ন হইলেন। দেবীর আদেশে যম নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আপনার গুণ প্রকাশ করিয়া ধনপতি সবান্ধবে কৈলাসে গেল।

গ—অভয়ামঙ্গলে প্রবাদ ও প্রহেলিকা।

প্রবচন বা প্রবাদ বচন প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। চর্য্যাপদে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রবাদ উক্তির যে রসনিস্যন্দী ধারা প্রবাহিত রামদেবের উত্তরসাধক কবি ভারতচন্দ্রে তাহা কল্লোলিত দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই। কবি এই প্রবাদ-উক্তি সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। তাঁহার অভয়ামঙ্গলে কয়েকটি প্রবচন আছে। আমি দুইটির উল্লেখ করিলাম যথা—'পাড়ুয়ায় পাইছে কথা অমূল্য ভাণ্ডার,' 'গিরির পোলা ভাতে মরে ঢেঙ্গে লুটি খায়'। কাব্যস্থিত এই দুইটি প্রবাদবচন হইতেই বুঝা যায় যে কবি

রামদেব লোক ব্যবহারের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কাব্যে বেশ সুন্দর আটটি উল্লেখযোগ্য প্রহেলিকা শ্রেণীর রচনা আছে। এই গুলির সাহিত্যিক মূল্য সম্পর্কে অবহিত হইয়াই বোধ করি তাঁহার কাব্যে ইহাদের স্থান দিয়াছেন। নতুবা অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মে "রসস্য পরিপন্থিত্বাৎ নালঙ্কারঃ প্রহেলিকা"—এই অভিমত দ্বিজ রামদেবের ন্যায় সংস্কৃতে অভিজ্ঞ ব্যক্তির অজ্ঞাত ছিল না। আমাদের কৈশোরে বিবাহের নিমন্ত্রণে বরপক্ষ কন্যাপক্ষের মধ্যে শ্লোক-প্রশ্ন-বাণ-বৃষ্টি ও প্রতিবাণবৃষ্টি দেখিয়াছি। প্রবীণদের এই বুদ্ধির খেলা দেখিয়া তখন বিমোহিত হইয়াছি। যখন পরীক্ষোত্তীর্ণ জীবনে এই গুলির লোক-শিক্ষামূলক উপযোগিত্ব বুঝিয়াছি তখন বিলম্বিত প্রয়াস বলিয়া আমার সোৎসাহ সংগ্রহ-প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই। অভয়ামঙ্গলে রচিত অষ্টাধিক প্রহেলিকা ছাড়া দ্বিজ রামদেবের আরও বহু প্রহেলিকা লোকমুখে দীর্ঘকাল স্বীয় অস্তিত্ব রাখিয়া ক্ষীয়মাণতার পথে হারাইয়া গিয়াছে—ইহা অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়া মনে খুবই কষ্ট হইয়াছে। একজন মাত্র অশীতিপরবর্ষ অন্ধ ভদ্রলোক ১০৮টি বুঢ়নের শ্লোক জানেন খোঁজ পাইয়া লোক পাঠাইয়াছিলাম। সেইগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া আনয়নের নিমিত্ত, কিন্তু আমার প্রেরিত ভদ্রলোক যেইদিন কলিকাতা হইতে প্রায় তিন শত মাইল দূরে অন্ধ ভদ্রলোকের বাড়ী পৌছিলেন সেইদিন সকালেই বৃদ্ধের বাক্‌রোধ হইয়াছে। তাহার তখন গঙ্গালাভের সময় উপস্থিত।* সেইগুলি দ্বিজ রামদেবের রচিত বলিয়াজনশ্রুতি আছে। পরে বহুঅনুসন্ধানে বুঢ়নের যে দশটি শ্লোক (প্রহেলিকা) সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের একটিতে রামদেবের ভণিতা দেখিয়া বহু প্রচলিত জনশ্রুতির সত্যতা সম্পর্কে অসংশয়িত হইয়াছি। অভয়ামঙ্গলে রচিত প্রহেলিকার আটটি উদ্ধৃতি অন্তে আমার

---

* আমার আর একটি অনুরূপ সংগ্রহ-প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। ১৯৫০ সনে আমার সরকারী কর্ম্মস্থল ইটাহারের (জেলা পশ্চিম দিনাজপুর) পার্শ্ববর্ত্তী থামরুয়া গ্রামের স্বর্গত বৈষ্ণব ভাগবত উপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের কাছে শুনিয়াছিলাম মালদহ জেলার রামকেলী গ্রামে একজন বৈরাগী এক লক্ষ ফুলের নাম জানিতেন। তিনি নাকি কলিকাতা হাইকোর্টের জজ ৺চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের আমন্ত্রণে কলিকাতা গিয়া লক্ষ বাংলা ফুলের নাম আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছিলেন। শুনিয়া খুবই কৌতূহল বোধ করিলাম এবং বৃদ্ধ মিত্র মহাশয়কে লইয়া রামকেলী উক্ত বৈরাগীর দৌহিত্রোর কাছে অনেক খোঁজ করিয়াছিলাম। কিন্তু কাগজপত্রে কিছুই পাওয়া গেল না। কীটদংশনে ও অযত্নে নাকি সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সংগৃহীত বুড়নের প্রহেলিকা কতিপয় উদ্ধৃতিদানের কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিলাম না।

বাংলাসাহিত্যে এইজাতীয় প্রহেলিকা আমরা প্রথম দেখি চর্য্যাপদে। কবি কাশীরাম দাসের মহাভারতেও প্রহেলিকার ব্যবহার রহিয়াছে। যেমন,

নগনামে নাম যার নগারি অঙ্গজ।
লঙ্কার ঈশ্বর বনরিপু যার ধ্বজ॥
অঙ্গনার বেশ ধরি দুষ্ট-নাশকারী।
গোধন লইবে আজি কুরুসৈন্য মারি॥

কিন্তু কাশীরাম দাসের রচিত প্রহেলিকা ছাড়া অন্য প্রহেলিকা রচনার সহিত রামদেবের রচনার প্রকৃতিগত পার্থক্য রহিয়াছে। মুকুন্দরামের ধনপতি উপাখ্যানে যে সকল প্রহেলিকা সন্নিবেশিত সেগুলি তাঁহার কাব্যের বহিরঙ্গ-ভাবেই রহিয়াছে এবং তিনি বহুল পরিমাণে সংকলয়িতার পরিচয় দিয়াছেন। দ্বিজ রামদেবে রসগত ধ্বনি অক্ষুন্ন রাখিয়া শব্দ ও অর্থালংকারের চারুত্বের একটি বিশেষ দিকই প্রহেলিকা রচনায় প্রকাশ পাইয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত প্রহেলিকাগুলি হইতে পাঠকেরা রামদেবের মৌলিকত্ব ও নৈপুণ্য এবং মূলকাব্যের সহিত উহাদের রসগত উপযোগিতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

অভয়ামঙ্গলের কয়েকটি প্রহেলিকা।

১। রবিসুতমিত নারী বৈরী ভ্রমি তছু পরি
তাহাতে আজু করিমু ভর।

২। শীতাশেত যেই রিপু তছু ভোগ পাপ কিছু
এবে করম দেহ প্রতিকার॥

৩। দানবারি ভএ অরি বদনে চাপিয়া ধরি
অভাগীর না হয় নিধন।

৪। পবনারি পতি ধরি নয়ান বিনাশ করি
তাহে পড়ি তেজিমু জীবন॥

৫। মুনিপীত সুতমিত যাক দেখি চমকিত
সেহ কেনে জীবন প্রচার।

৬। গোসুত পালনকর তা সুত ভাস্কর
ও রূপ চারু কর দান॥

অবে প্রাণ রএ নহেত সংশয়
রাখহ প্রাণ এই নিদানে ॥

৭। পকনারি ভবস্থলি সপত্নী যাহারে বলি
তছু স্থত উদিত গগনে।
প্রভুদানবারি নারী ভুবনকুৎসিতকারী
সো হো ভেল কিরণে মলিন।

৮। আর বেদ ঋতু রত্রি নাশএ যাহাতি
তাহাতি দেখি লক্ষ্য ভরিআরে ॥

জনশ্রুতি-প্রবহতা হইতে সংগৃহীত প্রহেলিকা :

সখি হে একি মোর হইল জঞ্জাল।
ময়ুরে অজগরে বঞ্চে দোহে একঘরে
কিরূপে বঞ্চিমু চিরকাল ॥
গজে সিংহে করে খেলা মূষিকে মার্জ্জারে মেলা
ছাগে বাঘ দে খেদাইয়া।
দেখিয়া ছাগার কোপ ভগ্ন হইল তিন লোক
ভেকে সর্প গিলে পস্থে রইয়া ॥
বসিয়া কূপের পারে অন্ধে আসি দীপ জ্বালে।
আতুরে সর্ব্বস্ব লই যায়।
দ্বিজ রামদেবে ভণে হরি না ভজিলে কেনে
চৌর আসি সাধুরে জাগাএ ॥

২। সারঙ্গ অরির হিত তার বন্ধুর মিত
তার স্থত প্রচণ্ড প্রতাপ।
তাহার তনয়াপতি মুনির যে সন্ততি
তার রিপু মোরে দিল তাপ ॥
সখি হে ভুবন দ্বিগুণ করি তাহাতে তপন পুরি
তার আধা করিমু যে পান ॥
নতু বায়ু স্থতের স্থত করিমু যে কণ্ঠযুত
জীবনে জীবন দিমু দান ॥

৩। হে সখি নাগরী কহত সুধীর করি
বনমধ্যে পুছিনু তোকে।
আজু নিশি অপরূপ দেখিনু প্রিয়াকে ॥
তারাপতি বিনাশিল যেই মহাজন।
তাহার সেবক পিতা যে করে ভক্ষণ ॥
তার অরি পতি সুত শুনি তার নাম।
হৃদয়ে হানিল মোর দারুণ সন্তাপ ॥
মুনি করি তিন গুণ বেদ মিশাইয়া পুন
চাহ সখী একত্র করিয়া।
আমি অভাগিনী রামা না চাহিব ডাইন বামা
গ্রাসিমু বাণ ঘুচাইয়া।

৪। রজনী প্রভাত হইল দুগ্ধসুত অরি আইল
তাম্রচূড়া ঘন করে নাদ।

৫। হে সখি বিরাট তনয় দাও দান।

নতু রাম সাগর পুরি নিশাপতি দূর করি
হেন মুই করিমু ভক্ষণ ॥

৬। প্রশ্ন—সহস্র ভুজার দুহিতার পতি স্থিতি লাড়য়ে কিসে?
উত্তর—শার্দ্দূল সমতুল্য যাহাকে লিখিয়ে হরসুত বাহন
রিপু হেন দেখিয়ে ॥

৭। প্রশ্ন—হরির চক্রে যেই বীর উত্তরিল শুকাইল কর্ণের
বাপের তাপে।
হুতাশন মুখে যেই বীর উত্তরিল, সেই বীর পড়িল কোন যুদ্ধে?

৮। উত্তর—অলিবাহন বাহন হাঁ করি ভরিয়ে
শশিবাহন বাহন হুকরি চলিয়ে—
পবন সুতের সুত পড়ে গেল বাগ্‌গা।
যদুকুল নন্দন কক্ষেতে লাগ্‌গা ॥

৯। বায়স অজারবে তনু মোর ঝর ঝর কি ফল পাপ পরাণে ?

মুনি করি তিন গুণ বেদ মিশাইয়া পুন

চাহ সখী একত্র করিয়া।

মুই অভাগিনী রামা না চাহিব ডাইনা বামা

গ্রাসিব বাণ ঘুচাইয়া ॥

ঘ—রামদেবের সঙ্গীতসিদ্ধি।

রামদেব যে এক শক্তিধর কবিই ছিলেন তাহা নহে ; তিনি যে একজন সঙ্গীতরসজ্ঞ এবং সুগায়ক ছিলেন তাঁহার কাব্যে ইহার অবিসংবাদী প্রমাণ রহিয়াছে। তিনি তালমানলয় সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকিয়া দেবীর চরণে কাব্যের প্রারম্ভেই তালভঙ্গ দোষাপরাধ ও গানে সজ্ঞান অশুদ্ধতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।

কাব্যে কয়েক স্থলে—গাইন বাইন যত মোর

অশুদ্ধ গাইমু যত ক্ষেম দোষ শতে শত

তালভঙ্গ ক্ষেম অররাধ।

বন্দিলুম মুই তালে দিয়া ঘা,যার দ্বারে তাল ধরি তুয়া গুণ গাই

ইত্যাদিতে নিজের গায়কপরিচয়বাহী আবেগ-উক্তি রহিয়াছে। প্রত্যেক প্রসঙ্গের বাণী-রূপ দেওয়ার পূর্ব্বে রাগরাগিণীর উল্লেখ করিয়াছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ষোলপালা গীতরূপে গায়নের মুখে উচ্চারিত হইত। সুতরাং এই কাব্যের ক্ষুদ্র অংশগুলি কাব্যাকারে সংগীত ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু দেখা যায়, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যের পালা বিভাগও করেন নাই, রাগরাগিণীর নির্দ্দেশও দেন নাই। অথচ পরবর্ত্তী দ্বিজ মাধব ও দ্বিজ রামদেব বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এরূপক্ষেত্রে অনুমান হয় মুকুন্দরাম ইঁহাদের মত সঙ্গীত নিপুণ ছিলেন না। মুকুন্দরামের পূর্ব্বে গ্রন্থমধ্যে রাগরাগিণীর নির্দ্দেশ দেওয়া প্রথা ছিল না এমন নহে। কারণ বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে, চর্যাপদে ও জয়দেবের গীতগোবিন্দে রাগ অথবা রাগ ও তালের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। দেখা যায়, রামদেবের রাগ-রাগিণীগুলি কাব্য বা গীতের মূলভাবের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। যেমন, বিষাদ ও

বিরহ ব্যঞ্জনাস্থলে মল্লার অথবা ভাটিয়াল প্রভৃতি রাগ, ক্রোধ ও উৎসাহ ব্যঞ্জনার স্থলে তুড়ি ও ভূপালী প্রভৃতি রাগ, মিলন ও আনন্দের স্থলে শ্রী অথবা বসন্ত রাগ, দেবমহিমা ব্যাখ্যানে সারঙ্গ, গান্ধার প্রভৃতি রাগ। ইহাতে বুঝা যায় রামদেব সংগীত কলায় নিপুণ ছিলেন। আদি কাব্য রামায়ণ নাকি লবকুশের মুখে গীত হইয়াছিল অযোধ্যার রাজসভায়। রামায়ণকে রামায়ণগান বলিয়া অভিহিত করা হয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দও সঙ্গীত। কাব্যের চিত্রধর্ম্মিতা ও সঙ্গীতধর্ম্মিতা সম্পর্কীয় আলোচনায় কেহ কেহ শ্লেষোক্তি করেন যে জয়দেবের কাব্যে গীত আছে, গোবিন্দ নাই। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল চিত্রধর্ম্মী এইরূপ সমালোচনা হইয়া গিয়াছে। ভামহ হইতে আরম্ভ করিয়া আচার্য্য অভিনবগুপ্ত পর্য্যন্ত আলঙ্কারিকগণের আলোচনায় শাশ্বত কাব্যের লক্ষণ রস না ধ্বনি— এই সাহিত্য-মীমাংসা-প্রয়াসী বিভিন্নমুখী আলোচনা কাব্য-জিজ্ঞাসার দিগদর্শন রূপে অবস্থান করিতেছে। বস্তুতঃ চিত্রধর্ম্মিতা কাব্যের রস এবং সঙ্গীত-ধর্ম্মিতা কাব্যের ধ্বনি। কিন্তু সাহিত্য-রস-রসিক চিত্রধর্ম্মী কাব্যে জীবন-রস পরিবেষেণের মধ্যেই কাব্যরসাস্বাদন করিয়া পরিতুষ্ট হন, ধ্বনি-তন্ময়তায় অনপেক্ষ থাকেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল তার প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কবি রামদেব তাঁহার বাস্তবনিপুণতা ও লৌকিক বর্ণনার চমৎ-কারিত্বে কাব্যে জীবনরস সুপরিবেষণ করিয়াছেন। কিন্তু বিদগ্ধ, রসিক ও সঙ্গীতসিদ্ধ কবি রামদেব তাহার কাব্যে চিত্র-ধর্ম্মিতা ও সঙ্গীত-ধর্ম্মিতার সুসমাবেশ করিয়া রস এবং রূপ বৈচিত্রী সম্পাদন করিয়াছেন। কবিগুরু সঙ্গীতজ্ঞ ও সুগায়ক ছিলেন। তাঁহার সঙ্গীত জ্ঞান-গভীরতাই তাঁহার কাব্যের রসমণ্ডিতি ও রূপমণ্ডিতির হরগৌরী রূপ সৃষ্টি করিয়াই সহৃদয়ের চিত্তচমৎকৃতি জাগাইয়াছে। কবি রামদেবের সঙ্গীতসিদ্ধিই মনে হয় তাঁহাকে সঙ্গীত-তন্ময়তা সম্পর্কে স্বতঃ সজাগ রাখিয়াছিল। রবীন্দ্র-নাথের ন্যায় রসসিদ্ধ কবির ধ্রুবসম্ভাবন যে আকস্মিক নয়, সেই ধারা-প্রবহতা যে তাঁহার আবির্ভাবের সার্দ্ধ দুই শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেও অশীর্ণ-স্রোতে কবি রামদেবে তথা বাংলা-সাহিত্য-ভাগীরথীতে চলিয়া আসিতেছিল অভয়ামঙ্গল তার অসংশয়িত প্রমাণ। অভয়ামঙ্গলে উল্লেখিত রাগ সমূহ :— রাগ সিন্ধুড়া, আসোয়ারী রাগ, কালিন্দী রাগ, মল্লার রাগ, সুহি সিন্ধুড়া রাগ, সারঙ্গ রাগ, তুড়ি (অধুনা টোড়ি) বসন্ত রাগ, কেদার রাগ, বড়াড়ী রাগ,

তুড়ি (টোড়ি) ভূপালী রাগ, পাহিড়া (পাহাড়িয়া) রাগ, তুড়ি (টোড়ি) সিন্ধুড়া রাগ, ভাটিয়াল রাগ, সুহি মল্লার রাগ, মালহাটীরাগ করুণ ভাটীয়াল রাগ, কামোদ রাগ, শ্রী রাগ, তুড়ি (টোড়ি) আসোয়ারী রাগ, তুড়ি (টোড়ি) রাগ, শ্রীগান্ধার রাগ, বসন্ত রাগ, গৌরী রাগ, ধানসী রাগ ; বেলোয়ার রাগ, কেদার বসন্ত রাগ, ভূপালী রাগ, ভৈরব রাগ, শ্রীবসন্ত রাগ, রাগ মল্লার ভাটিয়াল, শ্রী পাহিড়া (পাহাড়িয়া) রাগ, রাগ ভৈরবধ্বষ্টি, সুহি ভৈরবরাগ, কাতরিতরঙ্গী রাগ, গান্ধার রাগ, নটরাগ, শ্রী মানসী রাগ, তুড়ি ভাটিয়ালরাগ, কহু ভাটিয়াল রাগ, মালসিক রাগ, সিন্ধুড়া রাগ ভাটিয়াল, আহি রাগ সুহি ভাটিয়াল রাগ, সিন্ধুড়া মল্লার রাগ, সুহি পাহিড়া (পাহাড়িয়া) রাগ, মালসী রাগ, রাগ উদেয়াগী, কামোদ বড়াড়ী রাগ এবং সারঙ্গ ভাটিয়াল রাগ।

ঙ—রামদেবের বৈষ্ণবভাবুকতা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবে বৈষ্ণব ধর্ম্মের দিগ্‌দেশ-প্রসারী প্রাণকল্লোল সারস্বত জগৎ ও অধ্যাত্ম জগতে এক যুগান্তর আনিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র ও জীবন এবং নবদ্বীপের সারস্বত ঋষির দিগন্তবিস্তারী প্রভাব যে ভাব-মন্দাকিনী বহাইয়াছে তাহার কলধ্বনি চৈতন্যোত্তর যুগের মহাকাব্যে আমরা শুনিতে পাই। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের ন্যায় জীবন-রসরসিক কবিও ইতস্ততঃ বৈষ্ণবভাবুকতার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। ক্রমে বৈষ্ণবভাবুকতাই জীবনবোধ ও মানবের শাশ্বত ভাবাকুলতাকে দৃঢ করিয়া জীবন এবং জীবনেতর এই দুইএর সুসমঞ্জস গ্রন্থন একই সূত্রে করিয়াছে। রামদেবের কাব্য পাঠে এই ধারণা দৃঢ়ীভূত হয়। রামদেবের স্বরচিত ও উদ্ধৃত পদাবলী মানব জীবনের সুখদুঃখময় ঘটনার সঙ্গে মিশ্রিত অধ্যাত্ম ভাবুকতার সসমঞ্জস প্রকাশ। যেখানে যে ভাব ও রসবস্তু নায়ক-নায়িকার পদক্ষেপে ও আচরণে প্রকাশ পাইয়াছে কবি সেইখানে সেই ভাব ও অনুরূপ বৈষ্ণব পদাবলী রচনা বা উদ্ধৃত করিয়াছেন। রামদেবের কবিমানসে বৈষ্ণব-ভাবতন্ময়তা এবং জীবনতন্ময়তা মূলতঃ অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। রামদেবের জীবনরস বৈষ্ণব ভাবুকতার দ্বারা এবং বৈষ্ণব-ভাবুকতা জীবনরসের দ্বারা পারস্পরিকভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছে। সুতরাং রামদেব গীতিভাবুক হইয়াও বাস্তবানুগ (realistic) একথা স্বীকার করিতেই হয়।

এই বাস্তবজীবনবোধ এবং বৈষ্ণবভাবুকতার মধ্যে বিরোধদৃষ্টির অবসান হইয়া জীবনবোধ রসঘনতায় দীপ্ত হউক—এবংবিধ রসিক-সুলভ ধারণার-বশেই বোধ হয় রামদেব বৈষ্ণব-পদাবলীর অবতারণা তাঁহার কাব্যে করিয়াছেন। এই দৃষ্টি বাংলা মঙ্গলকাব্যে সম্পূর্ণ অভিনয়। বৈষ্ণবপদগুলির কতগুলি তাঁহার স্বরচিত কয়েকটি মহাপ্রভুর সমসাময়িক পদকর্ত্তা গোবিন্দদ্বিজের, একটি মনোহরদ্বিজের, একটি সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী পালাগায়ক উমাকান্ত দাসের আর একটি পালাগায়ক জয়দেব রচিত। রচিত পদসমূহের মাত্র কয়েকটিতে তাঁহার ভণিতা আছে। অবশ্য সব পদই সম্পূর্ণ নহে। এই পদগুলি এত সুন্দর যে বৈষ্ণবসাহিত্যের অমূল্য হারামণি বলা যাইতে পারে।

১। বল মোরে কি বুদ্ধি করিমু।

কালা গুণনিধি বঞ্চিলেক বিধি
ভাবিতে ভাবিতে মরিলুম ॥
পাপ গৃহ কাজে মরি মুই সকলি বিস্মরি
গুরুর গঞ্জনা শুনি।
নব জলধর দেখি মনোহর
ধরাইতে না পারোম পরাণি ॥
বারিলে বারণ না যাএ জীবন
মি মোরে করিল হরি।
জয়দেববাণী শুন রাধা ঠাকুরাণী
গুণ গাঅ মুখ ভরি ॥

২। ভাইরে মধুবনে আর ভয় নাই।
আনন্দে বিহরে তথা রামকানাই ॥
আজু আপনি মাঠেতে আইলে নন্দের দুলাল।
না ধাইও ধাইও বোলে রঙ্গিয়া রাখোআল ॥
দেখ না কদম্বতলে ও দীনয়াল।
আনন্দে বিহরে রঙ্গে নন্দের দুলাল ॥
রামদেবে বোলে আজু ধন্য ধন্য ক্ষিতি।
গোধন রাখিতে আইল গোলোকের পতি ॥

৩। কে যাইবা কালিন্দী কূলে দেখিতে মোহন শ্যাম।
শ্যাম বিনোদিয়া ওরূপ হেরিয়া
ধরাইতে না পারি প্রাণ ॥
মধুর বাঁশি মধুর হাসি
মধুর মধুর গান।
মধুর আঁখির মধুর ঠমকে
হরিয়া নিল প্রাণ ॥
যাইব যাইব ওরূপ হেরিব
দৈবে বাচে রাধার প্রাণ।
দেখিতে দেখিতে প্রাণি হরি নিব
না গেলে বুঝে না মন ॥
শুনি বাঁশির তান আকুল হইল প্রাণ
মরণ জিয়ন কানু পানে।
দ্বিজ রামদেবে ভণে সেই বাঁশির সনে
না গেলে বাচে না প্রাণ ॥

৪। মানিনী তত্ত্ব শুনিলুম তোর।
কানু কমলএ সকলি গুণালএ
হেরি না হেরসি তোরা ॥
কিএ মুখ চন্দ্র মন্দ কি মোর শিখিছন্দ
নাই আবরণ সাজ।
রঞ্জিত রঙ্গিম ভুরুর ভঙ্গিম
কিএ লোচন সাজ ॥
কিএ নাহি দেবরাজ ধনু সুন্দর সিন্দূর
চিকুর পরকাশ।
কিএ নহি হাস ভাষ মধুর সুকল
কিএ নহি দুকূল বিনাশ ॥
ছলি তুহ মান আন ভেল দুঃখ মইল
জীবন অভিমান।

চিরদিন চান্দ অঙ্গে ভয় আছেল
আজু পরকাশ আন ॥

৫। কি আর কুললাজে সৈ কি আর কুললাজে
শ্রবণ নয়ান সম জীবন যৌবন ধন
সকলি হরল ব্রজরাজে ॥
শ্রবণ নিরোধ রাখি কতবার মুদি আখি
কত শত কাজে মন বান্ধি।
বন্ধুর নিরস বাশী এমন সরস ভাষী
শুনি প্রাণ ধাএ কান্দি কান্দি ॥
বারিলে বারণ না হএ কত আর পরাণে সহএ
নিবারিলে ধাএ শত গুণে।
দিল না দিল দেখা না ছিল ললাট লিখা
জগত ভরল চান্দ মুখের টানে।
গোবিন্দদ্বিজে কহে দেখি পহু শ্যামরাএ
কেমনে তেজিয়া আইলা ঘরে।
সেই পহু গুণনিধি হেলায় মিলাইছে যদি
কুললাজ কি করব তোরে ॥

৬। দেখ পহু আওত নন্দ কিশোর।
ওরূপ হেরি হেরি অভিনব নাগরী
কুলের ধরম দেহু তোর ॥
শ্যামতনু চুমি অংস অবলম্বিত
দোলএ মণিমঅ হার।
যখনে বারি বারি হেরিয়া রঙ্গিণী
খেলত স্বরধনি ধার ॥
ভাল ভাল চোহত চন্দন করিয়া সাজন
তিল বিন্দু সম বারি।
ও মুখ চান্দ অলি কুসুম বয়ান ধরি
কো বিধি করিল বিচারি ॥

করে ধরিয়া কেলে কমল ধূলাতে ভেলে
পুরত বেণু বিশাল।
রামদেবে কহে এহি অখিল হএ
ভেটত নন্দদুলাল ॥

এতদতিবিক্ত বামায়ণেব ভাবকল্প তিনটি রামোদিষ্ট পদ আছে তন্মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত পদটি খুবই চমৎকাব।

বাঘবহে কে তোহ্মারে বোলে দয়ামএ।
জানকী জীবনধন দহন করল পণ
অব কি ভবম দূর নএ ॥
কৃপা কব বঘুমণি পতিত তবাইবে জানি
অবোধে ব্রএ তুয়া আশে।
তুয়া বিনে আব মনে নাহি ভাবি রাত্রি দিনে
কৃপা কর পডিআছি ত্রাসে ॥
হইয়া করুণামতি তুহ্মি নিদাকণ অতি
রঘুপদে রহুক মোর সেবা।
ত্রিগুণ ধরিছ তুহ্মি চরণে ধরিপুম আহ্মি
কিনা হবে দ্বিজ রামদেবা ॥

শ্রীপতির প্রয়াগে গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাস্তবন প্রসঙ্গতঃ ভাবানুরূপত্ব ব্যঞ্জক গঙ্গাপদটিতে কবীরের নাম আছে। ইহা কৌতূহলোদ্দীপক, কবীরের দোঁহার অনুবাদ হইতে পারে।

পতিতপাবনী জাহ্নবী গঙ্গে।
আর পুনরপি না যামু বঙ্গে ॥
গঙ্গার স্নানে লোক যায় যুতে যুতে।
ভগীরথে আনে গঙ্গা পাতকী তরাইতে ॥
স্থানে স্থানে গঙ্গাদেবী গহেন গভীর।
গলাএ পাথর বান্ধি ভাসএ কবীর ॥

কবি রামদেবের স্বরচিত এবং উদ্ধৃত বৈষ্ণব পদগুলি পৃথকভাবে পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

চ—দ্বিজ রামদেবের কাব্যকুশলতা।

দ্বিজ রামদেব মধ্যযুগের নবাবিষ্কৃত হারাণ মঙ্গলকবি। তাঁহার আবির্ভাব কাল ১৬৪৯ খ্রীঃ। তাঁহার কাব্যের নাম অভয়ামঙ্গল। যতদূর জানা যায় চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি মাণিক দত্ত। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে ইহার উল্লেখ আছে—"মাণিক দত্তের দাপ্তা কবিয়ে প্রকাশ" ইত্যাদি। অদ্যাবধি তাঁহার রচিত কাব্যের নির্ভরযোগ্য পুথি অনাবিষ্কৃত। চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিতীয় কবি সম্ভবতঃ বিখ্যাত কবি মুকুন্দরাম। কবিকঙ্কণ যে শুধু শ্রেষ্ঠ আখ্যান কাব্যকার তাহা নহে। তাঁহার কাব্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দিগ্‌দর্শন। কি বাস্তবনিপুণতায়, কি লৌকিক বর্ণনায়, কি কাব্যিক উৎকর্ষে, কি নাটকীয় চমৎকৃতি সৃজনে, কি রচনাপ্রাঞ্জলতায় তাঁহার সমসাময়িক মাধবাচার্য্য অপেক্ষা মুকুন্দরামের রসসিদ্ধি অনেক বেশী। এই যুগন্ধর কবির কাব্যের নিকট অপর কবিগণের মঙ্গলচণ্ডীর গীত স্তিমিতপ্রভ। মুকুন্দরাম প্রবর্ত্তিত বাস্তবতানিপুণ লৌকিক বর্ণনার কাব্যধারা ক্ষীণতোয়া হইয়া ক্রমশীর্ণস্রোতে বহিতে বহিতে হারাইয়া গিয়াছে—ইহাই আমাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল। কিন্তু রামদেবের আবিষ্কার আমাদের এই দীর্ঘপোষিত উপলব্ধি ও সিদ্ধান্তকে নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। মুকুন্দরাম বাস্তবধারার প্রতিনিধি কবি। তাঁহার কাব্যিক প্রভাব আকাশে বাতাসে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া সেই ধারাপ্রবহতাকে বিচিত্র রাখিয়াছিল। রামদেবের অভয়ামঙ্গল ইহার নিঃসংশয় প্রমাণ। কবি রামদেব কবিকঙ্কণের প্রভাবমুক্ত হইয়াও তাঁহার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। তাঁহার কাব্যের স্থানে স্থানে কাব্যিক গরিমায় ও রসসিদ্ধিতে পূর্ব্বসূরীকে ছাড়াইয়া যাওয়ার নিশ্চিত প্রমাণ রহিয়াছে।

কবি রামদেবের কাব্যে মুকুন্দরামের কাব্যানুরূপ রূপগত সুসাদৃশ্য রহিয়াছে। অভয়ামঙ্গল চণ্ডীমঙ্গলের ন্যায় অষ্টাহ পূর্ব্বাহ্ণ অপরাহ্ণ গীত একটি অষ্টমঙ্গলা জাগরণ। ইহা পরম্পরানুসৃত সাহিত্যিক রূপলক্ষণের প্রতি মঙ্গলকবিদের অনুষ্ঠিত আনুগত্যের ধ্রুব পরিচয় বহন করিতেছে। ভাব এবং রূপকল্পে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল এবং রামদেবের অভয়ামঙ্গল মঙ্গলসাহিত্যের সুদীর্ঘ পথের উপর দুই বিশাল মনোরম কাব্যহর্ম্ম্য। কিন্তু উভয়ের কাহিনীগত কাঠামো অনেক অংশে ভিন্ন। মুকুন্দরাম পশ্চিমবঙ্গে এবং রামদেব পূর্ব্ববঙ্গে সুপরম্পরাগত আখ্যানের সরস, অপূর্ব্ব বাঙ নির্ম্মিতি সম্পাদন করিয়াছেন নিজ

নিজ প্রতিভার ত্রিকালজয়ী স্বকীয়তায়। দ্বিজ রামদেব মঙ্গলকবির সাগুণ্যে তথা স্বাধর্ম্মে্য তালমান এবং তানলয়-বিশুদ্ধির প্রতি অবহিত। ছন্দের বৈচিত্র্য রক্ষণের, শব্দসম্পদের গৌরবে এবং কাব্যরস পরিবেষণে তিনি কবিকঙ্কণের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। তিনি তন্ত্রবিদ্ ও পুরাণবেত্তা কবি। মৃত্যুঞ্জয়শিক্ষা-প্রসঙ্গ ও বন্দনায় বহু পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণায় কবির তন্ত্রপুরাণ ও যোগশাস্ত্রে বৈদগ্ধ্য সূচিত হয়। দেবীর স্বপ্নানুমতিতে 'কালিকা সঙ্গিতা-মতে রচাএ ভারতী' রামদেবের এই স্বীকারোক্তিতে তাঁহার কাব্যে পৌরাণিক প্রভাব প্রমাণিত হয়। তিনি পৌরাণিক ভঙ্গীতে সর্গবর্ণন বা সৃষ্টিপ্রকরণ- (cosmogony) বর্ণনা করিয়াছেন। কবি কালিদাসের স্থান বিশেষের তর্জ্জমায় কবির অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশমান

(১) 'না জানিয়া বিষবৃক্ষ করিছি বপন।
আপনে রোপিয়া কেহ না করে ছেদন'॥

(২) 'মহা অস্ত্র হইল চূর ভাঙ্গিল দেবের ভুর
শিলাচয়ে মূচ্ছিত পবন'।

সুন্দর গীতিনমস্কার বর্ণনাভঙ্গীতে কবির বেশ দক্ষতা আছে। ঘটনা ও চরিত্র বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে কবি যেখানে গীতিনমস্কারে দেবীর প্রতি নিজ মনোভাব জ্ঞাপন করিয়াছেন, সেই স্থানগুলি অধ্যাত্মভাবুকতার দিক হইতে আধুনিক গীতিকাব্যের সহিত তুলিত হইতে পারে। মঙ্গলকাব্য-ধারায় ইহা একটি অভিনব বস্তু।

নম নম নম বন্দম নম নারায়ণী।
ভএতে অভয়ারূপা দীন উদ্ধারিণী॥
নম নম নম বন্দম শঙ্করের জায়া।
সঙ্কটনাশিনী দেবী তুমি মহামায়া॥

ইত্যাদির ভাব রবীন্দ্রনাথের 'একটি নমস্কার'এর গীতিভাবের সঙ্গে তুলনা করিতে পারে। প্রাণের একটি উৎসার এ বন্দনার মধ্যে রহিয়াছে। 'গীতাঞ্জলি'র (অসাম্প্রদায়িক) ভাব স্থূলরূপে এখানে রহিয়াছে। দেবীর মর্ত্ত্যে পূজার আদর্শ প্রচার প্রাসঙ্গিক বিশ্বকর্ম্মার মন্দির নির্ম্মাণ, মন্দির গাত্রে আলেখ্য রচনা বর্ণনার উৎকর্ষে কবিকঙ্কণের কাঞ্চুলীনির্ম্মাণের সঙ্গে তুলনীয়। কবি রামদেব যে দশকর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ এবং পূজা অর্চ্চনা পদ্ধতি-বেত্তা ছিলেন তাহা তাঁহার বর্ণনাবিশদত্ব হইতেই বুঝা যায়। প্রচলিত

উপাখ্যানধারায় তথ্য সংযোজন কবি রামদেবের গরিষ্ঠ কবিকল্পনা ও গভীর তত্ত্বদর্শিতার পরিচায়ক। ইন্দ্রসুত নীলাম্বরের পুষ্পচয়নে ব্রতী হইবার উপলক্ষ্য কবিকঙ্কণে নাই। এই কাব্যে তাহা একান্ত অভিনব। ইহা ভক্ত কবির অধ্যাত্মকতা নয়। পরন্ত কাহিনীর স্বাভাবিকত্ব রক্ষণে কবিমানসের বাস্তবতার প্রকাশ। গানের ধুয়াগুলি তাঁহার বৈষ্ণবভাবতন্ময়তার অসংশয়িত প্রমাণ। জীবন এবং জীবনেতর রসোপলব্ধির তথা কবির সুদূরাবগাহনের পরিচায়ক খণ্ড ক্ষুদ্র রূপসৃষ্টি। ধর্ম্মকেতুর পত্নীর রাজপথে সন্তান প্রসবের বর্ণনা স্বাভাবিকতা-সম্মিত। ইহাতে কবি কাহিনীতে বাস্তবরসের সঞ্চার করিয়াছেন। ধর্ম্মকেতুর সিংহের আক্রমণে মৃত্যুপ্রসঙ্গ মুকুন্দরামে নাই। মুকুন্দ-রামে ধর্ম্মকেতু ব্যাধের অন্তিম জীবনে কাশীবাসের কথা রহিয়াছে। রামদেব অত্যন্ত বাস্তবাত্মগতি সহকারে ধর্ম্মকেতুর মৃত্যু, নিদয়ার সহমরণ ও কালকেতুর শোক প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি যে বাস্তবনিপুণতায় মুকুন্দরামের সমপ্রতিভাধর ছিলেন তাহাই নয়, বাস্তববর্ণনায় এবং ঘটনার সুস্বাভাবিকত্ব সৃজনে রামদেব স্থানে স্থানে তাঁহার পূর্ব্বসূরী কবিকঙ্কণকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। বন্ধু শব্দকে স্মৃতিশাস্ত্রসম্মত অর্থে ব্যবহার করিয়া রামদেব বাস্তবতার চত্বরে আপন বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দেওয়ার প্রয়াস পইয়াছেন। অন্নচিন্তায় বিব্রত সন্ধ্যার সম্বল সংগ্রহব্যাকুল কালকেতুকে ফুলরার সান্ত্বনাদানের মধ্যে কবি বেশ নাটকীয়ভাবের সৃষ্টি করিয়াছেন। 'স্তবে' সান্তাইতে, প্রবোধিতে, প্রশংসিলা প্রভৃতি অসংখ্য নাম ক্রিয়াপদ ব্যবহারে মাইকেলের বঙ্গসাহিত্যে আগমনের বহুপূর্ব্বে বাংলা ভাষাকে দ্রুতি ও দীপ্তি দান করিয়া রামদেব শাব্দিক এবং কাব্যিক গরিমার অধিকারী হইয়াছেন। 'বৃদ্ধা জরতী শূকরী, প্রভৃতি বর্ণনায় 'শূকরী' চণ্ডীপ্রোক্ত বারাহীশক্তি – 'বরাহরূপিণী শিবে নারায়ণী নমস্তুতে' (মাঃ পুঃ –৯১ তম অধ্যায়)। রামদেবের কাব্যে জ্যোতিষ আলোচনার অপরিহার্য্যতায় মঙ্গলকবিরা যে তৎকালে অনুশীলিত পাণ্ডিত্যের ধারাবাহক ছিলেন তাহা সূচিত হয়। 'পাড়ুয়াএ পাইছে কথাএ অমূল্যভাণ্ডার'—এই জাতীয় প্রবাদ বাক্যে প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের সম্পদের প্রতি কবির যে পরিচয়ঘনতা এবং প্রীতিসম্পৃক্ত অনুরাগ রহিয়াছে তাহাই প্রকাশ করিতেছে। দেশে দারিদ্র্যপূর্ণ অবস্থার সকরুণ বাস্তব বর্ণনা তাহার কাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'প্রচণ্ড নিদাঘে যেন' ইত্যাদি একটি সুন্দর লৌকিক উপমা। মধ্যযুগের দারিদ্র্যের ছবি মুকুন্দরামের কাব্যে যেমন তাঁহার কাব্যেও তেমন বাস্ত-

নিপুণতায় ফুঠিয়া উঠিয়াছে। 'খঞ্জনযুগ খেলে' প্রভৃতি বর্ণনা বেশ কবিত্বপূর্ণ। Superstition based on aesthetics-এর সুন্দর যুগলক্ষণবাহী বর্ণনা ইহাতে রহিয়াছে। 'ভাইরে মধুবনে আর ভয় নাই' ইত্যাদি বর্ণনায় কবির বৈষ্ণবপ্রবণতার কল্লোলিত ধ্বনি রহিয়াছে। এই সকল ধুয়াগীতের মধ্যে বিশেষ অংশের বিশেষ ভাবগুলি পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

'কান্দে বীর হইয়া কাতর।
দুঃখে পদাঘাত মারে কোদণ্ড উপর ॥'

প্রভৃতিতে কবিপ্রাণতার অন্তরালে ভক্তিবীর্য্য স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠ। ইহার সঙ্গে কবিগুরুর 'বীর্য্য দেহ ভকতিরে' ভাবসঙ্গতি সমান্তরলতায় তুলনীয়। ক্রোধভরে গোধিকাবন্ধনে কালকেতুর আচরণ স্বাভাবিক, বর্ণনাও স্বাভাবিক। মাংসের পশরা শিরে ফুলরার বাজারে গমন বর্ণনা অত্যন্ত স্বভাবোচিত হইয়াছে। ইহাতে কবিসৌহার্দ্য আছে। ফুলরার বাজারসওদার বর্ণনাও (মাংস বিক্রয়ের হিসাব নাই) স্বাভাবিকত্ব সূচক। এই প্রসঙ্গে তৎকালীন সমাজের চিত্র ফুটিয়াছে।

ঠেলাঠেলি বিপ্রগণে কৃষ্ণসারজিন কিনে
খলখড়্গা লএ দ্বিজসিংহে।
যত আইল শিল্পীবন্ত মাগে তারা গজদন্ত
কেহ মাগে মহিষের শৃঙ্গে ॥
যে করে সৈন্যাসধর্ম্ম জানিআ ওহার মর্ম্ম
দ্বিপিচর্ম্ম মূলাধিকে লএ। ইত্যাদি—
যত ইতি ভণ্ড যোগী হএ তারা সর্ব্বভোগী
ভিক্ষা আশে চারি পাশে রহএ ॥

বর্ণনা মুকুন্দরাম হইতেও nearer to life। এই অংশের শেষ কয় পঙক্তিতে বর্ণনা প্রাকৃত-জীবন ঘেষা। 'শীঘ্র না পাইলে ভক্ষ্য মারিবে ধরিয়া' ইত্যাদি স্বাভাবিক। পরবর্ত্তী কয়েক পঙক্তি—

লাবণ্য সুধা সিন্ধু বদনে নিন্দিত ইন্দু
সিন্দূরে ভাল বিরাজিত।
হেন কি প্রেমভোলে ললাটে চান্দ দোলে
অরুণ হইছে উদিত ॥

ইত্যাদিতে বিদগ্ধ কবিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভক্তি-ভাবুকতার পক্ষে এই রীতি স্বাভাবিক। ভাষার মণ্ডনশ্রী সম্পাদনে পর্য্যায়ক্রমে লৌকিক বর্ণনা ও আলঙ্কারিক ভাষা সু-উপযোগী হইয়াছে। মুকুন্দরামের বর্ণনার সঙ্গে ইহার অনুরূপ সুসাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মন্দির গাত্রের আলেখ্যগুলির মূলভাব বিশ্বরূপ কল্পনা। ইহার মর্ম্মমূলে রহিয়াছে mystic কল্পনা।

"ফুলরাএ বোলে সখী হওরে সদএ।
বান্ধা থুই দেঅ বটি লোহার বলএ॥"—

বর্ণনা যেমন করুণ তেমন স্বাভাবিক। কালকেতুর গৃহের 'সোলার দ্বার' কথাটি কবির নূতন সংযোজনা। ইহা কালকেতুর অতিদারিদ্র্য এবং আঞ্চলিক সোলাপ্রতুলতার সঙ্গে সুসঙ্গত হইয়াছে।

'কহরে সোন্দরি সোহাগে আগলি
কি দৈবে মজিলি তুই।'

ফুলরার এই বাক্যে 'সোহাগে আগলী' শব্দটি বৈষ্ণব পদের অনুসরণে অংশে সার্থকভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'বাসি অন্ন প্রভুরে দিয়া পাঠাম কানন' ইত্যাদি বর্ণনা করুণ। কারুণ্যঘন বারমাসী বর্ণনাতে কবির তূলিকায় ফুলরার সতী-মূর্ত্তির এক বাস্তবতানুলিপ্ত রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'এ পাপ ললাটে বহম মাংসের ঝোলানি' বর্ণনায় ফুলরার বাস্তব চিত্রটি কবি আমাদের সম্মুখে ধরিয়া তুলিয়াছেন। 'ফুলরাএ বোলে সতী দিমু মাংসের পসার'—দেবীর প্রতি খুলনার এই উক্তি মুকুন্দরামে নাই। ইহা কালোচিত এবং পাত্রোচিত স্বাভাবিকত্বে অতিশয় প্রশংসাহ। 'মুই জানম মোর বীর' ইত্যাদি অংশে ফুলরার—তেজস্বিতা সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। এই উক্তির মধ্যে সতী নারীর পতিপ্রেম ও তেজস্বিতা একই সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে। 'ভগ্ন গৃহমাঝে অখিলমঙ্গলা' অংশে অখিলমঙ্গলা শব্দের সঙ্গে 'সর্ব্বমঙ্গলে শিবে' ইত্যাদির ভাবসঙ্গতি রহিয়াছে। বারমাসীর বর্ণনায় রামদেব স্বকীয় ভাবে অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি করুণ পরিবেশ ও শব্দচিত্রের সাহায্যে ফুলরার নিদারুণ দুঃখের দিকটি চমৎকার উপস্থাপিত করিয়াছেন। 'এহাথ অধিক দুঃখ তুহ্মি হইবা সতিনী" প্রভৃতি উক্তির মধ্য দিয়া ফুলরার মুখে নিখিল নারীসমাজের কারুণ্যের ও কোমলতার দিকটি প্রকাশিত হইয়াছে। নারীর শাশ্বত অধিকার সম্পর্কে প্রত্যয়-বিপুল বলিষ্ঠ উক্তি ফুলরার কথায় প্রকাশ পাইয়াছে। ফুলরা এখানে শুধু ব্যাধনারী নয়। নিখিল নারীমনের সপত্নীজনিত অন্তর্বেদনা তাহার উক্তিতে ব্যঞ্জিত

হইয়াছে। ইহা খুবই চিত্তাকর্ষক যে কবি ভারতচন্দ্রেরও শতাধিক বছর আগে এমন একজন কবি পাইতেছি যাহার রচনায় **blending of romanticism and classicism** রহিয়াছে। 'অকরুণে বধে' ইত্যাদি উক্তিতে ইষ্টদেবের মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে চণ্ডী পাছে সাত কলস ধনের এক কলস অলক্ষ্যে সরাইয়া ফেলেন—এই সন্দিগ্ধতায় কালকেতুর পিছনে তাকান উল্লেখ আছে, কিন্তু দ্বিজ রামদেবের কাব্যে অনুরূপ সংশয়-প্রবণতা নাই। 'দুর্গার কঙ্কন ভিড়ি বান্ধে' ইত্যাদিতে নূতনত্বের সঞ্চার আছে। বর্ণনায় কবির স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে। বর্ণনা বাহুল্য-বর্জ্জিত দৃষ্টিটা বহুলাংশে ভিতরের দিকে। এই অন্তর্দৃষ্টি কবির অন্তর্লীনতার অবিসংবাদী প্রমাণ।

ফেরাঙ্গি বান্ধিল টঙ্গি গুলন্তাজ তার সঙ্গী
মগ তেলঙ্গ ত্রিপুরার ঠাঠ।'

এই বর্ণনা মুকুন্দরাম হইতে পৃথক। 'প্রেম মেহু রতন প্রসার' বাক্যাংশটি বেশ সুন্দর। ভাঁড়ুদত্তের ভণ্ডনেচ্ছাদীপ্ত বাজারসওদার বর্ণনা স্বাভাবিক। উপমায় 'কিল মারা শিল পড়া' ইত্যাদিতে চরিত্রাঙ্কন ভাল হইয়াছে। অল্প কথায় নির্লজ্জ লোকের চরিত্র-চিত্রণ বেশ ভাল হইয়াছে। যুদ্ধবর্ণনাংশে কতগুলি শব্দের প্রয়োগচমৎকারিত্বে তাঁহার বর্ণনা কৃত্তিবাস কাশীরামদাসের যুদ্ধবর্ণনার চাইতে অধিক স্বাভাবিকত্বমণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 'মাথায় পাগড়ী' সৈন্যদের শিরস্ত্রাণ রূপে ব্যবহৃত হওয়ার তথ্য-সম্বলিত বর্ণনা সেই যুগের রণসজ্জার ইঙ্গিত দিতেছে। 'আনলে পতঙ্গ যেন পড়ে' ইত্যাদি বর্ণনা গীতার একাদশ অধ্যায়ের—'যথা প্রদীপ্তং··· ·'এর ভাবানুবাদ। সেকালের কবিদের যে **classical learning** ছিল তাহার পরিচয়জ্ঞবত্ব কবি রামদেবের কাব্যে রহিয়াছে।

"রাজসৈন্য খেদাইল ব্যাধের নন্দন।
বরাহে লড়াএ যেন মৃগেন্দ্র সঘন॥"

অংশে উপমা সুপ্রয়োগে রামদেব সিদ্ধহস্ততার পরিচয় দিয়াছেন। যুদ্ধ বর্ণনায় কবি রামদেব নূতনত্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। মুকুন্দরামের কাব্যে কালকেতুর যুদ্ধভীরুতা, আত্মগোপন এবং ভাঁড়ুর শঠতায় ধরা পড়িয়া লাঞ্ছিত হওয়ার বর্ণনা রামদেবের কাব্যে কালকেতুর বীরোচিত যুদ্ধের তথ্য সংযোজন-অভিনবতায় যুদ্ধ বর্ণনার পার্থক্য সূচনা করিতেছে। ইহা তৎকালীন আঞ্চলিক লোকদের দুর্দ্ধর্ষতা, সুসাহসিকতা এবং ভুজবীর্য্যের অসংশয়ত্ব সম্পর্কে

কবিমনের মন্তব্য বলিয়া মনে হয়। যুদ্ধজয়ী কেতুবীরের গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনান্তর 'সতী নারীর পতির বিনাশ নাই'—এবংবিধ দম্ভোক্তিতে দেবী চণ্ডিকাকে বিস্মরণ এবং অশ্রদ্ধার ইঙ্গিতভূয়িষ্ঠতা আছে। এই ঘটনাও মুকুন্দরামের কাব্যে নাই। রুষ্টা চণ্ডিকার শাস্তিবিধানে কালকেতু যুদ্ধবিজয়ানন্দের উল্লাস-কল্লোলতার মধ্যে একান্ত আকস্মিকভাবে শৃঙ্খলিত হওয়া বেশ স্বাভাবিক ও নাটকীয় হইয়াছে। কোটালের নিকট কেতুর প্রসাদপুষ্ট নানা বৃত্তিধারীদের প্রাণরক্ষার্থে ভীতিবিপুল উক্তির মধ্যে তৎকালীন অক্ষত্রিয় জাতিকে যুদ্ধবৃত্তি হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত ইহার প্রমাণ রহিয়াছে।

মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে সংস্কৃত ক্রিয়াপদের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। ইহা কথকদের কথকথার দুর্ব্বার প্রভাবের সাক্ষ্য দেয়। কবি রামপ্রসাদে 'এবমুচিতমধুনা', 'জননী জাগৃহি জাগৃহি' প্রভৃতি রহিয়াছে। কবি ভারত-চন্দ্রেও সংস্কৃত ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু এ বিষয়ে রামদেব যে শব্দচাতুর্য্য ও সাহসিকতা সহকারে বঙ্গভাষায় অভিনবত্ব আনয়নের প্রয়াস দেখাইয়াছেন তাহার তুলনা নাই। কবি জয়দেবের অনুসরণে স্থানে স্থানে অনুপ্রাসাদি অলংকারে তাহার বাণীরূপকে সজ্জিত করিয়াছেন। একটি পদে জয়দেবের বিরহের "বিলপতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি ......" প্রভৃতি অংশের অনুসরণে রামদেব বাংলাভাষায় সংস্কৃত ক্রিয়াপদ প্রবেশ করাইয়া অপূর্ব্ব ভাষাচাতুর্য্যের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা পদটি উদ্ধৃত করিতেছি। ইহার কতক অংশ লিপিকর প্রমাদহেতু দুর্বোধ্য হইয়াছে, কিন্তু মোটামুটিভাবে কবির অভিপ্রায় ও চাতুর্য্যের রূপ উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হয় না।

বিপদ পয়োধি পার নহে রথী
শ্বসিতি দহন সমসর।
যেন যন্ত্রী ফণিপতি বিফল বিহগগতি
ফুকরতি অবনী বিদার॥

যামিনী বিবসন্তি বিফল পন্নগ অতি
নিকটে নিধন কর জাপ।
অচকিত পশ্যতি সিদতি বিশোচতি
রচে অতি করুণা বিলাপ॥

চৌতিশাস্তোত্র বর্ণনায় মঙ্গল কবিদের বৈদগ্ধ্য সুপ্রকাশমান। কবি রামদেব প্রচলিত ব্যঞ্জন অক্ষর প্রয়োগের ধারায় স্বরচতুর্দ্দশ স্তুতি রচনা করিয়া এক অভিনবত্ব আনয়ন করিয়াছেন। রামদেবের সমর্থ লেখনীতে এই মৌলিকত্বের সঙ্গে নৈপুণ্যের সুহৃদ্‌মিলন ঘটিয়াছে। "মাতা ধরিয়া চামুণ্ডাবেশ…মেঘে যেন বলাকা উড়এ" ইত্যাদি বর্ণনা বেশ ভাল হইয়াছে। দেবীর স্নেহ-পদ্মকর-স্পর্শ লাভের পর তাঁহার উদ্দেশ্যে কালকেতুর প্রাণোদ্বেল আকুতির বর্ণনা বেশ করুণ। ভক্তের অভিমান দেবতাকে স্পর্শ করিয়াছে। উপধা স্বরের মিলের প্রতি কবির ঔদাসীন্য ভাষার অপেক্ষাকৃত প্রাচীনত্বদ্যোতক যতি মিলের স্থানে স্থানে বৈষম্য ১৭শ শতাব্দীর ভাষার লক্ষণ বহন করে। নাপিতের সমার্থক হিসাবে ধূর্ত্ত শব্দের ব্যবহার কবির রসিক মনের পরিচয় দেয়। সঙ্কলন > সঙ্কলিয়া (সমাপ্ত করিয়া) শব্দটি শাব্দিক কবি রামদেবের নূতন প্রয়োগ। কাব্যে তলপ (তলব), জিগর প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ ফারসী প্রভাবের চিহ্ন বহন করে। ইহাতে মুসলমান আধিপত্য ও পূর্বাঞ্চল সূচিত হয়। যোগের দ্বারা মৃত্যুঞ্জয়ত্ব শিক্ষা প্রসঙ্গে অদ্বৈত ভাবের কথা, জীবের মধ্যে ব্রহ্মসত্তা কবি অল্প কথায় সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে যোগ ও তন্ত্র শাস্ত্রবেত্তা কবির প্রভাব পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। মুকুন্দরামও শাস্ত্রবিদ্ কবি ছিলেন। কিন্তু তাঁহার উপর যে প্রভাব লক্ষিত হয় তাহা একান্তভাবে পৌরাণিক। মুকুন্দরাম অপেক্ষা ছোট করিয়া রসানুকূলভাবে কালকেতুর কাহিনী রচনায় কবির কাব্যসিদ্ধি প্রকাশিত হইয়াছে।

অভয়ামঙ্গলে ধনপতি—উপাখ্যান মুকুন্দরামের কাব্যে কাহিনীর তুলনায় নূতনত্বে উদ্ভাসিত। পারাবত প্রতিযোগিতার বর্ণনা অতি চমৎকার। লহনার উক্তির মধ্যে

'ভগিনী সতার তাপ নিশি দিশি হইল জাপ
ঝম্প দিমু জলধি মাঝারে ॥'

ইত্যাদি অংশের বর্ণনা স্বাভাবিক। 'পুরুষ কঠিনজাতি হীরার কাটারী' ইত্যাদি ধুয়ার পদটি বেশ সুন্দর ভাব ও রসের সঙ্গে সুসঙ্গতি-ঋদ্ধ।

'নানা বর্ণের পত্রাবলী করিয়া বিনাশ।
দুকূল ছাড়িয়া রামা পৈরে পীতবাস ॥'

ইত্যাদি কয়েক পংক্তির বর্ণনায় অভিমানিনী লহনার একটি প্রত্যক্ষ চিত্র আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে।

'প্রবল আনল সমীপে কথা দীপের প্রকাশ।
ভানুকান্তি কাছে কথা কুমুদ উল্লাস ॥'

অংশে দৃষ্টান্ত অলংকারের ব্যবহার সুন্দর। 'বিজলী বাজার' প্রভৃতি নারীদের বর্ণনা চমৎকার। 'শ্যাম-অঙ্গ' প্রভৃতিতে কবির বৈষ্ণবপ্রাণতা সুপ্রকাশিত। **Faith in divinity** বর্ণনার লক্ষ্যভূত। এসকল হইতে বুঝা যায় যে মধ্যযুগেও আমরা সাহিত্যের উচ্চগ্রামে ছিলাম। খুলনার রূপসজ্জা প্রসঙ্গে বর্ণনা ভাল, বেশ কবিত্বপূর্ণ। ধুয়া সর্বত্র ভাবের সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিষয় বস্তুর সঙ্গে রসের নিবিড় যোগ আছে। ইহাতে মনে হয় তখনকার দিনে কাব্যে বিষয়বস্তুর বর্ণনার সহিত রসসঙ্গতি থাকিত। মঙ্গলকবিদের **conventional poets** বলিলে তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে। কবিতা যে জীবনের গভীর উৎসমূল হইতে উৎসারিত (**'Poetry is the criticisim of life'**), তাহা মঙ্গলকাব্য পাঠে প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়। রামদেবের কাব্যে মাঝে মাঝে **romantic** মনোভাবেরও পরিচয় পাওয়া যায়। কবি রামদেবের বর্ণনা স্থানে স্থানে একান্তভাবে গীতিকবি জনোচিত হইয়াছে ও কবির কল্পনাবিলাসের পরিচয় দিয়াছে। 'ব্রহ্মপদ মনে করি' প্রভৃতি বর্ণনায় রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব—পরতত্ত্ব বোধের প্রভাব দেখা যায়। "যাহা যাহা নেত্র পড়ে, তাহা তাঁহা কৃষ্ণ ফুরে"—এই দৃষ্টিতে দেখার অনিবার্যতা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্যিক যুগলক্ষণ। ইহা অভয়ামঙ্গল কাব্যে বিশেষভাবে দেখা যায়। নির্ম্মঞ্ছন শব্দটি বেশ ভাবগরিমাদ্যোতক।

"কৈন্যা লইয়া সখী আইসে   শোয়াএ সাধুর পাশে
অখণ্ড রাখিল দীপশিখা ॥"

ইত্যাদি কয়েক পংক্তির বর্ণনা সরল ও জীবন্ত। 'ক্ষণদা বহিয়া গেল...... ইত্যাদি বর্ণনা খুব কবিত্বময়। আল মা>আগ মা প্রভৃতি বর্ণনায় নূতনত্ব রহিয়াছে, **unconventional**। আল মা প্রভৃতি কয়েক পংক্তিতে কবি মনস্তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা রবীন্দ্রনাথের বধূ কবিতার কারুণ্যের সম্ভাবনাবিধৃত। বিষয়বস্তু **conventional**, কিন্তু ইহা মঙ্গল কাব্যের গতানুগতিকতা হইতে মুক্ত কবিমনের সহানুভূতিময় প্রকাশ। সুকবি রামদেব ইহাতে নূতনত্বের সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন। 'দেহ সঙ্গে ছায়া' প্রভৃতি

উপমা বেশ সুন্দর। কবিকঙ্কণ এবং কাশীরাম দাসের **classical** রীতিনিষ্ঠাও রামদেবের কাব্যে রহিয়াছে। প্রকাশভঙ্গিতে মিলের স্থান বিশেষে অসঙ্গতি কবির প্রাচীনত্বদ্যোতক। রামদেব আমাদের একটি নূতন শব্দ উপহার দিয়াছেন। উহা হইল 'মায়াপত্র', জাল লিপি অর্থে ব্যবহৃত। মনে হয় জালিয়াতি শব্দের ব্যবহার তখনও আরম্ভ হয় নাই। ধর্ম্মাঙ্গদ রাজার কাহিনী নূতন। কবির জ্যোতিষ জ্ঞানের অসংশয়িত প্রমাণ ইহাতে আছে। শুক পক্ষীর উন্নত কৃতজ্ঞতাবুদ্ধি কবি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ব্যাধের প্রত্যুত্তরও তেমনি কবিত্বময়। 'পুরাণ ভারত যথ' ইত্যাদি বর্ণনায় তখনকার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক (**cultural**) দিক প্রকাশ পাইতেছে। রাজার সহৃদয়তার কল্পনা প্রচলিত ধারণার চমৎকাবজনক ব্যত্যয়। 'বাড়ে শতা যেন শশধর' বর্ণনা খুবই বাস্তবনিপুণ। "কান্দে পায়ে ধরি······অন্তদিন জানম" বর্ণনা বেশ করুণ। ফিকাকিকি শব্দটির প্রয়োগে ভাষার সাংস্কৃতিক পরিমার্জ্জনা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ছাগ পালনের ঈদৃশ প্রসঙ্গ অবতারণায় তখনকার দিনে **Goats Breeding Farming** (পশুজ-উৎপাদন) জাতীয় প্রতিষ্ঠান ছিল কিনা এ প্রশ্ন স্বতঃ মনে জাগে। 'হরি হরি পাচনী লইয়া হাতে" ইত্যাদি আক্ষেপসূচক পদে বিদ্যাপতির 'হরি হরি কোইহ দৈব দুরাশা' ইত্যাদি পদের ধ্বনি রহিয়াছে।

'যেন ভরে ছেলির জঠর।
তেন তোহ্মার তুষিবা উদর।'

অংশের দুঃখের বর্ণনা কবি সংক্ষেপে সারেন নাই। 'পাতিয়া মানের পাত' ইত্যাদি পংক্তি কতিপয়ের বর্ণনা অতি করুণ। খুলনার গভীর দুঃখের বণনার সঙ্গে ভাবসঙ্গতি রাখিয়া 'জানিলুম সৈ' ইত্যাদি মাথুরের পদ সংযোজনায় কবি রামদেব যে বিদগ্ধ কবি ও রসিক ছিলেন তাহা প্রতিপন্ন হয়। নিদ্রালী শব্দের প্রয়োগ কবিমনের ভাব প্রকাশের সুবাহন হইয়াছে।

'আহ্মি অভাগিনী   না পুছ জননী
ও দুঃখ কহিমু কারে।'

ইত্যাদিতে কবির বাল্যবধূর মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান ও কারুণ্য বর্ণনার ক্ষমতা প্রকাশিত। কন্যার কথা বর্ণনায় শ্লেষতীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। এক পক্ষে রামদেবকে মুকুন্দরামের চাইতেও অধিক বাস্তবনিপুণ কবি বলা চলে। বহু-বিজৃম্ভিত কাহিনীর মধ্যে কারুণ্যের অবতারণার বর্ণনার রূপ দক্ষতা কবি রামদেবের রহিয়াছে। 'লহনাএ বোলে ভাই আইলা' ইত্যাদি কয়েক

পংক্তিতে নারীসুলভ মনোভাবের বর্ণনায় কবির যে বেশ দক্ষতা আছে তা বুঝা যায়। আবার যেখানে কবি মৌলিক ঘটনা ও ভাবের বর্ণনা দিতেছেন সেইখানেই তাঁহার লেখনী সমধিক চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। খুলনার বারমাস মুকুন্দরামের বর্ণনা হইতেও করুণ এবং সুন্দর।

'একি কি কমলমুখী বুঝি তুয়া মুখ দেখি
বনসুতে করে বনবাস।'

ইত্যাদি বর্ণনায় কবির ভাষানৈপুণ্য প্রকাশিত হইয়াছে। 'সৌজানি সৈই কহিলুম তোম্মারে' ধুয়ার পদে কবির যে পদাবলী রচনায় হাত ছিল তা বুঝা যায়। তিনি ভাব এবং রসের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া পদ রচনা করিয়াছেন। আনুষ্ঠানিক বৈষ্ণব না হইয়াও তিনি বৈষ্ণব প্রভাবিত—তাঁহার কাব্যে ইহার প্রমাণ-প্রাচুর্য রহিয়াছে। চণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণনায় কবি নূতন কাহিনী সংযোগ করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর কাহিনীই খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। ভাজা মাছের লোভে বিড়াল প্রসঙ্গ বর্ণনায় রামদেবের স্বাভাবিক কবিত্ব সুপরিস্ফুট, বর্ণনা গতানুগতিকতায় বন্দিত নয়। প্রসঙ্গকে রসাল করা ব্যাপারে সহজ স্বাভাবিক কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। কবি রামদেব লহনার চরিত্রে এই মৌলিকত্বের চরম পরিচয় দিয়াছেন। ফাঁকে একটু প্রাণের স্ফূর্তি পোষা বিড়ালের প্রতি দরদ লহনা চরিত্রের অপর এক দিক উদ্ঘাটিত করিয়াছে। 'আমার ঘরের মঙ্গল মঙ্গল নিল হরি' ইত্যাদি বর্ণনা জীবজীবনের প্রতি মমত্বব্যঞ্জক। 'আখি মেলি চাহিতে নারোম হৃদে ফুটে শূল' ইত্যাদি বেশ কবিত্বপূর্ণ। বিদায়প্রসঙ্গ বর্ণনায় কবি সর্বত্র মেলানী শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। খুলনা ধনপতির দ্বারা ভর্ৎসিত হওয়ার বর্ণনা (চিনিতে না পারার জন্য) মুকুন্দরামের কাব্যের সহিত তুলনায় অভয়ামঙ্গলে নূতনত্ব সৃষ্টি করিয়াছে। কাহিনীর অভিনবত্ব ছাড়া ইহার নাটকীয় তাৎপর্যও রহিয়াছে। এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া লহনা সাধুকে সুলজ্জিত করিয়াছে, রত্নোপহার লাভে পতিসোহাগিনী হইয়া খুলনাকে রন্ধন-সঙ্কটে ফেলিয়া সোহাগযমুনায় চিরসন্তরণের ধ্রুব প্রয়াস লইয়াছে এবং দেবী চণ্ডিকার খুলনা ত্রাণেচ্ছায় তাহার সপত্নীবঞ্চনাভিযান ব্যর্থ হইয়াছে। 'দশনে রসনা দিয়া…', 'হেলা দিয়া ঠেলা মারে ডিঙ্গা তোলে তীরে' ইত্যাদি বর্ণনা স্বাভাবিক। নদী-মাতৃকদেশের কবি রামদেবের কাব্যে নৌকা কি করিয়া তোলে তাহার সহিত পরিচয়ঘনতা রহিয়াছে। রন্ধনে অপটু খুলনাকে রন্ধনকার্যে নিয়োজনে

ছোট সঙ্কট সৃষ্টি করিয়া কবি বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়াছেন। ইহাতে কবি খুলনার ভক্ত-স্বরূপ প্রকটিত করিয়াছেন। খুলনা রন্ধনে অপটু হইয়াও ভক্তির বলে ত্রাণ পাইল। ভক্তের ছবি আঁকিতে এই কবির কবিত্ব সার্থকভাবে নিয়োজিত হইয়াছে। ইহাতে কবির অন্তর্লীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'কি কহিমু সখি' ইত্যাদিতে বিদ্যাপতির পদের ধ্বনি রহিয়াছে। 'ভিড়িয়া ঢুকল' ইত্যাদি বর্ণনা বেশ কবিত্বপূর্ণ। সত্যিকারের কবিত্বে এবং মৌলিকতায় কবি রামদেব সমৃদ্ধ। 'ধিক ধিক সেবক জাতি'—ইত্যাদি বর্ণনা বেশ চাতুর্য্যপূর্ণ। প্রসঙ্গের ভাবদ্যোতনায় 'যুগপাণি সাধুস্থানে জানাএ কারণ' ইত্যাদি অংশে 'যুগপাণি' শব্দটির প্রয়োগ-সুন্দরতা লক্ষণীয়। ধনপতির খুলনাকে বাসরে পাইবার অভিলাষে দুবলার মধ্যস্থতায় সূক্ষ্ম মানবীয়তা স্ফূর্ত। **From earnest to jest and jest to earnest** - ভাবপরিক্রমায় কবির সামর্থ্য তথা অভিনবত্ব খুবই চমৎকার হইয়াছে। অল্প কথায় বর্ণনা-সামর্থ্য কবি রামদেবের বিশেষত্ব। ধুয়া বেশ ভাল। 'রাঙ্গা পিতল বলি··' ইত্যাদিতে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার চমৎকার। রামদেবের দুবলাও সজীব প্রাণের প্রতিমূর্ত্তি। ইহার মধ্যে বৃদ্ধা দাসীর সুবিধা অনুসারে আশ্রয় লওয়ার চিত্রও রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মমত্ববোধও কম পরিস্ফুট হয় নাই। দুবলার চরিত্র মালিন্যমুক্ত না হইলেও তাহার উক্তিতে প্রাণের স্পন্দনের অভিনবত্বে কবি ঐ চরিত্রের সমুন্নতি ঘটাইয়াছেন। খুলনার বাসরে অভিসার সজ্জায় বেলনের পাট দিয়া কবরী বন্ধনের তথ্য পাওয়া যাইতেছে। 'ললাটে সিন্দূর দিল চন্দনের রেখি' ইত্যাদি অংশে চন্দন শব্দে 'চন্দ্র'(বালার্ক) এবং সিন্দূর শব্দে 'সূর্য্য'কে কবি বুঝাইতেছেন। 'চঞ্চল নয়ানে' ইত্যাদি উপমা চমৎকার। 'লহনাএ বোলে বেটি' ইত্যাদির বর্ণনা স্বাভাবিক। ঈর্ষ্যার মনস্তত্ত্ব এইখানে ইঙ্গিতে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। ঈর্ষ্যার ভাবকে বেশ করুণ করিয়া দেখান হইয়াছে, যেহেতু লহনা নিজে বিগতযৌবনা। শেষ কয় পংক্তির বর্ণনা চমৎকার। কোন মঙ্গলকবি এমন অভিনবভাবে সপত্নীর মনের বর্ণনা দেন নাই। বাসরে স্বামী-সম্ভাষণের জন্য দুবলাকে শিখাইয়া দিবার বিনতি-সমাকুল অনুরোধ খুলনা জানাইয়াছে। 'বচন কহিয়া করি-যদি' ইত্যাদিতে **will silent be more eloquent than sweet words spoken**—সুব্যঞ্জিত হইয়াছে। বর্ণনায় একালের গীতিভাব ও দৃষ্টির সূক্ষ্মতা আছে। দুবলার খুলনাকে কামকলা সম্পর্কে অবহিত করান বর্ণনায় কবির যে কামশাস্ত্র অধ্যয়ন ছিল তা প্রমাণিত হয়। 'পতি

রহিছে নিদ্রাভোলে' ইত্যাদিতে খুলনাকে করুণ করিয়া দেখান হইয়াছে। সাধ্বীদের ইহা আয়ত্ত করিতে হইবে এইরূপ ইঙ্গিত কবি রামদেব দিয়াছেন। 'শুনরে অবোধ নারী' ইত্যাদি কয়েক পংক্তিতের বর্ণনায় অশ্লীলতা থাকিতেও মঙ্গলকবিদের নিকট ইহা ছিল প্রয়োজনীয়। 'সরস বসন্ত সুধা' ইত্যাদি ধুয়া চমৎকার। 'প্রদীপ নিন্দিত' ইত্যাদির আধুনিক কবিজনোচিত গীতিভাব খুবই চিত্তাকর্ষক। 'কবাটেতে কর্ণ দিয়া লহনাএ শুনে' ইত্যাদি কয়েক পংক্তির বর্ণনা সেকালের সপত্নীদের চরিত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। দাম্পত্য কলহেরও খুব বাস্তব চিত্র কবি রামদেব আঁকিয়াছেন। 'পবনারি ভবস্থলী' ইত্যাদি হেঁয়ালী-আশ্রয়ী বর্ণনা চমৎকার। 'বাসরে আসিতে ভএ পাইলা কামিনী' ইত্যাদিতে বর্ণনার অশ্লীলতায় আমরা মঙ্গলকবিদের সরল বর্ণনাশক্তির পরিচয় ও প্রথানুগত্য পাইতেছি। দেখা যায় মিলন সম্ভোগাদির বর্ণনায় ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ব হইতেই এই রীতি চলিয়া আসিতেছে। মদালসা পৌরাণিক ও প্রাচীন সাহিত্যের সখার নামটি কবি তাঁহার কাব্যে গ্রহণ করিয়াছেন। দুবলার সানন্দ নৃত্য বর্ণনা দ্বারাও দুবলা চরিত্রকে কবি উন্নত করিয়াছেন। লৌকিক কামক্রীড়া বর্ণনার গ্লানিটুকু দূর করার জন্য কবি রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ আনিয়াছেন। একটানা নির্লজ্জ বা উদ্দাম কামক্রীড়া বর্ণনা কবির অভিপ্রেত নয়। এইখানেই রামদেবের কবিকৃতিত্ব। খুলনার বয়সও যে লহনার ঈর্য্যার কারণ-এই মনস্তাত্ত্বিক দিক কবির দৃষ্টি এড়ায় নাই।

ধনপতি সদাগর জ্ঞাতি নিমন্ত্রণে ব্রাহ্মণ সঙ্গে পাঠাইয়াছে। ইহাতে তখনকার নিমন্ত্রণ প্রথার প্রাণবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। অভিজাত সম্প্রদায়ের চলাফেরা বেশভূষা বর্ণনায় বেশ নূতনত্ব আছে। 'জলধির জল' ইত্যাদি বর্ণনায় রামদেব সমুদ্রের কাছাকাছি কোন স্থানের কবি—এই ধারণা হয়। ধনপতির নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা প্রসঙ্গতঃ বর্ণনা চমৎকার॥ 'ঘাড়াঘাড়ি ঠারাঠারি' বর্ণনা বেশ সুন্দর। 'একি বন্ধু তোহ্মারে বোলে কালা' ইত্যাদি ধুয়াও সুন্দর। কবি নিজে বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়া দিয়াছেন। সতীত্ব পরীক্ষার অবতারণা বোধ হয় রামায়ণের কাহিনীর অনুসরণ করিয়াই করা হইয়াছে। 'যেমনি সুরভি ধেনু' ইত্যাদি উপমা বেশ সুন্দর। কবিত্বের দিক দিয়া রামদেব অনতিক্রম্য।

'ভরে কাল কুট জাতি যেন দেখি কাল রাত্রি
জ্বলে জিহ্বা আনল সমান।'

ইত্যাদির বর্ণনা খুব সুন্দর। খুলনার সতীত্ব-ধ্রুবতা প্রসঙ্গতঃ এত পরীক্ষা নাটকীয় ভাবে কেহ বর্ণনা করেন নাই। মুকুন্দরামের কাব্যে সতীত্ব পরীক্ষার কথা নাই। রাঘবদত্তের ছবি কুটীল ও গোঁড়া সমাজপ্রতিনিধির ছবি। রাঘবদত্ত ভাঁড়ুদত্তকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। 'কহে মনোহর দ্বিজে প্রভু' ইত্যাদি হইতে নিখিল বঙ্গে যাঁহারা প্রসিদ্ধ নন এমন পদকর্ত্তাদের উদ্ধার করিয়াছেন। পদগুলি ভাল। (বৈষ্ণবভাব-প্লাবনে যে সাহিত্য-নিৰ্ম্মিতি বঙ্গে এবং বৃহত্তর বাংলায় হইয়াছিল পদাবলী সাহিত্য তাহার এক খণ্ড ক্ষুদ্র অংশ—এই সিদ্ধান্তে আসিবার উপকরণ রামদেবের কাব্যে রহিয়াছে। উত্তর-বঙ্গে পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় রামার্চ্চনচন্দ্রিকা, তন্ত্রবিভূতি এবং জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল পুথি—সংগ্রহ-পরিক্রমায় খুবই আকস্মিকভাবে এক বৈষ্ণব ভাগবতের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া আমি গোবিন্দদাসের ৫১টি এবং লোচনদাসের ৪টি ও বাসুদেব ঘোষের ১টি অপ্রকাশিত পদ পাইয়াছি। রামদেবের কাব্যপাঠে যে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল দুইজন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তার অপ্রকাশিত পদ পাইয়া তাহা দৃঢ়ভিত হইয়াছে।) 'রাঘব হে কে তোহ্মারে বোলে দয়ামএ' ইত্যাদি ধুয়ার পদটি বেশ সুন্দর। 'তনুমাত্র দুই খান' বেশ সুন্দর ভাষণ। পত্নীব্রত পুরুষের মনোভাব ইহাতে সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। 'দুবলা কান্দে' বর্ণনায় কবি দুবলা চরিত্রের উন্নতি দেখাইয়াছেন। 'গরজে মুরজ ঝাকে' ইত্যাদি হইতে সাধুর পুনর্বিবাহ প্রাসঙ্গিক বিশদ বর্ণনায় কোন জিনিষ কবির যে দৃষ্টি হইতে বাদ পড়ে নাই তাহা দেখা যায়। ধৰ্ম্মবুদ্ধি দিয়া সংস্কার করিয়া লইবার অভিলাষ কবি দর্শাইয়াছেন। পরিশেষে খুলনা কর্তৃক রাঘবের প্রশস্তির মধ্যে খুলনাকে সীতাতুল্য আদর্শ নারীরূপে উন্নত করিয়াছে।

মালাধর কাহিনী প্রসঙ্গতঃ 'শ্যাম বন্ধ না বোল আহ্মারে' ইত্যাদিতে বৈষ্ণব কাব্যের বিরহের আর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। অধ্যাত্ম বিরহের পরিকল্পনার পশ্চাতে বাস্তব বিরহের ভূমিকা রহিয়াছে। 'তুহ্মি গুণবতী সতী' ইত্যাদি বাস্তব বর্ণনা। এখানে নায়কের মনের আশঙ্কা কবি ব্যক্ত করিয়াছেন। যাহারা সিংহল যাইবে তাহাদের সকলেই ঘরে কান্না—ইহা তৎকালীন বাস্তব অবস্থার চিত্র।

'চান্দ মুখ হেরি হেরি সোহাগে আগলী
কেহ কান্দে ভুমি দিয়া গড়ি।'

ইত্যাদি স্বরচিত ধুয়াপদটি হইতে কবি পদরচনায় সিদ্ধ-হস্ততার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 'কাজল সিন্দূর না করিঅ হীন' ইত্যাদি বর্ণনা করুণ। 'যাইবা যাইবা কালা কেবা দিব বাধা' ইত্যাদিতে বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিল রাখিয়া পদ রচনার অভিনবত্ব সুপ্রকাশিত। রাধাকৃষ্ণবিষয়ক ঐ রসের কোন পদ রচনা কবিকঙ্কণে নাই। নক্ষত্র দেখিয়া দিক নির্ণয় Compass এর কাজ করে। অন্য কোন মঙ্গলকবির কল্পনায় তাহা আসে নাই। রামদেবের কাব্যে রহিয়াছে কবির নিজ সমুদ্রভ্রমণ বিষয়ক অভিজ্ঞতা। অন্য কবির রচনায় ইহা দেখা যায় না। ভয়াবহ ঝড় বর্ণনার নিপুণত্বে মনে হয় পার্বত্য অঞ্চলের ঝড়ের সঙ্গে কবির চাক্ষুষ পরিচয় রহিয়াছে। 'কি আর বলিমু মুই কেবা নিব তারি' ইত্যাদি ধুয়া চমৎকার ভাবসমন্বিত। কথাকে বাত্ বলা উর্দ্দু শব্দ-প্রভাবিত চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভাষার সাক্ষ্য দেয়। শাব্দিক কবি রামদেব বাংলাভাষার শব্দ-সম্পদকে বাড়াইবার জন্য শুধু যে নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালীর সৃষ্টি-প্রয়াসী মননধারার পরিচয় দিয়াছেন তাহাই নহে, অনেক প্রাদেশিক ও বৈদেশিক শব্দকে বাংলা ভাষায় স্বীকার করিয়া ভাষার শক্তি বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। যৈসা, বৈঠ, গুছ, জিগীর, গুজারে, জগাত, থাং জাং, রেজা প্রভৃতি বহু শব্দের সুপ্রয়োগ হইতে মনে হয় বাংলাভাষার ঐশ্বর্য্য এবং বিপুল সম্ভাবনাকে কবি তাঁহার মানস-দৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন। 'যেমন দুর্দ্দিন করি' ইত্যাদি অংশে রামদেবের উপমা-প্রয়োগমৌলিকত্ব এবং স্বভাবকবিত্বের গঙ্গা যমুনাসঙ্গম ঘটিয়াছে। একমাত্র সিদ্ধ কবিদের রচনাতেই এই সুবিরল সমাবেশ দেখা যায়।

মাধবচার্য্য ও রামদেব।

পরম্পরাগত পূর্ব্ববঙ্গীয় আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া মাধবাচার্য্য ও রামদেব তাঁহাদের কাব্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া উভয় আখ্যান-কাব্যের কাঠামো এক। কিন্তু তথ্যসংযোজনা, বাস্তবনিপুণতা, লৌকিক বর্ণনা, নাটকীয়ভাব সৃজন প্রসঙ্গতঃ রামদেবের কবিকুশলতায় মাধবাচার্য্যের কাব্যের সহিত স্বতঃ বিভিন্নতা আসিয়া পড়িয়াছে। কাব্যগত বিভিন্নতা ছাড়া একটি বিশিষ্ট বিভিন্নতা কাব্যের প্রারম্ভে প্রতীয়মান হয়। মঙ্গলকাব্যে

স্বপ্ন-প্রত্যাদেশে কবির লেখনী ধারণ একটি অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ। রামদেবের ন্যায় মাধবাচার্য্যও স্বপ্নাদেশে কাব্য রচনা করিয়াছেন ইহার কোনও উল্লেখ তাঁহার কাব্যে নাই। উভয়ের কাব্যে বিস্তর রূপগত সাদৃশ্যের মধ্যে ইহা একটি সামান্য এবং লক্ষণীয় রসগত পার্থক্য। তন্ত্রানুস্মৃতিতে উভয়ের কাব্য সূর্য্য-বন্দনায় আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু দেবদেবীর বন্দনায় রামদেব কিছুটা অভিনবত্ব আনিয়াছেন। সৃষ্টি-প্রকরণ বর্ণনা প্রসঙ্গে মঙ্গলদৈত্যের উদ্ভব-কাহিনী দ্বিজ মাধবে নাই। একজন নারী ব্যতীত সকলের অবধ্য—শিবের এবংবিধ বর মাধবাচার্য্যের কাব্যে নাই, যদিও ইহার একটি নাটকীয় তাৎপর্য্য রহিয়াছে। মঙ্গলদৈত্যের ভূলোক ভুজঙ্গলাক অভিযান ও বিজয়ের কাহিনীও চণ্ডীমঙ্গলে নাই। সসৈন্য দেবরাজের মঙ্গলদৈত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা মাধবাচার্য্যের কাব্যে নাই। দেবচরিত্রে ভীরুতালাঞ্ছন রামাদেবের কাব্যে ভুজবীর্য্যে প্রতীতিধ্রুব প্রতিরোধ দ্বারা অপসৃত হইয়াছে। ইন্দ্রের অপ্রতিরোধ-ইপ্সিত পলায়ন অস্বাভাবিক মনে হয়। মাধবাচার্য্যের কাব্যে ইন্দ্রের সদেবগণ দেবীসকাশে গমনপ্রসঙ্গ আছে, কিন্তু রামদেবের কাব্যানুরূপ স্তব নাই। দেবীর সঙ্গে যুদ্ধার্থ মঙ্গলের আগমন এবং কথোপকথন মাধবাচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গলে নাই। রামদেব অভয়ামঙ্গলে ইহার সংযোজনা করিয়া বেশ নাটকীয়তা সৃজন করিয়াছেন। দেবীহস্তে মঙ্গলের নিধনান্তে ইন্দ্র চণ্ডীর পূজা করিয়াছেন। চণ্ডীমঙ্গলে কিন্তু দেবগণের চণ্ডীকে পূজার কথা আছে। স্বর্গরাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির পর অভয়ামঙ্গলে বর্ণিত ইন্দ্রের ত্রিভুবন ভ্রমণতথ্য চণ্ডীমঙ্গলে নাই। ইন্দ্রের গৌতমের আশ্রমে গমন এবং গুরুদারাভিগমন প্রসঙ্গতঃ উভয়কাব্যে আশ্রমাগমনের কারণ-বিভিন্নতা রহিয়াছে। অভয়ামঙ্গলে ভ্রমণপথে গুরুপ্রণামার্থ আর চণ্ডীমঙ্গলে গুরুপত্নীকে দূর হইতে দেখিয়া রূপাসক্তি-মত্ততা হেতু। অভয়ামঙ্গলে বর্ণিত ব্রহ্মার ইন্দ্রকে চণ্ডীপূজার পরামর্শ দানের তথ্য চণ্ডীমঙ্গলে নাই। সসখী দেবীর মর্ত্ত্যে আগমন ও প্রকৃতিপরিবেশ-প্রসঙ্গ বর্ণনায় অতিসংক্ষিপ্ততার জন্য চণ্ডী-মঙ্গলে রামদেবের অনুরূপ স্বভাব-কবিত্বের একান্ত অভাব ঘটিয়াছে। প্রভাতে অপুত্রক কলিঙ্গ রাজের মুখদর্শনে মন্ত্রিগণের শৈথিল্য এবং রাজসমীপে শাস্ত্রোদ্ধৃত প্রসঙ্গ চণ্ডীমঙ্গলে নাই। পক্ষান্তরে অভয়ামঙ্গলে এই তথ্যসংযোজনা বেশ নাটকীয় ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। অপুত্রক কলিঙ্গরাজের বিলাপ এবং মনের দুঃখাতিশয্যে রাজনীতিত্যাগ-প্রসঙ্গ চণ্ডীমঙ্গলে নাই। ইহাতে ঘটনার দ্রুতি তথা নাটকীয়তা ব্যাহত হইয়াছে। রামাদেবের অনুরূপ দেবী

চণ্ডিকার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরিয়া স্বপ্নাদেশ এবং রাজাকে পুত্রবরের আনুষঙ্গিক ধনবর দান অস্বাভাবিক হইয়াছে। রাজাকে ধনবর দান বাহুল্য-প্রযুক্ততার অবকাশ রাখে বলিয়া মনে হয়। পূজাসাঙ্গে গজগণ্ডা বলিদান অন্তে রাজার চণ্ডিকাপ্রণাম-প্রসঙ্গ চণ্ডীমঙ্গলে নাই।

রাজার পুত্রবর প্রার্থনার বর্ণনাও সেই কাব্যে নাই। ইহাতে বর্ণনায় স্বাভাবিকত্ব কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। সগুরু নীলাম্বরের মেধসের আশ্রমে উপস্থিতি চণ্ডীমঙ্গলে ভ্রমণ প্রসঙ্গতঃ, কিন্তু অভয়ামঙ্গলে গুরুপুত্রের সহিত নীলাম্বরের বিবাদতথ্য বেশ নাটকীয়তা সৃজন করিয়াছে। এতদতিরিক্ত মাধবাচার্য্যের উদ্ধৃত বিষ্ণুপদটি প্রয়োগদৈন্যে দুর্ব্বল। চণ্ডীমঙ্গলে ২০টি বিষ্ণুপদ আছে। এগুলি অভয়ামঙ্গলে কবির স্বরচিত শতাধিক বিষ্ণুপদের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট। পদাবলীরচনাও যে রামদেব সিদ্ধহস্ত ছিলেন অভয়া-মঙ্গলের পদগুলি ইহার অভ্রান্ত প্রমাণ। কয়েকটি পদে তিনি গোবিন্দ-দাসের সমকক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার স্বরচিত ও উদ্ধৃত পদসমূহের যথাযোগ্য প্রয়োগ লক্ষণীয়। সুরগুরুর নিকট নীলাম্বরের মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞানাভিলাষ এবং শিবের নিকট গমনার্থ বৃহস্পতির নির্দ্দেশ তাহার কাব্যে না থাকায় নাটকীয় গতি বল্গিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিলম্বে ফুল লইয়া উপনীত হওয়ামাত্রই নীলাম্বরকে শিবের অভি-শাপেচ্ছা, ভবানীর হস্তক্ষেপে ক্রোধ-প্রশমন এবং পূজাকালে বিল্বপত্রের কণ্টকে বিদ্ধ হওয়ার জন্য শিবের অভিশাপ এবং ভবানীকে ভীতি প্রদর্শন প্রাসঙ্গিক মাধবাচার্য্যের বর্ণনার সহিত রামদেবের বর্ণনার পার্থক্য রহিয়াছে। বিলম্বে আগত নীলাম্বরকে দেখামাত্রই ক্রুদ্ধ শিবের অভিশাপেচ্ছা অভয়ামঙ্গলে নাই। ভবানীকে রুখিয়া উঠা অস্বাভাবিক মনে হয়। অভয়ামঙ্গলে শাপবৃত্তান্ত শুনিয়া ইন্দ্রের শিবের সহিত সাক্ষাৎ ও কাতর ক্রন্দন চণ্ডীমঙ্গলে সস্ত্রীক ইন্দ্রের সাক্ষাৎ ও ক্রন্দনবিধুরতা এই সামান্যমাত্র বিভিন্নতা রহিয়াছে। শিবের নিকট নীলাম্বরের ব্যাধরূপে কৈলাসে থাকার ধ্রুবাভিলাষ বর্ণন ও শিবের অসম্মতি রামদেবের কাব্যে বেশ কারুণ্য এবং নাটকীয়তার সৃষ্টি করিয়াছে। মাধবাচার্য্যের কাব্যে এ প্রসঙ্গের রাহিত্য ঘটনার নাটকীয় সমুন্নতিকে কবি কল্পনার সসীমতায় নিগড়িত করিয়াছে। বজ্রধরের শোকাতুরা শচীকে প্রবোধদান প্রসঙ্গ খুবই স্বাভাবিক হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলে ইহা নাই। কাল কেতুর পত্নীর রাজপথে সন্তানপ্রসব বর্ণনায় রামদেব তাঁহার কাব্যে যে

কাহিনীর অভিনবত্ব সৃজন করিয়াছেন, বাস্তবনিপুণতা দেখাইয়াছেন মাধবাচার্য্যের কাব্য বর্ণনা সেই অভিনবত্ব এবং স্বাভাবিকতাবর্জ্জিত। অভয়ামঙ্গলে মানাই পুরোহিতের মাধ্যমে ধর্ম্মকেতু পুষ্পকেতুর নিকট কালকেতুর বিবাহ প্রস্তাব পাঠাইয়াছে। ইহাতে প্রথানুগত্য বা দেশাচার সূচিত হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলে কিন্তু ধর্ম্মকেতু স্বয়ং পুত্রের বিবাহ-প্রস্তাব লইয়া যাওয়ার তথ্য বর্ণিত হইয়াছে। তখনকার দিনে পৌরোহিত্যবাদের যেই প্রবল প্রতাপ তাহাতে রামদেবের বর্ণনাই অধিকতর স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। অভয়ামঙ্গলের কবি দেবীর নিকট চণ্ডীমঙ্গলের কবির ন্যায় শুধু পশুদের গোহারি বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। পশুদের দ্বারা দেবীর স্তব করাইয়াছেন। ইহা ভক্তকবি রামদেবের পক্ষে স্বাভাবিকই হইয়াছে। জ্যোতিষগণনা করাইয়া কালকেতুর শিকারে গমন ও জ্যোতিষ কর্ত্তৃক কালকেতুর পরম সৌভাগ্য বর্ণনা—

"কিংবা তুহ্মি হইবা রাজা আর পাইবা ধন।
নতুবা পরম ব্রহ্ম দেখিবা নয়ান॥"

মাধবাচার্য্যের কাব্যে নাই। এই তথ্য সংযোজনে মঙ্গলকবিসুলভ বৈদগ্ধ্য-প্রকাশ-প্রয়াসী মনের জ্যোতিষালোচনা মুখ্য না হইয়া ব্যাধের জীবনের কারুণ্যঘন, জীবনসংগ্রামতরঙ্গিত দুরবস্থা তথা নাটকীয় চমৎকৃতি সৃজনই কাহিনীকে গতিশীলতা দিয়াছে। অন্নচিন্তায় বিব্রত কালকেতুকে ফুলরার প্রবোধ দান প্রসঙ্গ রামদেবের কাব্যে বেশ নাটকীয়ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাধবাচার্য্যের কাব্যে তাহা নাই। মৃগশিকারার্থ কালকেতুর গোধিকা প্রণামান্তর বনে প্রবেশবর্ণনা চণ্ডীমঙ্গলে গোধিকা বামে রাখিয়া কালকেতুর পশু শিকার অভিলাষে বনে প্রবেশ এই সামান্য বিভিন্নতায় বর্ণিত হইলেও গোধিকা দর্শন যে শুভ এই কুসংস্কার-পুষ্ট প্রতীতি-দৃঢ়তায় উহা ঐক্যসমন্বিত। ফুলরার বাজারপসার-বর্ণনা মাধবাচার্য্যের কাব্যে দেবীর বিশ্বকর্ম্মাকে কাঞ্চুলী নির্ম্মানার্থ আদেশের পর সংযোজিত হইয়াছে। কুটীরে ব্যাধদম্পতির অখিল-মঙ্গলাদর্শনে যে ভাবসঞ্চরণ চলিয়াছে তাহাতে রামদেবে অনন্তরূপ ফুলরার বাজার-পসার প্রসঙ্গের অবতারণায় সেই ভাব-সমুন্নতি চণ্ডীমঙ্গলে ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ফুলরার একাকী গৃহে গোধিকা কাটিয়া রন্ধনার্থ গমন, কালকেতুর তণ্ডুল সংগ্রহার্থ স্ত্রীর সহগামী না হওয়া, গোধিকা কাটিতে গিয়া কুটিরে আকস্মিকতা-ভূয়িষ্ঠ ভুবনমোহিনী সন্দর্শন, সপত্নীর আগমন-সঞ্জাত

অসাহায়ত্ব-নিরসন-ব্যাকুলা ফুলরার কালকেতুর উদ্দেশে বাজারে পুনর্গমন এবং ফুলরার রোষদীপ্ত তেজস্বিতা রামদেবের কাব্যে বেশ নাটকীয়ত্বের সৃষ্টি করিয়াছে। মাধবাচার্য্যের কাব্যে এই প্রসঙ্গ নাই। ফুলরার ক্রোধাভিব্যক্তির জন্য কালকেতুর তর্জ্জন অভয়ামঙ্গলে চণ্ডীমঙ্গলের বর্ণনারূপ expressive নয়, suggestive। খুলনার বচনে কেতুর শরীর কম্পিত—এই ইঙ্গিতে কালকেতুর মনের অবস্থা সুপ্রকাশিত। ইহা রামদেবের একটি বিশেষ রূপদক্ষতা। দেবীকে দেখিয়াই কালকেতুর মাতৃ-সম্বোধন রামদেবের ভক্তি-ভাবুকতা দ্যোতক। অভয়ামঙ্গলে দেবীর কালকেতুকে পশুহিংসা ত্যাগ করিবার কথা মাধবাচার্য্যের কাব্যে নাই। সংশয়দৃষ্টি কালকেতুর অনুরোধে দেবীর দশভুজা রূপ ধারণ চণ্ডীমঙ্গলে নাই। পশুহিংসা পরিহারানন্তর কি উপায়ে জীবন নির্ব্বাহ হইবে প্রশ্নে কালকেতুর চরিত্রের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব রামদেব দেখাইয়াছেন মাধবাচার্য্যের কাব্যে তাহা নাই। ধনলাভে কোন অনর্থ, কোন বিবাদ হইলে কে কালকেতুকে ত্রাণ করিবে—দেবীকে এবংবিধ প্রশ্নের কেতুর অন্তর্দ্বন্দ্বিত মানস নাটকীয় ভাবের সঙ্গে অভয়ামঙ্গলে বর্ণিত হইয়াছে। মাধবাচার্য্যের কাব্যে ইহার স্বতঃ অভাব পরিলক্ষিত হয়। অভয়ামঙ্গলে দেবী কেতুকে দিয়াছেন হাতের বলয় আর চণ্ডীমঙ্গলে অঙ্গুরীয়। রামদেবের কাব্যে দেবীর উদ্দিষ্ট বণিকের নাম সুশীল। ভাড়ুদত্তের একলা ছয় বাড়ী দান যাজ্ঞা, নির্লজ্জতা, ভণ্ডামী, প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা, শঠতা প্রভৃতির সমবায়ে ভাঁড়ুদত্তের চরিত্র অভয়ামঙ্গলে যাদৃশ সুপরিস্ফুট হইয়াছে চণ্ডীমঙ্গলে তাদৃশ হয় নাই। গুজরাট প্রত্যাগত রাজদূতের সংবাদ শুনিয়া কলিঙ্গরাজের অস্থিরচিত্ততা ও দ্রুত সমরাভিযান প্রেরণ বেশ স্বাভাবিক। মাধবাচার্য্যের কাব্যে রাজার অস্থিরচিত্ততার কথা নাই। চণ্ডীমঙ্গলে সৈন্যচালক রাজভ্রাতা শুভঙ্কর। অভয়ামঙ্গলে রাজার ভাগিনা অরিন্দম, দেবাই, ডুবাই এবং মধুসিংহ। কেতুবীরের রণসজ্জা ও ফুলরার বারণ, কেতুর সৈন্যের চতুর্থদ্বারে পরাজয় শুনিয়া ভবানী-স্মরণে কেতুর স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা এবং ফুলরার কালকেতুকে সন্ধিস্থাপনোপদেশ রামদেবের কাব্যে বেশ নাটকীয়তার সৃষ্টি করিয়াছে। মাধবাচার্য্যের কাব্যে এই নাটকীয়তার অভাব তাঁহার রসসিদ্ধির পরিপন্থী হইয়াছে। যুদ্ধ জয় করিয়া কালকেতুর পুরী প্রবেশ এবং সতীনারীর পতির বিনাশ নাই এই মর্ম্মে স্ত্রীর নিকট উল্লাস-বিপুল উক্তি এবং ইহাতে জগজ্জননী চণ্ডিকার রোষ বর্ণনাংশে একটি নাটকীয় গুরুত্ব রহিয়াছে। এই অংশ মাধবাচার্য্যের কাব্যে

না থাকার ত্রুটিধ্রুবত্বে নাট্যসূত্র ছিঁড়িয়া গিয়াছে মনে হয়। ভাঁড়ুদত্তের পরামর্শে সসৈন্য কালুদণ্ড কর্তৃক কেতু স্বগৃহে অতর্কিতে নিরস্ত্রাবস্থায় বন্দী—এই তথ্যের সংযোজনাও চণ্ডীমঙ্গলে নাই বলিয়া অনুরূপ নাটকীয় গতিশীলতা মাধবাচার্য্যের কবিকল্পনার ঊর্দ্ধে ছিল বলিয়া সুপ্রতীত হয়। কারাগারে কালকেতুর অভয়াস্মরণে বিলাপকাতরতায় চৌতিশাস্তবন রামাদেবের কাব্যে স্বরচতুর্দ্দশ স্তুতির স্বাতন্ত্র্যবিমণ্ডিতিতে এক অভিনবত্বের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা যে শুধু মাধবাচার্য্যের সহিত রামদেবের বর্ণনাবিভিন্নত্ব তাহাই নয়, মঙ্গলকাব্যানুশীলিত প্রাচীন ধারার নূতন খাতে প্রবাহণ—রামদেবের মৌলিকতা-সম্বলিত অভিনব সৃষ্টি। স্বপ্নবিভীষিকা-ত্রস্ত কলিঙ্গরাজ যখন বিপ্রের পরামর্শে কেতুকে কারামুক্তি দিবেন স্থির করিলেন তখন রাজ-আচরণকে ভীতিবিহ্বল কুসংস্কারপুষ্ট মনোবিকার বলিয়া ভাঁড়ুদত্তের বিপরীত বচনাঘাত ও রাজার মনে দুঃখ সংসৃষ্টি প্রসঙ্গ চণ্ডীমঙ্গলে বর্ণিত হয় নাই। ইহাতে যে শুধু ভাঁড়ুচরিত্রের কুটিলতা প্রকাশ করিতেছে তাহাই নহে। পরন্তু ভাঁড়ুর নাটকীয় পরিণতির ইঙ্গিত-ভূয়িষ্ঠতাও ইহাতে বিবৃত। রাজার সহিত আঁখির ঠারে কালকেতুর ভাঁড়ুদত্তকে সঙ্গে করিয়া কলিঙ্গত্যাগ বর্ণনায় রামদেব এক অভিনব নাটকীয় চমৎকৃতি দর্শাইয়াছেন। মাধবাচার্য্যের কাব্যে ইহার অকল্পনা নাটকীয়তার একটি ধ্রুবাভাব।

স্বামীর পুনশ্চ দারপরিগ্রহণেচ্ছা-সংবাদ-পীড়িতা লহনাকে ধনপতির পুরাণপ্রসঙ্গোল্লেখে পত্নীত্বের একছত্রাধিপত্য সংহরণান্তর খুল্লনার সহিত বিবাহে সম্মত করান বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলে এই প্রসঙ্গ নাই। জোটকসম্ভার লইয়া লোকজন সহ বিপ্র জনার্দ্দনের লক্ষপতির গৃহে বিবাহের পাকা দেখার দেশাচার বর্ণনা চণ্ডীমঙ্গলে নাই। সাপত্ন্যসঙ্কুল পরিবেশে কন্যার বিবাহদানে রম্ভার অসম্মতি এবং বিপ্র জনার্দ্দনের বিনতি-সমাকুল শাস্ত্রালোচনা রামদেবের কাব্যে বেশ স্বাভাবিকতাঋদ্ধ হইয়াছে। বিবাহের উদ্যোগে ধনপতির অধিবাস, ইছানীতে খুল্লনার অধিবাস, রমণী-উৎসব, লক্ষপতির নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ এবং বিচিত্র বিবাহবাসর নির্ম্মাণ প্রভৃতি লৌকিক বর্ণনা-বৈচিত্র্য চণ্ডীমঙ্গলে না থাকায় অভয়ামঙ্গলের তুলনায় বিবাহ-বর্ণনা খুবই নীরস হইয়াছে। উভয় কাব্যে বরযাত্রীদের সহিত কথোপকথনের বিভিন্নতা রহিয়াছে। রামদেবের কাব্যে দেশের সামাজিক তথা রাজনৈতিক শাসনশৈথিল্যের ইঙ্গিত-পূর্ণ বিবরণ চণ্ডীমঙ্গলের বর্ণনার তুলনায় অভিনবত্ব

মণ্ডিত। খুল্লনার সপ্ত প্রদক্ষিণ অন্তে পতিকে মাল্যদান, বিবাহান্তে কন্যাসহ বরের বাসরগৃহে গমন, রমণী-সমাজ বেষ্টিত হইয়া সানন্দ খেলার দেশাচার-সম্মিত বিবাহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা মাধবাচার্য্যের কাব্যে নাই। রামদেবের কাব্যে উহা বেশ রসনিস্যন্দী হইয়াছে। বিবাহসাঙ্গে বরযাত্রীদের 'দীয়তাম্ ভোজ্যতাম্' এ আপ্যায়ন এবং রজনী প্রভাতে সাধু কর্ত্তৃক মেলানী প্রার্থনা চণ্ডীমঙ্গলে নাই। শুকসারী উপাখ্যানে উভয় কাব্যে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। রামদেবের কাব্যে উহা বাহুল্য-বর্জ্জিত। মাধবাচার্য্যের কাব্যে এই বাহুল্য লোক-রুচিপরিচর্য্যার অভিলাষ-প্রসূত বলিয়াই মনে হয়। শুকশারীর রজত-পিঞ্জরে বাস করিবার অনিচ্ছাজ্ঞাপক বর্ণনা এবং স্বর্ণ-পিঞ্জর আনয়নার্থে রাজার ধনপতিকে গৌড়পাটনে প্রেরণ রামদেবের কাব্যে বেশ নাটকীয় ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলে রজত-পিঞ্জর দর্শনে শুকশারীর খেদ প্রসঙ্গ নাই। লহনার সখী ব্রাহ্মণীর সহিত পরামর্শ প্রসঙ্গেও বিভিন্নতা রহিয়াছে। মাধবাচার্য্যের কাব্যে লহনা ব্রাহ্মণীকে ডাকাইয়া আনিয়া সপত্নী লাঞ্ছনার আয়োজন করিয়াছেন, রামদেবের কাব্যে ব্রাহ্মণীর বশীকরণপারদর্শিতা, সপত্নী লাঞ্ছনা প্রাসঙ্গিক আত্মপ্রশস্তি শুনিয়া লহনার মনে কুমতি জাগিয়াছে, সাপত্ন্যের ভস্মাচ্ছাদিত ঈর্ষ্যাগ্নি কার্য্যকারণ-সূত্রে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই বর্ণনা অধিকতর স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। ছেলিচরান-পর্ব্ব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ঢেঁকিশালায় শয়নাবস্থায় নিজ অসহায়ত্বের কথা চিন্তনে খুল্লনার ক্রন্দন বেশ কারুণ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই কারুণ্যঘন বাস্তব বর্ণনাটি নাই।

সন্ধ্যায় ছাগ চড়াইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পর খুল্লনাকে গভীর তর্জ্জন করিয়া ছেলি গণিয়া লহনার লওয়ার বর্ণনা চণ্ডীমঙ্গলে নাই। ছেলিচরান প্রসঙ্গতঃ খুল্লনার দোষদর্শন এবং "যেমতি ভরে ছেলির উদর। তেমতি তুহ্মি পুষিবা উদর॥"—লহনার এই শাসনগর্ব্বস্ফীতির নাটকীয় ভাব সমন্বিত বর্ণনাও মাধবাচার্য্যের কাব্যে নাই। বিলাপিতচিত্ত রম্ভার সহিত পুত্র কামদেবের কথোপকথন, স্ফীতগর্ব্ব কামদেবের উজানী গমনাভিলাষ এবং রম্ভার উপদেশ অভয়ামঙ্গলে বেশ নাটকীয়তা সৃষ্টি করিয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলে তাহা নাই। লহনা কর্ত্তৃক কামদেবকে প্রতারণার মধ্যে ছলনাময়ী লহনার যেরূপ নাটকীয়ভাবে রামদেবের সমর্থ তূলিকায় ফুটিয়া উঠিয়াছে মাধবাচার্য্যের কাব্যে তাহা হয় নাই। লজ্জিত কামদেবের লহনার নিকট ক্ষমাভিক্ষা চণ্ডীমঙ্গলে নাই। লহনার নিকট কামদেবের মেলানী যাচঞা প্রসঙ্গ রামদেবের

কাব্যে বেশ নাটকীয় হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলে এই নাটকীয়তার বিকৃতিজনিত চিত্তচমৎকারিত্বের অভাব পরিলক্ষিত হয়। দেবীকর্তৃক খুলনার ছেলি-হরণ প্রসঙ্গেও উভয় কাব্যে বর্ণনা-বিভিন্নতা রহিয়াছে। মাধবাচার্য্যের কাব্যে দেবীর মায়ায় খুলনা নিদ্রামগ্ন হইলে দেবী ছেলি হরণ করেন। রামদেবের কাব্যে ছেলিচরান-শ্রান্তিহেতু নিদ্রিতা খুলনার ছেলি দেবী হরণ করিয়াছেন। চণ্ডীমঙ্গলে খুলনাকে অভিভূত করিবার বর্ণনার তুলনায় অভয়া-মঙ্গলের বর্ণনা অধিক বাস্তব হইয়াছে। পূজাসম্ভার অভাবে চণ্ডীপূজন-সম্ভাবনা সম্পর্কে পদ্মার নিকট খুলনার সংশয় প্রকাশের মধ্যে চণ্ডীর প্রসাদে দুঃখনিরসনাভিলাষিণী খুলনার মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলে এই নাটকীয় দিক উপেক্ষিত হইয়াছে। লহনার সযত্ন রন্ধনে ভাজা মাছ খাওয়ার জন্য দুবলার হস্তে বিড়ালের লাঞ্ছনা এবং পশুর প্রতি লহনার মমতা, লহনার প্রাণস্পন্দনের মধ্যে তাহার চরিত্রের যে গোপন অন্তঃসলিল মমত্ব রামদেব তাহার কাব্যে দেখাইছেন চণ্ডীমঙ্গলে তাহা নাই। খুলনার অন্তরে ব্যথাব্যঞ্জক বর্ণনা মাধবাচার্য্যের কাব্যে **expressive**, আর রামদেবের কাব্যে **suggestive**—এইখানেই রামদেবের কবিকৌলীন্য। বারাঙ্গনা বলিয়া ভং সিতা খুলনার পরিচয় পাইয়া স্বলজ্জিত সাধু লাঞ্ছিত লহনাকে রত্নোপহারে পরি-তোষের বর্ণনা রামদেবের কাব্যে বেশ নাটকীয়তা সৃষ্টি করিয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলে তাহা নাই।

খুলনার প্রতি রন্ধনাদেশ-বর্ণনায় একটু বিভিন্নতা আছে। চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি খুলনার রন্ধনাদেশ দেওয়ার জন্য লহনা মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছে, অশ্রুলোচনা লহনার নিকট পতীর আদেশ শুনিয়া সপত্নীকে প্রবোধিত করিবার পর খুলনা রন্ধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু অভয়ামঙ্গলের খুলনার রন্ধন অপটুত্বের সুযোগ লইয়া তাহাকে সাধুর নিকট অপ্রস্তুত করিয়া সাধুর বিরক্তি উৎপাদনের সপত্নীসুলভ আচরণের বর্ণনা অধিক স্বাভাবিক হইয়াছে। লহনার পীড়ার ভান করিয়া খুলনাকে রন্ধনানুকূল্য করার অনিচ্ছার বর্ণনা চণ্ডীমঙ্গলে নাই। দুবলার মুখে বাসরমিলনে পতির অভিলাষ জানিয়া খুলনার অভিমানদৃপ্ততা, বাসরে গমনে অনিচ্ছা প্রকাশ এবং দুবলার অনুরোধ-বহুল পরামর্শে বাসর-গমনে সম্মতি বেশ নাটকীয় ভাব-সমন্বয়ের সহিত রামদেবের কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। মাধবাচার্য্যের কাব্যের বর্ণনা-বিভিন্নতার মধ্যে সেই নাটকীয়-ভাব ও রসঋদ্ধি নাই। খুলনার বাসরগমনে লহনার নিষেধের কথা দুবলাকে

জ্ঞাপন, সপত্নীর বচন না শুনিবার জন্য খুল্লনার প্রতি দুবলার ধ্রুব-ইঙ্গিত এবং বাসরে গমনকালে পথে দুবলাকে বাসরে করণীয় জিজ্ঞাসন অভয়ামঙ্গল-কাব্যে শুধু যে কবির বাস্তব-নিপুণ বর্ণনার ক্ষমতাই বুঝাইতেছে তাহা নহে। ইহাতে রামদেব বেশ নাটকীয় ভাবের অবতারণা করিয়াছেন। বাংলা নাটকোদ্ভবের যে ধ্রব আয়োজন মঙ্গলকাব্যের মধ্যে অলক্ষ্যে চলিতেছিল রামদেবের কাব্যে তাহার সুনিদর্শন রহিয়াছে। বস্তুতঃ অভয়ামঙ্গল কাব্যাশ্রয়ী নাটক। তাই তাঁহার কাব্য 'ত্রিলোকস্যাস্য ভাবানুকীর্ত্তনম্'-পরিচয়বাহী। বাসর-গৃহে পতিকে নিদ্রিত দেখিয়া খুলনার নিরাশা-খিন্ন মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব উপদেশানুকূল্যের জন্য দুবলার সহিত আবার সাক্ষাৎ এবং বাসরে নিদ্রিত পতির নিদ্রাভঙ্গ সম্পর্কিত কথোপকথন ও দুবলাপ্রদত্ত কামকলাজ্ঞানের বাসরে অনুপস্থিতিতে খুলনার বাসর-গমনের বৈচিত্রী প্রসঙ্গে বেশ নাটকীয়তার সৃষ্টি করিয়াছে। এই নাট্যকীয়তারাহিত্য চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের একটি বিশেষ ত্রুটি। খুলনার বারমাসী বর্ণনায় রামদেব মাধবাচায্য অপেক্ষা অধিক কারুণ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। খুলনার দুর্জ্জয় মান ভঞ্জনে ধনপতির রামায়ণ ও ভারতকথার উল্লেখ মাধবাচার্য্যের কাব্যে নাই। খুলনার মানভঞ্জনব্যর্থ ধনপতি 'দেহিপদপল্লবমুদারম্'-শায়কে মানিনীকে জয় করার নাটকীয় সমুন্নতিও চণ্ডীমঙ্গলে নাই। ক্রুদ্ধ ধনপতির লহনাতাড়ন-বর্ণনাদীর্ঘত্বের জন্য মাধবাচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আর্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। নিদ্রাবিভোরা খুলনাকে প্রভাতে জাগরণের চেষ্টা, দুবলা কর্ত্তৃক খুলনার নিদ্রাভঙ্গও হাস্যপরিহাসের বর্ণনা বাসরগমনের অনুকল্প হাস্যোচ্ছ্বাসবিপুল আনন্দঘনতায় বেশ নাটকীয় ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলে বর্ণনা সংক্ষিপ্ত বলিয়া এই দিক উপেক্ষিত হইয়াছে। ধনপতিকে খুলনা প্রথম ঋতুমতী সংবাদদান, পঙ্কোৎসব ও স্ত্রী-আচার, নারীসভামধ্যে দুবলা বিবসনিত, পঙ্কজলে ধনপতিকে বিড়ম্বিত না করিতে সাধুর লহনাকে অনুরোধ, লহনার সসখী জলক্রীড়া এবং পুনর্বিবাহের দিন ধার্য্য বর্ণনাবৈচিত্রী ও অঞ্চল বিশেষে (চট্টগ্রামেও) আচরিত দ্বিতীয় বিবাহের কৌতুকোদ্দীপক আনুষঙ্গিক মাধবাচার্য্যের কাব্যে নাই।

বণিক্‌সমাজের সদলবলে আড়ম্বরে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ উজানী অভিমুখে গমন-পথে রাঘবদত্তের সহিত তাহারই গৃহে সকলের সাক্ষাতের পর জ্ঞাতি-বর্গের কার্য্যের প্রতি রাঘবের তীক্ষ্ণ, শাণিত, শ্লেষানুলিপ্ত ইঙ্গিত রামদেবের কাব্যে অধিক সুপরিস্ফুট। খুলনার সতীত্ব পরীক্ষার বর্ণনায় কিঞ্চিদ্ বিভিন্নতা

উভয় কবির কাব্যে পরিদৃষ্ট হয়। মাধবাচার্য্যের কাব্যে খড়্গপরীক্ষা, জল-পরীক্ষা, সর্পঘট, ঘৃতকাঞ্চন এবং জতুগৃহ-পরীক্ষা রামদেবের কাব্যে, ধর্ম্মঘট, সর্পঘট-পরীক্ষা, খড়্গপরীক্ষা এবং অগ্নি-পরীক্ষা এই ক্রম এবং নামবিভিন্নতায় বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক পরীক্ষার দোষদর্শনান্তর পুনরায় পরীক্ষা করার জন্য রাঘবের যেই আক্রোশপুষ্ট উল্লাস নগ্নভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, রাঘবদত্তের জতুগৃহে অগ্নিসংযোগের যে নাটকীয় বর্ণনা কবি রামদেব করিয়াছেন তাহা মাধবাচার্য্যের কবিকল্পনার অলক্ষ্যে ছিল বলিয়া মনে হয়। জতুগৃহের আগুনের একটি বড় স্ফুলিঙ্গ আসিয়া রাঘবের মুখে পড়াতে তাহার দাড়ি পুড়িয়া যাওয়া খুবই নাটকীয় হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলে ইহার অভাব একটি বিশেষ ত্রুটি। অগ্নিপরীক্ষা প্রাসঙ্গিক লহনা লোকভয়ে কাঁন্দিয়াছে—মাধবাচার্য্যের এবংবিধ বর্ণনাপেক্ষা অভয়ামঙ্গলে লহনা 'সাবহিতে গড়াগড়ি যায়'—এই বর্ণনা অধিকতর নাটকীয় ইঙ্গিত-বিশিষ্ট হইয়াছে।

মালাধরের তালভঙ্গদোষ এবং দেবীর অভিশাপ-বর্ণনা চণ্ডীমঙ্গল অপেক্ষা অভয়ামঙ্গলে অধিকতর স্বাভাবিক হইয়াছে। অভয়ামঙ্গলে বর্ণিত শুকসারী কর্ত্তৃক নৃপতি কেশরীসিংহকে গ্রহতুষ্টির জন্য পূজা করিতে উপদেশদান এবং শঙ্খচামর প্রভৃতি পূজোপকরণের অভাব ঘটিয়াছে বলিয়া রাজা ধনপতিকে ডাকিয়া পাঠাইবার তথ্য চণ্ডীমঙ্গলে অন্যরূপ। ভাণ্ডারে চন্দনকাষ্ঠাভাবের জন্য রাজা কেশরীসিংহ ধনপতিকে ডাকাইয়াছেন, এই তথ্যগত বিভিন্নতা রহিয়াছে। অভয়ামঙ্গলের নানা উপকরণ দ্বারা সাধুর নৃপতি বন্দনা, সাধুকে রাজার সতাম্বলু অভ্যর্থনা চণ্ডীমঙ্গলে নাই। সিংহলপাটনের কারণ বর্ণনায় পিতার যোগ্যপুত্র হিসাবে সিংহলগমনে ধনপতিই উপযুক্ত ব্যক্তি ভূপতির এবংবিধ বর্ণনায় মাধবাচার্য্যের কাব্যে ভাষায় সাংস্কৃতিক পরিমার্জ্জনার অভাব লক্ষিত হয়। উভয় কবিই মাঝে মাঝে তাহাদের কাব্যে চট্টগ্রামী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু একমাত্র প্রতিভার তারতম্য এবং মাধবাচার্য্যের প্রয়াসসৃষ্টি কবিত্বের রূপভিত্তিতে ভাষার সাংস্কৃতিক পরিমার্জ্জনা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। মাধবাচার্য্যের কাব্যে ঘটনাবর্ণনের উপক্রমে স্থলবিশেষে রামদেবের ব্যবহৃত অনেক শব্দ এবং একাধিক বাক্যগত একরূপতা রহিয়াছে। উভয়ের কাব্যের কাহিনী, গীতের পালাবিভাগ এবং ঘটনার সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। ইহাতে মাধবাচার্য্যের আত্মবিবরণীতে প্রদত্ত পুষ্পিকার উপর নির্ভর করা প্রাচীনত্ব সম্পর্কে স্বতঃ সংশয় জাগে। আমাদের

মতে তিনি রামদেবের সমসাময়িক। কাব্যগত উৎকর্ষের বিচারেও মাধবাচার্য্যকে রামদেবের অক্ষম অনুকারী বলিয়া মনে হয়।

সিংহল গমনে অনিচ্ছুক সাধুকে ভীত হইতে রাজার নিষেধ ও নিজ হেমাঙ্গুরী প্রসাদ প্রভৃতি তথ্য চণ্ডীমঙ্গলে নাই। রামদেবের কাব্যে এই বর্ণনা বেশ নাটকীয়তামণ্ডিত। রাজভবন হইতে গৃহপ্রত্যাগত সাধুর খুলনার নিকট আক্ষেপানুরাগব্যঞ্জক উক্তি এবং খুলনার অবিশ্বাস রামদেবের কাব্যে বেশ নাটকীয় ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলে ইহার স্বতঃ অভাব ঘটিয়াছে। ধনপতি কর্ত্তৃক লহনাকে পতির পরদেশে অনুপস্থিতির সুযোগে খুলনাকে পুনরায় দুঃখ না দেওয়ার কঠোর নির্দ্দেশ, লহনা ও খুলনার মনে পতিবিরহকাতরতার ছায়া, উভয়ের বিলাপ সিংহলগামী সকলের গৃহে পতিবিদায়-বিরহ দুঃখের করুণছায়া এবং বুঢ়নকাণ্ডারের ধনপতিকে লাভের দ্রব্যাদি সম্পর্কে অবহিত করান রামদেবের কাব্যে বাস্তবনিপুণতার সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ইহা নাই। প্রতিকূল গ্রহসন্নিবেশে জাতকের সিংহলে অপযশ এবং পথে জলভয়-যোগ আছে—এই মর্ম্মে ভবিষ্যৎবাণী করার জন্য দৈবজ্ঞ লাঞ্ছিত এবং বিতাড়িত হওয়ার প্রসঙ্গ চণ্ডীমঙ্গলে নাই। পাইক কাণ্ডারকে অবিলম্বে সপ্তডিঙ্গায় বাণিজ্যসম্ভার ভর্ত্তি করিবার নির্দ্দেশ মাধবচার্য্যের কাব্যে জ্যোতিষ-গণনার পূর্ব্বেই ধনপতি দিয়াছে। রামদেবের কাব্যে জ্যোতিষ গণনায় দুর্ভাগ্য-সূচক উক্তির পরে বাণিজ্যসম্ভারে সপ্তডিঙ্গা ভর্ত্তি করিবার আদেশ অধিক স্বাভাবিকতা-সম্মত। ইহাতে ধনপতির বলিষ্ঠ মানস এবং দ্রঢ়িষ্ঠ সংকল্প প্রকাশ পাইয়াছে। খুলনাকে যাত্রাকালে পার্শ্বে না দেখিয়া সাধুর পুনঃ পুরী অভ্যন্তরে গমন রামদেবের অনন্যরূপভাবে লহনা কর্ত্তৃক কুমন্ত্রণায় সাধুর রোষ জন্মান এবং সাধুর পুরী প্রত্যাবর্ত্তন বর্ণনা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে স্বাভাবিকতার তিরোধান ঘটাইয়াছে। মাধবাচার্য্যের কাব্যে খুলনার গর্ভ-সন্দর্ভ ধনপতি পূর্ব্বেই জানিত এবং সিংহলযাত্রাকালে স্ত্রীকে পঞ্চামৃত ভক্ষণ করাইয়াছে। রামদেবের কাব্যে চণ্ডীর প্রতি অবজ্ঞাপরাধে স্বামীর অমঙ্গলাশঙ্কায় খুলনার আপন গর্ভসন্দর্ভ জানান বেশ নাটকীয়তার সৃষ্টি করিয়াছে। মাধবাচার্য্যের অনুরূপ নাটকীয়তা সৃজনের অক্ষমতা উপেক্ষণীয় নহে। ধনপতি সিংহলযাত্রার প্রাক্কালে খুলনাকে আজ্ঞাপত্র ও হেমাঙ্গুরী দিয়া পুত্রের নাম শ্রীমন্ত, আর কন্যার নাম সত্যভামা রাখার নির্দ্দেশ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত আছে। রামদেবের কাব্যে কিন্তু পুত্রের নাম শ্রীপতি এবং কন্যার নাম মহামায়া রাখার আদ্দেশ

সম্ভাব্য দুঃখ নিবেদন করিয়াছে, আর রামদেবের কাব্যে সুশীলা মায়ের নিকট দ্বাদশ মাসের সম্ভাব্য দুঃখ বর্ণনা করিয়াছে। বাস্তবতার নিরিখে রামদেবের বর্ণনা অধিকতর স্বাভাবিকতা-নিষ্ণাত। অভয়ামঙ্গলে সুশীলা এবং শ্রীমন্তের কথোপকথন বেশ suggestive। মাধবাচার্য্যের এই রূপদক্ষতা ছিলনা বলিয়া মনে হয়। মঙ্গলঘটসহ লহনা খুলনার সসখী ভ্রমরার ঘাটে উপনীত, দুই বধূ সঙ্গে পিতাপুত্রের গৃহাগমন মাধবাচার্য্যের কাব্যে ভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ব্যাধিপীড়িত ধনপতির ব্যাধিমুক্তির নিমিত্ত খুলনার দেবীপূজা এবং দেবীর কৃপায় ধনপতির ব্যাধিমুক্তি প্রসঙ্গ অভয়ামঙ্গলের তথ্যবিভিন্নতায় মাধবাচার্য্যের কাব্যে ধনপতির শিবপূজা বর্ণিত হইয়াছে। সদারাপত্য ধনপতির কৈলাসযাত্রা, যমদূত কর্ত্তৃক পথাবরোধ এবং দেবীর আদেশে দানব-সৈন্যদের যমদূতকে বিতাড়ন রামদেবের কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। মাধবা-চার্য্যের কাব্যে বর্ণনা-বিভিন্নতায় দেবীর মায়াযম সৃষ্টির কথা আছে। দূত কর্ত্তৃক যমকে সংবাদ দান, সসৈন্য যমের চণ্ডীকাবরোধার্থ যুদ্ধযাত্রা যমসৈন্য ও দানবসৈন্যের যুদ্ধ, সস্ত্রীক সপুত্র পুত্রবধূ ধনপতির ত্রাস ও দশভুজা-মূর্ত্তিতে দেবীর গগন আবরণ রামদেব বেশ বাস্তবনিপুণতার সঙ্গে বর্ণনা করিয়া নাটকীয়তাসৃজন-সিদ্ধিতে চিত্ত-চমৎকৃতি জাগাইয়াছেন। কাব্যে বর্ণনা-সংক্ষেপ, কবিকল্পনার দৈন্য ও নাটকীয়ভাব সৃজনের অক্ষমতায় মাধবাচার্য্য যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনায় তাদৃশ রসসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই কাব্য-বিচারদর্পণে তাহা সুবিদিত।

মঙ্গলদৈত্য-বধ ও কালকেতু-উপাখ্যান

অভয়ামঙ্গল[১]

সূর্য্যবন্দনা।

রাগ সিন্ধুড়া।

দুর্গানাম যুগাক্ষর চারিবেদে সার।
রক্ষ দুর্গা বিপদেতে বন্ধু নাই আর॥
রামদেবে দুর্গা পদে করি যে মিনতি।
পদগ্রন্থ উদ্ধারিতে দেঅ অনুমতি॥
প্রণমহু দিকাকর প্রভু দয়াময়।
যাহার প্রকাশ বিনে ভুবনে প্রলয়॥
প্রচণ্ড ময়ূখ প্রভু কশ্যপনন্দন।
সবার অভীষ্টদাতা জগতলোচন॥
উদয় প্রদ্বারে প্রভু প্রথমে প্রচার।
শিখরে শোভিত যেন পুষ্পিত মন্দার॥
তিমিরবারণবারি আবরে ভুবন।
লীলাএ সহস্রকর[২] করিলা ছেদন
অরুণ সারথিরথ বায়ুভরে চলে[৩]।
বায়ুভরে চলে অশ্ব চরণ অচলে[৪]॥
অখিল পালন হেতু ভ্রমএ আপনি।
পতিত তারিআ নাম ধর দিনমণি॥
দ্বিজ রামদেবে গাএ ভাবিআ ভবানী।
নায়কেরে কল্যাণ করিবা দিনমণি॥

ইতি সূর্য্যবন্দনা সমাপ্ত।

আদৌ গণেশবন্দনা।

সিন্ধুড়া রাগ।

প্রণমহু গণাধীপ গৌরীর নন্দন।
স্মরণে আপদ খণ্ডে বিঘ্নবিনাশন॥

মূষিকবাহনে দেব ভূষণে ভূষিত।
বৈরিরক্তে সিক্ত দেহ সিন্দূরে রঞ্জিত ॥
দেবতুষ্ট দর্পচুর কর অতি খর্ব্ব চারু।
চারি ভুজে শোভে জিনি চারি কল্পতরু ॥
সেবকসদয় হইআ দেবগজানন।
অভীষ্ট দিবারে আইস লইআ নিজগণ ॥
ইন্দুনিন্দিত এক দন্তের প্রকাশ।
গাইমু গৌরীর গীত' বিঘ্ন কর নাশ ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে ভাবি মহামাএ।
নায়কেরে কল্যাণ করিবা গণরাএ ॥

আসোয়ারি রাগ।

জয় চণ্ডী গ মা প্রণমহু করম পরিহার'।
নায়কেরে কৃপা কর ঘটে আসি অবতর
সঙ্গে লৈআ নিজ পরিবার ॥

অ এ য়গো মহেশ্বরী কৈলাস শিখর ছাড়ি
সিংহরথে কর আরোহণ।
চরণসরোজ ঝাটে আরোপিআ এই ঘটে
সেবকেরে দেঅরে শরণ ॥

অশুদ্ধ গাইমু যত ক্ষেম দোস শতে শত
তালভঙ্গ ক্ষেম অপরাধ।
কহোম করি করজোড় গাইন বাইন যত মোর
তিলেক না নেঅ অপরাধ ॥

দেবীপদসরোজ বিরাজে অতি সুন্দর
নিন্দিআ অরুণারবিন্দে।
দ্বিজ রামদেবের মন অলি হইয়া অনুক্ষণ
আকুল তছু মকরন্দে ॥

অথ পর পাঞ্চালী।

কালিন্দী রাগ।

জয় হরি গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥
নমো নমো নমো বন্দম নমো নারায়ণী।
ভয়েতে অভয়ারূপা দীনউদ্ধারিণী ॥
জয় জয় জননী জয়ন্তী সর্ব্বজয়া।
সর্ব্বসিদ্ধি হএ যারে দেঅ পদছায়া ॥
শুন শুন সাধু লোক সমাহিত মনে।
যেরূপে চণ্ডিকা পূজা হএ[১] ত্রিভুবনে ॥
মঙ্গল নামে দৈত্য ছিল অতি ঘোরতর।
লইলেক ইন্দ্রস্পদ জিনি বজ্রধর ॥
দুর্দ্ধর দুর্জ্জয়[২] দৈত্য দেবপুরী লড়ি।
ভয় পাইআ সুররাজ স্তবে মহেশ্বরী ॥
নন্দনে বিহরে দৈত্য লৈয়া দেবনারী।
মঙ্গলে করিল নষ্ট ইন্দ্রের নগরী ॥
ভয়াকুল দেব দেখি দেবী দশভুজা।
মঙ্গলে বধিয়া লৈলা দেবগণের পূজা ॥
বধিলা মঙ্গলদৈত্য দেবের উল্লাস।
মঙ্গলচণ্ডিকা নাম ভুবনে প্রকাশ ॥
গুরুদারা হরি ইন্দ্র ভগ হৈল গাএ।
লজ্জা পাইয়া মহামায়া সেবে সুররাএ ॥
খণ্ডাইতে না পারে ধাতা বিষ্ণু শূলপাণি।
প্রসন্ন হইলা তানে জগতজননী ॥
বিবিধ প্রকারে দুর্গা পূজে মঘবান।
ভগ ঘুচাইআ কৈলা সহস্রলোচন ॥
কংসসরোবর তটে মঠ আরোপণ।
সখীসঙ্গে সিংহরথে নামিলা ভুবন ॥

পুত্রবর পাইয়া পূজে কলিঙ্গের রাজা।
বর দিয়া মঠস্থানে লৈলা তান পূজা॥
ধনবর দিলা পশুপালনের হেতু।
গুজরাটে চতুর্থ পূজা দিল কালকেতু॥
হারাইয়া ছেলিপাল গেল দুঃখভার।
কাননে পঞ্চম পূজা লৈলা খুলনার॥
দক্ষিণ মোসানে ছিরা প্রাণে পাইআ ভএ।
ষষ্টমে পূজিলা দুর্গা কৈলা সৈন্য ক্ষএ॥
রুধিরে স্বজিয়া কমল করী সংহারিয়া॥
সপ্তম পূজা লৈলা রাজার সৈন্য জীয়াইয়া॥
পিতা উদ্ধারিয়া ছিরা আইলা নিজালএ।
মহানন্দে রাজসুতা করে পরিণএ॥
অষ্টম পূজা লৈআ সাধুর ব্যাধি কৈলা নাশ।
সপুত্রে সদারে দুর্গা নিলেন কৈলাস॥
এইরূপে অষ্টম পূজা ভুবনে প্রচার।
সংক্ষেপে কহিব কিছু এহার বিস্তার॥
দুর্গার মহিমা এই[১] যেবা শুনে ভণে।
সর্ব্বসিদ্ধি হয় তার বিজয়ী[২] ভবনে॥
শ্রবণে আপদ খণ্ডে দূরিত বিনাশ।
অন্তকালে[৩] হয়ে গৌরীপুরেতে নিবাস॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদএ ভাবিআ দুর্গার চরণ কমল[৪]॥
রাম রাম রাম রাম রাম গুণধাম।
এইখানে চণ্ডিকাগীত করিল বিশ্রাম॥
রাম রাম রাম প্রভু রাম অনাথের গতি।
এইখানে চণ্ডিকা পুন করিল প্রণতি॥
ইতি মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ন গীত সমাপ্ত॥

অথ মঙ্গলবারস্থ রাত্রি গীতং লিখ্যতে।

প্রথম গণেশবন্দনা।

মল্লার রাগ।

বন্দহু লম্বোদর সিন্দূরে সোন্দর
ঘটেতে কর অধিষ্ঠান।
সৃজিআ মধুবিষ্টি নায়কেরে কর দিষ্টি
গায়নেরে কর অবধান॥
মণ্ডিত গণ্ডস্থল আবরে মধুজল
আকুল সৌরভভরে।
হইয়া ভাগে ভাগে মধুচোরে ঝাকে ঝাকে
ঝঙ্কাবিয়া উড়ি ঘুরি[১] পরে।
ধরিয়া এক দন্ত করী অতি মূর্ত্তিমন্ত[২]
দুই পদে ধরি যোগাসন।
দ্বিপিচর্ম্ম পরিধান অনন্ত যে বলবান[৩]
যোগেতে পরাজিয়া মন॥
অসীম তুয়া গুণ কি কহিন্থ পুনঃপুন
তুলনা দিতে[৪] এক নাই।
তিলেক কৃপামএ বিঘ্ন করহ ক্ষএ
ভবানীব গুণ কিছু গাই॥
চারি কর ধর হেরম্ব লম্বোদর
মূষিক পৃষ্ঠে গণরাএ।
পদারবিন্দে তান মনেতে করিয়া ধেয়ান
দ্বিজ রামদেবে এহ গাএ॥

রাগ সিন্ধুড়া।

উপবিশ আসনে সারদা বরদাননে[১]
ঘটে আসি কর অধিষ্ঠান।
যুগপাণি হইয়া দাসে তোমার চরণে ভাযে
শুনএ আপনা গুণজ্ঞান॥

ভবানী ভারতী ভব্যা ভ্রমিরি ভাবের সব্যা
ভৈরবী ভীমাক্ষী লৈয়া গণ।
পার্ব্বতী পর্ব্বতসুতা প্রসন্ন হইয়া মাতা
পালন কর পরিজন ॥
চণ্ডাতি চণ্ডিকা চণ্ডা উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা[১]
চণ্ডী চামুণ্ডা মহামাএ।
চারুমুখী চন্দ্রাবতী চণ্ডিকা চঞ্চলাগতি[২]
নায়কেরে দেঅ পদছায়া ॥
সেবকে নিবেদে[৩] পাএ শুনহ জগতমাএ
কিঙ্করের এহি পরিহার।
তালভঙ্গ দোষ যথ অশুদ্ধ গাইমু কথ
অপরাধ ক্ষেমিবা আমার ॥
দেবীপদসরোজ বিরাজ অতি সুন্দর
নিন্দিয়া অরুণারবিন্দে।
দ্বিজ রামদেবের মন অলি হৈয়া অনুক্ষণ
আকুলিত তছু মকরন্দে[৭] ॥

তুড়িরাগ।

ধরণী লোটাইয়া বন্ধম ভবানীর চরণ ॥ ধ্রু ॥
বন্দিলুম বন্দিলুম মুই তালে দিয়া ঘা।
প্রথমে বন্দিলুম গৌরী জগতের মা ॥
প্রণতি করিয়া বন্দম দেবনারায়ণ।
নররূপী নরোত্তম যাহার ঘোষণ ॥
তাহান সহিতে বন্দম দেবী সরস্বতী।
গাইমু গৌরীর গীত কণ্ঠে কর স্থিতি ॥
বর্ণ বাক্যময়ী তুমি গুণে কল্পতরু।
যার আরাধন বিনে জড় সুরগুরু ॥
যুগপাণি হইয়া বন্দম ব্যাসের চরণ।
প্রভু কবীন্দ্র ধরিলা খ্যাতি নামে দৈপায়ন ॥

ধরণী লোটাইয়া বন্দম ধর্ম্ম নিরঞ্জন।
রজ সত্ব তম তিন গুণের কারণ॥
খগেন্দ্রবাহনে বন্দম সত্যযুগে হরি।
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদাপদ্মধারী॥
রজগুণে ধাতা চলে চড়ি হংস রথে।
অক্ষসূত্র কমণ্ডলু ধরে দুই হাতে॥
তমগুণে রুদ্রদেব বন্দম অদ্ভুত।
ত্রিশূল ডমরু করে সঙ্গে ভুত যুত॥
প্রলয় কালেতে প্রভু নাচে কুতূহল[১]।
ভাণ্ডারে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড গেল রসাতল[২]॥
দণ্ডবত হইয়া বন্দম দশ অবতার।
মচ্ছরূপে চারিবেদ করিলা উদ্ধার॥
ধরণী ধরিলা পৃষ্ঠে কূর্ম্ম অবতার।
বরাহে তুলিলা মহী দশন শিখর॥
নখে বিদারিলা দৈত্য নরসিংহ রূপে[৩]।
বামনে পাঠাইলা বলি রসাতলপুরে॥
ক্ষত্রিঅ নিধন জামদগ্ন অবতার।
দাশরথি দশগ্রীব করিলা সংহার॥
উচ্চনীচ কৈলা মহী হৈয়া হলধর।
বৌদ্ধ রূপে বন্দম হরি দয়ার সাগর॥
কল্কীরূপে বন্দম হরি প্রণমিয়া পদে।
সর্ব্ববর্ণে এক বর্ণ কৈলা যুগভেদে॥
প্রচণ্ড ময়ুখ আদি বন্দম গ্রহগণ।
বার তিথি যোগ বন্দম নক্ষত্র কারণ॥
কমলা বন্দিলুম যার কমলে নিবাস।
মস্তক থুইয়া বন্দম প্রচণ্ড হুতাশ[৩]॥
একাদশ রুদ্র বন্দম নম করি গাএ।
ঊর্দ্ধশিরসমাজ বন্দম প্রণমিয়া পাএ
কুরঙ্গবাহনে বন্দম মায়াদি মরুত।
মহিষের পৃষ্ঠে বন্দম তিমিরারিসুত॥

সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব বন্দম কর্ব্বুর চরণ।
দানব কুষ্মাণ্ড বন্দম ভূত যক্ষগণ॥
চৌষট্টি যোগিনী বন্দম দ্বাদশ ডাকিনী
সর্ব্ব দেবদেবী বন্দম লোটাইয়া ধরণী॥
নদীর প্রধান বন্দম দেবী সুরধনী।
নদনদী বন্দম যত হইয়া যুগপাণি॥
সাগরাদি মর্ত্তে বন্দম যত তীর্থধাম[১]।
যাহার পরশমাত্র খণ্ডে যমের[২] দায়[৩]॥
বসুমতী মাতা বন্দম করি জোড়হাত।
সেবকের পদঘাত ক্ষেম অপরাধ॥
জনক জননী বন্দম যথ গুরুজন।
যাহার প্রসাদে পাই জ্ঞান হেনধন॥
প্রণতি করিয়া বন্দম চণ্ডিকার পাএ।
নায়কেরে কল্যাণ করিবা সর্ব্বদাএ॥
পরিহার করোম মুহি করি যোড়হাত।
নৃত্যগীত তালভঙ্গ ক্ষেম অপরাধ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদয়ে চিন্তিয়া দুর্গার চরণ কমল॥

সৃষ্টিপত্তন।

গৌড়ীগান্ধার রাগ[৪]।

পাঞ্চালী ছন্দ।

নম নম নম বন্দম নম নারায়ণী।
সর্ব্বরূপা সর্ব্বশক্তি শর্ব্বের মোহিনী॥
চণ্ডিকাচরণযুগ করিয়া প্রণাম[৫]।
মঙ্গল উদ্ভব গাইমু সৃষ্টির বাখান[৬]॥
ত্রিভুবন আদি যত মজ্জাইলা জলে।
প্রধান প্রলয়করী মুনিগণে বোলে॥

নায়াছিল রবি শশী সুরাসুরগণ।
জীবজন্তু নায়াছিল জলন্ত পবন ॥
দিগ্ বিদিগ ভেদ নায়াছিল সংসার।
জলে মজ্জাইলা সৃষ্টি ঘোর অন্ধকার[১] ॥
কালরূপী ব্রহ্মপ্রভু ত্রিভুবনবাসী।
চেষ্টাহীন যুগশত গোয়াইলা বসি ॥
পুনি সৃষ্টি করিবারে প্রভুর হইল মনে।
শক্তিভূতা আদ্যাদেবী জানে[২] ত্রিভুবনে ॥
নিরঞ্জন সেই প্রভু আকাশ স্বরূপ।
অকস্মাৎ জন্মে এক বিরাট পুরুষ ॥
সহস্র চরণ চক্ষু যে সহস্র শিখর[৩]।
রক্ত কৃষ্ণ শ্বেত বর্ণ এ তিন শরীর ॥
তান মুখ চরণ হৃদয় করি ভর।
সেই ক্রমে জন্মে তিন ধাতা হরি হর ॥
জন্মিলেক তিন বঙ্ক ব্রহ্মার সমান[৪]।
চৈতন্য করাইতে চাহে প্রভু ভগবান ॥
পঞ্চদেহে কৈলা প্রভু শক্তি নিয়োজিত।
শক্তিযুক্ত[৫] হইয়া চিনি উঠে আচম্বিত ॥
তিন রূপে কৈলা প্রভু সৃষ্টির প্রকাশ।
তখনে বিরাট তিন বসাইলা আকাশ ॥
তবে ধাতা খগেন্দ্র বাহনে পঞ্চানন।
পুনরপি করে যথা সৃষ্টির পত্তন ॥
রবি শশী কৈলা সৃষ্টি প্রকাশ গগন।
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল করিলা সৃজন[৬] ॥
দিবারাত্রি করে প্রভু রবি শশী দিয়া[৭]।
দণ্ডক্ষণ তিথি আদি নিমিত্ত জানিয়া[৮] ॥
জলস্থল পর্ব্বত আকার নিরাকার[৯]।
মহিষ কূর্ম্ম আদি সৃজে জলাকার[১০] ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃজে দ্বাদশ তপন[১১]।
জীবজন্তু সৃজে প্রভু জলন্ত পবন ॥

স্থষ্টি কৈলা নরলোক নরের রাজন।
চরাচর আদি যত স্থূল সূক্ষ্মগণ॥
স্থরলোক স্থষ্টি করি কৈলা স্থররাজা।
অস্থর করিলা স্থষ্টি নাহি করে পূজা॥
মঙ্গল নামে এক দৈত্য জন্মিল তখন।
দেখি স্থরাস্থর হইল ভয়াকুল মন॥
মহাবলবন্ত দৈত্য দিতির[১] নন্দন।
মন্ত্রণা ভাবিয়া দৈত্য উঠিল গগন[২]॥
জপ তপ যোগসিদ্ধি জানিল প্রচুর।
দ্বিজরূপে দ্বিজআগে মঙ্গল অস্থর॥
পাইয়া যোগের সন্ধি দৈত্যের তনএ।
হর আরাধিতে বীর চলে হিমালএ॥
অভয়ার চরণ যুগে মাগে শক্তি নব[৩]।
দ্বিজ রামদেবে গাহে মঙ্গল উদ্‌ভব[৪]॥

মল্লার রাগ।

কৈলাস শিখর চলিল দৈত্যবর
যথাতে আছে শূলপাণি।
স্থখ রম্যস্থল বৈকুণ্ঠ সমতুল
শিখরে রহে স্থরধনী॥
প্রবল বিল্বতরু স্থচারু দেবদারু
শোভিছে স্থরনদী তীর।
শীতল সমীরণ সেবিত সিদ্ধাগণ
দেখিয়া হৃষ্ট মহাবীর॥
জনতা পরিহরি অমরকুল বৈরী[১]
অন্তরে ভাবএ শূলপাণি।
এড়িয়া পূর্ণ আশ ভ্রমএ চারি পাশ
ডাকিয়া ঢাকে দিনমণি॥

দৈত্য ছাড়িয়া সর্ব্বরতি হইয়া মহাযতি
যোগেতে পরাজিয়া মন।
হইয়া অধোমুখ গগনে পদযুগ
পাইল হর দরশন॥
দৈত্য দেখি গঙ্গাধর মাগএ এহি বর
ভুবনবিজয়ী মৃত্যুহীন[১]।
পড়িয়া কৃপাভোলে পিনাকপাণিএ বোলে
হৈলা সে ত্রিভুবন জিন[২]॥
শুন শুন দৈত্যরাজ কর গিয়া নিজ কাজ
আর না ভাবিয় মনে।
ভুবনে যেবা হএ তাহারে কর জএ
অবলা একজন বিনে॥
জানিয়া উপহাস বন্দিয়া কীর্ত্তিবাস
মন্দিরে চলে দৈত্যবর।
মঙ্গলে পাইলা[৩] বর সেবিয়া শূলধর
কম্পিত শুনি বজ্রধর॥
দেবীপদদ্বন্দ্ব নিন্দিয়া অরবিন্দ
আনন্দকন্দ মনোহর।
কবিবিধুসুত ভাবিয়া অবিরত
রোপিত মনোসরোবর॥

আসোয়ারি রাগ।

গৌরীনাথ তোর লীলা বুঝন না যাএ।
সারদ অমল ইন্দু মুখ সোন্দরারবিন্দু
বিভূতিভূষণ কোন পাএ॥ ধু॥
প্রসাদ পাইয়া দৈত্য হরের চরণ।
একরথে জিনিবারে লাগিল ত্রিভুবন॥
দশ দিশ চাপি রহে অসংখ্য বাহিনী[৪]।
বায়ু বরুণ জিনে লই রাজধানী॥

জিনিল সমস্ত মহী মঙ্গল প্রচণ্ড।
সর্ব্বভোম হইয়া ধরে ছত্র নবদণ্ড॥
দেশে দেশে ডাকোয়াএ ডাকিয়া ফিরাএ।
যজ্ঞভাগ লইয়া দেবের নাহি দাএ॥
তপোবলে রথ তান চলে অভ্যায়তি।
হেলাএ জিনিল দৈত্য ভুজঙ্গবসতি॥
নাগলোক জিনি নৈল রসাতলপুর।
স্বর্গ জিনিবারে চলে মঙ্গল অসুর॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাহি আর॥

মল্লার রাগ।

সাজিল মঙ্গল অসুর নাশিতে অমরাপুর
সঙ্গে লইয়া চতুরঙ্গবল।
চলে দৈত্য এক চাপে ভুধর ধরণী কাপে
পদভারে মহী টলমল॥
পদাতি সারথি রথী সৈন্য সাজে সেনাপতি[১]
ধ্বজছত্রে ঢাকে দিবাকর।
রথে চড়ে দৈত্যমণি জলদ নিনাদ শুনি
ঝাড়বেগে উঠিল অম্বর॥
দ্বিজ রামদেবের মন অলি হইয়া অনুক্ষণ
ঘুরিঘুরি রাঙ্গা পদে মজি॥
ভাল বীর রাম নারে[২] হএ॥ ধু॥
গগনে উঠিয়া দৈত্য আবরে নন্দন।
তরাএ অসীম যুদ্ধ দিল[৩] রক্ষিগণ॥
রণে পরাভব রথী পলাইল পুরে।
পাইল নন্দনবন দুরন্ত অসুরে॥
ইন্দ্রের নন্দনবন বৈকুণ্ঠসমান।
শচীসঙ্গে যথাতে বিহরে মঘবান॥

সেইবনে দৈত্য সৈন্য করিল প্রবেশ।
ভাঙ্গিল নিকুঞ্জবন মূল রাখি লেশ[১] ॥
করে খড়্গ করি কেহ কাটে কল্পতরু।
মূল সমে উপাড়িয়া পেলাএ দেবদারু ॥
বাহুবলে ধরি কেহ উপাড়ে মন্দার।
পাতালেতে নিয়া কেহ করিল সঞ্চার ॥
ভাঙ্গিল নিকুঞ্জ কুঞ্জ দেখে রৈয়া দূরে[২]।
ত্বরাএ জানায় গিয়া বজ্রধরের তরে ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদএ ভাবিয়া দুর্গার চরণকমল ॥

ভাটিয়াল রাগ।

পুরন্দর বজ্রধর ঝাটে চলে যুদ্ধ করিবার।
নন্দন ভাঙ্গিয়া দৈত্য কৈল ছারখার ॥
ধরাইতে না পারি রণ শুন মঘবান।
কল্পতরু দেবদারুর না থুইল সন্তান[৩] ॥
নমুঠি আম ভাণ্ডির তরু করিছে নিধন[৪]।
কেহ নাহি করে এথ স্বর্গের লাঞ্ছন ॥
পারিজাত তরুবর লই যাএ অবনী।
স্বর্গ ভাসাইবার তরে বান্ধে মন্দাকিনী[৫] ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদয়ে চিন্তিয়া দুর্গার চরণকমল[৬] ॥

সুহি সিন্ধুড়া রাগ।

স্বর্গে দৈত্য রাশি রাশি স্বর্গ ছাড়ে স্বর্গবাসী
ভয়ে ভয়ে চকিত নয়ান।
ভয়ে বোলে আইল আইল সকলি গ্রাসিয়া লইল
যত দ্বারিক[৭] হএ কারণ ॥

দূতমুখে শুনি বাত জ্বলিলেক বজ্রনাথ
আস্ফালিয়া ভিরএ দশন।
আন আন করিরাজ বলে শীঘ্র সাজ সাজ
হেন আছে ভাঙ্গএ নন্দন[১]॥
করিরাজ সাজাইয়া সারথি আনিল গিয়া
দুন্দুভি বাজাএ ঘন ঘন।
রণে সাজে দেবরাএ সঙ্গে যুতগণ ধাএ
টলমল হইল ত্রিভুবন॥
যার যে বাহনে চড়ে করে খড়্গ শক্তি ধরে
চলি গেল যথাতে অসুর।
ইন্দ্র দেখি দৈত্যপতি করে বিদ্রূপ অতি
তোহ্মানি বোলএ দেববর[২]॥
যত জন্তু জীব অরি নমুঠি সংহার করি
তোহ্মানি বোলএ বজ্রধর॥
এই মাত্র বোলাবুলি অঙ্গে অঙ্গে ঠেলাঠেলি
দুই বলে বাজিল তুমুল।
খড়্গ চর্ম্ম লইয়া পানি অস্ত্রে অস্ত্রে হানাহানি
লএ[৩] পরশু চক্র শূল॥
মহে বজ্র এড়ে রোষে দেবে জয় জয় ঘোষে
দৈত্য দেহে হইল অকারণ।
মহাঅস্ত্র হইল চুর ভাঙ্গিল দেবের ভূর
শিলাচয়ে মূর্চ্ছিত পবন॥
ক্রোধে কাপে দৈত্যবর বোলএ ধর ধর
ভয়ভরে না পুরে সন্ধান।
ভাল হইল ভাল হইল গায়ের কণ্ডূতি মৈল
কথাএ পাইল হেন বাণ॥
হরেরে ভচ্ছিয়া শক্র যুদ্ধমুখে হইয়া বক্র
করী ছাড়ি অশ্বে[৪] দেবরাএ।
ছাড়িয়া অমরাবতী ভয়েতে নামিল ক্ষিতি
নররূপে ভ্রমিয়া বেড়াএ॥

সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইয়া ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা ॥

সিন্ধুড়া রাগ।

মুই বড় কাতর হইলুম।
অপার ভবপাশে রইলুম শমনতাপে
তিল আধ তোক্ষা না ভজিলুম ॥

কাতরে ডাকম শমনের ভএ[১]। ধুয়া ॥

রাজা পলাইল রণে সৈন্যে দিল ভঙ্গ[১]।
রোষিল মঙ্গল দৈত্য কোপেতে তরঙ্গ ॥
করিবর[৩] বন্দী কৈল ইন্দ্রের বাহন।
কুবের[৭] লড়াই লএ পুষ্পক কশ্যপনন্দন ॥
যমরাজ লড়াইয়া লৈল কালদণ্ড।
পলাএ দেবের সৈন্য হইয়া লণ্ডভণ্ড।
বরুণ লড়াই লএ ছত্র[১] নাগপাশ।
ব্রহ্মঅস্ত্র কাড়ি লৈল বান্ধিয়া হুতাশ ॥
ছায়া না দেখিয়া ছায়া ধরে দেবগণ[৯]।
তবে ছায়া ধরিল ত্রিদশ দেবগণ ॥
জনপদ ছাড়ি ইন্দ্র বেড়াএ কানন।
স্বর্গবাস ছাড়িলেক দৈত্যের কারণ ॥
সুরগুরু সঙ্গে ইন্দ্র করিয়া মন্ত্রণা।
ব্রহ্মার সাক্ষাৎ গিয়া নিবেদে যন্ত্রণা ॥
ধ্যানে জানিলা ধাতা সমস্ত কারণ।
ত্বরাএ কৈলাসে গেল লইয়া দেবগণ ॥
মঙ্গলের ভএ রাজা সচকিত মন
কৈলাসে পাইল গিয়া হরদরশন ॥

দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

পাহিড়া রাগ।

শুন প্রভু শূলধর কহে পাপী পুরন্দর
কোন পাপ কৈলুম স্থরপতি।
বহু অপরাধ জানি নাম থুইলা বজ্রপাণি
মোর হইতে এসব দুর্গতি[১] ॥
কালাগুরু দেবদারু লাগাইলুম কল্পতরু
দিতিস্থতে কৈল ভস্মসাৎ।
শুন শুন বৃষকেতু অখিল নাশের হেতু
কি উপাএ বল ভোলানাথ ॥
সে মোর অমরাবতী লীলাএ পাইল দৈত্যপতি
রৈতে নারি পলাই নির্জ্জনে।
বর দিলা মঙ্গলেরে জানি নাশিবার তরে
কি দোষে সংহার দেবগণে।
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইয়া ভাষে
কবিবিধুস্থত রামদেবা ॥

সাড়ঙ্গরাগ।

তোর লীলা কে জানে ও ব্রজরাএ[২]।
যোগী পরম সমাধি ভাবই অন্ত না পাএ ॥ ধু ॥

চতুর্মুখে কহে ধাতা জানাই চাতুরি।
কি আর বলিব সর্ব্ব জান শূলধারী ॥

যথার্থ জানিয়া হর দেবের উৎপাত।
তুলিয়া করুণা কর বোলে ভোলানাথ[১] ॥
পিনাকী বোলেন শুন দেব বজ্রধর।
হিত বাক্য শুন তুহ্মি দেব পুরন্দর ॥
অবজ্ঞা করিয়া বর দিলাম কুতূহলে।
বরদি নাশিতে নারি অসুর মঙ্গলে[২] ॥
না জানিয়া বিষবৃক্ষ করিছি বপন।
আপনে রোপিয়া কেহো না করে ছেদন ॥
অভয়া স্তবন কর বিন্ধ্যাচলে গি।
সেই মাত্র নাশিব দৈত্য হেমন্তের ঝি ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ হইয়া যুগপাণি।
বিন্ধ্যাচলে স্তবে ব্রহ্মা লোটাইয়া ধরণী ॥
দেবীপদসরোজ সৌরভ অতিশএ।
দ্বিজ রামদেব কহে রবিসুতের ভএ[৩] ॥

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥ ধু ॥

নম নম নম দেবী নম নারায়ণী ॥
ভএতে অভয়ারূপা দীনউদ্ধারিণী ॥
নম নম নম বন্দম শঙ্করের জায়া।
সঙ্কটনাশিনী দেবী তুমি মহামায়া[১]।
তুহ্মি জল তুহ্মি স্থল পবন আকাশ।
স্থাবর জঙ্গম তুহ্মি তুহ্মি সে হুতাশ ॥
সৃষ্টি স্থিতি আদি করি তোহ্মার সৃজন।
জননী হইয়া দেখ দেবের লাঞ্ছন ॥
কি আর বলিমু মাতা চরণকমলে।
সঙ্কট তরাইয়া রাখ তুয়া পদতলে ॥
ব্রহ্মাদি স্তবিলা যদি যথ দেবগণ।
অভয়া বরদা সে যে দিলা দরশন ॥
অভয়াএ বোলে তোরা না ভাবিঅ ডর।
সংহারিতে যাই আমি মঙ্গল অসুর ॥

যার যেই স্থানে চলে দেব কুতূহলে।
ব্রহ্মা আদি দেবে বোলে নাশিব মঙ্গলে॥
ব্রহ্মাদি আশ্বাসে তবে যথ দেবগণ।
সিংহরথে আরোহিয়া চলিলা তখন॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

মল্লার রাগ।

সাজিল নারায়ণী সিংহরথ আরোহিণী
সঙ্কট তারিতে সুরকুল।
সঘন ধূমধূমি বাজে নবদুর্গা রণসাজে
সংহারিতে মঙ্গল অসুর॥
সঙ্গে সব ভূতযুত জিনি তিমিরারিসুত
মারি দানব চলিল লাখে লাখে।
ডাকিনী যোগিনী লড়ে মহী কাপে পদভরে
শিবানী সাজিয়া চলে আগে।
রথে চড়ে নারায়ণী জলদ নিনাদ শুনি
বায়ুবেগে উঠিল অম্বর॥
শিবদূতী রণে সাজে অট্ট অট্ট হাস্যনাদে
চামুণ্ডা সাজিল খরতর॥
বধিতে দানবদলে নারসিংহী ঘনরোলে
চণ্ডমুণ্ডা কালিকা কাত্যায়নী।
মহেশ্বরী রণে সাজে কৈলাসে দুন্দুভি বাজে
কুমারী সাজে নারায়ণী॥
দ্বিজ রামদেব গাএ চলিলেক মহামাএ
বধিবারে মঙ্গল অসুর॥
ভাল বীর রাম রাজা ওরে হএ॥ ধু॥
সিংহনাদ শুনি দৈত্য ধনুক টঙ্কার।
আসিল মঙ্গল দৈত্য লইয়া পরিবার॥

মল্লযুদ্ধে বিশারদ শমন দুর্ব্বার।
ঘাড়মোড়া দিয়া মারে দৈত্যপরিবার॥
চামুণ্ডা বিহরে রণে রোষে অভ্যাঅতি।
পদাতি সারথি রথ গিলে মত্ত হাতি॥
এহা দেখি মঙ্গলের মনে নাই ভএ।
সিংহরথ দেখিয়া রুষিল অতিশএ॥
মঙ্গলে ডাকিয়া বোলে তুই বেটি কে।
রামা হইয়া রণ মাগ পরিচয় দে॥
ভূতযুত সঙ্গে লইয়া যুদ্ধ চাহস তুই।
অবলা বধিমু রণে ঘৃণা বাসম মুই।
অভয়াএ[১] বোলে দুষ্ট শুনহ তত্ত্ববাণী।
তোর কালরাত্রি আমি দৈত্যসংহারিণী॥
মোর শরাঘাতে তোরে করিমু সংহার।
কুবুদ্ধি লাগিল তোর লুড় সুরপুর॥
ছাড়িয়া অমরাবতী যাওগী পাতাল।
প্রাণ রাখি যাও তুহ্মি পুররসাতল॥
এই মাত্র বোলাবুলি যুঝে মহাসুর।
জয় জয় জয় দুর্গা নাদে সুরপুর॥
পরশু পট্টিশ শূল নারাচ প্রখর।
এক চাপে বরিষএ মুষল মুদ্গার॥
সিংহরথ ধরিয়া ভ্রমাএ দৈত্যমণি।
আবর্ত্তে পাইয়া যেন ভ্রমএ তরণী॥
মোহ সঙ্কলিয়া উঠে মঙ্গল দুর্ব্বার।
অভয়ার পৃষ্ঠে করে প্রবল[২] প্রহার[৩]॥
সেই ঘাতে জলিয়া উঠিলা নারায়ণী।
চক্রাঘাতে কাটি শির পারে দৈত্যমণি॥
কাটা গেল কবন্ধ যে হইল নির্জ্জীব।
কাটা মুণ্ডে উঠিয়া বোলএ শিব শিব॥
দ্বিজ রামদেব গাএ দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

তুড়ি বসন্ত রাগ।

পড়িল মঙ্গল অসুর নাচে পুরন্দর।
পুষ্পবৃষ্টি করে দেবদেবীর উপর॥
অনেক দুন্দুভি বাজে ইন্দ্রের উয়ারি
গন্ধর্ব্ব গাহএ গীত নাচে বিদ্যাধরী[১]॥
ইন্দ্রের ইঙ্গিত পাইয়া দেবপরিবার
তরাতরি আনে দুর্গার পূজার সম্ভার॥
অঙ্গশুচি হইয়া ইন্দ্র বৈসে হেমাসনে।
পাতনিকা সজ্জা যত করে দেবগণে॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য ষোড়শ উপচারে।
পূজয়ে মঙ্গলচণ্ডী মঙ্গলবাসরে॥
যে কারণে কৈলা দৈত্য মঙ্গল নিধন।
মঙ্গলচণ্ডিকা নাম থোয় দেবগণ॥
মঙ্গলচণ্ডিকা নাম করিয়া প্রকাশ।
স্বসৈন্য সহিতে মাতা[২] গেলেন কৈলাস
রাম রাম রাম রাম রাম গুণধাম।
এইখানে চণ্ডিকাগীত করিল বিশ্রাম॥
এহি ঘটে রহ মাতা হইয়া সমাহিত।
সেবকের অভীষ্ট যথ পুরাঅ তুরিত[৩]॥
যার দ্বারে তাল ধরি তুয়া গুণ গাই।
তাহারে প্রসন্ন হইবা জগতের আই॥
তালভঙ্গ অপরাধ ক্ষেম নারায়ণী।
কিঙ্করের অপরাধ না লইবা ভবানী॥
নিজ সেবকের তরে চণ্ডিকা দিবা বর।
দিগ্‌বিজয়ী কর অরোগ অমর॥
সগোত্রে বান্ধবে তারে করিবা কুশল[৪]।
তার শত্রুবর্গ যত কর রসাতল॥
তুয়া গুণ নিত্য শুনে বা শুনাএ।
পদতলে ছায়া দিয়া রাখহ সদাএ॥

এই সব দেশের[১] তরে করিবা কল্যাণ।
তুয়া গুণ গাইতে মোর সম্মান॥
এহি প্রস্তাব যেবা লিখিয়া রাখএ।
আয়ু যশ বাড়ে তার শত্রু হয় ক্ষএ॥
ইতি মঙ্গলদৈত্য বধ॥

অথ বধবারস্য রাত্রি গীতং॥

কেদার রাগ[২]।

ফিরত মোহনীয় বেশে।
এ কি এ কি পুর বেণু জলদ তুলিত তনু
আকুল করল প্রাণ শেষে। ধু॥
ইন্দ্রস্পদ পাইল ইন্দ্র মঙ্গল নিধন।
স্বর্গ ভ্রমিতে ইন্দ্র করিল গমন॥
মাতলী দম্ভোলি ইন্দ্রের পাইয়া ইঙ্গিত।
করিবর সাজাইয়া আনিল তুরিত॥
প্রণতি করিয়া যদি চড়ে দন্তাবলে।
মজ্জাইতে নামাইল মন্দাকিনী জলে॥
দশদিগ মুখ মজ্জিত গণ্ডভাগ।
ঝঙ্কারিয়া পড়ে উড়ে অলি লাখে লাখ॥
মজ্জি উঠে দন্তনাথ অতি বলবন্ত।
তালতরু বিন্দিবারে ভাজে চারিদন্ত॥
মৃগমদ চন্দনে লেপিয়া দিল ধারা।
দুই পাশে দোলনী মুকুতা ছাড়া ছাড়া॥
করিরাজপৃষ্ঠে তোলে রথের বৈঘর।
চালাএ গম্ভীরভেদী গম বম স্বর॥
দিকে দিকে চলে যেন কৈলাস ভূধর।
চারি দন্তে কভু দোলে দেখিতে সোন্দর॥
মাহুতে চালাএ করী করি হুলস্থুল।
চলিতে সঘন মধু বহে গণ্ডস্থল॥

মাহুতে করিয়া বেশ করী যোগাএ আনি।
নিজ বেশে সানন্দে আরোহে বজ্রপাণি॥
মাহুতে চালাএ করী চলে ধিকে ধিকে।
রত্নমুকুট আনি বান্ধি দিল শিরে॥
আগে পাছে চলে যতেক লোকপাল।
শংখ ঘণ্টা দুন্দুভি বাজএ বিশাল॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
দ্বিজ রামদেবে তথি অলি হৈয়া রএ॥

মল্লার রাগ।

আরোহিয়া করিবর চলিলেক পুরন্দর
সম্ভ্রমে ভ্রমএ ত্রিভুবন।
বেষ্টিল অমরসারি নানান আয়ুধ ধরি
শক্রসমে আনন্দিত মন॥
প্রবল অসুরগণ করিছে দুর্গম বন।
শঙ্কা তেজি ধাএ দেবগণ।
ভাঙ্গিল সকল ঘর রঙ্গশালা মনোহর
নৃত্যশালা খেলার সদন॥
বাড়িল অপূর্ব্ব ঘর যথাএ ছিল দৈত্যবর
তছুপরি চাপয়ে দহন।
নিজগণে সঙ্গে লইয়া আপনে পবনে গিয়া
ডঙ্কা শত উড়াএ তথন॥
দ্বিজ রামদেবের মন অলি হইয়া অনুক্ষণ।
ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেন রএ॥
হরি রাম॥ ধু॥
ভ্রমিতে ভ্রমিলা শক্র অখিল ভুবন।
প্রণাম করিতে চলে গুরুর সদন॥
করিরাজ আনিলেক সম্ভ্রমে লোটাইয়া।
গুরুর আশ্রমে গেলা পদরথী হৈয়া॥

চারিবেদ কণ্ঠে যার জ্ঞানে নাই অন্ত।
তাহান আশ্রমে ছিল চারি মতিমন্ত॥
নানান অপূর্ব্ব দেখি শক্রমন ভোলে।
কুরঙ্গিনী নিদ্রা যাএ শার্দ্দূলের কোলে॥
সেই কালে মনোরঙ্গে ফিরে দেবরাএ।
ললিত লবঙ্গলতা পবনে নাচাএ॥
আনন্দে কুহরে পিক রসালে মিশাইয়া।
ভ্রমরী ঝঙ্কারে মত্ত মধুকর পাইয়া॥
তিল মাত্র ভয় তান আশ্রমেতে নাই।
শিখিরাজ অঙ্গে ভোগী খেলে এক ঠাই॥
এহা দেখি দেবরাজ স্থির নহে মন।
স্নানহেতু তীর্থরাজে গেছে তপোধন॥
অহল্যা আশ্রমে আছে দেখে একশ্বরে।
গুরু দারা বৈসে ছিল পর্ণশালা ঘরে॥
সেইকালে দৈবযোগে ভেদে কামশরে।
পারিজাতমালা দিল গুরুদারা শিরে॥
গুরুদারা হরি ইন্দ্র হইল সুলজ্জিত।
আপনা সদনে ইন্দ্র গেলেন তুরিত॥
আপনা ভুবনে যদি গেল সুরপতি।
সেই কালে তপোধনে হইল উপনিতি॥
রতিচিহ্নে ছিন্নভিন্ন দেখেন অবলা।
যেন রাহু মর্দ্দি গেছে পূর্ণ ষোলকলা॥
ইন্দ্রস্পদ পাই এথ মদে মত্তমতি[১]।
গুরুদারা লঙ্ঘিল যে পাপ সুরপতি[২]॥
ভগ হেতু যে ভুলিছ তুমি দেবরাএ[৩]।
অবিলম্বে শাপ দিলুম ভগ হউক গাএ॥
শক্ররে শাপিয়া মুনি শাপে নিজ জায়া।
জ্বলিলেন তপকান্ত তিল নাই দয়া॥
বামা জাতি বাম পথে ধায় সর্ব্বথাএ।
শিলাময়ী হৈয়া থাক মোর নাহি দাএ॥

প্রণতি করিয়া প্রভুচরণযুগলে।
শিলামহী হইয়া রামা রহে নদী তীরে॥
তিন যুগে[১] ব্রহ্মশাপ খণ্ডন না যাএ।
সেই হেতু ভগ হইল শক্রের যে গাএ॥
গুরুশাপে বিডম্বিত হইয়া দেবরাএ।
করুণা বিলাপ করি অবনী গড়াএ
ছাড়িয়া অমরাবতী প্রবেশে কানন।
বিপদ দেখিয়া তানে ছাড়ে দেবগণ॥
নিশি দিশি কান্দে ইন্দ্র হইআ হতাশ।
বিরূপ দেখিয়া শচী ছাড়ে তান পাশ॥
কি ওরে দারুণ গুরু কি বলবো তোরে।
ব্রহ্মশাপে ভস্ম কেনে না করিলা মোরে।
দ্বিজ রামদেবে গাএ দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

বরাড়ী রাগ।

দয়াল মোরে এমনি করিলা।
বান্ধিয়া কুমতিপাশে জলধি ডুবাইলা॥
ভগাঙ্গ হইয়া ইন্দ্র কান্দে সর্ব্বক্ষণ।
ইন্দ্রের ক্রন্দনে কান্দে পশুপক্ষিগণ॥
ইন্দ্রস্পদ ছাড়ে যদি দেব সুররাএ।
দেবের সমাজে পুনি হইল অন্যাএ।
সুরপুরে তখনি হইল অবিচার।
অসুর সমান হইল সুরপরিবার॥
রাজনীতি ছাড়িলেক নাইক নির্ণয়।
আত্মবল পরবল নাই পরিচয়[২]॥
এ সব বৃত্তান্ত ধাতা জানি ধ্যানপথে[৩]।
শক্র সান্তাইতে ধাতা আসিল তুরিতে[৪]॥

বিধিরে দেখিয়া শক্র দ্বিগুণ[১] লজ্জিত।
সম্ভ্রম করিয়া ইন্দ্র উঠিল তুরিত[২]॥
কান্দিয়া নিবেদে দুঃখ বিধাতার পাএ।
চরণকমল ধরি অবনী গড়াএ॥
কি আর বলিমু মুই অতি মূঢ়তর[৩]।
ভগাঙ্গ হইলুম মুই হৈয়া বজ্রধর[৪]॥
না জানি কিরূপে প্রভু ভোলাইলা মতি[৫]।
গুরুদারা লজ্ঘিলুম হৈয়া সুরপতি[৬]॥
চতুর্মুখে বোলে ইন্দ্র না কর শোচন।
অনঙ্গে বিড়ম্বে হর তুহ্মি কোন জন॥
মঙ্গলের ভয় যে করিছে পরিত্রাণ।
চণ্ডিকাচরণ পূজ বাঞ্ছিয়া কল্যাণ॥
ভগাঙ্গ হৈল বলি চিন্তা পাঅ কি[৭]।
ভক্তিভরে পূজ তুহ্মি হেমন্তের ঝি॥
বিধিমুখে সুরপতি পাইয়া উদ্দেশ।
চণ্ডিকাচরণ ভাবে প্রণতি বিশেষ॥
বিধির ইঙ্গিত ইন্দ্র পাই বারে বার।
তরাতরি আনে দুর্গার পূজার সম্ভার॥
ঘরে ঘরে আনন্দ হইল দেবগণ।
পাতনিকা সাজ কেহ রচাএ তখন॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য করিআ সারি সারি।
সমাহিতে ঘট স্থাপে পূর্ণ করি বারি॥
সেই কালে উল্লাসিত অমরানগরী।
মধুর মুরলী তালে নাচে বিদ্যাধরী॥
অরুণ কুসুম আনে অরুণচন্দন।
অরুণ বসন আনে অরুণ ভূষণ॥
পূজএ মঙ্গলচণ্ডী মঙ্গলবাসরে।
কান্দিয়া নিবেদে দুঃখ চরণকমলে॥
সমাহিত হইয়া ইন্দ্র স্তবে দশভূজা।
প্রত্যক্ষ হইয়া মাতা লএ তান পূজা॥

প্রেমে পুলকতনু মতি করি স্থির।
যুগপাণি হইয়া স্তবে আখির বহে নীর ॥
মাতা তুহ্মি জল তুহ্মি স্থল তুহ্মি সে হুতাশ।
মুই সম কোটি ইন্দ্র তুয়া নিজ দান ॥
ইন্দ্রস্পদ দিলা বধি মঙ্গল অসুর।
আপনে ভোলাইল মতি ভুলিলুম প্রচুর ॥
কি আর বলিমু মাতা মুই পাপমতি।
গুরুদারা লঙ্ঘি হইল এতেক দুর্গতি ॥
চারিবেদে গাহে নিত্য ঋষিগণে কএ।
তুয়া নাম[১] স্মরণে দূরিত হএ ক্ষএ ॥
ইন্দ্রের করুণে মাতা সদএ অন্তর।
পদ্মহস্তে পরশিলা বিরোজার[২] শির ॥
গুরুশাপে ভগাঙ্গ হইয়াছিল দেবরাএ।
সহস্রাক্ষ কৈলা তানে জগতের মাএ ॥
পদ্মাআদি পঞ্চ সখী আনে দেবরাএ।
তখনে সমর্পে আসি চণ্ডিকার পাএ ॥
পঞ্চ সখী পাইয়া মাতা রাখে নিজ পাশ।
লইয়া ইন্দ্রের পূজা চলিলা[৩] কৈলাস ॥
সারদার চরণে দ্বিজ রামদেবে গাহে[৪]।
উদ্ধারিয়া নেঅ মোরে দেবী মহামাএ[৫] ॥

সুহি সিন্ধুড়া রাগ।

সুকেশা সুপ্রভা ক্ষমা নিশা পদ্মাবতী রামা
শুন সখী নিবেদি কারণ।
বধিয়া মঙ্গলাসুর পূজএ অমরাপুর
পূজে মোরে সহস্রলোচন ॥
হরের চরণপরে দুঃখ না করিঅ অরে
মর্ত্তে কেহ না করে স্মরণ।

নাম ধরি দশভুজা　　　নরলোকে নাই পূজা

আকরণে পুষি এ জীবন ॥

শুনিয়া দেবীর বাণী　　　কহে পদ্মা যুগপাণি

শুন মাতা করম নিবেদন।

তুহ্মি জগতের মাতা　　　যার আজ্ঞাকারী ধাতা

চিন্তা পাঅ এহার কারণ ॥

আজ্ঞা কর বিশ্বস্তরে　　　গিয়া কংসসরোবরে

মঠগৃহ করুক নিৰ্ম্মাণ।

সহস্রেক[১] দণ্ডধর　　　ভুবন জিনিয়া বড়

অবনীতে নাহিক সন্তান ॥

আলস্যতা পরিহর　　　আমার বচন ধর

তুয়া পদে করম পরিহার।

শুন দেবী দশভুজা　　　যদি প্রচারিবা পূজা

স্বপ্ন কহো শিয়রে তাহার ॥

দেবীপদসরোজ　　　বিরাজে অতি সোন্দর

নিন্দিয়া অরুণারবিন্দে।

দ্বিজ রামদেবের মন　　　অলি হইয়া অনুক্ষণ

আকুল তছু মকরন্দে ॥

হরিরাম ॥　ধু ॥

পদ্মার বচনে মাতা সানন্দিত মন ॥

বিশ্বকৰ্ম্মা ডাক দিয়া আদেশে তখন ॥

অভয়াএ বোলে পুত্র শুন বিশ্বন্তর[১]।

অবিলম্বে চলি যাঅ কংসসরোবর ॥

আমার আদেশ বিশাই না ভাবিঅ আন।

মণিময় মঠগৃহ করগি নিৰ্ম্মাণ ॥

মণিমুক্তা প্রবাল পাইবা সেই স্থান।

রত্নে জড়িয়া ভিটা মকরতস্থান ॥

অভয়াএ বোলে পুত্র শুন রহস্য ॥

দশভুজা মূৰ্ত্তি তথা গঠিবা অবশ্য ॥

নিজগণ[১] সঙ্গে লৈয়া চলে কারুপতি[২]।
কংসসরোবর তটে হৈল উপনিতি ॥
সরোবরে রহে বিশাই হরিষ অন্তর।
স্থল মাপে বিশ্বম্ভর দশহস্ত পরিসর[৩] ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তাবিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

মল্লার রাগ।

স্থল মাপি বিশ্বম্ভর দশহস্ত পরিসর
দুর্গার পাইয়া অঙ্গীকার
মনেতে ছাড়িয়া[৪] দম্ভ করে দেবীর গৃহারম্ভ
রোপে স্তম্ভ করিয়া সুসার ॥
মাণিক্য উজ্জ্বলবন্ত কনকের নাই অন্ত
সারি সারি লাগাইল[৫] প্রবাল।
দেবীর আদেশ জানি রতনে ছাইল[৬] ছানি
মণিময় রচাএ দেয়াল ॥
মঠ নির্ম্মাইয়া রঙ্গে ত্রিভুবন লিখে সঙ্গে
আর যথ মনের হরিষে।
লিখে তথা কল্পতরু সুরেন্দ্র অমরগুরু,
নিশাচর লিখে তার শেষে ॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইয়া ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা ॥

দেখরে কানাইর রূপের সাজনি।
কত ছান্দে বান্ধে চূড়া ভুলাইতে রমণী ॥
নটবর বেশ হেরি আপনে শুনিয়া মরি
মন নিল চূড়ার টালনী ॥ ধু ॥

মহারম্ভে বিশ্বম্ভর সানন্দিত মন।
দশভুজা মুর্ত্তি তথা রচাএ বিলক্ষণ॥
একে দেব কারুপতি আদেশ দুর্গার।
মনে রাখি সেইরূপ করএ বিস্তার॥
অভয়া বরদারূপ জগমোনলোভা।
মণিময় মঠগৃহে করে অতি শোভা[১]॥
সেইরূপ দেখিয়া বিশাই পাশরে আপনা।
রজত বেদীতে দেবী করিলা স্থাপনা॥
সিংহপৃষ্ঠে গঠে দেবী দিয়া দশ কর।
তাহান মুকুট গঠে অতি মনোহর॥
ষড়ানন আদি মূর্ত্তি গঠে লম্বোদর।
রত্নে মণ্ডিত গৃহে করে জলমল॥
যার যে বাহনে গঠে নব দুর্গার ঠাট।
প্রণাম করিয়া দ্বারে লাগাএ কপাট॥
তরাতরি দিয়া বিশাই করিলা গমন।
চণ্ডিকার গোচরে গিআ জানাএ কারণ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদয়ে চিন্তিয়া দুর্গার চরণ কমল॥

মল্লার রাগ[২]।

সেই দিনে গৌরী সিংহরথে চড়ি
সঙ্গে লইয়া সখিগণ।
অবনী ভাগ্যের হেতু নামিলা কংসসেতু
সুধন্য[৩] হইল[৪] ত্রিভুবন॥
নেহরএ সরোবর অম্বুজ মনোহর
সুরধনী সম হএ বারি[৫]।
কুমুদ যে কহ্লার শোভিছে অনিবার
কমল শোভে সারি সারি॥

রক্ত উৎপল পঙ্কজ অলিকুল
ঝঙ্কারিয়া পিএ মকরন্দ।
বেষ্টিত ইন্দীবরে[১] বিরাজিত থরে থরে
মধ্যে[২] মধ্যে আছে অরবিন্দ॥
পাইয়া শশী সঙ্গ নিশিতে পড়িল ভঙ্গ
কিরণে হইয়া পরকাশ।
উদিত দিনমণি নাচএ কমলিনী
কুমুদেরে করি উপহাস॥
চকিত চক্রবাক ছাড়এ ঘন ডাক
বলাকা উড়ে মনোরঙ্গে।
লইয়া মীন রঙ্গে সঙ্গে চরে কঙ্কে
কারণ্ড চরে তার সঙ্গে॥
চরএ রাজহংস চাতকে লইয়া বংশ[৩]
চকোরে ডাকে মনোহর।
তমাল[৪] তরুতাল[৫] লবঙ্গ গোলাল
পঞ্চম গাএ পিকবর॥
দেবীপদদ্বন্দ্ব নিন্দিয়া অরবিন্দ
আনন্দকন্দ মনোহর।
কবিবিধুসুত ভাবই অবিরত
রোপিত মনোসরোবর॥

অ মোর সোন্দররে প্রাণ নারে হএ॥ ধ্রু॥

কংসসরোবর দেখি হরষিত মন।
সিংহরথে চালাইয়া আনে সখিগণ॥
কুসুমিত জল দেখি হরষিত মতি।
তুলিতে লাগিল পুষ্প রঙ্গিণীসংহতি॥
হাস পরিহাস কত করি ঠেলাঠেলি[৬]।
কমল তুলিতে সভা হএ কুতূহলী॥
ললিত লবঙ্গ পুষ্প তোলে গন্ধরাজ।
করবী সিত রক্ত কেতকীসমাজ।

চঞ্চলা চমকি যায় দেখি বা না দেখি।
যুতি জাতি দলা পুষ্প না তুলিলা সখী।
যখনে কমল পুষ্প থোএ করি[১] ভাগ।
পদ্মহস্তে পড়ে তখন অলি লাখে লাখ॥
ভরিয়া কনকডালা থোএ পুষ্পচএ।
পশুপতি পুজিবারে হৃষ্ট অতিশএ॥
কপাট খসাইয়া দেখে মূর্ত্তি দশভূজা।
সেই পুষ্পে পশুপতি করিলেন পূজা॥
মঠস্থানে গিয়া যদি রহিলা ভবানী।
কলিঙ্গভূপতি লইয়া শুনিবা কাহিনী॥
প্রভাত সময়ে রাজার মিলে মহারথী।
মুখ্যপাত্র সম্বোধিয়া জিজ্ঞাসে ভূপতি॥
দণ্ডধরে বোলে শুন মন্ত্রির প্রধান।
প্রভাতে না আইস কেনে মোর বিদ্যমান॥
ভূপতির বাক্যে সভা হেট করি মাথা।
সলজ্জিত রহে সভা না[২] নিঃসরে কথা॥
রাজাএ বোলে মন্ত্রিসব না দিলা উত্তর।
যথার্থ কহিতে রুষ্ট কে আছে পামর॥
শাস্ত্রেতে কোবিদ তুহ্মি ধর্ম্ম অবতার।
আপনে সকল জান কী জিজ্ঞাস আর॥
তুআ সম নরপতি না দেখিব আন।
অবনী লভিয়া জন্ম না পাইলা সন্তান॥
শুন প্রভু নরনাথ এই সে কারণ।
প্রভাতে না দেখি আসি তোহ্মার বদন[৩]॥
মন্ত্রীর বচনে রাজা সজল নয়ান।
মনে বিমর্ষিয়া পাইলা সে সব কারণ[৪]॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

সুহি পাহিড়া রাগ[১]।

কান্দেরে কলিঙ্গরাজ সভাতে পাইয়া লাজ
রাজনীতি ছাড়িয়া সকল।
ছাড়ি নিজ[২] আবরণ শোকে কান্দে অনুক্ষণ
নয়ানে সঘন বহে নীর॥
অশেষ পাতক ফলে জন্মলভি রাজকুলে
সন্তানবিহীন যাইমু চলি।
অনঙ্গারি ভোগ পাই গণ্ডূষ করিলা খাই
তবে সে মনেতে বাসি ভালি[৩]॥
সে রুদ্র নয়ান বাসি তছুপরি প্রাণ নাশি
রাজভোগ নাহি মোর দাএ।
সন্ততিবিহীন যার জীবন মরণ তার
এ বলিয়া অবনী গড়াএ॥
যথ ইতি রাজধানী[৪] কারে সমর্পিব আমি
এই সে রহিল মনে শোক।
করে রাজা হাহাকার কর্ম্ম নিন্দে আপনার
তোয় না পাইল পিতৃলোক[৫]॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইয়া ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা॥

তুড়ি ভুপালী রাগ।

বল মোরে কি বুদ্ধি করিমু।
কালা গুণনিধি বঞ্চিলেক বিধি
ভাবিতে ভাবিতে মরিলুম[৬]॥
পাপ গৃহ কাজে মরি মুই সকলি বিস্মরি
গুরুর গঞ্জনা শুনি।

নবজলধর দেখি মনোহর
ধরাইতে না পারোম পরাণি ॥
করিলে বারণ না যাএ জীবন
কি মোরে করিল হরি।
জয়দেববাণী রাধাঠাকুরাণী
গুণ গাঅ মুখ ভরি ॥ ধু ॥

পয়ার ॥

অ মোর সোন্দররে প্রাণ নারে হএ ॥ ধু ॥

রাজনীতি ছাড়ে যদি কলিঙ্গরাজন[১]।
প্রজাসবে না মানএ কাহার বচন ॥
নিশি দিশি বসি রাজা আন নাহি মন[২]।
মহিষী সহিতে রাজা করএ ক্রন্দন ॥
যার যেই নীতি ধর্ম্ম ছাড়িল সকল।
বিপ্রগণে ছাড়ে বেদবিধির মঙ্গল ॥
দন্তহীন দন্তাবল প্রবেশিল বন।
অনর্থ হইল সভা না মিলে রাজন ॥
এহি মতে রহিল যদি কলিঙ্গরাজন।
অভয়াচরণে পদ্মা জানাএ কারণ ॥
পদ্মার ইঙ্গিত পাইয়া দেবী মহামাএ।
কলিঙ্গরাজার তরে স্বপ্ন কহিতে যাএ ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

মল্লার রাগ।

মাতা[৩] চলিল নৃপতিপুরে স্বপ্ন কহিবার তরে
মনোরঙ্গে ওবেশ বানাই[৪]।
কিরীট কুণ্ডলহার রত্নময় অলঙ্কার
প্রতি অঙ্গে ভুষণ চড়াই[৫] ॥

অভয়া বরদা করে রাতুল কঙ্কণ পরে
ওরূপ তুলনা দিতে নাই[১]
বিভাবরী শেষে আসি শিয়রসমীপে বসি
স্বপ্ন কহে নৃপতির ঠাই ॥
শুন শুন দণ্ডধরে স্বপ্ন কহি তোর তরে
মঙ্গলচণ্ডিকা জান মুই ।
ওরে রে কলিঙ্গরাজ কেনে ছাড় নিজ কাজ
সন্তানবিহীন হইয়া তুই ॥
গিয়া কংসসরোবরে মণিময় মঠস্থলে
দশভুজা পুজগী রাজন ।
পুত্রবর চাহ যে কত বড় সাধ্য সে
সর্ব্বভোম হইবা তখন ॥
মনে তোর যে বাঞ্ছা আছে পুরাইমু অনায়াসে
আর তুহ্মি না কর শোচন[২] ।
ভাবিআ দেবীর পাএ দ্বিজ রামদেবে গাএ
চরণে চতুর হোক মন ॥

বন্ধু মোর কালারে মাণিক ।
কাঁচা ঘুমে ছাড়ি গেলা না রহিলা থানিক ॥
অঙ্গে অঙ্গ মিশাইলুম বয়ানে বয়ান ।
ভুজে ভুজ আরোপিলুম নয়ানে নয়ান ॥
শয়নে স্বপনে বন্ধু গলাএ বনমালা ।
নিশ্চএ জানিলুম মোরে নিঠুর হইল কালা ॥
ভাবিতে ভাবিতে প্রাণ না রহে মোর ।
ভুরুর ভঙ্গিমায় প্রাণ হরিল রাধার ॥ ধু ॥

ক্ষণদা বহিআ গেল উদিত মিহির ।
স্বপ্ন দেখি বৈসে রাজা হইয়া অস্থির ॥
নিত্যকৃত্য সঙ্কলিয়া বৈসে নরপতি ।
চতুর্ব্বলে[৩] মহারাজার মিলিল সঙ্গতি ॥

সংহতি লইয়া রাজা বৈসে সিংহাসন।
শাণ্ডিল্যসন্তানেতে কহে স্বপ্ন বিবরণ[১] ॥
নিশিশেষে এক রামা শিয়রেতে বৈসি।
ও মুখ নিছনি জড়েক[২] কোটি কোটি শশী ॥
অভয়া বরদা সে যে রূপের নাই সীমা।
কহিলে আমার তরে জানাইয়া মহিমা[৩] ॥
মোর তরে কহিলেক সান্তাই বিশেষ[৪]।
শুনহ দণ্ডধর কহি উপদেশ ॥
মঠস্থানে দশভূজা পূজ দণ্ডধর।
সর্ব্বভোম হইবা পাইবা পুত্রবর ॥
ভূপতির বাক্য শেষে শাণ্ডিল্যসন্তান।
গোদোহ অবসানে কহে স্বপ্নের বাখান ॥
বিপ্র বোলে মহারাজা তুহ্মি ভাগ্যবান্।
পুত্রবর পাইবা তুহ্মি অতি বলবান[৫] ॥
মঙ্গলচণ্ডিকা সে যে দেবী দশভুজা।
তোহ্মা স্থানে বর দিআ লইতে চাহে পূজা ॥
বিপ্রের বচনে তুষ্ট হইআ দণ্ডধর।
পূজার সম্ভার লইয়া গেল মঠস্থল[৬] ॥
অদিবাস সঙ্কলিয়া কলিঙ্গরাজন।
মহাযতি হইআ রহে পবিত্র আসন ॥
দ্বিজ রামদেবে গাএ দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

হরি রাম ॥ ধু ॥

ক্ষণদা বহিয়া গেল অরুণ প্রকাশ।
স্নান সঙ্কলিয়া রাজা পৈরে[১] ধৌত বাস ॥
অঙ্গশুচি হইয়া বৈসে পবিত্র আসন।
পাতনিকা সম্ভার রচাএ পৌরজন ॥
পুষ্পপাত্র রচাএ কেহ করি পরিপাটি।
মৃগমদ চন্দন পিসি ভরাএ খোরাবাটি ॥

কেহ কেহ মধুপর্ক ভরে খোরাবাটি[১]।
পূজার সমীপে রাখে চন্দনের বাটি ॥
কেহ কেহ নৈবেদ্য রচাএ করি সাজ।
ঘৃত মধু শর্করা সিঞ্চিআ তার মাঝ ॥
কেহ কেহ পাত্রেতে জ্বালাএ ধূপ দীপ।
নানান দৈর্ব্ব[২] রাখে কেহ পূজার সমীপ ॥
থরে থরে রোপে কেহ খজ্জর আটোপ।
কেহ কেহ টাঙ্গাএ চামর চন্দ্রাতপ ॥
নিত্যকৃত্য সঙ্কলিয়া কলিঙ্গরাজন।
মহোৎসবে পূজার করএ আরম্ভন ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

অ মোর সোন্দররে প্রাণ নারে এ[৩] ॥ ধু ॥

চৌদিকে সৌভাগ্যবতী দিল জয়ধ্বনি।
নানান বিধি বাদ্যশব্দে কম্পিত মেদিনী ॥
দমা তুন্দুভি ভেরি দমা লাখে লাখ।
শঙ্খ ঘণ্টা সুরমাল বাজে ঝাকে ঝাক ॥
কাংস্য করতাল বাজে মৃদঙ্গ ঝাঝরি।
বড় হের বিন সে বাজে দোহরি মোহরি ॥
শীনাই মুরজ বাজে তার সীমা নাই।
লাখে লাখে বাজে রাজার পীতল সানাই ॥
তখনে উত্তরমুখী হইল নৃপরাএ।
স্বস্তিশুদ্ধি বাচাইয়া সঙ্কল্প রচাএ ॥
বরণসম্ভার লইয়া বরে তন্ত্রধার।
মহাস্নান করাইল দেবী চণ্ডিকার ॥
স্নান সঙ্কলিয়া রাজা হইয়া সাবধান।
যে রোঝা পঠিআ করে ভূতবলি দান[৪] ॥

সর্ষ লইয়া দশ দিগে ক্ষেপিলা ততকাল[১]।
পূজাগৃহে প্রবেশিআ পূজে দ্বারপাল॥
আসনে চাপিআ বসে কলিঙ্গরাজন।
বারিপূর্ণ হেমঘট আরোপি তখন॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
দ্বিজ রামদেবে তথি অলি হইয়া রএ॥

সিন্ধুড়া রাগ।

অবনী[২] পরশে পাণি ভ্রমি ভ্রমি বেদধনি
সঘন উচ্চারে পুরোহিত।
সাবধানে ঘট রোপে কাণ্ড চতুষ্টয় যোপে
তথি সূত্র[৩] করিয়া বেষ্টিত॥
দেবীমুর্ত্তি অনুসারি চক্ষুরুন্মীলন করি
প্রতি অঙ্গে করে জীবদান।
পুষ্প নির্ম্মঞ্ছিয়া ক্ষেপি স্বস্তিক আসনে ধরি
পূজাতে বসিল সাবধান[৪]॥
অঙ্গে রাখি দুই কর সমাধিতে দিয়া ভর
ভূতশুদ্ধি করিল রাজন।
পূজিয়া আধারস্থল ত্রিভাগে পূজিয়া জল
অর্ঘ্যপাত্র স্থাপএ তখন॥
মনে পাইয়া সাবধান পুষ্প লইয়া ধ্যান[৫]
চিন্তএ হেরম্ব লম্বোদর।
আরোপিয়া গজানন শিবাদি দেতাগণ
পূজে হেমঘটের উপর॥
সরঙ্গে কলিঙ্গরাজা পূজিবারে দশভূজা
যোগাসনে হইয়া সুস্থির।
জটাজুট আদি মত পঠে হইয়া ভক্তিযুত
ধারাএ নআনে বহে নীর[৬]॥

কতবার মুদি আখি ওরূপ মনেতে রাখি
দিলা পুষ্প ঘটের মাঝার।
আরোপিয়া দশভুজা করে বেদবিধি পূজা
নিবেদে ষোড়শ উপচার ॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইয়া ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা ॥

সুহি সিন্ধুড়া রাগ।

হরিপদ কিরূপে ভজিমু।
যে হয় বিধির বিধি কি দিয়া পূজিমু[1] ॥ ধু ॥

দুর্গা পূজা সঙ্কলিয়া কলিঙ্গরাজন।
দশভূজা মূর্ত্তি[2] দেখি মুদিলা নয়ান ॥
দক্ষিণে গণেশ ধাতা অবনী অনন্ত[3]।
পূজয়ে আধারশক্তি রাজা মতিমন্ত ॥
নব দুর্গার ঠাঠ পূজে যার যে বাহন।
আসনে চাপিয়া বৈসে কলিঙ্গরাজন ॥
অষ্ট নায়িকা[4] পূজে অষ্ট পদ্মাসন[5]।
বজ্রধর[6] আদি পূজে দশ দিগগণ ॥
গজগণ্ডা ন লাখে[7] করএ বলিদান।
দণ্ডবত হইয়া করে চণ্ডিকা প্রণাম ॥
প্রণাম করিয়া রাজা স্তবে[8] দশভূজা।
প্রত্যক্ষ হইয়া দেবী লএ তান পূজা[9] ॥
অভয়া দেখিআ রাজা পড়ে ভূমিতলে[10]।
দণ্ডবত হইয়া কহে চরণকমলে[11] ॥
মূঢ়মতি কি বলিমু মহিমা তোহ্মার।
অনন্ত[12] ভাবিয়া অন্ত না পাএ যাহার ॥

ধ্যানে না পাএ ধাতা যার দরশন।
দেখিলুম রাতুল পদ সাফল্য জীবন॥
কী বর মাগিমু আর মুই মূঢ় দীন[১]।
সংসারী হইয়া হইছম সন্ততিবিহীন[২]॥
অভয়াএ বোলে নৃপ আন ভাব কেনি।
সন্ততি হইব তোর নৃপশিরোমণি[৩]॥
চণ্ডিকার চরণে রাজা করিয়া[৪] প্রণাম।
সখীসঙ্গে সিংহরথে হইল অন্তর্দ্ধান॥
সানন্দে চণ্ডিকা যদি গেলেন কৈলাস।
শক্রসুত লইআ করে পূজার প্রকাশ[৫]॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

অএ রাম অ মোর সোন্দররে প্রাণ নারে হএ॥ ধু॥

ইন্দ্রের তনয় এক নামে[৬] নীলাম্বর।
কিশোর বয়স শোভে জিনি পঞ্চশর॥
দেবের ছাওয়াল সঙ্গে করিয়া মিলন।
নিত্য নিত্য পড়ে সুরগুরুর সদন॥
আর দিন দৈবভোগে ঠেকিল প্রমাদ।
গুরুপুত্রসঙ্গে তার হইল বিবাদ॥
গুরুপুত্রে বোলে শুন শিশু নীলাম্বর।
মিথ্যা মনে ভাব কেন অবোধ বর্ব্বর[৭]॥
ইন্দ্রের তনয় করি[৮] করসি যে ভূর।
তোর পিতা সম ইন্দ্র কত হইছে চুর[৯]॥
এহি মাত্র শুনিলেন ইন্দ্রের নন্দন[১০]।
চরণে ধরিয়া গুরু জিজ্ঞাসে কারণ[১১]॥
গুরু বোলে নীলাম্বর না হইঅ বিস্মএ[১২]।
পুরুষ হইআ ইন্দ্র কেবা নাহি ক্ষএ[১৩]॥
নীলাম্বরে বোলে গুরু কহ অকস্মাৎ।
কথাএ না শুনিছি কভু ইন্দ্র হএ পাত॥

গুরুর বচন যদি শিষ্য করে হেলা[১]।
শিষ্য সমে লোমশ আশ্রমে চলি গেলা॥
সুরগুরু দেখিয়া লোমশ তপোধন।
পাদ্যঅর্ঘ দিয়া তানে বৈসাইলা আসন॥
সুরগুরু বোলে মুনি কহিব[২] তোহ্মারে।
খণ্ডাঅ মনের ভ্রম বুঝাঅ আহ্মারে॥
তপোবলে জানি আহ্মি বিধি সমোসর[৩]।
ছিন্ন ভিন্ন দেখি কেন পর্ণশালাঘর[৪]॥
তপোধনে বোলে বাপু কহিরে[৫] কারণ।
কতকাল জীমু বলি তোলাইমু ঘর[৬]॥
লোমসংখ্যাসম যদি ইন্দ্র হএ পাত।
অবিলম্বে এই দেহ হইব মৃত্যুসাত॥
বক্ষ হৈতে কত লোম ঝরিল আমার।
তথ ইন্দ্র হৈয়া গেল পঞ্চত্ব সংহার॥
তাহা শুনি নীলাম্বর ছাড়ে অহঙ্কার।
গুরুর চরণে ধরি করে পরিহার॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার[৭]।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর[৮]॥

আসোয়ারি রাগ।

দয়ার নিধি এবে সে জানিলুম।
ধনজন যৌবন গরবে ভুলিয়া
মিছা রঙ্গে জনম গোয়াইলুম॥ ধু॥

নীলাম্বরে বোলে গুরু জানাইলা ক্রমে।
আপনা খাইয়াছিলুম মনের যে ভ্রমে॥
আন অধ্যয়নে কার্য্য নাহি আইসে।
মৃত্যুহীন শিক্ষা মোরে জানাইয়া দে॥
সুরগুরু বোলে শুন শিষ্য নীলাম্বর।
কে জানে অমর সিদ্ধি বিনে শূলধর॥

গুরুর চরণে শিশু মাগিল বিদাএ।
সমস্ত নিবেদে গিয়া জনকের পাএ ॥
তখনে পিতার আজ্ঞা পাইয়া নীলাম্বর।
হর আরাধিতে চলে কৈলাসশিখর ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
দ্বিজ রামদেব তথি অলি হইয়া রহএ ॥

মল্লার রাগ।

কৈলাসে নীলাম্বর সেবিতে শূলধর
অমর সিদ্ধি জানিবার।
দিব্য ঘর ছাড়ি দ্বিপিচর্ম্ম অঙ্গে পড়ি।
কুন্তলে করএ জটভার ॥
ধরিয়া যতির বেশ মেখলা কণ্ঠদেশ
বিভূতি মাখি দেই গাএ।
ইন্দ্রের নন্দন শচীপ্রাণধন
শঙ্কর সেবে সর্বদাএ
বোলোএ গঙ্গাধর সুমতি নীলাম্বর
শুন কহি হিতবাণী।
তুহ্মি হইয়া একচিত্ত কুসুম দিবারে নিত্য
যখনে পূজএ চক্রপাণি ॥
দেবীপদদ্বন্দ্ব নিন্দিআ অরবিন্দ।
আনন্দকন্দ মনোহর।
কবিবিধুসুত ভাবই অবিরত
রোপিত মনোসরবর[১] ॥

ভুপালী রাগ[২]।

হরের চরণে শিশু পাই অঙ্গীকার[৩]।
কুসুম হরে নিত্য ইন্দ্রের কুমার[৪] ॥

আর দিন নীলাম্বর হইয়া সাবধান।
কৈলাসে কুসুম তোলে হরের উদ্যানে ॥
পুষ্প তোলে শক্রসুত হইয়া সমাহিত।
তরুণ[১] তুলসী তোলে মঞ্জুরী সহিত ॥
সেই কালে দৈবহেতু কৈলাস[২] কন্দর[২২]।
ব্যাধে মৃগপশু বধে লৈয়া গণ্ডীশর[৩] ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদসার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর[৪] ॥

অএ রাম মোর সোন্দররে প্রাণ নারে হএ ॥ ধু ॥

কুরঙ্গী কুহরে বোলে কুরঙ্গ সম্বর।
নব ভঙ্গে সভঙ্গে নাচাএ কৃষ্ণসার ॥
এহা দেখি বিমোহিত ইন্দ্রের নন্দন।
মৃগবধ দেখে শিশু মজ্জাইয়া[৫] মন ॥
শিরের উপরে আইল[৬] প্রচণ্ড কিরণ[৭]।
বেলা হেরি প্রকম্পিত ইন্দ্রের নন্দন[৮] ॥
পুষ্প তোলে শক্রসুত হইয়া একমনা[৯]।
কীটবৃন্দ তোলে যথ যুতি জাতি দলা ॥
কেশর করবী কুন্দ কুট যে বকুল।
কমল কেতকী তোলে ভ্রমর আকুল ॥
বেলাধিকে নীলাম্বর হইয়া চিন্তিত।
বিল্বপত্র তোলে শিশু কণ্টক সহিত ॥
পুজাতে বসিছে হর বহি গেল বেলা।
সেই কালে নীলাম্বর পুষ্প লই[১০] গেলা ॥
যোগাসনে বসি আছে ধ্যাননয়ান।
পুষ্প লইয়া ভেটে আসি কুপীত শমন ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥
হরি রাম ॥ ধু ॥

সাবহিতে চাহে প্রভু সমস্ত কারণ[১]।
নীলাম্বর সম্বোধিয়া বোলে পঞ্চানন[২] ॥
আমার কার্য্যেতে তোর এত বড়ি হেলা।
আহ্মারে না গণি চাহ মৃগবধ খেলা ॥
তর্জ্জিআ গর্জ্জিআ প্রভু[৩] পুষ্প লএ করে।
কীটবৃন্দ দেখে[৪] যথ[৫] নয়ান গোচরে ॥
বিল্বপত্র সাজাইতে[৬] কণ্টকে ভেদে কর।
জ্বলনসমান হইয়া জ্বলে শূলধর[৭] ॥
নয়ানে পাবক জ্বলে করে ছটফট।
তখনে জানিল শিশু নিদান[৮] নিকট ॥
ভএ থর থর কাপে যথ দেবগণ।
ভূমিত জানু দিয়া চাহে সিদ্ধাচারগণ[৯] ॥
পার্ব্বতী বোলেন প্রভু ধরিয়া চরণ।
মদননিধন অগ্নি কর নিবারণ[১০] ॥
শূলধর বোলে প্রিয়া না বল আহ্মারে।
ভস্মসাৎ না করিমু শাপ দিমু তারে[১১] ॥
যে কারণে মৃগবধে মজে তার মন।
অবনীতে হঅ[১২] গিয়া ব্যাধের নন্দন ॥
শাপে ভস্ম হইল যদি শিশু নীলাম্বর[১৩]।
কারণ শুনিয়া ধাই আইল বজ্রধর ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদয়ে চিন্তিয়া দুর্গার চরণকমল ॥

পাহিড়া রাগ।

কান্দে ইন্দ্র আখির বহে ধার।
শুন প্রভু পশুপতি পুত্র মোর শিশুমতি
কোন দোষে করিলা সংহার ॥
যে করে যাহার সেবা সেবক[১৪] সংহারে কেবা
ক্রোধ পরিহর গঙ্গাধর।

ব্রহ্মা আদি ত্রিদশ[১] দেবা না জানে তোহ্মার সেবা[২]
এনা মোর শিশু নীলাম্বর ॥

ইন্দ্রের আখিধারা বহএ[৩] বন্দিআ[৪] হরেরে কহএ
করুণা হওরে ভোলানাথ।

ইন্দ্র হরের বচন ধরে ক্ষণে অবনীতে গড়ে
কি মোর হইল অকস্মাৎ ॥

শাপ দিলা কিঙ্করেরে জন্মিতে ব্যাধের ঘরে
পুনি কি পাইমু নীলাম্বর।

দেবশিশু করি মেলা পুত্র[৫] না করিব খেলা
কী দেখি মুই যাইমু ঘর ॥

সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।

সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইয়া ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা ॥

তুড়ি সিন্ধুড়া রাগ।

অএ হর তুহ্মি কি দয়ার নিধি।
এ তিন ভুবন মাঝে মুইসে অপরাধী ॥ ধু ॥

নীলাম্বরে বোলে প্রভু করম নিবেদন।
শাপ দিলা কিঙ্করেরে পাপের কারণ ॥
তুয়াপদ সেবি কেহ ইন্দ্রসম হএ।
আহ্মারে করিলা প্রভু ব্যাধের তনএ ॥
কিছু কৃপা কটাক্ষ করহ ত্রিনয়ন।
ব্যাধ হইয়া রহম এথাএ দেখিমু চরণ ॥
শিশুর করুণে[৬] পুনি[৭] বলে ভোলানাথ।
পার্ব্বতী সহিতে প্রেম হইল অশ্রুপাত ॥
হরে[৮] বোলে না কান্দিয় শিশু নীলাম্বর।
শাপ মুক্ত হইব তোর[৯] দ্বাদশ বৎসর ॥

নীলকণ্ঠের পদে নীলা করিল বিদাএ[১]।
তাহান সহিতে কান্দি চলে দেবরাএ॥
নীলাম্বরে কোলে লইয়া দেব বজ্রধর[২]।
বিমানে চড়িআ গেল নিজ অন্তঃপুর[৩]॥
শচীকোলে পুত্র দিয়া কহে বজ্রধর।
শাপে নষ্ট হইল তোর শিশু নীলাম্বর[৪]॥
পতিমুখে শুনি পশুপতির কারণ[৫]।
কোলে লই নীলাম্বর করএ ক্রন্দন॥
শাপ মুক্ত হইব তোর দ্বাদশ বৎসর[৬]।
সত্বর গমনে গেল আপনার ঘর[৭]॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুস্থতে ভণে রবিস্থতের ভএ॥

করুণা ভাটিয়াল রাগ।

কান্দে রামা ইন্দ্রের রমণী।
পুত্র রাখিয়া গলে ভুজপাশে গাথি ফিরে
শোকভরে গড়াএ অবনী॥
নয়ানে পাবক যার ভোগিরাজ গলে হার
গরল গ্রহএ শূলধর।
যখনে সেবিলা তানে তখনে ভাবিলুম মনে
হারাইলুম পুত্র নীলাম্বর॥
হর সেবি বর পাইলা ব্যাধের নন্দন হৈলা
মৃগবধি[৮] পুষিবা উদর।
দশানন সেবা কৈল সবংশে সংহার হইল
বাণে সেবি হারাইল কর॥
হা হা পুত্র নীলাম্বর শোকে দহে প্রাণি মোর
পুনি কি পাইমু দরশন।
যখনে ছাড়িবা তুহ্মি তোহ্মারে না পাইব আহ্মি[৯]
না দেখিমু চান্দ বদন॥

শচী পুত্র এড়ি না দে দেখি বজ্রধর কান্দে
কী হইলা[১] দারুণ শূলধর।
কী মোর বসতি কাজ পুনি যাইমু বনমাঝ
নতুবা জীবন করম ভর॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইয়া ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা॥

সিন্ধুড়া রাগ।

যাছুরে মুই কার ঘরে দিমু।
চান্দ মুখের মধুর বাণী আর না শুনিমু॥
মথুরা না যাইঅ বাপু রহামু অক্রূর।
যতেক গোপত শিশু না দেখিলে কান্দে[২]।
না দেখি বরজভাগ কেশ নাহি বান্ধে[৩]॥ ধু॥

পুত্র ছাড়ি না দে[৪] কান্দে শচী[৫] শোকভরে।
শচীরে প্রবোধ বাক্য কহে বজ্রধরে॥
দেবের সমাজে কহিতে রহিল বচন।
ইন্দ্রের তনয় হইল ব্যাধের নন্দন॥
হরের অমোঘ বাক্য খণ্ডন না যাএ।
জনকজননী আগে মাগিল বিদাএ॥
শাপে ভ্রষ্ট নীলাম্বর রহিতে না পারে।
রামা সঙ্গে নীলাম্বর দেবদেহ ছাড়ে॥
সেই কালে ধর্ম্মকেতুর ঋতুবতী নারী।
নীলাম্বর জন্ম তথাএ লভে তরাতরি॥
সেই কালে বিধির নির্ব্বন্ধ আছে জানি।
পুষ্পকেতুর জায়া তখন হএ ঋতুস্নানী[৬]॥
তথা গিয়া জন্ম লভে নীলাম্বরজায়া[৭]।
কেবা বুঝিবারে পারে বিধাতার মায়া[৮]॥

ব্যাধের ঘরেতে জন্ম লভে ইন্দ্রের নন্দন।
দিনে দিনে বাড়ে রামা দেহের লৈক্ষণ॥
সেই কালে ধর্ম্মকেতু জিজ্ঞাসে কথন[১]।
কিবা বস্তু খাইতে প্রিয়া লএ তোর মন॥
পতিমুখে শুনি রামা মধুর বচন।
মৃগমাংস প্রতি মজ্জিছে মোর মন[২]॥
তেন্তলি সহিতে যদি তাহা খাইতে পাই।
এহি অভিলাষ প্রভু কইলাম তোমার ঠাই॥
প্রিয়ার বচনে কেতু আনন্দ অপার।
বনে মৃগ সংহারিয়া বহি আনে ভার॥
এহা দেখি ব্যাধপত্নী সানন্দিত মন।
মনের হরিষে গিয়া করিল রন্ধন॥
অম্বল পাচল রামা তেন্তলি সহিত।
কোমল মাংস পোড়ে[৩] কথ ব্যাধের পীরিত॥
পতিসঙ্গে ভোজনে বসিল মনোরঙ্গে।
হাস্য পরিহাস মৃগবধের প্রসঙ্গে॥
কথার[৪] কথনে দোহে বঞ্চিলা[৫] রজনী[৬]।
প্রভাতে চলিলা রামা পসার সাজনি[৭]॥
ডাইন[৮] হাতেতে[৯] ডালা[১০] মস্তকে পসার।
চলিতে না পারে রামা দেহ হইল ভার॥
শিথিল বসন হএ এড়িতে পসার।
বিধিযোগে[১১] পথে রামা প্রসবে কুমার॥
ধাইআ আইল যথ ব্যাধের শ্রীমন্তিনী।
রাজপথে[১২] আসি[১৩] সবে দিল জয়ধ্বনি॥
আপনা ভুবনে আইসে নারিগণ লইআ।
শুনি ধর্ম্মকেতু বীর আসিলেক ধাইআ॥
দেবঅংশে হইল[১৪] শিশু দেখিতে বিশাল।
আজানুলম্বিত ভুজ শ্রীকণ্ঠকপাল॥
জলদনিনাদে জিনি করএ রোদন।
এহা দেখি ধর্ম্মকেতুর সানন্দিত মন॥

জন্মিছে কুমার দেখ তনু অতি শ্যাম।
কাননের লাভে থোএ কালকেতু নাম॥
এক দুই তিন করি পঞ্চ মাস হৈল।
জ্ঞাতি নিমন্ত্রিয়া অন্ন শুভক্ষণে দিল॥
দিনে দিনে বাড়িতে আছএ[১] শিশুবর[২]।
শুভক্ষণে পুত্র হস্তে[৩] দিল গণ্ডিশর॥
পুষ্পকেতুর ঘরে কৈন্যা জন্মে অনুপাম।
অভিস্নেহ জননী ফুলরা থোএ নাম॥
ব্যাধের কুমার সঙ্গে করি এক মেলা।
পশুবধ শিক্ষা করে এই মাত্র খেলা[৪]॥
কেতু না হএ কেবল পশুর শমন[৫]।
গণ্ডিশর লৈইয়া হাতে প্রবেশে কানন॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

সুহি মল্লার রাগ।

বীর কোদণ্ড লইয়া করে দিবসে না আইসে ঘরে
নেহরি নেহরি তরুতলে[৬]।
উড়িয়া যাইতে পাখি বলিয়া মারএ থাকি
কথ বা সন্ধান করি জলে[৭]॥
জানে কেতু নানান সন্ধি ক্ষুদ্র পাখি করে বন্দী
কোটরে না রহে তার ডরে[৮]।
পশুবধ করে কেতু জঠর পোষণ হেতু
বিভাবরী সমে আইল ঘরে[৯]॥
পিতাপুত্রে পশু বধে[১০] স্বস্থানে নারে বঞ্চিতে[১১]
ব্যাধ নহে পশুর শমন [১২]।
জীবনে পাইয়া ভঅ [১৩] আবরি বনেত রহএ[১৪]
তথাএ গিয়া ক্ষেপএ দহন॥
ব্যাঘ্র ভালুক যত ধাএ দেখি কত শত
ধর্ম্মকেতুর ভএতে পলাএ।

তাহা দেখি বীরবরে দশনে দশন ভিড়ে
ছোটে গুলি[১] কেহ পড়ে ধাএ ॥
দ্বিজ রামদেবে গাএ ভাবিআ দেবীর পাএ
অধমে মাগম এহি ধন ॥

অ মোর সোন্দররে প্রাণ নারে হএ ॥ ধু ॥

এহি মতে কালকেতু বধে পশুগণ।
ধর্ম্মকেতুর তরে রামা কহিলা বচন[২] ॥
শুন প্রভু ব্যাধবীর[৩] করোম নিবেদন।
পিতাপুত্রে অর্জ্জিতে লাগিলা দুইজন ॥
নিত্য নিত্য বনে ভ্রমে কিছু না ভাবিআ।
যৌবন পূর্ণিত পুত্র না করাইলুম বিহা ॥
পঞ্চ বুড়ি কৈড়ি আছে ঘরে আপনার।
এই কালে কর পুত্রের বিবাহসম্ভার ॥
প্রিয়ার বচনে কেতু অতি হরষিত[৪]।
ডাক দিয়া আনিল মনাই পুরোহিত[৫] ॥
পুষ্পকেতুর বাড়ি বিপ্র চলহ[৬] তুরিত[৭]।
বিবাহ করাইমু পুত্র কহিলুম নিশ্চিত[৮] ॥
তার ঘরে আছে কন্যা পরম সুন্দরী[৯]।
বিবাহ কারণে তুহ্মি চল তরাতরি[১০] ॥
দ্বিজ রামদেবে ভণে দেবীপদ সার।
চলিলেক বিপ্র মনাই চালাই সম্ভার ॥

সুহি সিন্ধুড়া রাগ।

চলে ব্যাধ পুরোহিত ব্যাধবংশ সমোদিত
ধর্ম্মকেতু হরষিত মন।
চলিলেক ব্যাধঠাট আবরিয়া রাজবাট
গেল পুষ্পকেতুর সদন ॥

জানে ব্যাধ পুষ্পকেতু কৈন্যার সম্বন্ধ হেতু
বিপ্র দেখি বন্দিলা চরণ ॥
বোলে বিপ্র আগু হইআ তানে আশীর্ব্বাদ দিআ
শুন কহি[১] ব্যাধের তনয় ।
কৈন্যা[২] সনে[৩] সম্বন্ধ হেতু পাঠাইছে ধর্ম্মকেতু
নিরবধি[৪] শুন মহাশএ ॥
বচনে চতুর তুহ্মি তোহ্মা কি বলিব আহ্মি
এহি হেতু মোর আগমন ।
আসিয়াছে জ্ঞাতিগণ হইয়া সানন্দিত মন
তা সভারে দেয়গী আসন ॥
বিপ্রের আদেশ পাইআ পুষ্পকেতু আসি ধাইআ
বসাইল জ্ঞাতি সমুদিত ।
সেই সভাএ জ্ঞাতি সাথে বচনে বিবাদ[৫] পাতে
গণ্ডিশর এড়িয়া ভূমিত ॥
ব্যাধ বোলে বিপ্র মনা মনে ছাড় সে বাসনা
মোর বাক্য না ভাবিঅ আন ।
বসুপণ কবর্দ্দ এক দুইখানি খইয়া লেক[৬]
তবে সে ফুলরা দিমু দান ॥
সম্বন্ধ নির্ণয় করি ধর্ম্মকেতু অনুসারি
কহে বিপ্র বচন সুসার ।
শুন শুন ব্যাধ বীরে কি আর জিজ্ঞাস মোরে
বধূ পারে পশু মারিবার ॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা ।
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইআ ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা ॥

হরিরাম ॥ ধু ॥

আর দিন ধর্ম্মকেতু সানন্দিত মন ।
পুত্রের বিবাহ হেতু আনে জ্ঞাতিগণ ॥

বিবাহ নির্ব্বন্ধ দিন কৈল বুধবার।
ব্যাধপত্নীসবে করে উৎসব আচার ॥
ইটাল সিন্দূর আনি ঘসি দিল শিরে।
পঞ্চ জন তুষ্ট করে এক এক বারে ॥
গৃহেতে আসিআ সবে প্রশংসিল সব।
ব্যাধকুলে নাহি হএ এমনি উৎসব ॥
হুড়াহুড়ি ছুড়াছুড়ি ব্যাধসভা করে।
বর সাজাইয়া আনে পুষ্পকেতুর ঘরে ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

মল্লার রাগ।

ব্যাধের মন্দিরে আজি আনন্দ কহিমু কী।
কালকেতু বিভা করে পুষ্পকেতুর ঝি ॥ ধু।

জ্ঞাতির ভোজন হেতু গেল অর্দ্ধ রাত্রি।
পরিণয় করে কেতু ফুলরা যুবতী ॥
ডমুরু ডিণ্ডিভি বাজে করি কুতূহলি।
ঢেমসি বাজাএ কেহ দেই করতালি ॥
কৈন্যা সমর্পিয়া যেন মন কুতূহল।
যতুক মিলেক এক ভগ্ন নারিকেল ॥
কর্ম্ম সাঙ্গে দান মাগে ব্রাহ্মণ রুষিল।
এহার কারণে বিপ্র খাইল কত কিল ॥
বোলাবুলি ঠেলাঠেলি কত কটু বাণী।
বিবাদ করিল বিপ্র সমস্ত যামিনী ॥
বধূ সঙ্গে ঘরে আইল ব্যাধের নন্দন।
কালকেতু লইআ কিছু শুনিবা কারণ ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদএ চিন্তিআ দুর্গার চরণ কমল ॥

রাম রাম রাম রামগুণ গাহাম।
চণ্ডিকার চরণে গাইনে করিল প্রণাম॥
চণ্ডিকার চরণে সাত সহস্র প্রণাম।
এইখানে হইল আজি গীতের বিশ্রাম।

অতঃপর আশীর্ব্বাদ॥ অথ বুধবার গীত সমাপ্ত॥

অথ গুরুবারে পূর্ব্বাহ্ণ গীত।

বড়াড়ী রাগ।

কান্দে ধর্ম্মকেতু বীর নয়ানে বহএ নীর
প্রিয়া[১] কি উপাএ করিমু অথন।
নানা পশু বধি মুই পুষিতে না পারম তুই
কেমনে পুষিমু চারিজন॥
সঞ্চয় ভাবিআ চাহি সন্ধ্যার সম্বল নাই
কোদণ্ড চাপিতে নাহি বল।
আন প্রিয়া মোর শরে পাষাণ ভেদিতে পারে
উলটিআ যাএ রসাতল॥
প্রভু পুত্র বাঢ়ে দিনে দিনে চিন্তা পাঅ অকারণে
জঠরে পুষিতে কিনা ভয়।
বধূর কঠোর বাণী ভালে জানে বিকিকিনি
ভাগ্যে দিলে করিব সঞ্চয়॥
ভাবিয়া দেবীর পাএ দ্বিজ রামদেবে গাএ
অধমে মাগম এহি ধন॥

অএ রাম অ মোর সোন্দররে প্রাণ মনে হএ॥ ধু॥

প্রিয়ার বচনে কেতু সানন্দিত মন।
পুত্রসঙ্গে মহাবীর গেলেন কানন॥
একা বীর ধর্ম্মকেতু প্রবেশে কানন।
পশু বধিবার হেতু যোড়ে শরাসন॥

পিতাপুত্রে পশু বধে হরিষ অপার।
গজ গণ্ডা ভালুক হানিল কৃষ্ণসার ॥
সেই কালে দৈবহেতু নির্ব্বন্ধ কারণ।
ধর্ম্মকেতু শরসাথে দেখে পঞ্চানন ॥
তর্জ্জিআ গর্জ্জিয়া সিংহ পড়ে কেতুর গাএ।
নখে বিদারিআ তান প্রাণ লইয়া যাএ ॥
কালকেতু দেখে পিতা হইল নির্জ্জীব।
মৃতদেহ লইয়া গেল ভুবন[১] সমীপ ॥
মা মা বলি ভাবে বীর কান্দিআ বিভোল।
মাংসের কারণে গেলুম পিতা মোর মইল ॥
পতির নিধন জানি পাইল সন্তাপ।
ধরণী লোটাইয়া কত করিল বিলাপ ॥
তটিণীর তটে বীর হুতাশন জ্বালি।
পাবকে চড়াইয়া পিতার দেহ দিল তুলি ॥
মৃত সহ অনুমৃতা গেল তার মাতা।
লোটাইয়া কান্দে কেতু হাহা মাতা পিতা[২] ॥
সেই কালে কালকেতু লইয়া পুরোহিত।
জননীজনকের করে ঔর্দ্ধদেহিক[৩] ॥
প্রেতকর্ম্ম সঙ্কলিআ ব্যাধের নন্দন।
করুণা বিলাপে কান্দে বসিআ তখন ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

পাহিড়া রাগ[৪]।

কান্দে বীর ব্যাধের কুমার।
জনক জননী করি লোটাইয়া ধরণী ধরি
দশ দিক দেখে শূন্যকার ॥
জননী জনমদাতা একেবারে নিল ধাতা
কী রূপে ধরাইমু[৪] প্রাণ মুই।

যেন সেই বিভাবরী কলানিধি অনুসারি
প্রভাতে বিনাশ ভেল দুই ॥
শোকানলে[১] দহে গা শুন প্রিয়া ফুলরা
চিন্তাএ বাহিরাএ মোর প্রাণ[২] ॥
যে বন্ধু জনক ছিল সে মোরে ছাড়িয়া গেল
সন্ধ্যার সম্বল নাহি ঘর ॥
শোকে তনু হএ পাত চিন্তা ছাড় প্রাণনাথ
একি কান্দ অজ্ঞানী সমান।
কহিছে বিমলমতি সুখ দুঃখ চক্রগতি
মোর প্রতি এহরে[৩] প্রধান ॥
ভাবিয়া দেবীর পাএ দ্বিজ রামদেবে গাএ
অধমে মাগম এহি ধন ॥

ভাটিয়াল রাগ।

মৃগবধে কালকেতু যাএ মহাবীর
হাহাকারে ধাএ পশু না হএ সুস্থির ॥
গণ্ডা মহিষ হানে আদি কৃষ্ণসার।
কুরঙ্গ লড়াইয়া ধরি মারএ পাছাড় ॥
শার্দ্দূল হানিল শরে পড়ে হুঙ্কারিআ।
মহিষ হানিল শরে পড়ে ভূমে শৃঙ্গ দিআ ॥
নকুল ভালুক ধরি মুণ্ড[৪] চাপি মারে।
সসারু সিসারু পাইয়া জাবড়াইআ ধরে ॥
পিতৃবৈরী সিংহ জানি দেখিতে না পারে।
যেখানে দেখএ সিংহ টঙ্কারিআ মারে ॥
অবনী তেজএ পশু পাইআ যন্ত্রণা।
মঠে গিআ স্তবে দুর্গা করিআ মন্ত্রণা ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

ধানসী রাগ।

অএ দেবী জননীগো মা তুয়া পদপঙ্কজ সার।
এহি তিন ভুবনে চাহিলুম মনে মনে
তুয়া বিনে লৈক্ষ্য নাই আর॥ ধু॥

চণ্ডিকার চরণে স্তবে জরতী শূকরী।
জয় জয় জগতজননী[১] সুরেশ্বরী॥
তুহ্মি শিবা শিবদা সঙ্কটবিনাশিনী।
ভক্তে অভয়ারূপা দীনউদ্ধারিণী॥
অকালেতে পশুসৃষ্টি হইল সংহার।
কালকেতু ভয়ে প্রাণ রক্ষ এইবার॥
এমনি স্তবিলা যদি যথ পশুগণ।
অভয়া বরদারূপে দিলা দরশন॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবি বিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

হরি রাম॥ ধু॥

অভআ দেখিআ পশু পড়ে ভূমিতলে।
কান্দিআ নিবেদে দুঃখ চরণকমলে॥
শূকরী কান্দিয়া কহে দেখিআ পার্ব্বতী।
বরাহবংশেতে আহ্মি অভাগীর জাতি॥
কুরঙ্গী কুহরে দুর্গার চরণেত ধরি।
মাংস ভার দিআ কৈলা জগতের বৈরী॥
কহিতে কেতুর কথা হৃদএ বিদার।
মুই বিনে মৃগবংশে কেহো নাহি আর॥
মহিষে কান্দিআ কহএ চণ্ডিকার পাএ।
জীবনে বাধিআ কেতু শৃঙ্গ লইয়া যাএ॥
গণ্ডকে কান্দিআ কহএ চণ্ডিকার চরণ
খড়্গ লাগি কেতু বধিল জীবন॥

শার্দ্দূলে কান্দিআ কহএ নাহি সমাধান।
চর্ম্মের লাগিআ কেতু না থুইল সন্তান॥
সিংহে[১] কান্দিয়া কহএ চণ্ডিকার পাএ।
পিতৃবৈরী জানি কেতু খেদাইআ লড়াএ॥
শসারু সিষারু সেজা নকুল আকুল।
মারিআ সকল পশু করিল নির্ম্মূল॥
পশুগণ আশ্বসিআ গেল নারায়ণী।
স্বর্ণ গোদা হইয়া পথে রহিলা ভবানী॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদএ চিন্তআ দুর্গার চরণ কমল॥

আসোয়ারি রাগ[২]।

প্রভাত সমএ কেতু উঠিয়া তখন[৩]।
জ্যোতিষা ডাকিআ গণে প্রভাত গণণ॥
আর দিন গণ ভাই মনে গ্লানি করি।
আজুকার প্রভাত গণ মন দঢ় করি॥
মৃগয়া ঘটিলে দিমু তোহার দক্ষিণা।
গণরে আচার্য্য ভাই প্রভাত গণন॥
ভূমি অঙ্ক করিলেক দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
লগ্ন স্থির করি করে প্রভাত গণন॥
লগ্নের দশমাধীপ দেখএ সুরগুরু।
সম্পূর্ণ দর্শন তাতে অষ্টবর্গ চারু॥
কেতুর কর্ম্মের ফল কহন না যাএ।
ন ভূত ন ভবিষ্যৎ গণিআ দেখাএ॥
জ্যোতিষাএ বোলে বীর আজুকার দিনে।
অপার মহিমা দেখি অসংখ্য কথনে॥
কিংবা তুহ্মি হইবা রাজা আর পাইবা ধন[৪]।
নতুবা পরম ব্রহ্ম দেখিবা নয়ান॥

কেতু বোলে মিথ্যা বল এই সমাচার।
পাড়ুয়াএ পাইছে কোথাএ অমূল্য ভাণ্ডার॥
দৈবজ্ঞ বলএ যদি মিথ্যারে গণন।
পাঁজি পুঁথি পুড়িমু জ্বালিয়া হুতাশন॥
দ্বিজ রামদেবে গাএ দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

সুহি মোল্লার রাগ।

ফুলরাএ বোলে কেতু না ভাব জঠরহেতু
বিনা চাউলে বঞ্চিম দুই[১]।
নিত্য নিত্য পশু মারি সন্ধ্যা গোয়াইতে নারি॥
পুষিতে নারিমু তোরে মুই॥
রামা বোলে বীরবর তুহ্মি আহ্মি একাশ্বর
না ভাবিআ গঞ্জ অকারণ।
প্রভু আছে কিছু অন্ন বাসি শুনি মহাবীরের[২] হাসি
স্নানহেতু করিলা গমন॥
দেবীপদদ্বন্দ্ব ভাবিয়া মকরন্দ
দ্বিজ রামদেবের অভিলাষ॥

অ মোর সোন্দরয়ে প্রাণ নারে হএ॥ ধু॥

তরাতরি আইল বীর ঝাপ দিয়া জলে।
পাতিয়া মানের পাত[৩], বৈসে ভুমিতলে॥
বাসি অন্ন আনে রামা দিআ তরাতরি।
জল সমে ঢালে অন্ন পাতে শীঘ্র করি॥
আছে বা না আছে অন্ন পূর্ণ বাসি জলে।
স্থালীসঙ্গে আনি তাহা বীরের পাতে ঢালে॥
ভূমিত জানু দিয়া বীর পীএ বাসি জলে।
তদন্ত না করে তাহা খাএ মহাবীরে[৪]॥

প্রচণ্ড রবির তাপে শুকাএ সরোবর।
হা করি টানিআ অন্ন ভরিল উদর[১] ॥
প্রিয়া নিত্য নিত্য করাঅ যদি এমনি ভোজন।
বামহস্তে ধরিতে পারি পড়িতে গগন ॥
ভগ্ন নারিকেল জলে কৈল আচমন।
গণ্ডিশর লইয়া বীর চলিল কানন ॥
ভবনে দেখএ কেতু অতি শুভক্ষণ।
দধি লইয়া গোয়ালিনী ডাকে ঘন ঘন ॥
বামেত দেখএ শিবা চাহে মহাবলে।
দেখএ খঞ্জনযুগ খেলে শতদলে ॥
কেতু বোলে দেখি আজি অতি শুভ চিন।
পাইমু অসংখ্য পশু পশিলে কানন ॥
কোদণ্ড নাচাইয়া বীর যাএ হরষিতে।
অকস্মাৎ স্বর্ণ গোধা দেখে রাজপথে ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাহি আর ॥

মানহাটি রাগ।

গোধিকা ভাল হইল দেখিলুম তোহ্মারে।
এইরূপে আছিলা কথাকারে ॥ ধু ॥

হেম নিন্দিত অঙ্গ তনু সুতরুণ।
আখিযুগ নিন্দিআ অরুণ ॥
মুই তোহ্মা দেখি চলিছম কানন।
শুভাশুভ বুঝিমু অখন ॥
যদি আহ্মি না পাই পশুগণ[২]।
খড়্গে মুণ্ড করিমু ছেদন[৩] ॥
বীর গোধিকা প্রণামি বারেবার।
প্রবেশিল অটবী মাঝারে ॥

দ্বিজ রামদেবে এহ রস গাএ।
মোরে রেণু করি রাখ রাঙ্গা পাএ॥

তুড়ি ভাটিয়াল রাগ।

ভাইরে মধুবনে আর ভয় নাই।
আনন্দে বিহরে তথা রামকানাই॥
আজু আপনি মাঠেতে আইলে নন্দের দুলাল।
না ধাইঅ না ধাইঅ বোলে রঙ্গিয়া রাখোআল॥
দেখনা কদম্বতলে ও দীনদয়াল[১]।
আনন্দে বিহরে রঙ্গে নন্দের দুলাল॥
রামদেবে বোলে আজু ধন্য হইল ক্ষিতি।
গোধন রাখিতে আইল গোলোকের পতি[২]॥ ধু।

বীর কোদণ্ড লইআ করে ফিরে বনে বনে।
আকুল নয়ানে ভ্রমে মৃগ অন্বেষণে॥
সেই কালে মৃগরূপ হইল নারায়ণী।
বীরের আগে আগে ধাএ শঙ্করমোহিনী॥
মৃগ খেদাইআ লড়ে কেতু মহাশএ[৩]।
যেই বনে নাই পশু তথা গিয়া রহএ॥
তরাতরি মহাবীর গুণে দিল টান।
আকর্ণ পূরিআ হানে খরসাণ বাণ॥
সেবকের জানিআ মাতা শরের সন্ধান।
মৃগরূপ পরিহরি হইল অন্তর্দ্ধান॥
মহাবীরে ভাবে মনে একি দৈব হৈল।
এইখানে হানিলুম মৃগ কথা গিয়া মৈল[৪]॥
আকুল নয়ানে ভ্রমে[৫] সকল কানন।
পশু না দেখিয়া বীরে জুড়িল ক্রন্দন॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার॥
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

করুণা ভাটিয়াল রাগ।

কান্দে বীর হইয়া কাতর।
দুঃখে পদাঘাত মারে কোদণ্ড উপর ॥
হাহারে দারুন বিধি কি হইল আন্ধার[১]।
এইখানে হানিলুম পশু গেল কোথাকার ॥
হরি হরি প্রভাতে গণাইআ চাহিলুম তিন চারি রেখা।
তবে কি লাগিয়া পশুসঙ্গে না হইল দেখা ॥
মুই দেখিলুম খঞ্জনযুগ খেলে শতদলে।
জানিলুম সকল শাস্ত্র গেল রসাতলে ॥
কাননে আসিতে শিবা দেখা দিল বামে।
সব বিপরীত হইল কালকেতু নামে ॥
আরের জীবন হেতু ধাতা নানা ভাতি।
পশু বধি প্রাণ পুষি কাল ব্যাধজাতি ॥
হের রে কুলিশধর কুলিশ কর পাত।
ঠেকুক বীরের মুণ্ডে হৌক ভস্মসাৎ ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবি বিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

সিন্ধুড়া রাগ।

কালিন্দী কুলে কি লাগি আইলুম।
সজল জলদ শ্যাম বারেক না দেখিলুম ॥
দেখিব দেখিব কালা মনে ছিল আশা[২]।
কালিন্দীর কূলে আসি হইলুম নিরাশা ॥
রামদেবে বলে আশা মনে মাত্র সার।
আশারে ভরসা করে সকলি সংসার ॥ ধু ॥

কান্দিয়া উঠিলা বীর চিন্তিআ অন্তর।
কী লইআ সমুখ হইমু ফুলরার গোচর ॥

মন্থরগমন ঘরে চলে ধীরে ধীরে।
পলটি গোধিকা দেখি গর্জ্জে মহাবীরে ॥
যেমনি পাইছি[১] ফল তোহ্মা দরশনে।
রন্ধনে সম্ভারাতেল পুষিমু যত্তনে[২] ॥
এমনি অনিষ্টদাতা[৩] দুষ্ট গুইসাপ।
আজু তোহ্মা খাইয়া ঘুচাইমু মনের সন্তাপ ॥
শোষাইয়া ফোপাইয়া ধাএ সেবকের ডরে।
বীর কোদণ্ড কণ্ঠেত দিআ মুণ্ড চাপি ধরে ॥
লেঙ্গুরে মোচড়া দিয়া কণ্ঠদেশে ধরি।
হস্তপদ[৪] বান্ধিলেক দিয়া উলুদড়ি ॥
হাতিআ বন্ধনে গোধা বান্দে কত ছান্দে।
কোদণ্ড কোটিতে রাখি তুলি লএ কান্ধে[৫] ॥
গোধিকা লইয়া বীরের হইল গমন।
আপনা মন্দিরে গিয়া দিল দরশন ॥
তখনে ফুলরা রামা গৃহ পরিহরি।
বাজার পসার লৈয়া চলিছে সুন্দরী ॥
পন্থে বিকি পাইয়া রামা করএ বাজার[৬]।
দ্বিজ রামদেবে ভণে দেবীপদ সার[৭] ॥

সুহি রাগ।

প্রথমে ফুলরা নারী নগরেত অনুসারি
পলন পসার লৈয়া শিরে।
ডাহিন পুতান তোলে[৮] ডাকিআ সঘন বোলে
কে লইবা কে লইবা বলি ফিরে ॥
পবনে দুর্গন্ধ বহএ বেঢ়ল মক্ষিকাচএ
সাচনে ছোপএ শতে শতে।
বেঢ়ল বায়স শতে নারে রামা নিবারিতে
উছটি[৯] খাইয়া পড়ে পথে ॥

প্রচণ্ড দিবসনাথে[১] দহন বরিখে পথে[২]
জ্বলাজালে বিদারে পাষাণ।
চলিতে চরণভাগে আনল সমান লাগে
কান্দে রামা নিন্দি ভগবান॥
এইরূপে বাজারে আইসে পন্থে বিকি পাইয়া বৈসে
বেচে মাংস প্রথমে তুরিত।
সানন্দিত পাইয়া বিকি কবর্দ্ধ না লএ লিখি
কিনে মাংস যার যে উচিত॥
ঠেলাঠেলি বিপ্রগণ কৃষ্ণসারজিন[৩] কিনে
থলখড়্গ লএ দ্বিজসিংহে।
যত আইল শিল্পবন্ত মাগে তারা গজদন্ত
কেহ মাগে মহিষের শৃঙ্গে॥
যে[৪] করে সৈন্যাস ধর্ম্ম জানিআ ওহার মর্ম্ম
দ্বিপিচর্ম্ম মুলাধিকে লএ।
যত ইতি ভণ্ড যোগী হএ তারা সর্ব্বভোগী
ভিক্ষা আশে চারি পাশে রহএ॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইআ ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা॥

অএ রাম মোর সোন্দররে প্রাণ না রহএ॥ ধু॥

বীর সোলার দ্বার করি একধার।
গণ্ডিশর গোদা থোএ ভুবনমাঝার॥
ফুলরা না দেখি বীরে কত ভাবে মনে।
বাজারে চলিল বীর প্রিয়া অন্বেষণে॥
বিকি সাঙ্গে উঠিয়াছে ফুলরা যুবতী[৫]।
সেই কালে মহাবীর হইল উপনিতি॥
ফুলরাএ বলে প্রভু জিজ্ঞাসি তোহ্মারে।
কাননের লাভালাভ কহত আহ্মারে॥

যেবা কিছু বিকি পাইলুম আজুকার দিনে।
বটেক না রহিল ঘরে গেল পূর্ব্ব ঋণে[১] ॥
বীর বোলে কর্ম্মদশা বলিব কাহারে।
কানন হৈতে শূন্য হাতে আসিআছি ঘরে ॥
আজুকার দিনে প্রিয়া একি দৈব হৈল।
কাননেতে নাই পশু কথাএ গিআ রইল ॥
পশুর অভাবে প্রিয়া কান্দিলুম বিস্তর।
ক্রন্দনে নিস্ফল জানি আসিলুম ঘর ॥
পন্থেতে গোধিকা এক পাইয়া তখন।
যত্তনে আনিলুম তারে করিতে ভক্ষণ ॥
কর্ম্মেতে আছিল প্রিয়া এতেক সন্তাপ।
ভক্ষ্যণ অভাবে খাইমু দুষ্ট গুইয়া সাপ ॥
বলিহে তোহ্মারে প্রিয়া শুনরে বচন।
গোধিকা কাটিআ ঝাটে করগী রন্ধন ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবী পদসার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

হরিরাম হরে ॥ ধু ॥

এহা শুনি চিন্তা পাএ ফুলরা সুন্দরী।
মহাবীরের তরে দিল কড়ি দেড় বুড়ি ॥
তণ্ডুল কিনিতে বীর যাএত হরিষে।
ফুলরা চলিয়া গেল আপনা নিবাসে ॥
গোধিকা কারণে রামা চিন্তিত অন্তর[২]।
কিমতে কাটিমু গোধা বঠি নাই ঘর[৩] ॥
দিনান্তে আসিবে পতি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া।
শীঘ্র না পাইলে ভক্ষ্য মারিবে ধরিআ ॥
পসার সম্ভার রামা রাখিআ ভুবনে।
চলিলা ফুলরা রামা বটি অন্বেষণে ॥
দ্বিজ রামদেব গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদএ চিন্তিয়া দুর্গার চরণ কমল ॥

মল্লার রাগ।

মাতা সেবকের জানিয়া ক্লেশ ধরিলা নিজ বেশ
পদ্মার পাইয়া অঙ্গীকার।
যে রূপ হেরি হেরি মোহিত শূলধারী
সমাধি নারে করিবার ॥
লাবণ্য সুধাসিন্ধু বদনে নিন্দিত ইন্দু
সিন্দূরে ভাল বিরাজিত।
হেন কি প্রেমভোলে ললাটে চান্দ দোলে
অরুণ হইছে উদিত ॥
নিন্দিআ শতদলে রাতুল পদতলে
নখ সব চান্দ উদএ।
যেন শশিভাগে কমল পদআগে
শরণ মাগে রাহু ভএ ॥
রচিআ শতদলে রঙ্গিণী সখী মেলে
বসিআ তথি নারায়ণী।
কিঙ্কর তারিবারে রহিলা ভগ্ন গৃহে
নিন্দিআ কোটি দিনমণি ॥
দেবীপদদ্বন্দ্ব নিন্দিআ অরবিন্দ
আনন্দকন্দ মনোহর।
কবিবিধুসুত ভাবই অবিরত
রোপিত মনোসরোবর[১] ॥

সুহি রাগ।

নাগর বড় ত্রিভঙ্গের ভঙ্গিমা।
কোটি শশী জিনি রূপ লাবণ্যের নাই সীমা ॥ ধু ॥

ভগ্ন গৃহে রহিলা যদি জগতঈশ্বরী।
বিশ্বকর্ম্মা ডাক দিয়া বোলে তরাতরি[২] ॥

অভয়াএ বোলে পুত্র শুন কারুপতি ।
রতন কাঞ্চুলী এক দিবা শীঘ্রগতি ॥
দেবকারু বোলে মাতা কি মোর কপাল ।
তোহ্মার কাঞ্চুলী বোল গঠিতে তৎকাল ॥
দুর্গার আদেশে বিশাই রহিতে না পারে ।
খান খান করি বস্ত্র তরাতরি জোড়ে ॥
কাঞ্চুলী জুড়িআ বিশাই হৃষ্ট দেবকারু ।
পারিজাত আদি যথ লেখে কল্পতরু ॥
ত্রিভুবন লেখে তথি স্বরাএ আকুল ।
দেবপল্লী নানা বল্লি মল্লিকাদি ফুল ॥
নেহলি পারলি চিন্না যুতি জাতি দনা ।
নানা পুষ্প লেখে তথি হই একমনা ॥
কাঞ্চুলী সমর্পি বিশাই মাগিল বিদাএ ।
সানন্দিতে পৈন্হে তাহা দেবী মহমাএ ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

হরিরাম[১] ॥ ধু ॥

নিজ বেশে রহিলা যদি জগতজননী ।
সখীস্থানে বটি মাগে ফুলরা কামিনী ॥
সখী বোলে ওরে বেটি তুই বড় দুর্ব্বার ।
বারে বারে বটি নিআ পারিয়াছ ধার ॥
সখী জানি কর্জ্জ দিলুম পঞ্চ বুড়ি কৈড়ি ।
লাভ দিলা মুলধন নাহি দিলা ফিরি ॥
ফুলরাএ বোলে সখী হওরে সদএ ।
বান্ধা থুই দেঅ বটি লোহার বলএ ॥
সখী বোলে বটি দিমু সাক্ষী নাহি কেহো ।
সইআর মাথা খাও যদি ব্যাজে আনি দেঅ ॥
বটি পাইআ হইল তবে ফুলরার গমন ।
ভগ্নদ্বারে আসি তথন দিলা দরশন ॥

সোলার দ্বারখান করি একধার।
অখিলমঙ্গলা দেখে ভুবনমাঝার॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

দীর্ঘছন্দ।

তুড়ি ভুপালী রাগ।

আরে ধনি জিজ্ঞাসি তোহ্মারে বোল॥ ধু॥

তুহ্মি কলাবতী রূপে জিনিআ অতি
কে তোরে দেখিআ না ভোলে।
বিধুসুত আদি এইরূপ দেখে যদি
দাস হইব অবহেলে॥
কহরে[১] সোন্দরি সোহাগে আগলি
কি দৈবে মজিলি তুই।
প্রভুর রূপ কালা জিনিয়া মেঘমালা
দেখিয়া ডরাম মুই॥
তোহ্মার উচিত হএ হরসুত
সেই সব নাগর ছাড়ি॥
কার বোল ধর কালকেতু বর
কে তোরে আনিল হরি।
শুনরে মোহিনী আমি ব্যাধিনী
না যাইতে রাখিছি প্রাণ॥
আইলা সুন্দরী সুধা পরিহরি
বিষ করিবারে পান।
কহে ব্যাধিনী হাসে নারায়ণী
যারে সেবে মঘবান॥
দেবীর চরণ সেবি অনুক্ষণ
রামদেবে এহ গাহে॥

সুহি গান্ধার রাগ।

ফুলরাএ বলে যদি দেঅ মন।
দ্বাদশ মাসের দুঃখ করম নিবেদন॥
মাধবীতে মাধবে দুঃখ সৃজিল আন্ধার।
প্রভুসনে বিযুবনে বহম মৃগভার॥
নিদাগে ভানুর জালে জ্বলিত অবনী।
তখনে পসার মাথে ভ্রমম অভাগিনী।
জ্যৈষ্ঠে যেমন দুঃখ পাএ ফুলরাএ।
স্মরিতে সে সব দুঃখ বিদারিআ যাএ॥
সরস রসাল রসে সব হরষিত।
কপর্দ্দি বিহনে আমি সে রসে বঞ্চিত।
শুচি মাসে বনে যাইতে অজিন পরিধান।
দিন সাঙ্গে গৃহসঙ্গে হএ দরশন॥
সঘনে গগনে মেহু ঝঙ্কারে সৌদামিনী।
সেইত প্রকারে ভোজন করে বীরমণি॥
শ্রাবণে শ্রবণভরি শুন দুঃখ মোর।
ঘন ঘন বজ্রাঘাত দাদুরি ঘনরোল॥
সঘন বরিখে মেহু মুষলের ধারে।
মানের পত্র মুণ্ডে দিআ বঞ্চি এই ঘরে॥
দুঃখ মোর শুনরে পদ্মিনী।
এই দুঃখের অংশ লাগি হইলা সতিনী॥
ভাদ্রমাসে ভদ্রশীলে নিবেদম অভাগী।
চিন্তাএ আকুল আমি প্রাণনাথ লাগি॥
গরজে সিংহিনী মেহু বরিখে ঝিমানি।
তখনে একাকী বনে ভ্রমে বীরমণি॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা বিধির নিরমাণ।
অখিল ভুবন ভরি নানা বলিদান॥
স্মরিতে সে সব দুঃখ দগধে হৃদএ।
ঘরে ঘরে ফিরি মাংস কেহ নাহি লএ॥

ভোগীভোগবাহন মাসে মুই বড় আকুল।
কহিতে সে সব দুঃখ হৃদ্রে ফুটে শূল॥
বাসি অন্ন প্রভুরে দিয়া পাঠাম কানন।
এ পাপ জীবন পোষম খাইয়া জীবন॥
সহাতে সহস্র দুঃখ কহন না যাএ।
ও দুঃখ শ্রবণে দারুণ পাষাণ মিশাএ॥
অগ্রাণে অসীম দুঃখ শুনরে মোহিনী।
অন্ন বিনে বঞ্চি আমি দিবসরজনী॥
নানাশালে পরিপূর্ণ এ মহীমণ্ডল।
পাপ কর্ম্মফলে নাহি সন্ধ্যার সম্বল॥
দুঃখ মোর শুনরে সুন্দরী।
এ দুঃখ অংশের আগি হইলা ব্যাধনারী[১]॥
পৌষে প্রবল শীত শীতল দিনমণি।
শীতে কম্পিত আমি দিবসরজনী॥
পৈন্ধএ সৌভাগ্যবতী নানা পরিধান।
হেনকালে মৃগচর্ম্ম হইল পুরাতন॥
মকরে মনের দুঃখ মরণে সে যাএ।
সেইত বিপদে প্রভু না দেখম উপাএ॥
মৃগচর্ম্ম পরিধান মৃগচর্ম্ম গাএ।
তুষারে কম্পিত তনু নিশি না পোহাএ॥
ফাল্গুনে ফাগুর খেলা হরির উৎসবে।
সীমন্তে[২] সিন্দূর শোভে[৩] সীমন্তিনী সবে॥
তখনে পসার লইয়া ফিরম অভাগিনী।
এ পাপ ললাটে বাহম মাংসের ঝোলানি॥
চৈত্রে চকিত হইয়া চাহম চারিভিত।
ক্ষুধাএ দগধে দেহ লোটাম ভূমিত॥
বিলাসিনী বিলাসএ বিলাসিনীর সনে।
চিন্তাএ আকুল আহ্মি অন্নের কারণে॥
দুঃখ মোর শুনরে মোহিনী।
এহাথু অধিক[৪] দুঃখ তুহ্মি হইলা সতিনী॥

দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদসার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

পটমঞ্জরী রাগ[১]।

ফুলরার বাক্য শুনি হাসি বালে নারায়ণী
কি তুই দেখাঅ মোরে ভএ॥
আরাধি আনিছে যে সে যদি বিদাএ দে
চলি যাইমু যথা মনে লএ॥
ফুলরাএ বোলে সতী বুঝিলাম তোহ্মার মতি
মনে বৈড়ি হইছ উল্লাস।
এ রূপ যৌবন তোর প্রভুরে ভুলাইলি মোর
কিভাবে বঞ্চিমু তোর পাশ।
হাসি বোলে শৈলসুতা হইআ কৃপাযুতা
বীর তোর আইসক ভুবন॥
ওরে বেটি পাপরাশি হইবা আহ্মার দাসী
সেবিবারে দুইখানি চরণ।
বোলে ধনি সচকিতে না পারিবা আহ্মি জীতে
বঞ্চিবারে ভুবন মাঝার॥
ঘুচাইমু লাসবেশ জীবনে করিমু শেষ
মাথে দিমু মাংসের পসার॥
ভাবিআ দেবীর পাএ দ্বিজ রামদেবে গাএ
অধমে মাগম এহি ধন॥

মল্লার রাগ।

বীর ব্যাধসোন্দররে বুদ্ধি তোর গেল ছাড়খার॥ ধু॥
গর্জিয়া ফুলরা নারী বাজারেত অনুসারি
বীর দেখি হুঙ্কারে সত্বরে।
তোহ্মার দিনান্তে না মিলে ভাত এথ নাগরালি ঠাঠ
পর নারী আনিআছ ঘরে॥

মুই জানোম মোর বীর বড়হি ধৰ্ম্মেতে স্থির
ভরমে না বোলম এথ দূর[১]।
কুলশীল অবিচারে কার দারা আন ঘরে
মজ্জাইবে মোর জাতিকূল ॥
যদি শুনে দণ্ডধর বেচাইব গণ্ডিশর
নিমেষে টুটাইব অহঙ্কার।
তক্ষকের মণি দেখি ভেকের ভুলিছে আখি
না বুঝসি আপনা সংহার ॥
পরদারা হরে যে সংহার না হৈছে কে
এহার প্রমাণ দশানন।
পরদারা বাঞ্ছা কৈল শুম্ভ নিশুম্ভ মৈল
দ্রোপদী কারণে দুর্যোধন ॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদআশে মোহিত হইআ ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা ॥

কামোদ রাগ।

দেখ আসি নিকুঞ্জমন্দির মাঝ।
কোটি পূর্ণ ইন্দু জিনি নলিনীনৈরাশ[১] ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণে যে পদ ধেয়াএ।
সে পদ ভূমেতে পড়ি গড়াগড়ি যাএ ॥
এমনি বিধির লীলা দৈবের গঠন।
বিনামূল্যে বিক্রি হয় অমূল্য রতন ॥
রামদেবে বলে ক্ষিতি ধন্য ধন্য মানি।
যে স্থানে উদয় হৈল জগতজননী ॥ ধু ॥

ফুলরার বচনে কেতুর কম্পিত শরীর।
তর্জ্জে গর্জ্জে মহাবীর হইয়া অস্থির ॥

বীরে বোলে প্রিয়া তোর বাক্য মিথ্যা হএ।
জানিঅ জীবন তোর রহিতে সংশএ ॥
ফুলরা সহিতে বীর করি দঢ়াদঢ়ি।
আপনা মন্দিরে আইল দিআ তরাতরি ॥
সোলার দ্বারে আসি বীর মারে ঠেলা।
ভগ্ন গৃহ মাঝে[১] দেখে অখিলমঙ্গলা ॥
ভোবনে বসিআ রহিছে জগতজননী।
ভোবন প্রকাশ হৈছে কোটি দীপ জিনি ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

শ্রীরাগ[২]।

মাতা তোহ্মারে জিজ্ঞাসম বারে বারে।
স্বরূপে পরিচয় দে আহ্মারে ॥
তোহ্মারে কে বিধি করিছে এত রূপে।
হেরিতে হরের মন ভোলে[৩] ॥
তোহ্মার মুখের নিছনি হেমকর।
নয়ান নিন্দিছে ইন্দুবর ॥
এরূপ মজ্জিত বারে বারে।
কমল অস্থির হইছে ভালে ॥
সর্ব্বথাএ মানুষ[৪] তুহ্মি নহএ।
কোন পাপে ব্যাধের আলএ ॥
বীর জিজ্ঞাসিআ না পাএ উত্তর।
ক্রোধে বীর জোড়ে গণ্ডিশর ॥
দ্বিজ রামদেবে এহ গাএ।
সেবক সম্বোধে সারদাএ ॥

সিন্ধুড়া রাগ।

পুত্র না ধর না ধর ধনুবাণ ॥
হরের ঘরিনী মুই নয়ানে না চিন তুই
কারে কর শরের সন্ধান ॥

সোবর্ণ গুধিকা হইলুম পশু লুকাইআ থুলুম
মায়ামৃগ করিলা সৃজন।
জান পুত্র কালকেতু আহ্মার মায়ার হেতু
কাননে না পাইলা পশুগণ॥
দেখি তোহ্মার দুঃখভার সহিতে না পারোম আর
দিবারে আইলুম বর।
পুত্র মাগিআ লওরে বর পশুহিংসা পরিহর[1]
আজি হোন্তে ছাড় গণ্ডিশর॥
বোলে কেতু মহাশএ[2] মনে মোর পত্য নএ
নয়ানে না দেখম দশভুজা।
তবে দীনহীন জন জীবন করিআ পণ
গুজরাটে দেম তোহ্মার পূজা॥
শুনিয়া সেবকের কথা দশভুজা হইলেন মাতা
সিংহবাহিনী মহামাএ।
ফুলরাত ভয়ভরে প্রভুরে চাপিআ ধরে
একী বলি অবনী গড়াএ॥
ভাবিআ দেবীর পাএ দ্বিজ রামদেবে গাএ
অধমে মাগম এহি ধন॥

রাম মোর করুণাসাগর রাম রাম। ধু॥

অভয়া দেখিআ বীর পড়ে ভূমিতলে।
অবনী ভাসিআ গেল নয়ানের জলে॥
অভয়া দেখিআ বীর আখির বহে ধার[3]
পর্ব্বতিয়া নন্দি যেন বহে অনিবার।
জয় জয় জয়ন্তী জননী সর্ব্বজয়া।
ব্রহ্মা হরিহরে যার নৈতে নারে ছায়া[4]॥
পশুপক্ষী যথ দেখি তোহ্মার সৃজন
পশু না মারিআ কি হয় ব্যাধের পোষণ॥

গণ্ডিশর না ধরিব আজ্ঞা দিল মাএ[১] ।
পশু না হিংসিলে[২] পাপী জীমু কি উপাএ ॥
অভয়াএ বোলেন পুত্র ব্যাধের নন্দন ।
তোর তরে দিমু আহ্মি করের[৩] কঙ্কণ ॥
যুগপাণি বলে বীর মুই পাপমতি ॥
তপস্যা উচিত ধন[৪] দিলেন পার্ব্বতী ॥
ইন্দ্রস্পদ পাএ লোকে যার অঙ্গীকারে ।
রাঙ্গা পীতল খানি মোরে দিলা কর্ম্মফলে ॥
বীরের বচনে রামা অট্ট অট্ট হাস ।
অভয়া বলে পুত্র না হইঅ হতাশ ॥
সুশীল বানিয়া তরে দেয়নী কঙ্কণ ।
গণিয়া দিবেক বানিয়া ছএ অযুত ধন ॥
কালকেতু বোলে পুনি শুন মহামাএ
ধনবাদে দণ্ড হৈলে কে মোর স্বহাএ[৫] ॥
অভয়াএ বোলেন পুত্র ছত্র ধর শিরে ।
কি করিতে পারে তোহ্মা লৈক্ষ দণ্ডধরে ॥
গুজরাট বন ছোটে লৈয়া নিজ ঠাট ।
আহ্মার আদেশে এথা কর রাজপাট ॥
অভয়ার চরণে বীর করিল প্রণাম ।
সখীসঙ্গে সিংহরথে হইল অন্তর্দ্ধান ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

হরি রাম ॥ ধু ॥

কালকেতুর তরে দুর্গা দিআ ধনবর ।
বিশ্বকর্ম্মা ডাক দিয়া আনিল সত্বর ॥
দেবী বোলে পুত্র বিশাই চল তরাতরি ।
গুজরাটে করি[৬] দিবা[৭] কালকেতুর পুরী ॥
আরতি পাইয়া চলে কারু বিশ্বম্ভর ।
গুজরাটে আসিআ তোলাএ দিব্য ঘর ॥

গজবাজী রঙ্গশালা করিআ নির্ম্মাণ।
বিভাবরীশেষে বিশাই করিল পয়ান॥
দুর্গার কঙ্কণ বীর ভিড়ি বান্ধে শিরে।
প্রাতঃকালে গেল বীর বণিকের[১] ঘরে[২]॥
সুশীল বানিয়ার তরে দিলনি কঙ্কণ।
উলটী পালটী বানিয়া নেহরে ঘনঘন॥
দুর্গার কঙ্কণ জানি ভাবিয়া তখন।
গণিয়া দিলেক বানিআ ছএ অযুত ধন॥
ধন পাইয়া কালকেতু কথ ছালা ভরে।
সন্ধ্যা সমএ আইল আপনার ঘরে॥
দেবীর প্রসাদে বীর হইল ধনবান।
বৈরিগণ হৈল তান সুহৃদ সমান॥
বিশাইর নির্ম্মাণ পুরী পাইআ তখন।
দুর্গার আদেশে ছোটে গুজরাট বন॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
দ্বিজ রামদেব তথি অলি হইয়ারএ॥

শ্রীরাগ।

কানন ছোটএ মহাবীর।
চণ্ডিকা চরণযুগে পুনি জানাইআ আগে
দণ্ডবতে নোয়াইআ শির॥
সঙ্গে বেঢ়নিয়াগণ ছোটে তারা সব বন
বাছিয়া কাটএ তরুবর।
পরিবার লইয়া সঙ্গে বনছোটে মনোরঙ্গে
ঘনঘাতে বাজাএ দগড়॥
লোকে করে কানাকানি বাঘাএ জাগিল শুনি
থাপাইয়া থাপাইয়া রহে আড়ে।

পড়িল ঠাঠার দিয়া রহে বীর আড় হইয়া
গোধারে পালাইয়া চাপি ধরে ॥
বীর দেখি জলে ছুটে মার মার বলি উঠে
কেহ কেহ ডাকে উচ্চ স্বরে।
শুনিয়া বীরের স্বর কাপে বাঘা থরে থর
গোধারে ফেলাইয়া দিল লড় ॥
গোধা হইল অস্থির বন ছোটে মহাবীর
বিংশতি প্রহর পরিসর।
দ্বিজ রামদেবে ভণে সারদার চরণে
জয় পাইল বীরবর ॥

হরি রাম হরে ॥ ধু ॥

আর দিন মহাবীর করে দুর্গা পূজা
সাক্ষাতে হইল তানে দেবী দশভুজা ॥
চণ্ডিকা দেখিয়া বীর পড়ে ভূমিতলে।
দণ্ডবত করি কহে চরণকমলে ॥
তুয়া আজ্ঞাএ কানন ছোটিলাম গুজরাট।
প্রজা নাহি কেমতে করিমু রাজপাট ॥
অভয়াএ বোলেন পুত্র না ভাবিঅ আর।
আজি নিশি প্রজাসর্ব্ব মিলামু তোহ্মার ॥
এ বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইল নারায়ণী।
মঙ্গলেরে স্বপ্ন কহে জগতজননী ॥
শুনরে বুড়ন মণ্ডল শুতি আছ কি।
তোর তরে স্বপ্ন কহি হেমন্তের ঝি ॥
গ্রামের প্রধান তুহ্মি হও মহাজন।
এথাতে রহিয়া প্রজা নাশ কি কারণ ॥
গুজরাটে কালকেতু করিছে পত্তন।
তথা গিয়া রহ তুহ্মি লইয়া প্রজাগণ ॥
কর নাহি দিঅ তথা দ্বাদশ বৎসর।
মুখ্য পাত্র হও তুহ্মি কেতু দণ্ডধর[১] ॥

এমনি কহিলা স্বপ্ন মণ্ডলের স্থানে।
কৈলাসে গেলেন দুর্গা চড়িআ বিমানে ॥
প্রভাতে উঠিয়া মণ্ডল লইয়া বন্ধুগণ।
অরুণ ওদয়ে ভাঙ্গে লইয়া প্রজাগণ ॥
গুজরাটে সভা করি হইল উপনিতি।
ভেটিল বীরের আগে করিআ প্রণতি[১] ॥
সানন্দিত প্রজাভাগ দেখে মহাবীর।
মণ্ডলের তরে দিল রাজপাগশির ॥
দোলাঘোড়া পাইয়া হইল মণ্ডলের গমন
সংক্ষেপে কহিব কিছু নগরপত্তন ॥
রাম রাম রাম রাম রাম গুণধাম।
এইখানে চণ্ডিকাগীতি করিল বিশ্রাম ॥
অথ গুরুবাসরস্য রাত্রিগীতং ॥

সুহি মল্লার রাগ[২]।

বিপ্রবর্গ যত আইসে বীরের নগরে বৈসে
যার যে জানিয়া যোগ্য স্থান।
কায়স্থবংস যত আইসে সাবর্ণিক লইয়া বৈসে
বৈসে পঞ্চ গোত্রের প্রধান ॥
জানে তারা নিজ ধর্ম্ম করে বেদবিধি কর্ম্ম
বীরের তরে জানাএ কল্যাণ।
বসিল শাণ্ডিল্যধারা ভরদ্বাজে বান্ধে পাড়া
কাশ্যপ বসিল স্থানে স্থান ॥
বৈন্দ্যঘটি বৈসে ভাল চাটাইতে পাটিআল
গাঙ্গুলী মুখুটী হরগাই।
তেঘরি করি স্থিতি ধর কাশ্যপ যতি
তার সঙ্গে বৈসে দিনসাই ॥

সামবেদ করি আদি জজুরিক অথর্ব্ববেদী
যার যে জানিয়া আদি মূল।
বৈসে বিপ্র একসাথে কুলীনে বিবাদপাতে
বলে তোর হেতু ছিন্নমূল॥
বীরের বিপিনপাশে চতুর্থ আশ্রমে বৈসে
বেদধ্বনি করে সর্ব্বদাএ।
কেহ করে অধ্যয়ন কেহ জ্বালে হুতাশন
সারি সারি মানব কেহ গাএ॥
ঘোষ বৈস গুহ পাল কর বর্দ্ধন ভুপাল
বল সিংহ বৈসে একধার।
বসিল অসংখ্য স্তর বৈদ্য সেন রুদ্র হোর
দত্ত দাস দে বৈসে আর॥
বৈসে শুদ্র চাষা জাতি দিবানিশি হরাতীতি
চাষা কেহো হবিষ অপার।
বীর স্বকপালে অবতরি আগে লোক সারি সারি
ভ্রমে বীর অতিশঅ রঙ্গে।
ভূমি ভাগ করি দে যার যে উচিত নে
মণ্ডল ফিরএ তার সঙ্গে॥
মিলে তখন ভাঁরুদত্ত হইয়া পরম সত্ত
যুগপাঞ্জি বীরের আগে কহএ।
কিঙ্কর না যাইমু ছাড়ি দেঅ মোরে ছএ বাড়ি
আমাতে আছএ হাল ছএ॥
দ্বিজ রামদেবের মন জলতুল্য অনুক্ষণ
দেবী পদে মজি সর্ব্বদাএ॥

হরি রাম হরে॥ ধু।

বীর বোলে বাক্য তোহ্মার সহিতে না পারি।
একাটী হইয়া মাগো পঞ্চ সাতবাড়ি॥
গুজরাট নগরে যদি লএ রাজদাএ।
পঞ্চসাত বাড়ির দাএ দিবা কী উপাএ॥

ভারুদত্তে বোলে বীর[১] তাতে নাহি ডর
তোহ্মার প্রসাদে দত্ত কারে দিমু কর ॥
বীরের নগরে ভারু বিবাদের হেতু।
গগনমণ্ডলে যেন আছে ধুমকেতু ॥
সহিতে না পারে বীর ভারুর কদর্থন।
পঞ্চসাত বাড়ির তরে দিলেক লিখন ॥
কহিতে আপনা কীর্ত্তি বাসি বড় ভার।
পরিণামে গুণাগুণ বুঝিবা আহ্মার ॥
শিরে পত্র বান্ধি ভারু করিলা গমন।
যথ ইতি বাড়ি দেখে অপেক্ষে[২] তখন[৩]
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদএ চিন্তিয়া দুর্গার চরণ কমল ॥

সুহি মল্লার রাগ।

বৈসে যথ বৈশ্যজাতি সদাএ বিমলমতি
ক্ষেত্রজাতি বৈসে গুজরাট।
পঞ্চ বরিষ যে ধনুশিক্ষা করে তে
কেহ কেহ শিখে মল্লছাট ॥
পঞ্চসেনা বৈসে যথ কুম্ভকার শতে শত
শংখ গন্ধ সুবর্ণ বণিক।
গোয়াল কাসি তেলি ধূর্ত্ত ধোপা ভূইমালি
নট বৈসে গোপ একদিগ ॥
বৈসে যথ কর্ম্মকার করে অস্ত্র দা কোদাল
মালাকারে রোপে পুষ্পবন।
প্রভাতে গাথিয়া মালা নানা পুষ্পে ভড়ি ডালা
নিত্য জোগাএ বীরের সদন ॥

বসিল মোছলমান নিন্দে তানা হিন্দুআন
কাজি খোন্দকার ছৈয়দসমাজ।
জীগরে হইয়া স্থির ভূমিতে ঠুসাএ শির
পঞ্চসন্ধ্যা গুজারে নমাজ॥
ভুলভুক্ক কেহ জোম কসি শুণ্ডিক বৈসিল আসি
গ্রামান্তে হইআ একসাথ।
ডোম তিঅর এক জাতি কৈবর্ত্ত ধোপার স্থিতি
কত লক্ষ বৈসে হীনজাত॥
ফেরাঙ্গি বান্ধিল টঙ্গি গুলন্তাজ তার সঙ্গী
মগতেলঙ্গ ত্রিপুরার ঠাঠ।
দ্বিজ রামদেবে ভণে সারদা ভাবিআ মনে
নগরপত্তন গুজরাট॥

আসোয়ারি রাগ।

ভালি ভালি নাচে গৌররাএ
কনক নপুর পাএ ওবেশ বনাইছে মাএ
ডগমগ করে গোরার গাএ॥ ॥
কপালে কনকচূড়া মাণিক্য মালতী বেড়া
ঝলমল করে গোরার গাএ॥ ধু॥

উপমা নাহিক দিতে বীরের নগর।
অমরাসমাজ যেন অতি মনোহর॥
যে দিগে পড়এ দিষ্টি দেখি হেমময়।
কাঞ্চনভূষণ প্রজা শোভে অতিশয়॥
চালে চালে হেমঘট দেখি সারি সারি।
নেতের পতাকা উড়ে কনকের বাড়ি॥
আর দিন রঙ্গে বীর হইআ কুতূহলি।
মন্ত্রিভাগ কাছে গিআ কহে দুর্গাস্থলি॥
প্রথমে পরিখা কাটি তুলিল প্রাচীর।
পরিখার জলে খেলে মকর কুম্ভীর॥

চৌদ্দিকে দলদলি কাটি কৈল দুর্গস্থল।
পর্ব্বতিআ নন্দি বান্ধে পূর্ণ করি জল ॥
থরে থরে পাতি কথ করিআ সন্ধান।
কোঠের উপরে তোলে বিশাল কামান ॥
চণ্ডীপুর করিআ রাখিল একথানা।
বিপক্ষ আসিতে তার প্রাণে দিতে হানা।
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুস্থতে ভণে রবিস্থতের ভএ ॥

তুড়ি আসোয়ারি রাগ।

রিপুকুল করিতে বিনাশ।
প্রত্যয়-অতি দৈত্য যে নানা অস্ত্র ধরে সে
দিবানিশি বঞ্চে তার পাশ ॥
কত শত দন্তাবল দেবকরী সমসর
হয়সৈন্য হইয়া বেষ্টিত।
স্বসৈন্য বাছের বাছ অস্ত্রে অস্ত্র করি সাজ
দুর্গ চাপি বহে চারিভিত ॥
শিখরসমান ঘাড় দণ্ডের প্রমাণ কর
পরিবর্ত্তে রক্ষি আইসে যাএ।
নিশির যে স্বর ফুটে আর গর্জ্জিআ উঠে
কোটায়াল ফিরএ সদাএ ॥
দ্বিজ রামদেবে গাএ ভাবিয়া দুর্গার পাএ
অধমে মাগম এহি ধন ॥

আসোয়ারি রাগ।

দেখ গোরাচান্দের বাজার।
স্থরধনি নদীতীরে নীলগিরি উপরে
প্রেম মেহু রত্নের পসার ॥ ধু ॥

বীরের নগরে ভাঁরু গ্রামনাশ হেতু।
গগনমণ্ডলে যেন ফিরে ধূমকেতু॥
ছল ছিদ্র অন্বেষণে ফিরে ঘরে ঘর।
মিথ্যা বলিএ ভাঁরু পোষএ উদর॥
একদিন বোলে প্রিয়া কর অবধান।
কিছু খাইলে যাইতে পারি বীরের দেয়ান॥
রমণীএ বোলে দত্ত কহো মিথ্যা বাজে।
কি আছে ঘরেত অন্ন খোজ কোন লাজে॥
নাইক তণ্ডুল মুষ্টি লবণ উপাচার।
ভণ্ডের কারণে কেহ না দে উধারধার॥
প্রিয়ার বচনে ভাঁরু হইয়া তরাতরি।
গাইটেতে বাধিল ভাঙ্গা পঞ্চ বট কৈড়ি॥
একখানি ছালা দিল ছাওয়ালের মাথে।
বাজারে চলিল ভাঁরু শিশু লইয়া সাথে॥
কর্ণেতে তুলসীপত্র করে জাপ্য মালা।
লোক দেখি রাম রাম উচ্চারে তৎকাল।
গোটা দশ ফোঁটা ভাঁরু চড়াইয়া গাএ।
মিথ্যা মিথ্যা জাপ্য মালা সঘনে ফিরাএ॥
বাজারে প্রবেশে ভাঁরু হইয়া সচকিত।
কুম্ভকার স্থানে গিয়া হইল বিদিত॥
ভাঁরুদত্ত বোলে ভাই শুন কুম্ভকার।
গোটাদশ স্থালী তুহ্মি দিবা মোর তর॥
কুম্ভকার বোলে বেটার বাক্যে পাইলাম রস।
একই ভিক্ষুকে মাগে স্থালী গোটা দশ॥
ভাঁরুদত্তে বোলে বেটা নহ[১] আত্মবশ।
মেদিনী খনিতে পাইছ ধনের কলস॥
মোর তরে ভিক্ষুক জানিলা কুম্ভকার।
এই যাম বীরের তরে করাইতে[২] সংহার॥
ভয় পাইয়া কুম্ভকারে ধরে ভাঁরুর পাএ।
স্থালী লইয়া যাঅ বাপু কৈড়ির নাই দাএ॥

রসিক জানিয়া তোহ্মা কৈলুম পরিহাস।
পাছেবা করাঅ মোর ধনের প্রকাশ॥
স্থালী লইয়া হইল ভারুর গমন।
তণ্ডুল পসারে গিয়া দিল দরশন॥
ভারুদত্তে বোলে ভাই তণ্ডুল পসারি।
যে কিছু তণ্ডুল দিয় কালি দিমু কৈড়ি।
পসারিএ বোলে বেটা লজ্জা নাহি তোর॥
বারে বারে তণ্ডুল নেঅ কৈড়ি না দেঅ মোর।
ভারু বোলে ভাল ভাল করিলাম সদায়।
গিরির পোলা ভাতে মরে ঢেঙ্গে লুটি খায়॥
তণ্ডুলপসারি বোলে কৈলুম পরিহাস।
তে কারণে কর এথ ক্রোধের প্রকাশ॥
কোন দিন তণ্ডুল দিয়া লইছি কৈড়ি।
তণ্ডুল লইয়া যাঅ ক্রোধ পরিহরি॥
তণ্ডুল পাইয়া ভারুর হরষিত মন।
লবণ পসারে গিয়া খোজএ[১] লবণ[২]॥
পসারিএ বোলে বেটা মুই কার দাস।
কপর্দ্দ না দিয়া নোন স্থালী ভরি চাহাস॥
নিত্যে নিত্যে নোন তোল জলধির তীরে।
ছালা ছালা মুক্তা পাইছ না জানিছে বীরে॥
এই যামু বীরের তরে জানাইতে কারণ।
তবে পুনি মুই দত্ত চিহ্নিবা কেমন॥
ভয় পাইয়া পসারিএ ধরে ভারুর পাএ।
লবণ লইয়া যাঅ কৈড়ির নাই দাএ॥
লবণ পাইয়া ভারু হরষিত মন।
তৈলের পসারে গিয়া দিল দরশন॥
কি তৈল কি তৈল বলি ঢালে কত হাতে।
নিজ মুণ্ড জাবরাএ আর শিশুর মাথে॥
হাসিয়া বোলেন দত্ত গিয়া তার পাশ।
আহ্মি না থাকিতাম তোর হইত সর্ব্বনাশ॥

তেলিভাগে চাহে বীর তৈল লৈক্ষ মণ।
অন্তঃপুরে গিয়া তানে করিলাম গঞ্জন॥
তেলিসবে বোলে বাপু কৈলা উপকার।
আজি কিছু তৈল নেঅ ঘরে আপনার॥
তৈল লইয়া ভারুদত্ত চলে অব্যাহতি।
দধির পসারে গিয়া হৈল উপনিতি॥
ভারুদত্তে বোলে শুন গোয়ালের ঝি।
যথার্থ কহিবা এহি দধির মূল্য কি॥
দধিভাণ্ড নেম বিপ্র করাইতে ভোজন।
টঙ্কা ভাঙ্গাইআ কৈড়ি দিমু[১] এহি ক্ষণ[২]॥
বিপ্র হেতু দধি নেম কহিলুম দঢ়াই।
আপনা শপথ লাগে পিতার দোহাই॥
দধি পাইয়া ভারুদত্ত চলে অব্যাহতি।
মীনের প্রসারে গিয়া হইল উপনিতি॥
ভারুদত্ত বোলে ভাই মীনের পসারি।
বাছি বাছি মীন দেঅ ছালাএ আছে কৈড়ি॥
ধীবর বোলে বেটা তোরে চিহ্নে কে।
কপর পসারে থুইয়া মীন বাছি নে॥
বিকিতে বসিছে ধীবর আড় চক্ষে চাএ[৩]।
মীন লইয়া ভারুদত্ত উঠিয়া পলাএ॥
লড়াইয়া ধরিল ভারু দুরন্ত ধীবর।
মীন কাড়ি লই মারে চোপড় চাপড়॥
ধীবর সহিতে তার হইল ধরাধরি[৪]।
লোকে হাসে ভারুদত্তে ছিটে ভাঙ্গা কৈড়ি॥
প্রহারে জর্জ্জর ভারু মোচড়ে সিঙ্গরা।
রহ রহ আরে বেটা ডোমনা ডিঙ্গরা॥
ভারু বোলে আজু তোর পুরাইমু কাল।
ক্ষুদ্র মীন বীরেরে দিয়া বেচহ বিশাল॥
লোকে জিজ্ঞাসএ দত্ত একি সমাচার।
ভারু বোলে সেবকেরে করি প্রহার॥

বাজারসম্ভার লইআ তখন।
নিজগৃহে গিয়া করএ রন্ধন ভোজন॥
নিত্য নিত্য করে ভারু নগরভণ্ডন।
বীরের সভা লইয়া কিছু শুনিবা কারণ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুস্থতে ভণে রবিস্থতের ভএ[১]॥

সুহি রাগ।

বিচিত্র প্রাসাদ ভরে গৌণে মুখ্যে সভাকরে
বৈসে বীর লইয়া পরিবার।
সরস নন্দনবনে দেবদারু তরুসনে
যেন শোভে পুষ্পিত মন্দার॥
যথ ইতি মন্ত্রিভাগে মাল্য গন্ধ দিয়া আগে
পাত্র চিহ্ন করিল সমান[২]।
মালা দিল মহাবীরে মণ্ডলে লইল শিরে
হইলেন তেই সচিব প্রধান॥
ভারুদত্ত বোলে রোষে বীর মোর কোন দোষে
সভারে[৩] সংকার করে হীন।
দত্তবংশে জন্ম যার কে জানে মহিমা তার
আহ্মা হোন্তে কে আছে প্রধান।
পশু বধি নিরন্তর করেতে না হইছে কড়
কোন হেতু হইবা নিপুণ॥
মাংস বেচি খাইছ ভাত ধনমন্ত হইছ তাত
তুহ্মি কি জানিবা গুণাগুণ।
ভাবিআ দেবীর পাএ দ্বিজ রামদেবে গাএ
অধমে মাগম এহি ধন॥

অ মোর সোন্দররে প্রাণ না রহএ॥ ধু॥

ভারুর নিন্দিত বাক্যে জ্বলে বীরবর।
কোপভরে বোলে ধর ধর ॥
উঠিল বীরের ঠাট কাছি পৈত্রে ধড়া।
ভারুদত্তে পালাইল দিয়া ঘাড়মোড়া ॥
প্রথমে ফেলিয়া করে দণ্ডের প্রহার।
ভারুদত্তে বোলে মন্দ না বলিমু আর ॥
জলধারা ধরে যেন বরিএ শিল।
প্রতি অঙ্গে পরে ভারুর লৈক্ষ্য লৈক্ষ্য কিল ॥
প্রহারে জর্জ্জর ভারু পাইয়া অবসর।
প্রাণ ভয়ে বিবসন উঠি দিল লড় ॥
পুরীর বাহিরে গিয়া বোলে থাক থাক।
দুই গোপ মোচড়িয়া ফিরি বান্দে পাগ ॥
তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ভারু করিলা গমন।
লোকে জিজ্ঞাসএ দত্ত কি লাগি বিমন ॥
ভারু বোলে গিয়াছিলুম মহাবীরের পাশ।
সম্বন্ধ কারণে মোরে করে পরিহাস ॥
লোকেরে ভাড়িআ ভারু আইল নিজ ঘর।
প্রলাপ বচনে ভাড়ে রমণীর তর ॥
দ্বিজ রামদেবে গাএ অভয়ামঙ্গল।
হৃদয়ে চিন্তিয়া দুর্গার চরণকমল ॥

তুড়ি রাগ।

আল রাই কি ক্ষণে যমুনায় আইলুম।
নন্দের নন্দন শ্রীমধুসূদন
কদম্ব তলাতে দেখিলুম ॥
সব গোয়ালিনী পঙ্কবিরাজিনী
কৌতুকে যমুনায় গেলুম।
মুখ দরশনে কমল মুদিত
ভ্রমর দংশনে মইলুম ॥ ধু ॥

রমণীএ বোলে দত্ত কহিতে বাসি ডর।
কি লাগিয়া নয়ানের জল ধুলাএ ধুসর॥
ভারুদত্তে বোলে প্রিয়া কি জিজ্ঞাস মোরে।
তিলেক বিচ্ছেদ হৈতে না দে বীরবরে॥
তাহান সহিতে করি পুরাণ শ্রবণ।
দরবিল পাষাণ চিত্ত করএ ক্রন্দন॥
গাইনবর্গে বীরের হরিগুণ গাএ।
ভাবে লোটাইলুম ধূলা লাগিয়াছে গাএ॥
এমনি প্রিয়ার তরে করিআ ভণ্ডন।
নৃপ ভেটিবারে যায় লইয়া উপায়ন॥
আটি দুই বাথুয়া শাক তুলি লইল শির।
ধরিআ পথের গাভী দুহি লএ ক্ষীর॥
উপায়ন দিয়া বন্দে নোয়াইয়া শির।
বীরের বিবরণ কহে হইয়া সুস্থির॥
দ্বিজ রামদেব গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

কামোদ রাগ।

অপূর্ব্ব শুনহ নরবর।
কি বসিছ সিংহাসনে নৃপ হেন ভাবি মনে
কালকেতু হইল দণ্ডধর॥
করিল দুর্গম স্থল দিয়া চতুরঙ্গ বল
রসিক হইল বলবান।
কি রহিছ রাজভোলে ভুজঙ্গ লইয়া কোলে
প্রাণহেতু কর অবধান॥
পশু বধি ভ্রমে বন অকস্মাৎ পাইয়া ধন
গুজরাট হইল হেমময়।
মিলাই তোহ্মার প্রজা রসিক হইল রাজা
তিলেক নাহিক তার ভয়॥

শুনিআ ভারুর বাণী সচকিত নৃপমণি
মন্ত্রিভাগ নিবেদে সত্বর ॥
যথ কহে ভারুদত্ত বুঝিতে তাহার তত্ত্ব
চর পাঠাই বুঝ দণ্ডধর ॥
ভাবিয়া দেবীর পাএ দ্বিজ রামদেবে গাএ
অধমে মাগম এহি ধন ॥

তুড়ি আসোয়ারি রাগ।

কে যাইবা কালিন্দী কুলে দেখিতে মোহন শ্যাম।
শ্যাম বিনোদিয়া ওরূপ হেরিয়া
ধরাইতে না পারি প্রাণ ॥
মধুর বাশি মধুর হাসি
মধুর মধুর গান।
মধুর আখির মধুর ঠমকে
হরিআ নিল প্রাণ ॥[১]
যাইব যাইব ওরূপ হেরিব
দৈবে বাচে রাধার প্রাণ।
দেখিতে দেখিতে প্রাণি হরি নিব
না গেলে বুঝে না মন ॥
শুনি বাশির তান আকুল হইল প্রাণ
মরণ জিয়ন কানু পানে ॥
দ্বিজ রামদেবে ভণে সেই বাশির সনে
না গেলে বাচে না প্রাণ ॥ ধু ॥

মন্ত্রির বচনে রাজার মনে নাহি হেলা।
তুরধর দরমুখ্য চর ডাকে সেই বেলা ॥
রাজাএ বোলে তোরা যদি হঅ মোর চর।
ত্বরাএ চর্চ্চিআ আইস ব্যাধের নগর ॥

রাজার আদেশে চর রহিতে না পারে।
ভট্টবেশে দুই চর গুজরাটে লড়ে॥
সায়ংকালে গুজরাটে গেল দুইজনা।
অলক্ষিতে লজ্ঘি যাএ চণ্ডিপুর থানা॥
থানাএ যাইয়া চর হইল সুস্থির।
প্রথমে নগর চর্চ্চি দেখিল প্রাচীর॥
মল্লে মল্লে ঠেলাঠেলি গজে গজে ঠেলা।
গজবাজীরঙ্গশালা দেখি পড়ে ভালা॥
সকল ঘরেতে পাইকে পাতিছে শয়ন।
অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জ করে দুইজন॥
এই সব দেখিআ চর চকিত নয়ান।
এড়াএ বীরের সভা কৈল আরোহণ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

হরিরাম॥ ধু॥

ভট্টবেশে দুই চর রাজার গোচর।
বর্ণএ বীরের কীর্ত্তি হইআ প্রখর॥
প্রভু তব কীর্ত্তি সম নাহি কৌরব কানন।
নিশিতে প্রকাশ যেন মলিনকিরণ॥
দানে কর্ণ সম তুহ্মি রণে বীরমণি।
ভট্ট লক্ষে তব কীর্ত্তিলতার বাহিনী
তব কীর্ত্তিলতা হৈতে আছে কলানিধি।
কলঙ্কী করিয়া তানে সৃজিলেক বিধি॥
চরমুখে শুনি বীরের যশের বাখান।
ভট্টপুত্র জানি তারে করিল সম্মান॥
দোলা ঘোড়া পাইয়া হইল চরের গমন।
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

মল্লার রাগ।

শুন শুন নরবর অন্য মতি ছাড়'
নিবেদি কেতুর বিবরণ ॥
বীরের প্রজাগণ যথ কাঞ্চন ভূষিত কথ
যেন দেখিএ সুরগণ ॥
কাঞ্চন নগরী দেখিএ রামপুরী
কিএ মথুরার হাট ॥
কি কহিব দণ্ডধর জাগিআ অন্তর
ভুবন জিনিআ গুজরাট ॥
দুর্ল্লঘ্য দুর্গম স্থল বেষ্টিত রক্ষিবল
শিখরে পোষাক অম্বর ॥
কি কহিমু করিঘটা জলদ জিনিআ ছটা
তুরগ বায়ু সমসর ॥
দেখিএ মন্ত্রিগণ কি শুদ্ধ পরিধান
তার মাঝে কেতু অদ্ভুত ॥
কৌরব কাননে চান্দ অন্বেষণে
রহিছে সিংহিকার সুত ॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা ॥
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইআ ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা ॥

শ্রীরাগ।

কি শুনিলুম কদম্ববিপিনে বাশির তান।
কি মোর বসতি কাজ কুলশীল লাজ
মনে মোর না লএ আন ॥ ধু ॥

চরের বচনে রাজা হইয়া অস্থির।
নিদাঘে জ্বলিল যেন প্রচণ্ড মিহির ॥

না বিচারে যোগ তিথি নক্ষত্রকরণ ।
বিষম সমরে রাজা করিলা গমন ॥
চল চল বলিআ চৌদিগে পাড়ে সাড়া ।
পদাতিপতির হেতু ধাএ পাইকপাড়া ॥
সমরে চলিল রাজা চলে বীরভাগ ।
গলাএ বসন দিয়া কহে মন্ত্রিভাগ ॥
ভুবন জিনিয়া তুহ্মি নৃপচূড়ামণি ।
ক্ষুদ্র রিপু[১] সংহারিতে সাজিলা আপনি ॥
গরুড় রুষিছে কথাএ বলহীন পাখি ।
মৃগেন্দ্র গোমহিষ রোষে কভো নাহি দেখি ॥
মন্ত্রির বচনে রাজা স্থির নহে মতি ।
কেতু ধরিবারে পাঠাএ সৈন্য সেনাপতি ॥
দ্বিজ রামদেবে কহে স্বর্গভয় আনএ ।
কবিবিধুসুত রহে রবিসুতের ভএ[২] ॥

শ্রীপাট রাগ[৩] ।

সাজিল রাজপর ঠাট বিনাশিতে গুজরাট
সেনাপতি চলে ভাগে ভাগে ।
রণসিংহ রণে সাজে দমা দুন্দুভি বাজে
কিঙ্কিণী বাজে লাখে লাখে ॥
রণবাঘা রণভীমা সৈন্যের নাহিক সীমা
জলাক্ষ কালাক্ষ সমুদিত ।
শার্দ্দুলাক্ষ রণে সাজে জোড় দমা ঢোল বাজে
শুনি রিপু সঘন কম্পিত ॥
সাজিল প্রচণ্ড চণ্ড কোটায়াল কারুদণ্ড
সঙ্গে সাজে চতুরঙ্গ বল ।
সাজিল সমরদম্ভ রণঝম্প রিপুকম্প
লাখে লাখ চলিল কুঞ্জর[৪] ॥

স্বরাস্থর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারএ যছু সেবা।
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইআ ভাষে
কবিবিধুস্থত রামদেবা॥

শ্রীগান্ধার রাগ।

যুথনাথ যথ লড়ে অঙ্কুসে বাড়িতে নারে
সিঙ্গারবে বোলে সার সার॥
তরুণী[১] তুরগ ধাএ গগনে ছুপিতে চাহাএ
বাগ[২] চাপি রাখে জিনধার॥
শিখরে পিন্ধন ছিট বাহিল ঘোড়ার পিট
চলে অশ্ব ঝাকে তরোআল
সঞ্জোগে রঞ্জিত গা বামহস্তে বরস্যা
কটিতে শোভিছে যমকর॥
পদাতি সাজিছে ভাল পিষ্টেতে পালাইয়া ঢাল
শিরে বীর পট্ট বান্ধে ছান্দে॥
রাএবাশি সাজিল আগে বন্দুকছি কত ভাগে
মুষলী মুষল লইয়া কান্ধে।
ধাহুকি পিষ্টেত টোন ধনুকে চড়াইয়া গুণ॥
কামানি কামান করে সাজ।
চামুকি সাজাএ যে চমকে আনল যে
ছোটে গুলী ছোটের আওআজ॥
বিষম সমর আগে চলে সেনা ভাগে ভাগে
ডাকোয়ালে ডাকিআ ফিরাএ।
পাইকে শুনি তরাতরি যার যে আয়ুধ ধরি
কার সৈন্য রণ তেজি ধাএ॥
স্বরাস্থর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।

সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইআ ভাষে
কবিবিধুস্থত রামদেবা ॥

ভাল বীরে রাম রাজা ওরে হএ ॥ ধু ॥

রাজার কুলেতে সাজে কত লৈক্ষ সেনা।
চড়িআ ধবল গজে তোলে স্বর্ণ বানা ॥
রাজার ভাগিনা সাজে নামে অরিন্দম।
তান আগে পিছে চলে ঢালি রহে সম ॥
মধুসিংহ দেবাই দুবাই সৈন্যের লস্কর।
মত্ত গজ শোভা করে বিচিত্র রৈঘর ॥
সাজিল মানবঠাঠ কহিতে না আটি।
মল্লধর কটিতে ভিড়এ আটি আটি ॥
মল্লমুকুটমণি মল্লবিশারদা।
রণরঙ্গে ধাএ তারা হাতে মল্লগদা ॥
ধ্বজছত্র পতাকাএ ঢাকে দিবাকর।
গুজরাতে উপনিতি হইল রাজবল ॥
ভারু বোলে দেখ বীরের এই চকিকোট।
এহাতে বুঝিআ পাইবা সৈন্যের কত চোট ॥
ঢাকে গরজিয়া উঠে পাইকে লড়ালড়ি।
চণ্ডিপুর চারিদ্বার বেঢ়ে তরাতরি ॥
চকিসৈন্যে ডাকি বোলে তোরা সব কে।
বীরের দোআই লাগে পরিচঅ দে ॥
রাজসৈন্যে বোলে বেটা ছাড় বীরদাপ।
কহ গিয়া গুজরাতে আইল কেতুর বাপ ॥
বোলাবুলি ঠেলাঠেলি কেহ নাহি বুঝে।
চতুরঙ্গ বল চাপি চকিসৈন্য যুঝে ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

শ্রীগান্ধার রাগ।

তুমুল বাজিল দুই বলে কালকেতু ধরি গুজরাটে
খুনিমু ভাসাইনু জলধির মাঝে।
চামুকি সিপাই ধারি বন্দুকসিক[১] সারি সারি
কামানিএ ধরএ জোগান।
মারে গুলী এক চাপে মহী থর থর কাপে
হুঙ্কারে গরজে কামান॥
রুষিল রাজঠাট বোলে মার ধর কাট
যুদ্ধে পাইক রহিতে না আটে।
চাহিতে সাদিতে পরে ঢাল দিয়া শিরপরে
পাইকে পাইকে ছোটাছুটি॥
শর পরে খণ্ড খণ্ড খণ্ড করি বৈরিমুণ্ড
কুঞ্জরে কুঞ্জরে লোফালুফি॥
দশনে দশন ভিড়ে গরজে মেদিনী চিরে
মাহুতে মাহুতে কোপাকুপি॥
ঘোড়াতে চাবুক মারে দেখিতে দেখিতে উড়ে
বাহুতে বাহুতে লড়ালড়ি।
তুরগ লোফাইয়া উঠে সোয়ার[২] সহিতে ছোটে
কাটে মুণ্ড পড়ে সারি সারি॥
মল্লে মল্লে ধরাধরি রণেতে ঠেলাঠেলি
দমারোলে পূর্ণিত গগন।
ধানুকি ধানুকি লড়ে গগনমণ্ডলে ফিরে
যেন বৃষ্টি করে অলজ্ঘন॥
রাএবাশি রাএবাশ শিরে বাশ পাকাইয়া মারে
মুষলী মুষল হাকাহাকি।
সেনাপতি সেনাপতি সমর বাঝিল অতি
কেতনে কেতনে ঠেকাঠেকি॥
দ্বিজ রামদেবে গাএ ভাবিআ সারদা পাএ
অধমে মাগম এহি ধন॥

বীরবরে রাজা দশানন।
লঙ্কা বেঢ়িল রঘুনাথ॥ ধু॥

চকি কোঠা মারে যুদ্ধ করি অদ্ভুত।
বীরের স্থানে সেনাপতি পাঠাইল দূত॥
অকস্মাৎ দেখি বীরে পুছে বাত।
যুগপাণি বোলে দূতে যেমনি সম্বাদ॥
দূতে বোলে মহাবীর করি পরিহার।
সেনাপতিভাগে মোরে পাঠাইছে বুঝিবার॥
কলিঙ্গনাথের প্রজা মিলাইআ খাসে।
গুজরাতে রাজা হইছ কেমন সাহসে॥
মহাবীর বোলে কত কহিমু তোহ্মাতে।
কেহ ত না দিছে মোরে রাঅতবৃন্দতে॥
দ্বাদশ বৎসরের কর দিবাত রাজার।
নহে রণে আগুসার কৈলুম সমাচার॥
গুজরাতে বন কাটি বসি কত ঘর।
রণ মাগ রণ দিমু কারে দিমু কর॥
সম্বাদ লইয়া হইল দূতের গমন।
সেনাপতিভাগের তরে জানাএ কারণ॥
দূতের বচন শুনি সৈন্য উতরোল।
প্রচণ্ড পবনে যেন সাগরকল্লোল॥
দুর্জ্জয় রাজার সৈন্য বাধা নাহি আর।
চারি ভাগে বেঢ়ে গিয়া কোটের চারিদ্বার॥
ভয়ঙ্কর বীরসৈন্য সিংহনাদ শুনি।
বিষম সমরকাজে সাজে বীরমণি॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুস্থতে ভণে রবিস্থতের ভএ॥

চতুরঙ্গ[১] বল সঙ্গে সাজে বীর অতি রঙ্গে
দুন্দুভি দগড় ঘন বাজে॥

বীর ধরি কটিতটে কত ছান্দে আটে
শিরে বীর পট্ট তথি সাজে ॥
জিনিয়া কাজলগিরি টোন শর পৃষ্ঠে ধরি
অভিনব বীর অবতার।
তুলিয়া ভুজদণ্ড চালাএ কোদণ্ড
সাজিল প্রচণ্ড যেন কাল ॥
রণে সাজে বীরমণি ফুলরা আইল শুনি
কেশপাশে ধরিয়া চরণ।
অএ প্রভু বীরবর অনাথ করিআ মোর
কার বোলে দিতে যাঅ রণ ॥
প্রতাপ দহন যার দহে রিপু পরিবার
না শুনিছ কলিঙ্গের নাথ।
কেমন সাহস রঙ্গে যুদ্ধ দেঅ তার সঙ্গে
আনলে পতঙ্গ যেন পড়ে ॥
সে যে নৃপশিরোমণি করুণাসাগর জানি
আপনে ভেটগী তার পাএ।
বিবুদ্ধি পাইল তোরে লাঞ্ছন করাইবা মোরে
সর্ব্বথাএ রণে নাহি দাএ ॥
দ্বিজ রামদেবের মন অলি হইয়া অনুক্ষণ
ঘুরি ঘুরি মজি রাঙ্গা পাএ ॥

ভাল বীরে রাম রাজা ওরে হএ ॥ ধু ॥
কোপভরে পদআগে ঠেলিআ রমণী।
চারি দ্বারে কটক পাঠএ বীরমণি ॥
সাজিল বীরের সৈন্য কহিতে সংখ্যা নাই।
গজপৃষ্ঠে দ্বারে কেহো ঘর সাজাই ॥
চারি দ্বারে কটক পাঠিআ ভাগে ভাগে।
ব্যুহমাঝে রহে বীর যুঝিবার তাকে ॥
প্রথমে হইল যুদ্ধ পূর্ব্ব দ্বার লৈয়া।
দেবাই দুইবাই সঙ্গে যুদ্ধে পুষ্পকেতু রৈয়া[১] ॥

অন্যে অন্যে বাণ বৃষ্টি হইল দুই বল।
শরের মন্দির হইল সমরের স্থল[১] ॥
জয় জয় শব্দ উঠে এক চাপে।
মহী ধরণী কাপে বীরের যে লাপে ॥
অঙ্গে অঙ্গে ঠেলাঠেলি হইল হানাহানি।
কামানে উড়াইয়া নিল কতক বাহিনী ॥
দেবাই দুবাই সেনাপতি কোটে দিল হানা।
পূর্ব্বদ্বার মারিআ তুলিআ দিল বানা ॥
পূর্ব্বদ্বারে প্রথমে বীরের পরাজয়।
পলাএ বেঢ়নিআ পাইক প্রাণে পাইআ ভয় ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদয়ে ভাবিয়া দেবীর চরণকমল ॥
ভাল যুদ্ধে প্রচণ্ড মহাবীর।
দন্তে খন্তে গমোন্তে ভূমি যাএ চির ॥
তর্জ্জে গর্জ্জে মহাবীর কোপে কাপে শির।
যুদ্ধ জানিআ স্থিরমান্য নাদে ধীর ॥
বজ্রকেতু নামে বীর ব্যাধসেনাপতি।
অসীম আছিল যুদ্ধ তাহার সংহতি ॥
দুর্জ্জয় প্রচণ্ড বীর কোটে দিল হানা।
মারিআ পশ্চিমদ্বার তুলি দিল বানা ॥
এই দ্বারে হইল বীরের পরাজয়।
পলাএ বেঢ়নিআগণ প্রাণে পাইয়া ভয় ॥
দ্বিজ রামদেবে কহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

আরে যুদ্ধে বেঢ়নিয়া পাইকরে ॥ ধু ॥

জলক্ষে জলিলা জলন সমান।
কাট ছিড় মার ধর বোলে হান হান ॥
কেহ কেহ যুদ্ধে পাইকে কেহ রহিল থাপে।
প্রাচীর বাহিয়া বীর উঠে এক লাপে ॥

দুর্জ্জয় জলক্ষ বীর কোটে দিল হানা।
মারিআ দক্ষিণ দ্বারে তোলে জয়বানা ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
জলক্ষে মারি লইল দক্ষিণ দ্বার ॥

ভাটিয়াল রাগ।

বীর কি বসিছ মিছা ধন্ধে।
লঙ্কা মজাইল দশস্কন্ধে ॥ ধু ॥
বীরভানু বীরসিংহ বীর সেনাপতি।
অসীম আছিল যুদ্ধ তাহার সংহতি ॥
রণসিংহ রণবাঘা যুদ্ধের নাহি সীমা।
জোড় দমা ঢোল বাজে কি কহিব মহিমা ॥
এক চাপে গজবলে কোটে দিল দাঁত।
জয়সিংহ ঘোর নাদে ছাড়ে সিংহনাদ ॥
ঘোড়াতে চাবুক মারে বায়ুবেগে উড়ে।
প্রাচীর বাহিয়া উঠি সৈন্য কাটে চোটে ॥
মধুসিংহ সেনাপতি কোটে দিল হানা।
মারিআ উত্তর দ্বার তুলি দিল বানা ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

হরি রাম। ধু ॥

ভঙ্গ দিল মহাবীর চতুরঙ্গ বল।
বিষম সমরে বীর রহিল একশ্বর ॥
বাম করে কোদণ্ড লইয়া বীরমণি।
নয়ান মুদিয়া বীর ভাবএ ভবানী ॥
কৈলাস ছাড়িয়া বৈস শিরের মাঝার।
সৈন্য বলি দিআ পূজম তোহ্মার ॥

সবেমাত্র সারদা দেখিয়া সিংহরথে।
বিষম সমরে বীর লাগিল গর্জ্জিতে॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

ভাল বীর রাম রাজা ওরে হএ॥ ধু॥

বীর দেখিআ সৈন্য করে কানাকানি।
চারিদ্বারের সৈন্য কাটি বেঢ়ে বীরমণি॥
সেনাপতি বোলে কেতু কি ধরিছ চাপ।
কুরঙ্গ নাহএ মোরা দিআ আছ ঝাপ॥
পলন পসার দিছ প্রতি হাটে হাট।
ধন পাইয়া রসিক হইছ গুজরাট॥
বীর[১] বোলে[২] দুঃখ সুখ কর্ম্মের অধীন।
মোরে বেটাএ কেন নিন্দে জ্ঞানে নিপুণ[৩]॥
সারদা স্মরিআ শরে চড়াইল গুণ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

শ্রীগান্ধার রাগ।

সমরে রুষিল বীরবর।
যেন নিদাঘে জ্বলিল দিবাকর॥ ধু॥

যেহেন নিদাঘে বীর জ্বলিল দিনকর
সমর হইল মহা ধীর।
সারদা স্মরিয়া মনেত ভাবিয়া
সিংহনাদ ছাড়এ গভীর॥
ভূমিজানু পৃষ্ঠে টোন আকর্ণ পুরিআ গুণ
কোদণ্ড সান্ধিল খরসার[৪]।
চণ্ডিকার অবধান হুঙ্কারে চলে বাণ
জ্বলে বহ্নি প্রকাশ অম্বর॥

বাণবৃষ্টি করে বীর কার মুণ্ড কাটে শির
শিখর সহিতে ছোটে হাত।
কাটিল ভুষণ্ড শুণ্ড ভিন্ন ভেল তুণ্ড মুণ্ড
গর্জ্জিআ পড়িল যূথনাথ ॥
সঘন চালাএ শর কেহ না দেখএ কর
অশ্বসঙ্গে কাটে অশ্ববর।
চাহে বীর এক দিষ্টি অবনীত বাণবৃষ্টি
বনভূমি হইল অন্ধকার ॥
বীরের বিষম গতি কাটে সৈন্য সেনাপতি
রুধিরে নন্দি বহে ধার ॥
ভাসএ ধবল ছাতি দেখি রাজহংসগতি
গজমুণ্ড কবন্ধ আকার।
ভাবিআ দেবীর পাএ দ্বিজ রামদেবে গাএ
অধমে মাগম এহি ধন ॥

রাম রাম রাম ॥ ধু ॥ ।'

বিষম সমরে কেতু বীর অবতার।
শরজালে রাজসৈন্য করে হাহাকার ॥
কোদণ্ড পেলিল বীর স্মরিআ সারদা।
গজদন্ত উপাড়িআ তুলি লইল গদা ॥
গজদন্ত কান্ধে বীর রণে আগুসারি।
কার কার মুণ্ডে মারে দোহাতিআ বাড়ি ॥
রাজসৈন্য খেদাইল ব্যাধের নন্দন।
বরাহে লড়াএ যেন মৃগেন্দ্রে সঘন ॥
ভূষণ্ডে হানিয়া গদা মারে গজবল।
পদাঘাতে পাইক যথ পাড়ে রসাতল ॥
মুণ্ডে মুণ্ড ঢুসাইআ কার কান্ধে চড়ে।
প্রচণ্ড প্রহারে কেহ গেল রসাতলে ॥
মাহুত সহিতে অশ্ব পাছাড়িআ মারে।
লেঙ্গুরে পাকাইয়া কারে উড়াইআ পেলে ॥

পড়িল রাজার সৈন্য বীরের আনন্দ।
ভয়ঙ্কর বনভূমি নাচএ কবন্ধ ॥
রুধির বুমুকি উঠে রুধির তরঙ্গ।
অবশিষ্ট যত সৈন্য রণে দিল ভঙ্গ ॥
কেহ কেহ রণ মাঝে প্রাণে পাইয়া ভএ।
কাটা মুণ্ড মুড়ে দিআ লুকাইয়া রহএ ॥
প্রাণভএ রাজসৈন্য পলাএ কানন।
বীরেরে প্রশংসে আসি বেঢ়নিয়াগণ ॥
দ্বিজ রামদেবে ভণে চণ্ডিকার দাস।
দেখিআ সেবা সেবকের সারদা উল্লাস ॥

বসন্ত রাগ।

ভাল রণ জিনিআ বীর প্রবেশিলা পুরী।
কানন বিবরণ শুনে ফুলরা সুন্দরী ॥
বীরমণি বলে প্রিয়া এ বড়ি উল্লাস।
সতীরামাপতি কভো না হএ বিনাশ ॥
সমর জিনিআ বীর প্রশংসে রমণী।
সেই রোষে বঞ্চে তানে জগতজননী ॥
বীর পরিহরি গেল জগতের আই।
একে একে রাজসৈন্য হৈল এক ঠাই ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদয়ে চিন্তিআ দুর্গার চরণ কমল ॥

অ মোর সোন্দররে প্রাণ না রহএ। ধু ॥

ভারু বোলে কালুদণ্ড রাজার কোটাআল।
কি বলিআ প্রবোধিবা কলিঙ্গভূপাল ॥
নিশঙ্কা হইআ কেতু রহিছে নিজ ঘরে।
এই কালে এক চাপে ধর গিআ তারে ॥

কালুদণ্ড বোলে সভা যুক্তি পাইলুম সার।
বীর না ধরিআ ফির দোহাই রাজার ॥
কোটাআলের বচনে সৈন্য সেনাপতি।
চারি দ্বারে এক চাপে বেঢ়ে অব্যাহতি ॥
বেঢ়নিআ দেখে সৈন্য আইল দুর্জ্জএ।
পাইক বেশ ছাড়ে কেহ প্রাণে পাইয়া ভএ ॥
কেহ কেহ বোলে আমি দৈবজ্ঞনন্দন।
বীর ধরিবারে এই যাঅ শুভক্ষণ[১] ॥
নবগুণ ধরে কেহ জানিআ প্রমাদ।
রাজকোটাআল দেখি করে আশীর্ব্বাদ ॥
কেহ কেহ বলে আহ্মি মুরজ বাজাই[২]।
সমাইর ঘরেতে নিত্য মঙ্গল জানাই ॥
কেহ বোলে জোলা আহ্মি ধরিতে পারি না হৈল।
বীরে মোরে ধরিআ আনিছে সবে কাইল ॥
কেহ বোলে সুথার কেহ কুম্ভকার।
অন্যাএ জীবন বধ দোহাই রাজার।
জীবনে বাচিল প্রজা ভণ্ডনকারণ।
রাজসৈন্য বেঢ়ে গিআ বীরের ভুবন ॥
অভয়াবঞ্চিত কেতুবীর সবভোলা।
বীরসজ্জ এড়িয়া বসিছে সেই বেলা ॥
রুষিল রাজার কোটায়াল করি বীরদাপ।
কালকেতু ধরে গিয়া দিয়া বাঘা ঝাপ ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

পটমঞ্জরী রাগ[৩]।

অভয়াবঞ্চিত মহাবীর।
বল সাঙ্গ নাহিক শরীর ॥
ধরে কোটায়াল ব্যাধের নন্দন।
প্রতি চড়াইআ বন্ধন ॥

জয়ধ্বনি বোলে মুখ ভরিয়া।
দুন্দুভি বাজাএ কেহ বীরেরে ধরিআ॥
বন্ধনে পীড়িত কেতুরাএ[১]।
প্রহারে জর্জ্জর বীর ভূমিতে গড়াএ॥
দ্বিজ রামদেবে এহ ভণে।
ফুলরা কান্দএ ধরি কোটায়াল চরণে[২]॥

করুণা ভাটিয়াল রাগ।

ফুলরাএ বোলে কোটায়াল শুন[৩] দয়ামএ।
প্রভুদান দেঅ মোরে হইআ সদএ॥
অভআ হইল কোটোআল মোর বধভাগী
ধনবর দিলা প্রাণ হারাইবার লাগি॥
যে আছে সম্পদ আমি করম পদসাৎ।
জীবন রাখঅ কেতু মোর প্রাণনাথ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবি বিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

মালহাটি রাগ

কি বুদ্ধি করিমু কোথায় যাইমু
কাহার শরণ লইমু।
যে মোর প্রাণের বান্ধবে রাখিব
তার দাসী হইমু॥
রামদেবে বোলে এ ভূমিমণ্ডলে
গুরু বিনা বন্ধু নাই।
বন্ধনে পীড়িত কেতু ব্যাধসুত
সারদা লইবেন তরাই॥ ধু॥

নিশিশ্বরে বোলে রামা কান্দ কি কারণ।
প্রভু তোর করিতে যাএ রাজা দরশন॥
প্রসাদ পাইব আজি জবাপুষ্পমালা।
এহা মিথ্যা হইলে বলিঅ তোর শালা॥
আগু পাছ বাজু চাপী ধরে মল্লগণ।
কালকেতু নিআ হইল কোটোয়ালগমন॥
দামাকি করিআ চলে সৈন্য সেনাপতি।
ভূপতিগোচরে গিআ হইল উপনিতি॥
কোটায়াল কহে যথ রণের সমাচার।
রাজা বোলে কেতু নিআ রাখ কারাগার॥
প্রভাতে দেখাইঅ মোরে কেতু বলবান।
অবিচারে কাটিদিব নরবলিদান॥
রাজার আদেশে কোটাআল বুঝিতে না পারে।
অসীম বন্ধনে কেতু রাখে কারাগারে॥
রাম রাম রাম রাম রামগুণ গাহাম।
এইখানে চণ্ডিকার গীত করিল বিশ্রাম॥

অথ শুক্রবারস্য পূর্ব্বাহ্ন গীতং।

পাহিড়া রাগ।

বোলএ ব্যাধপতি নিগড়ে পীড়িত অতি
বসতি বিষম কারাগার।
গিরিসুতা চরণ চিন্তে বীরে অনুক্ষণ[১]
নয়ানে বহএ জলধার॥
বিপদ পয়োধি পার নহে রথী[২]
শ্বসিতি দহন সমসর।
যেন যন্ত্রী ফণিপতি বিফল বিহিতগতি
ফুকরতি অবনী বিদার॥

যামিনী বিবসন্তি বিফল পন্নপ অতি
নিকটে নিধনকর জাপ।
অচকিত পশ্যতি সিদতি বিশোচতি[১]
রচে অতি[২] করুণা বিলাপ॥
ভাবিআ দেবীর পাএ দ্বিজ রামদেবে গাএ
অধমে মাগম এহি ধন॥

গৌড়া রাগ।

মুই মৃগ বধিলুম এথকাল নিশঙ্কে[৩] আছিলুম ভাল
রিপুত না ছিল কোন জন।
অভয়ার ধনবরে মৃত্যু করে কারাগারে
এই কপ্নে লিখিছে এমন॥
কথাএ গেল নারায়ণী ভবভয়বিনাশিনী
পতিতপাবনী নাম যার।
গেল চাতুরিপনা লোকে পাইলুম বিড়ম্বনা
কিঙ্কর মৈল কারাগার॥
কৃপা করি পরকাশ যেমনি বাড়াইছ দাস
তেমনি বঞ্চিলা মহামাএ।
ত্রাসে কান্দে বীররাএ ত্রিযামা বহিআ যাএ
কান্দে বীর স্তবে সারদাএ॥
ভাবিআ দেবীর পাএ দ্বিজ রামদেবে গাএ
যদিসে তরাঅ ভবভএ॥

অএ রাম শ্রীমধুসূদন॥ ধু॥

নমো নমো নমো বন্দম নমো নারায়ণী।
ভএতে অভয়া রূপে দিনউদ্ধারিণী॥
অকারে অভয়া তুহ্মি অখিলজননী।
অপরাধ ক্ষেম মোর অনন্তরূপিণী॥

আকারে আনন্দময়ী আপনখণ্ডিনী।
আপনে লাগাইআ তরু কাটহ আপনি ॥
ইন্দ্রের ইন্দুমুখী মাতা ইন্দ্রে ভজে পাএ।
ইন্দ্রাণী সেবক রাখ ঈষৎ লীলাএ ॥
ঈশানে জাপএ তোহ্মা জানিআ ঈশ্বর।
ইঙ্গিতে সেবক বধ একি ঠাকুরাল ॥
উকারে উকারময়ী উমেশ্বরী নাম।
উগ্রেরে মোহিআ পাছে[১] উদ্ধারিলা কাম ॥
ঊএ উজ্জ্বল কান্তি উন্মত্ত যৌবন।
ঊর্দ্ধ করিলা রিপু উঠিআ গগন ॥
সিংহবাহিনী মাতা ঋষিগণে কহএ[২]।
ঋভাবে[৩] ধন দিআ রিপু কৈলা মাএ ॥
ঋক্ষপতি জাআ তুহ্মি ভজে কেতুরাএ।
ঋগ্‌বেদজননী মাতা ঋষিকে ধেআএ ॥
ঌকারে নির্ব্বন্ধরূপা নিশির প্রচার।
লীলাএ তারিআ নেঅ বিপদ আন্ধার ॥
লক্ষ্মীবিজয়ী তুহ্মি বিদিত সংসারে।
লিখিছ ললাটে মৃত্যু হইব কারাগারে ॥
একারে একই শক্তি একই ভাবনা।
এমন সঙ্কটে মোরে না হইঅ বিমনা ॥
ঐকারে ঐ শান্তি শান্তি জাআর কারণ।
ঐরাবত না গণিমু তোহ্মা ভাবি মন ॥
ওকারে ওঙ্কারময়ী নাদবিন্দুযুতা।
বুঝসি অন্যাএ বধে রাখ শৈলসুতা ॥
ঔৎকারে ঔষধরূপে ব্যাধি কর নাশ।
ঔৎপাতিক ভঅ হোন্তে রাখ নিজ দাস ॥
অঙ্কারে অঙ্গদ শোভে অঙ্গবিলাসিনী[৪]।
অঙ্গীকার পাল রাখ অনঙ্গমোহিনী[৫] ॥
বিসর্গে বিবুদ্ধিরূপা বিপদকারণ।
বিপদ কালেতে মোরে না হইঅ বিমন ॥

কালকেতুর এই স্বরচতুর্দ্দশ স্তুতি।
স্মরণে বিপদ খণ্ডে গৌরীপুরে[১] গতি ॥
দ্বিজ রামদেবে ভণে স্বপ্ন অনুমতি।
কালিকাসঙ্গীতা মতে রচাএ ভারতী ॥

মল্লার রাগ।

কাতরে ডাকম শমনের ভএ।
স্মরিতে হেরিতে মুই নারম সদাএ ॥
নিমেষে নিমেষে পাপ করিলুম বহুল।
ডুবিলুম ডুবিলুম ভবে না দেখিএ কূল ॥
পতিতপাবনী নাম আছিল ভরসা।
শিয়রে শমন দেখি লাগিছে তরাসা ॥
কহে গোবিন্দদ্বিজে বিধাতার বিধি।
পতিত তারিআ নাম ধর গুণনিধি ॥ ধু ॥

এমনি ভাবএ বীর করিআ ক্রন্দন।
অশ্রুবিন্দু পড়ে গিয়া দুর্গার চরণ ॥
চণ্ডিকাএ বোলে পদ্মা কহরে কারণ।
কে মোরে সঙ্কটে পড়ি করিছে স্মরণ ॥
এইমাত্র শুনে পদ্মা চণ্ডিকার কথা।
ত্রিভুবন গণিআ চাহে জুতির্ব্বেদ পোথা ॥
পদ্মাএ বোলে মাতা চাহিলুম সকল।
তোহ্মার প্রসাদে ত্রিভুবনের কুশল ॥
গুজরাটে কালকেতু তুআ পরিজন।
কারাগারে তোহ্মা ভাবি করএ ক্রন্দন ॥
ভালই ভুবনে পূজা করাইলা প্রচার।
তুআ বরে কালকেতু হইল সংহার ॥

কলিঙ্গপতি হইল ধনবাদে বৈরী।
রজনী প্রভাতে কেতু[১] কাটি দিব বলি ॥
পদ্মার বচন শুনি জলে নারায়ণী।
ঝাটে আন সিংহরথ বোলে ত্রিনয়নী ॥
কোপভরে শিথিল পিন্ধন[২] পাটশাড়ী।
আউলাইআ কবরীভার নাহি বান্ধে ভিড়ি ॥
সাজরে প্রমথসৈন্য দানব অবধি।
কলিঙ্গেরে করিব আজি রুধিরে জলধি ॥
সিংহরথ সাজাইয়া আনে সখিগণ।
পঞ্চসখী লইআ মাতা উঠিল গগন ॥
দানবে চালাএ রথ করি হুড়াহুড়ি।
কলিঙ্গরাজার পুরে বেঢ়ে তরাতরি ॥
চণ্ডিকাএ বোলে শুন দেবের সমাজ।
সবংশে নাশিআ পার কলিঙ্গের রাজ ॥
পদ্মাএ বোলে মাতা জগতঈশ্বরী।
একে বধি আন রাখ এ কোন চাতুরি ॥
কলিঙ্গনৃপতি হএ তুআ পরিজন।
তারে স্বপ্ন কৈহা কেতু করহ মোচন ॥
পদ্মার বচনে মাতা হইয়া তরাতরি।
স্বপ্ন কহিবারে চলে ঘোর মূর্ত্তি ধরি ॥
দ্বিজ রামদেবে ভণে অভয়ার পাএ।
ভববারি তারি মোরে নেঅ মহামাএ ॥

মল্লার রাগ।

মাতা ধরিআ চামুণ্ডাবেশ কিরীট গগনদেশ
কর্ণে কর্ণকুণ্ডল দোলএ ॥
কালিকা জিনিয়া কালা গলে শোভে মুণ্ডমালা
মেঘে যেন বলাকা উড়এ ॥

শিঅরে পড়ে লাপে মহী থরথর কাপে
জাগে রাজা শুনি হাহাকার ॥
তুলি বাম ভুজদণ্ড নাচাএ কৃপাণখণ্ড[১]
মেলে তুণ্ড যোজনবিস্তার[২] ॥
অতি ভয়ঙ্কর তনু গম্ভীরকপাল হনু
শশী ভানু নয়ানযুগল ॥
বিকট দশন কট হাসে কালী অট্ট অট্ট
উরুত লম্বিত পয়োধর ॥
লোহ লোহ ভীষণ জিহ্বা[২] রুধিবে খাবরি[১] পিআ
আড় আখি ভুপতিরে চাহে ॥
বিকট দশন গুরু তেন পুরাতন[১]
ভএ কম্পিত নৃপরাএ[২] ॥
ওরেরে কলিঙ্গনাথ ঠেকিলা চামুণ্ডা হাস্তে
আইলুম সবংশে নাশিবার ।
কোটাআল পাঠাইআ মোর ধন লুটাইআ
মোর পুত্র রাখ কারাগার ॥
অনেক সেবিছ মোরে বারেক ক্ষেমিলুম তোরে
যদি বন্দী থাকে কেতুরাএ ॥
সবংশে গ্রাসিআ আগে তোম্মার রুধিরভাগে
যবেক ভূষণ দিমু গাএ ।
পদাতি সারথি রথী রথসমে মত্ত হাতি
খাইয়া করিমু সব ক্ষয় ॥
জীবনে চাহসি আশ দিআ ধনজন দাস
কেতুরে পাঠাঅ নিজালএ ॥
স্বপ্ন কহি ভূপতিরে গেলা দেবী কারাগারে
পদ্মহস্তে কেতুরে চেলাএ ॥
শিঅরে চণ্ডিকা হেরি চরণকমলে ধরি
কান্দে বীর অবনী গড়াএ ॥
দ্বিজ রামদেবে ভণে সারদার শ্রীচরণে
ধন্য ধন্য কালকেতু রাএ ॥

সুহি সিন্ধুড়া রাগ।

প্রণমহু হরজায়া ছাড়হ এসব মায়া
সেবকের শুন পরিহার।
তোহ্মার অমোঘ বরে বন্দী হইলুম কারাগারে
কি বর দিবারে আইলা আর ॥

তুহ্মি দেবী শৈলসুতা জানিলাম কৃপাযুতা
না বুঝিলুম সে মায়া তোহ্মার।
কোন অপরাধ কৈলুম কর পাতি ধন লইলুম
সেই রোষে করিলা সংহার ॥

পশুর কৃপার হেতু ছলে বধ কালকেতু
রিপু করি কলিঙ্গরাজন।
ধনের নাহিক দাএ গণ্ডিশর দেঅ মাএ
পশুসৃষ্টিনাশিনী অখন ॥

সেবকের শুনিআ কথা হাসএ জগতমাতা
কেন পুত্র লজ্জা দেঅ মোরে।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হইলুম ভূপতিরে স্বপ্ন কহিলুম
প্রভাতে যাইবা নিজ ঘরে ॥

তিল অবধান বিনে এথ হইব কে জানে
দুঃখ পরিহর কেতুরাএ।
আশ্বাসিআ বীরবর বিমানে করিআ ভর
সিংহরথে যাএ ॥

দ্বিজ রামদেব গাএ অভআ সারদা পাএ
অধমে মাগম এহি ধন।
প্রাণ যাইবার সময় হৈলে অভয়া দর্শন মিলে
অন্তিম কালে এই নিবেদন[১] ॥

অএ রাম মোর সোদররে প্রাণ না রহএ ॥ ধু ॥

ক্ষণদা বহিআ গেল অরুণ উদিত।
স্বপ্ন দেখি উঠে রাজা ভএতে মোহিত॥
রাজার মহিষী কান্দে ধরি দুই পাএ।
কেহ কেহ মহারাজের শিরা ধরি চাএ।
কেহ কেহ মহামন্ত্রে শিক্ষা বান্ধে যবে[১]।
হাকারিআ সর্ষ ছিটে ভূতনিআ সবে॥
চির ব্যাজে সংজ্ঞা লভি কলিঙ্গরাজন
নিত্যকৃত্য সঙ্কলিআ বৈসে হেমাসন॥
পঞ্চ বর্ণে মহারাজার মিলিল সমিতি।
দ্বিজে আশীর্ব্বাদ করে হইয়া একমতি॥
অভীষ্ট সিদ্ধ পূর্ণ মনোরথ।
রিপুঞ্জয় ভব নৃপ জীবা যুগশত॥
আসিআ ধবল গজে নোআইল মাথা।
শাণ্ডিল্যসন্তান স্থানে কহে স্বপ্নকথা[২]॥
বিপ্র কি দেখিলুম এক রামা শিঅরেতে কালি[৩]।
মোর তরে বোলে রামা ঘোর তুণ্ড মেলি[৪]॥
বামহস্তে অসি ঝারে আর হাতে থাল।
বিকট দশন গলে দোলে মুণ্ডমাল॥
হুহুঙ্কারে গর্জ্জে কালী ডাকি বোলে মোরে।
সবংশে খাইমু কেতু রাখ কারাগারে॥
ভূপতির বাক্যে শেষে শাণ্ডিল্যসন্তান।
গোদোহ অবসানে করে স্বপ্নের বাখান[৫]॥
বিপ্র চারু চন্দন করি কহিল স্বপন।
কালকেতু হএ চামুণ্ডা পরিজন॥
কারাগারে থাকে যদি করিব জঞ্জাল।
মোচন করিআ তারে পাঠাঅ তৎকাল॥
ভারু বোলে মহারাজ মনে পাইছ ভএ।
তে কারণে ঝম্পকম্প দেখএ স্বপ্নএ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

আসোয়ারি রাগ।

জানহু হরিপদ সার ॥
যহু তহু এ দুই নয়ান মুদি রহ ॥
জ্যোতি বিনে সব আন্ধিআর।
কাহে গআ জননী জনক সহোদরা ॥

কাহে গি রহল আন আন ॥ ধু ॥

ভারুর বচনে রাজা দুঃখিত অন্তর।
কেতু দেখাইবারে আদেশে নিশিশ্বর ॥
রাজার আদেশে কোটাআল রহিতে না পারে।
ত্বরাএ চলিআ গেল বন্দী কারাঘরে ॥
শুনিআ চামুণ্ডা কথা মনে ভয় পাএ।
কারাগারেব দ্বারে গিআ উকি দিআ চাএ ॥
শিথিল নিগড়ে কেতু আছে কুতূহলে।
তা দেখিয়া কালুদণ্ড পড়ি গেল[১] ভোলে ॥
কালুদণ্ডে বোলে বন্ধু শুনিছ কাহিনী।
তোহ্মার লাগি সাধুরাজা সমস্ত যামিনী ॥
নিদ্রা নাহি যাএ রাজা অস্থির হইয়া[২]।
চামুণ্ডা কহিল স্বপ্ন তোহ্মার লাগিআ[৩] ॥
হেন বুঝি আজু তোহ্মার হইল শুভক্ষণ[৪]।
আজুকা হইব বন্ধু তোহ্মার মোচন[৫] ॥
এ বলিয়া কালকেতু ধরে বামকরে।
তরাতরি চলি যাএ নৃপতিগোচরে ॥
দ্বিজ রামদেবে গাএ দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

হরি রাম ॥ ধু ॥

রাজএ বোলে এত গর্ব্ব ধর কেতুবীর।
তিল আধ দেখি না নোআইলা শির ॥

কহরে সচিবসভা এহার সাক্ষী[১] কি।
কেতুরে প্রসন্ন হৈছে হেমন্তের ঝি ॥
মন্ত্রী বোলে চণ্ডিকা আছএ কেতু শিরে।
যাহারে প্রণতি করে হএ দুই চিরে[২] ॥
মন্ত্রিবাক্যে বিস্মিত হইল নৃপরাএ।
তরাতরি কেতুরে দণ্ডাবল ঢুআএ।
সারদা স্মরিআ গজে প্রণামিল শির ॥
গর্জ্জিআ পড়ে যূথনাথ হইয়া দুই চির।
করী নিশ্মঞ্ছিআ ফেলে হেমমুক্তাফল।
অভআর বরে জীআ উঠে দণ্ডাবল ॥
তবে কেতু মোচন করিল নৃপমণি।
নৃপসভার মাঝে উঠে জয় জয় ধ্বনি ॥
ধনজন প্রসাদ করিল নৃপরাএ।
নৃপতির তরে বীর মাগিল বিদাএ ॥
আখির ঠারে ভারুদত্ত সঙ্গে লইয়া যাএ।
কতদিন বিলম্বে আপনা পুরী পাএ ॥
মহাবীর আইল যদি সঙ্কট তরিআ।
গুজরাটের প্রজাসব মিলিল আসিআ ॥
সভা করি মহাবীর বৈসে হেমাসন।
ধূর্ত্তসুত ডাকি করে ভারুর লাঞ্ছন ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

সুহি সিন্ধুড়া রাগ।

লইআ থোথরা খুর মুড়াএ ভারুর মুড়
প্রথমে কাটয়ে কেশপাশ ॥
ঘাড় মোড়া দিআ ধরে ঠাই ঠাই কিল শির পরে
কান্দে ভারু হইয়া হতাশ ॥

সুজীর্ণ খুরের চোটে তিলেক নাহিক ছোটে
সঘন রুধির বহে ধার।
ভারু বালে কৈলুম দোষ নাপিতের কি লাগি রোষ
জিমুত শুধিমু একবার॥
নগরে আইলেন ছেরা সাহ্নে ভারুর সিঙ্গরা
হরিযে হইআ উতরোল।
নগরের ছাওয়াল গুলা নয়ানে মারিআ ধুলা
ধরিয়া শিরেতে ঢালে ঘোল॥
তরুবর দিআ কান্ধে দুই বাহু তুলি বান্ধে
নানা বর্ণে বদন সাজাএ।
কোলাহল জয়ধ্বনি ঢোলের বাজনা শুনি
ভারুদত্ত লইআ বেড়াএ॥
দ্বিজ রামদেবে গাএ ভাবিআ দেবীর পাএ
অধমে মাগম এহি ধন॥

তুড়ি সিন্ধুড়া রাগ।

আরে মন ভবে ডুবি রহিলুম আর ভাব কি।
শিয়রে শমন ছিল না জান অখনি॥ ধু॥

এমনি ভারুর তরে লাঞ্ছন অপার।
লড়াই খেদাইল তানে গাঙ্গের একধার॥
তরুমূলে বসি ভারু করএ ক্রন্দন।
কেমনে ভারিমু লোক এমনি লাঞ্ছন॥
মনে ভাবি গেল ভারু ধূর্ত্তের সদন।
তরাতরি করাইল মস্তক মুণ্ডন॥
নগরে মাগিয়া খাএ কহে এহি কথা।
তীর্থরাজে গিআ আহ্মি মুড়াইল মাথা॥
আর দিন উল্লাসিত হইআ বীরমণি।
গুজ্জরাতে মহাড়ম্ভে পূজে নারায়ণী॥

শঙ্খ ঘণ্টা দুন্দুভি বাজাএ সেই স্থান[১]।
গজ গণ্ডা মহিষ করএ বলিদান ॥
প্রণতি করিল বীর সঙ্কলিআ পূজা।
প্রত্যক্ষ হইল তানে দেবী দশভুজা ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

হরি রাম ॥ ধু ॥

চণ্ডিকা দেখিআ বীর পড়ে ভূমিতলে।
যুগপাণি হইআ কহে চরণকমলে ॥
অভয়াএ বোলেন পুত্র শুন বীরবর।
হরের সম্বাদ কিছু কহিমু তোহ্মার[২] ॥
তুহ্মি নীলাম্বর নাম ছিলা ইন্দ্রের নন্দন।
নিত্য নিত্য পুষ্প দিতা তাহান চরণ ॥
প্রভুর চরণে কিছু অপরাধ মূলে।
শাপহেতু জন্ম লভিলা ব্যাধকুলে ॥
শাপ মুক্ত হইল তোর এ বার বৎসর।
তোহ্মার তরে তলপ করিছে গঙ্গাধর[৩] ॥
রামাসঙ্গে দেহ ছাড় পারিয়া হুতাশ।
আহ্মার বিমানে চড়ি চলহ কৈলাস ॥
এ বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইল নারায়ণী ॥
মণ্ডলেরে সম্বোধিআ কহে বীরমণি ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

ভাটিআল রাগ।

মণ্ডল জানাইলু বিদাএ আহ্মার।
গুজরাট পালন তোহ্মার ॥ ধু ॥

কি আজু সুদিন বাসি সারদা শিয়রে বসি
সার তত্ত্ব কহিল কারণ।
জননীএ স্নেহভর নাম ধরি নীলাম্বর
আছিলাম ইন্দ্রের নন্দন ॥
হরে সেবি নানা ফুলে কুসুমবিলম্ব মূলে
বৃষকেতু হইল মোরে বাম ॥

শাপ মূলে শাপমুক্ত এ বার বৎসর[১]।
মোরে তলপ করিছে গঙ্গাধর[২] ॥
যাইব আহ্মি হরের গোচর[৩]।
আহ্মা না নিন্দিঅ সভাকার ॥
এমনি কহিলা কেতুরাএ।
কান্দে মণ্ডল ধরি বীরের পাএ[৭] ॥
ধাএ লোক কেশ নাহি বান্ধে।
বীর হেরি প্রজাসব কান্দে ॥
দ্বিজ রামদেবে ভণে রাখ দুর্গা রাতুল চরণে ॥

শ্রী গান্ধার রাগং।

বোল হরি এইবার এইবার।
আর নি মনিষ্য কুলে জনম আহ্মার ॥ ধু ॥

বীর গুজরাট সমর্পিয়া মণ্ডলের তরে।
চন্দন হিন্দোল আনি হুতাশন জ্বালে ॥
সেই কালে প্রদক্ষিণ করিয়া হুতাশ[৬]।
হরি হরি বোলে বীর পাবকে প্রবেশ[৭] ॥
পতি অনুসারি পড়ে ফুলরা কামিনী।
গুজরাট প্রজাসব দিল জয়ধ্বনি ॥
তখনে জগতমাতা ধরিয়া আপনে।
রামা সঙ্গে নীলাম্বর তুলিল বিমানে ॥

নীলাম্বর লইয়া হইল দুর্গার গমন।
কৈলাস শিখরে গিয়া দিল দরশন॥
চণ্ডিকাএ বোলে প্রভু শুন শূলধর।
চিহ্নিআ লওরে তোহ্মার সেবক নীলাম্বর॥
নীলাম্বর পাইয়া নীলকণ্ঠের উল্লাস।
তখনে অমর শিক্ষা করাইল অভ্যাস॥
রামদেবে ভণে কালকেতু স্বর্গবাস।
নায়কেরে খণ্ডাঅ দুর্গা শমন[১] তরাস।

মালসি রাগ[২]।

যোগাধীপে বোলে শুন ইন্দ্রের তনয়।
যে যোগ জানি আহ্মি হইলাম শমঞ্জয়[১]॥
শুন নীলাম্বর কহে গঙ্গাধর।
এক কোটি তীর্থ বৈসে কলেবর॥
সে সব সমাধিপথ দেখি নীলাম্বর।
পৃথ্বী আদি পঞ্চভূত দেখে শরীর ভিতর॥
তার সন্ধি জানিলাম আকাশ প্রধান।
শুন শিশু বোলে এহার প্রমাণ॥
হৃদিপদ্মে থাকে প্রভু মানস আকার।
তিলেকে শতেক লীলা না বুঝে যাহার॥
সেই ব্রহ্ম জানিঅ দেহগেহের প্রদীপ।
যাহার প্রকাশ বিনে আহ্মি নির্জ্জীব॥
নাসাপুটে বহে নিত্য বাঝাদি সমীর।
বায়ু বন্দী করিলে হএ জীব সুস্থির॥
ইঙ্গলা পিঙ্গলা মধ্যে সুষম্না বলবান।
ভাটি বন্দী করিলে হএ জীব বলবান॥
যোগসূত্র কহিলাম শুন নীলাম্বর।
কহিলুম পরতত্ত্ব হইবা অমর॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

ধনপতি উপাখ্যান।

মল্লার রাগ।

কৈলাস শিখর সুখ রম্যবর
চড়াইয়া দিব্য বর্ণ সাড়ি[১]।
বিশাল রত্নাসনে বসিআ এক মনে
পাসা খেলেন হরগৌরী॥
বামপঞ্চ দশ সাতা ডাকএ শৈলসুতা
বিধু বৃত্তি দুআ চারি।
গৌরী ঢালেন পাসা মনে করিআ আশা
হরের কত বল মারি॥
নাচন্তি ভবানী চাপএ শূলপানি
হাসএ দিয়া করতালি।
চাপিআ গঙ্গানাথে বোলেন সানন্দিতে
পাসাত্তারি গেলা ভুলি॥
হরধর বোলাবুলি করএ ঠেলাঠেলি
মণিকর্ণ সাক্ষী তাহার।
প্রভুর প্রেমভোলে সাক্ষীএ মিথ্যা বোলে
দেখিলুম নহে সমাচার॥
জানিআ মহেশ্বরী ছুটিলা পাসা সারি
অধরে হএ কোপকাপ।
কম্পিত ভবানী চকিত শূলপানি
মণিকর্ণেবে দেই শাপ॥
মনি কপালে দৈবে আনল জ্বলে
কে বুঝিবে প্রভুর মায়া।
দ্বিজ রামদেবে গাএ ভাবিআ দেবীর পাএ
অন্তিম কালে মাগি পদছায়া॥

সুহি বলোআর রাগ।

দীননাথ কি জানি ঘাটিলুম রাঙ্গা পাএ।
তোহ্মার কৃপার হেতু ভুলিআ রহিলুম
এবে বোল কি হইব উপাএ॥ ধু॥

দেবী বোলে মণিকর্ণ মিথ্যার সাগর।
যেমনি ঈশ্বর হএ তেমনি চাকর॥
যাঅরে পাপিষ্ঠ বেটা উজানি নগর।
জন্মগী বণিক্যবংশে রঘুপতি ঘর॥
শাপ পাইআ মণিকর্ণ উঠে তরাতরি।
লোটাইয়া কহে দেবীর চরণেত ধরি॥
জননী শাপিলা মোরে পাপ কর্ম্মে লেখা।
কতদিনে পাইব মুই তুয়া পদ দেখা॥
দেবী বোলে মিত্রভাবে যদি ভাব মোরে।
তিন জন্মে প্রসন্ন হইমু তোহ্মারে॥
রিপুভাবে আহ্মা যদি ভাব সর্ব্বদাএ।
এক জন্মে প্রসন্ন হইব সারদাএ॥
শাপভ্রষ্ট মণিকর্ণ রহিতে না পারে।
রামা সঙ্গে মহানন্দে দেবদেহ ছাড়ে॥
দুই দ্রব্য লইআ হইল দুর্গার গমন।
উজানি নগরে গিআ দিলা দরশন॥
রঘুপতি নিধিপতির জায়া ঋতুবতী।
দোহার জঠরে দুই রাখিলেন পার্ব্বতী॥
মণিকর্ণ জন্ম লভে রঘুপতির ঘরে।
আনন্দে চলিল দুর্গা কৈলাস শিখরে॥
দিনে দিনে বাড়ে রামা গর্ভ হইল ভার।
সম্পূর্ণ দশ মাসে প্রসবে কুমার॥
দেবঅংশে পুত্র হইল দেখিতে বিশাল।
আজানুলম্বিত বাহু শ্রীকণ্ঠকপাল॥

জয়ধ্বনি দিয়া উঠে বণিক্য যুবতী।
মহোৎসবে জাতকর্ম্ম করে রঘুপতি ॥
পঞ্চম মাসে অন্ন দিল নিমন্ত্রিআ গ্রাম।
ধনলাভে ধনপতি থোএ তার নাম ॥
দিনে দিনে যৌবন বাড়িল ধনপতি।
মহোৎসবে বিবাহ কৈলা লহনা যুবতী ॥
সেই কালে ইন্দ্রশাপে এক অপ্সরী।
লক্ষপতির ঘরে জন্ম লভে তরাতরি ॥
জন্মিল উর্ব্বশী কৈন্যা রূপে অনুপাম।
অতি স্নেহে জননী খুলনা থোএ নাম ॥
দিনে দিনে বাড়ে কৈন্যা পরম উজ্জ্বলা।
গগনমণ্ডলে যেন সব শশিকলা ॥
আর দিন ধনপতি হইয়া কুতূহলি।
কৈতর উড়াইতে গেল নগর ইছানি ॥
রাঘবদত্ত আদি করি সাধু পরাশর।
একে একে মিলে গিআ ইছানি নগর ॥
তরুতলে বণিক্য কুমার শতে শতে।
অন্যে অন্যে প্রশংসএ যার যে পারাবতে ॥
রাঘবদত্তে বোলে বের্থ পোষ ধনপতি।
তোহ্মার কৈতর নহে হিরণিআ জাতি ॥
ধনপতি বোলে রাঘব বাদের কার্য্য নাই।
তুহ্মি আহ্মি পণ এড়ি কৈতর উড়াই ॥
দড়াদড়ি পণ থুইল তিন লক্ষ ধন।
দুই সাধু পারাবত উড়াএ তখন ॥
রাঘবদত্তে উড়াইলা কপোত প্রমাণ।
ধনপতি উড়াইল দেখে সর্ব্বজন ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ছোপে গগনমণ্ডলে।
দৈবগতি পড়ে গিআ লক্ষপতির চালে ॥
লোক মধ্যে রাঘবদত্ত হইয়া লজ্জিত।
তিন লক্ষ ধন গণি দিলেক তুরিত ॥

ধনপতি সেই ধন বিবর্ত্তি সভাএ।
পারাবত অন্বেষণে চলিল ত্বরাএ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুস্থতে ভণে রবিস্থতের ভএ॥

ধানসি রাগ

পারাবত হারাইআ সাধুর নন্দন।
বিস্মিত হইআ সাধু বসিলা তখন॥
খেনে খেনে গগনে নেহরে ঘন ঘন।
খেনে খেনে তরুতলে বৈসে হইআ বিমন॥
কলরবে সাচানে নিল গেল কোন ঠাই।
হারাইলুম হিরণ্য কৈতর হাসিব রাঘাই॥
কিঙ্কর ধাইআ আসি বোলে সেই কালে।
পারাবত পড়িআছে লক্ষপতির চালে॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

হরিরাম। ধু॥

দোলাএ চড়িআ সাধু করিল গমন।
লক্ষপতির ঘরে গিআ দিল দরশন॥
লক্ষপতি জানে যদি আইল ধনপতি।
সম্ভাষিআ পুরীমধ্যে আনে অব্যাহতি॥
সাধু আরতি পাইআ বৈসে কাঞ্চন আসন।
চারি দিগে সেবা করে চামর ব্যজন॥
হাস পরিহাস করে দুই পাইয়া সন্ধি।
সেবকে বেঢ়িআ পারাবত করে বন্দী॥
সেইকালে বিধির নিরবন্ধ ছিল হেতু।
সখী সঙ্গে খুলনা চলিছে স্নান হেতু॥

মৃদু মৃদু চলে রামা রাজহংসগতি।
দেখি মাত্র আনন্দে মোহিত ধনপতি ॥
অনঙ্গে মোহিত সাধু পাইআ অবসর।
পুরোহিত ডাকিআ তবে জিজ্ঞাসে উত্তর ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদএ চিন্তিআ দুর্গার চরণকমল ॥

সিন্ধুড়া রাগ।

সৈজানি ল জাননি ওহার নাম কি ॥
হেন লএ মোর মন কুলশীল প্রাণধন
যাচিআ বন্ধুরে দিমু দান ॥ ধু ॥

ধনপতি বোলে বিপ্র কহ তত্ত্ববাণী।
পঞ্চ সখীর সাথে উকী কাহার নন্দিনী ॥
পুরোহিতে বোলে সাধু সে জিজ্ঞাস কি।
খুলনা ওহার নাম লক্ষপতির ঝি ॥
সেই যে দেখিলা কৈন্যার কি কহিব বাখান।
কার ভাগ্যে বিধি জানি করিছে নির্ম্মাণ[১] ॥
সাধু বোলে পুরোহিত শুন মহাশএ।
তুহ্মি চিত্ত দিলে রামা করি পরিণএ ॥
পুরোহিতে ধনপতির পাইয়া ইঙ্গিত।
লক্ষপতিস্থানে গিআ জানাএ তুরিত ॥
লক্ষপতি শুনি মনে আনন্দে আকুল।
কিমতে দড়াইআ কহিমু ধর্ম্ম আছে মূল ॥
বরযোগ্য ধনপতি হএ সাধুমণি।
তাহে কন্যা সমর্পিলে বড় ভাগ্য মানি ॥
লক্ষপতির ইঙ্গিত বুঝিয়া ধনপতি[২]।
আপনা শ্বশুরালয়ে রহিল সম্প্রতি[৩] ॥
পুরী প্রবেশিআ সাধু বৈসে হেমাসন।
লহনা আসিআ করে চামর ব্যজন ॥

ধনপতি বোলে প্রিয়া শুনিছ কাহিনী ।
বিবাহ করিমু তোহ্মার খুলনা ভগিনী ॥
এইমাত্র শুনে রামা সাধুর বচন ।
লহনার মুণ্ডে যেন ঠেকিল গগন ॥
করের চামর ধরি মারিল পাছাড় ।
কান্দিতে কান্দিতে গেল ভুবনমাঝার ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ ।
কবিবিধুস্থতে ভণে রবিস্থতের ভএ ॥
অথ শুক্রবারস্য রাত্রিগীতং ॥

রাগ পাহিড়া ।

কান্দেরে কমলামুখী ওনা দুঃখে হইয়া দুঃখী
দুবলারে জানাএ তখন ।
এমনি করিল ধাতা ভগিনী হইতে সতা
আর কেনে রাখিছি জীবন ॥
পতিজাতি অতি ছাড় মরম না পাইলুম তার
বচনে ছলিল অভাগীরে ।
পারাবত খেলাছলে আপনে সাজিঅা চলে
দেখিতে দারুণ খুলনিরে ॥
ভগিনী সতার তাপ নিশি দিশি হইল জাপ
ঝম্প দিমু জলধি মাঝারে ।
দুবা কি বুদ্ধি বলিবা বোল আনি দেহ হলাহল
বঞ্চিতে নারিমু এই ঘরে ॥
প্রাণনাথ হইল বৈরী ছিড়িল প্রেমের দড়ি
কি বুঝি রহিতে বোল আর ।
পুরুষ ভ্রমরাজাতি পাইল যুবতী অতি
কি আর যাইমু তার ঘর ॥
দ্বিজ রামদেবের মন অলি হৈয়া অনুক্ষণ
ঘুরিয়া ঘুরিয়া পদে মজি ॥

কামোদ রাগ।

প্রিয়া সৌজান কি আর পুছসি মোরে।
যে বন্ধুর লাগিআ শরণ লইলুম সেই ছাড়ে মোরে।
পুরুষ কঠিন জাতি হীরার কাটারি।
একেতে মজিলে মন অন্য যায় ফিরি॥
অবলা অধম জাতি পদে পদে অপরাধ।
একেতে শরণ লইলে অন্যতে বিবাদ॥
রামদেবে বোলে সাউদাইন খেদ কি লাগিয়া।
বিধাতার নির্ব্বন্ধ সাধুর হইব পুন বিয়া॥ ধু॥
দুবলাএ সান্তাএ রামা কান্দে অনিবার।
ছিড়িআ পেলাইল গলার গজমতি হার॥
নানা বর্ণের পত্রাবলী করিআ বিনাশ।
দুকূল ছাড়িআ রামা পৈরে পীতবাস[১]॥
কোপভরে প্রবেশিল অন্ধকার ঘরে।
কুপিত ভুজঙ্গ যেন প্রবেশে বিবরে॥
মায়াভাবে রামা হইল মোহিত।
ধনপতি শুনিআ হইল চিন্তিত॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদএ চিন্তিআ দুর্গার চরণকমল॥

শ্রী রাগ।

মানিনী তত্ত্ব শুনিলুম তোর।
কানু কমলএ সকলি গুণালএ
হেরি না হেরসি তোরা॥
কি এ মুখ চন্দ্র মন্দ কি মোর শিখি ছন্দ
নাই আবরণ সাজ।
রঙ্গিত রঙ্গিম ভুরুর ভঙ্গিম
কি এ নহি লোচন সাজ॥

কিএ নহি দেবরাজ ধনু সুন্দর সিন্দুর
চিকুর পরকাশ।
কিএ নাহি হাসভাষ মধুর সুকল
কিএ নাহি দুকূল বিনাশ॥
ছলি তুহ মান আন ভেল দুঃখ মইল
জীবন অভিমান।
চিরদিন চান্দ অঙ্গে ভয় আছেল
আজু পরকাশ আন॥ ধু॥

ধনপতি বোলে প্রিয়া কহরে কারণ।
কি হেতু মানিনী এথ করহ ক্রন্দন॥
কারণ লইতে নারি কহরে যুবতী।
যতিবেশ ধর কেনে জীতে আহ্মি পতি॥
কি হেতু মুখের শোভা করিলা বিনাশ।
বদনে নিন্দিত কেনে পতির উল্লাস[১]॥
সতী হইয়া কর পতিপ্রীতির কারণ।
পুরাণ প্রসঙ্গ এক শুন দিয়া মন॥
দুই ভার্য্যা করিল আপনে পঞ্চানন[২]।
গঙ্গা ভবানী জান বিদিত ভুবন[৩]॥
ভিন্ন জন নহে যে তোহ্মার ভগিনী।
বিবাহ করিতে আজ্ঞা দেঅরে সুবদনী[৪]॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

হরিরাম॥ ধু॥

এই মাত্র পাইল সাধুর বচন ইঙ্গিত।
মায়া মোহ তেজি রামা ধাইল তুরিত॥
লহনা চৈতন্য হইলা সাধু হরষিত।
বিপ্র জনার্দ্দন আনি করিল ইঙ্গিত॥

সাধু বোলে জনার্দ্দন শুন পুরোহিত।
বিবাহ করিব আহ্মি কিছু কর হিত ॥
যেমন উচিত লঅ জোটক সম্ভার।
লক্ষপতির সদনে চলহ পুনর্ব্বার ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

সুহি রাগ।

আদেশিল ধনপতি চলে বিপ্র অব্যাঅতি
নিজ বেশ ছাড়িআ তুরিত।
সাজিল জনাদ্দন সঙ্গে চলে কতজন
চলে বিপ্র হৈয়া সুসজ্জিত ॥
রম্ভা সক্র মুখচিন লইল সাক্ষাতে মীন
দধি লইল সহস্র কলস।
সম্ভার চালাইআ আগে সভা চলে ভাগে ভাগে
লহনারে করিআ বিরস ॥
দিনশেষে দিনমণি শিথিলকিরণ জানি
লক্ষপতির প্রবেশে সদন।
বিপ্র দেখি লক্ষপতি প্রথমে ধরিলা ক্ষিতি
সমাহিতে বন্দিলা চরণ ॥
বিপ্র রাখি উচ্চাসনে বৈসাইল সভাগণে
লক্ষপতি বৈসে হেমাসন।
সাধু সম্ভাষণ পাইয়া[১] বিপ্র সমাহিত হইআ
জানাইল সম্বন্ধ কারণ ॥
বোলে সাধু লক্ষপতি শুন বিপ্র মহামতি
তান যশ জগত উল্লাস।
সুন্দর কুমার জানি সেই সাধুশিরোমণি
বরযোগ্য হয়ত প্রকাশ[২] ॥

কি আর জানাঅ তুহ্মি না জানাইতে জানিছি আহ্মি
ধনপতির যথ গুণ হএ।
কীৰ্ত্তিসম্বন্ধনিলয়বাসী যাহার অধীন জানি
নিবেদিলুম শুন মহাশএ॥
বিপ্র বোলে লক্ষপতি শুন সাধু মহামতি
তুহ্মি মাত্র কর অঙ্গীকার।
জানিছি তোহ্মার সতী বচনে উদার অতি
তান আজ্ঞা হএ মোর ভার॥
বিপ্র বোলে মহামতি শুন সাধু লক্ষপতি
তুমি মাত্র করহ ইঙ্গিত।
কহে কবিচন্দ্রসুত দেবীপদে অবিরত
সর্ব্বদা মজিয়া রহে চিত॥

কেদার রাগ।

দেখ সখী মুরলী বাজাএ কাহ্নু।
যখনে শ্যামরাএ হাসি বাশি বাহাএ
দরবহে দারুণ পাষাণ। ধু।

এহি মাত্র পাইআ বিপ্র বচন ইঙ্গিত।
জননী রম্ভাস্থানে গেলেন তুরিত॥
রম্ভাএ বোলে বিপ্র ছাড়এ সে বাসনা।
যাহার রমণী আছে দুরন্ত লহনা॥
প্রবল আনল সমীপে কথা দীপের প্রকাশ।
ভানুকান্তি কাছে কথা কুমুদ উল্লাস॥
দ্বিজমণি বোলে মাতা কহত কারণ।
মুখ্যপত্নী করিয়াছে যত সত্য জন॥
বাণী কমলা দেখ হরির অবলা।
হরের রমণী গৌরী গঙ্গা সুনির্ম্মলা॥
সপ্তবিংশতি জায়া ধরে রতিপতি।
এসব জানিআ আজ্ঞা দেঅ মোরে সতী॥

বাক্যদত্তা কৈল কৈন্যা সাধু লক্ষপতি।
না পাত জঞ্জাল মোরে দেঅ আজ্ঞা সতী ॥
সাধুপত্নী বোলে বিপ্র কহ বারে বারে।
তোহার কারণে কৈন্যা আনলেত পড়ে ॥
জনক হইয়া যদি হইল দারুণ।
তাহাতে রাখিতে বিপ্র কে আছে নিপুণ ॥
দ্বিজমণি পাইআ এহার আদেশ বচন।
ধনপতিস্থানে আসি জানাএ কারণ ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদএ চিন্তিআ দুর্গার চরণকমল ॥

তুড়ি রাগ।

কি আর কুল লাজে সৈ কি আর কুল লাজে।
শ্রবণ নয়ান সম জীবন যৌবন ধন
সকলি হরল ব্রজরাজে ॥
শ্রবণ নিরোধ রাখি কতবার মুদি আখি
কত শত কাজে মন বান্ধি।
বন্দের নিরস বাশি এমন সরস ভাষী
শুনি প্রাণ ধাএ কান্দি কান্দি ॥
বারিলে বারণ না হএ কত আর পরাণে সহএ
নিবারিলে ধাএ শত গুণে।
দিল বা না দিল দেখা না ছিল ললাটে লিখা ॥
জগত ভরল চান্দ মুখের টানে ॥
গোবিন্দদ্বিজে কহে দেখি পহু শ্যামরাএ
কেমনে তেজিয়া আইল ঘরে।
সেই পহু গুণনিধি হেলাইএ মিলাইছে যদি
কুললাজ কি করিব তোরে ॥ ধু ॥

বিপ্রের বচন শুনি হরিষ অন্তর।
বিবাহের দিন পাইল শুক্রবাসর ॥

দিগে দিগে বিপ্রবর্গ পাঠাইআ তখন।
জ্ঞাতি নিমন্ত্রিয়া আনে আপনা সদন॥
যেই জ্ঞাতি ছিল মাস পক্ষ পথ।
শীঘ্র জানি লড়িল সভা আইল শতে শত॥
দিনশেষে দিনমণি শিথিলপ্রকাশ।
মহোৎসবে ধনপতি করে অধিবাস॥
লহনা জানিল কার্য্য হইল সুসার।
পতিরে বাঞ্ছিআ করে উৎসব আচার॥
যতি হইয়া রহে যদি সাধুর নন্দন।
খুলনার উৎসব করে জনকসদন॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাহি আর॥

সারঙ্গ রাগ।

আল রাই আজ বড়ই আনন্দ অপার॥ ধু॥

বৈসে রামা সারি সারি বিচিত্র দুকূল পরি
হেমভূষা পরিআ অপার।
হেন মত অনুসারি চপলতা পরিহরি
অবনীতে বিজুলিবাজার॥
কস্তুরি চন্দন বেশ রঞ্জিয়া ললাটদেশ
অবশিষ্টে পরিখে সিন্দূর।
ওকি মনে অনুসারি কতুকে গগন ছাড়ি
সভাভূমি অরুণ প্রচুর॥
কর্পূর তাম্বুল দেএ যার যেই ইচ্ছাএ নে
লড়ক লুটএ সখিগণ।
রম্ভা ফল সারি সারি কতক বর্ণিতে পারি
হরিষে লুটএ দাসীগণ॥

ঝাঝা ঝিঝি তাল বাজে নানাবিধ বাদ্য বাজে
খুলনার করে অধিবাস।
কতুকে রমণীগণ ভাঙ্গএ কুসুমবন
মালাকারে করে উপহাস॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদ পাশে মোহিত হইয়া ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা॥

হরিরাম॥ ধু॥

নারিগণ সর্ব্বে করে উৎসব মঙ্গল।
আধ নিশি বহি গেল করিতে মঙ্গল॥
ত্রিযামা বহিআ গেল প্রকাশ গগন।
লক্ষপতি নান্দিমুখ করিল তখন॥
রম্ভায় ডাকিআ যথ সখিপরিবার।
মঙ্গল আচারে চলে জল ভরিবার॥
দেবীপদে দ্বিজ রামদেবের মিনতি।
জন্মে জন্মে থাকে যেন রাঙ্গা পদে মতি॥

মল্লার রাগ।

চলিল রম্ভা নারী সঙ্গে লইআ সহচরী
শিরে শোভে মালাকার।
কটিতে গাগরি রাখি সঙ্গে লইআ সব সখী
চলে ধনি জল ভরিবার॥
সুকেশী সুবেশা কথ মদালসা আদি যথ
মদনমঞ্জরী যথ ভাগে।
চঞ্চলা চমকি চলে ধাএ ঠেলি বলাবলে
কোন ধনি ধাএ আগে আগে॥

এমনি সাজিআ রঙ্গে নানাবিধি বাদ্য সঙ্গে
আইলেন সরোবরতীরে।
দেখিআ কমলমুখী তুলনা পাইআ সুখী
কমলা নাচএ তার নীরে॥
রম্ভা আদি সহচরী বারি ভরি তরাতরি
মঙ্গল আচারে ফিরি ফিরি[১]।
সখিগণ কুতুহলি পাণিএ পানি কচালি[২]
অর্ঘ্য দিয়াছে সর্ব্ব বেঢ়ি[৩]॥
জল ভরি তীর কাছে চৌদিকে নাটোআ নাচে
ফিরএ পঞ্চ সরোবর।
হেম গাগরি ভরি চলে সব সারি সারি
সদলে ত আইল বরাবর॥
কুতূহলী সব সখী কমল ইন্দুমুখী
আইল সব বড় কুতূহলী।
দেবিপদদ্বন্দ্ব পিএ মকরন্দ
দ্বিজ রামদেবের এই বোলি॥

অ মোর সোন্দররে প্রাণনারে হএ॥ ধু॥

সখী সঙ্গে জলভরি আইল রম্ভা সতী।
বাহ্রিআ আনিল তানে সাধু লক্ষপতি॥
উৎসব সঙ্কলি বান্ধে কত শত ঘর।
জামাতা কারণে বান্ধে বিচিত্র বাসর
নাটমন্দির বান্ধে অতি মনোহর[৪]।
চান্দোআ চামর তথি বান্ধে থরে থরে॥
মহানন্দে রহিল যদি সাধু লক্ষপতি।
বিবাহেক বেশ তথা ধরে ধনপতি॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

তুড়ি সিন্ধুড়া রাগ।

মুরলী আজু ঘন ঘন বাজে।
না জানি কালিয়া চান্দ কার তরে সাজে ॥
সঘন গভীর নিশি জলদ ডাকে ঘোর।
রাধার মন্দিরে আজি সুখের নাই ওর ॥ ধু ॥

সঙ্গে সব সাধুবর হরষিত মন।
বিবাহেক বেশ আনি সাজাএ তখন ॥
রতন মুকুট শিরে তুলিল সুস্থির।
উদয় শিখরে যেন উদিত মিহির ॥
চান্দ কপালে দিল চন্দনের ফোটা।
শ্যাম অঙ্গে ছড়াইল কুঙ্কুমের ছটা ॥
তখনি পরিল সাধু বিচিত্র বসন।
মদনে অনঙ্গ বাদ ছাড়িল তখন ॥
চৌদিগে সৌভাগ্যবতী দিল জয়ধ্বনি।
চতুর্দ্দোলে আরোহিআ চলে সাধুমণি ॥
সীমন্তিনী ঠাট লড়ে কত করি সাজ।
চলিলেক ধনপতি চালাইআ সমাজ ॥
খাটুনি আরোহি কেহ সুখপালে চড়ে।
কহিতে না আটি দোলা কত শত লড়ে ॥
বিবাহ করিতে চলে সাধুর নন্দন ॥
এক চাপে বাদ্যভাণ্ড বাজাএ তখন।
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ ॥
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

করুণা ভাটিআল রাগ।

চলে সাধু ধনপতি বিবাহ উৎসব অতি
আগে পাছে চলে বন্ধুগণ।
সীমন্তিনী ঠাট লড়ে মহী পূর্ণ জয়কারে
বাদ্যশব্দে ঢাকিল গগন ॥

ঢাকে গরজে ঘোর দামাকির নাহি ওর
কাড়া বাজে কাস মিশাল।
বরাঙ্গনা নাচে রহিআ বাজাএ তাথৈ তাথৈআ
মধুর মুরজ করতাল॥
পঞ্চশব্দি বাহে রঙ্গে নাগাড়া তাহার সঙ্গে
রাশি রাশি ভেরি করতাল।
জোড় দমা বাজে চাপে ভূধর ধরণী কাপে
জয়ঢোল করিয়া মিশাল॥
সিঙ্গা বাজাএ ঝাকে ঝাঝরিএ ঝাঝা ডাকে
পাখোআজে গরজে গভীর।
বেণুবাসী বিন বাহে কেহ যন্ত্র ধরি গাহে
কুলবধূ করিল বাহির॥
চৌহরি নেহরি পারা সুগুণ সুরিঝরা[১]
হরিষে বাজাএ শতে শতে।
কবিচন্দ্রসুতে গাএ অভয়ার রাতুল পাএ
চলে সাধু ইচ্ছানির পথে॥

আসোয়ারি রাগ।

ও কি ফিরত মোহন শ্যামরাএ
একি কি পুরত বেণু জলদ ও নীল তনু
আকুল করিল পরাণ॥
মধুর বাদ মধুর লোভে
খেলত মালতী কোর।
চকমক চিকুর চিকন চারু চন্দ্রক
গুঞ্জা পুঞ্জর জোড়॥ ধু॥

এইরূপে যাএ সাধু ইছানির পথে।
দেখিবারে নাগরী ধাএ শতে শতে॥

প্রথমে এড়িল সাধু নগর বাজার।
তবে বিপ্রপুরে গিয়া করিল সঞ্চার॥
উজানি এড়িআ সাধু যাএ রাজধানী।
সেই কালে বাটোআরে বেঢ়ে সাধুমণি॥
মদ্যপানে মত্ত হইআ বেঢ়ে সর্ব্বজন[১]।
রহ রহ করি সধু রহাএ তখন[২]॥
কটিতে কাছনি কাছি হাতে ডাঙ্গ বাড়ি।
বণিক্যসমাজ সঙ্গে পাতে ধরাধরি॥
বাটোআরে বোলে পথ বান্ধিয়াছি আহ্মি।
এথা না বাজাইআ বাদ্য ভাঙ্গি যাঅ[৩] তুহ্মি॥
বণিক্য সমাজে বোলে তোরা সব কে।
আপনা ভালাই চাঅ পরিচয় দে॥
দ্বিজ রামদেবে গাএ অভয়ার পাএ।
ভববারি তারি মোরে নেঅ মাহামাএ॥

মল্লার রাগ।

কি পরিচএ দিব তোরে বাটাআর না চিহ্ন মোরে।
না দেখসি দেখ ধরাধরি।
এই পথে যাএ যে আহ্মার জগাত দে
না দিলে বুলাই ডাঙ্গ বাড়ি॥
বাটোআরি করি খাই ভূপতির ভয় নাই
শুন ভাই আহ্মার বচন।
লুটি ভাই ঘরে ঘরে রাজা কি করিতে পারে।
মহাদেবী সমৃদ্ধি কারণ॥
আগে ছিলাম মজুন্দার পাছে হইলাম বাটোআর
লেখা পড়া বড়হি জঞ্জাল।
পাইলে ঘাড়মোড়া দি পরধন হরিনি
বাটোআরি বাসি বড় ভাল॥

বাটোআরি কাম যথ কানাই জানিছে কথ
না শুনিছ রাবণ বাখান।
আহ্মার বিষম থানা শত গাতে দিছি হানা
কেহ নহে আহ্মার সমান॥
বিবাহ করিতে যাএ তারে ছাড়ি সর্ব্বদাএ
ডোল মাপি লই গুয়া পান।
কি আর ভাব তুহ্মি কিলেরে না ডরাই আহ্মি
পাইলেঅ না পাই অপমান॥
আহ্মারে না চিনএ যে কি আর চিহ্নিবে সে
মান অপমান না জানএ।
কহে কবিচন্দ্রসুত দেবীপদে অবিরত
সদাএ মজিএ মনরএ॥

হরিরাম॥ ধু॥

ধনপতি বোলে ভাই জ্ঞাতির সমাজ।
মঙ্গল কার্য্যেতে ভাই বাদে নাই কাজ॥
বাটোয়ারে চাহে ভাই কত বড়ি দান।
সর্ব্বদাএ দেঅ ডোল মাপি গুআ পান॥
বাটোআরে বোলে প্রভু পানের নাই দাএ।
মধুভাণ্ড দেখিএ মাগম দুই পাএ[১]॥
সাধুমণি হাসি বোলে ওহা সব ঘি।
মত্ত বাটোআরে বোলে তাহে কার্য্য কি॥
বাটোআর তুষ্ট হইলা পাই গুআ পান।
শ্বশুরমন্দিরে সাধু করিল পয়ান॥
সঙ্কট তরিয়া বাদ্য বাজাএ তখন।
ইছানি নগরে গিয়া দিল দরশন॥
লক্ষপতির পৌরবধূ সেই বাদ্য শুনি।
বিবাহেক বেশ তথা সাজাএ খুলনি॥
দ্বিজ রামদেবে গাএ দেবীপদ সার।
তারিতেএ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

মল্লার রাগ।

ভাল রাধা সোহাগে আগলি।
ধনি ধনি ওনা রাই ওনা রাইকানাই ॥
মোহিত কেশ ধরে লাল ॥
ত্নুই কূল আকুল হইয়া শিরে কত ছান্দে।
কুলবধূরতিসতী রূপ হেরি চান্দে ॥
দ্বিজ রামদেবে বোলে মদনের বানা।
যাক দেখি শ্যাম দান পাসরে আপনা ॥ ধু ॥

সখিগণে জয়ধ্বনি দিআ কুতূহলে।
অঙ্গশুদ্ধ করিলেক সুরধনি জলে ॥
বিবাহের বেশ তথি সাজাইআ আকুল।
প্রথমে পৈন্থাএ সখী বিচিত্র দুকূল ॥
ভোলা আর পাটে কৈল কবরী বন্ধন।
বসতি করিব যথা ধনপতির মন ॥
যুতি জাতি পাতি পাতি চড়াইবা তখন।
চম্পকের দামে তথি করিআ বেষ্টন ॥
কাঞ্চন মুকুট তোলে শিরের উপর।
মণিময় রত্নভার করে ঝলমল ॥
ললাটে সিন্দূর দিল কাজলের রেখি।
অরুণ উপরে যেন নব শশী দেখি ॥
চঞ্চল নয়ানে কৈল কাজলের জোড়।
জলদ সমীপে যেন উড়এ চকোর ॥
সুরঙ্গ কেসরে কৈল জরকে[১] রঞ্জিত।
অরুণ উপরে যেন অরুণ শোভিত ॥
দুই কর্ণে তুলি দিল মকর কুণ্ডল।
ঝলমল করে যেন মিহির যুগল ॥
কর্ণের উপরে দিল কাঞ্চন ভূষণ।
অকস্মাৎ তোলে যেন মদনকেতন ॥

কম্বুকণ্ঠে কণ্ঠহার তুলিল তখন।
শুদ্ধ হেম কম্বু যেন করিলা জোড়ন॥
গলাএ তুলিয়া দিল গজমতি হার।
অবনী বিহরে যেন সুরধনি ধার॥
হেমাঙ্গুরি পৈহ্নে রামা চলিতে চমকে।
বিদ্যুৎ পাবক যেন পড়িছে চম্পকে॥
পদযুগে পদভূষা দিল মনোহর।
বিবাহেক বেশ তথি সাজাএ সত্বর॥
বাহুতে ডাঙ্গ দিল করে দিল শংখ[১]।
তাহা দেখি যোগীগণের যোগ হয় ভঙ্গ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

আসোয়ারি রাগ।

দেখ পহু আওত নন্দকিশোর।
ওরূপ হেরি হেরি অভিনব নাগরী
ধরম দেহু তোর॥
শ্যামতনু চুমি অংস অবলম্বিত
দোলএ মণিময় হার।
যখনে বারি বারি হেরিআ রঙ্গিণী
খেলত সুরধনি ধার॥
ভাল ভাল চোহত চন্দন করিয়া সাজন
তিল বিন্দু সম বারি।
ও মুখ চান্দ অলি কুসুম বয়ান ধরি
কো বিধি করিল বিচারি॥
করে ধরিআ কেলে কমল ধুলাতে ভেলে
পূরত বেণু বিশাল।
রামদেবে কহে এহি অখিল হএ
ভেটত নন্দতুলাল॥

হরিনাম ॥ ধু ॥

লক্ষপতি জানে যদি আইল সদাগর।
বান্ধিআ আনিতে দূত পাঠাইল সত্বর ॥
কামদেব চলিলেক চালাইয়া ঠাট।
পুরদ্বারে গিআ সাধু লাগাএ কপাট ॥
দুই বলে ঠেলাঠেলি হইল মহারোল।
দুইজন বীরের হইল কল্লোল ॥
সম্বন্ধীরে পরাজিআ সাধুর নন্দন।
পুরী প্রবেশিআ বৈসে বিচিত্র আসন ॥
সম্ভাষা পাইআ সভা বৈসিল প্রবীণ।
কস্তুরি চন্দন তথা করিল দুর্দ্দিন ॥
সভাএ পাইল যদি কর্পূর তাম্বুল।
পৌরবধূগণ আইল হইআ আকুল ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

বসন্ত রাগ।

রামা জিনিআ সাধু বৈসে হেম পাট।
দেখিতে আইল যথ পৌরবধূঠাট ॥
চন্দন[১] পড়িতে আছে হইয়া উল্লাস।
ললাটে রঞ্জিছে কত শ্রীমন্ত হুতাশ ॥
ভূষণ করিতে তথি ধাএ কোন জন।
আদ অঙ্গে যতিবেশ আদঙ্গে ভূষণ ॥
রসভরে ধাএ কেহ শিথিল বসন।
ধাইতে ধাইতে ধরে খসিতে বসন[২] ॥
গবাক্ষে লোচন রাখি দেখে মনোহর।
সাধু বিধু প্রকাশিল ইন্দুবর ॥
মদলসাএ বোলে সখী জুড়াইল নয়ান।
খুলনাএ আরাধিছে হরের চরণ ॥

মঞ্জরীএ বোলে ভাল ধাতার চাতুরি।
যেমন গঠিত সাধু তেমন সুন্দরী॥
চঞ্চলাএ বোলে সখী হেন নাথ পাই।
কুচকোটরে রাখি হৃদ্রেতে মিশাই॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

মল্লার রাগ।

আরে শ্যাম কি আর বসিছ বৃক্ষমূলে।
কতনা করিছ বেশ কদম্বের ফুলে॥
সাজিছে রঙ্গিণী রাই কত পরিপাটি।
ও বেশে পৈহ্রাইছে রেখা রাখ হিআ ধাটি॥
খড়গর ধার রাধা রাঙ্গা আখির কোণে।
আজু শ্যাম তনু ভেদিবেক বিষম সন্ধানে॥
দ্বিজ রামদেবে বোলে কেনে দেএ ভএ।
আপনা পাসবে রাধা দেখি শ্যামমএ॥ ধু॥

লক্ষপতি পাইল যদি অতি শুভক্ষণ।
বেদাচারে সাধুবরে করে অর্চ্চন[১]॥
দুই দেশের বাদ্যে হইল কম্পিত মেদিনী।
মহোৎসবে বাহিরাএ খুলনা কামিনী॥
প্রথমে পতিরে দেখি করে নমস্কার।
সাবধানে প্রদক্ষিণ করে সপ্তবার॥
প্রদক্ষিণ করি রামা মালা দিল গলে।
বেদাচারে বেদধ্বনি সর্ব্বজনে বোলে॥
অন্যে অন্যে পুষ্পমালা দিল শুভক্ষণ।
হেন বুঝি বরবধূ বান্ধে প্রেমগুণ॥
তখনে রাখিল বধূ তুলিআ গগনে।
অন্তরীক্ষে পতির পাশে ফিরাএ তখনে॥

অন্তরীক্ষে পতিপানে ফিরএ অবলা।
জলদ সমীপে যেন চমকে চপলা॥
বরবধূ নামাইতে হইল মহারোল।
সাগর সমীপে যেন আছিল কল্লোল॥
দ্বিজ রামদেবে গাএ দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

সুহি সিন্ধুড়া রাগ।

কুশণ্ডিকা বেদাচারে বিপ্র আনল জ্বালে
বেদধ্বনি করে আচম্বিত।[১]
জানাইআ প্রবরগন্ধ কত ছান্দে পরিছন্দ
মন্ত্র উচ্চারে পুরোহিত॥[২]
বরবধূ করস্থলে বান্ধি বিপ্র কুশমূলে
রাখে হেম ঘটের উপর।[৩]
সরস পরশ রসে দুই জনে প্রেমে ভাসে
পুলকে প্রবল কলেবর॥[৪]
ব্রহ্মপদ মনে করি মহাবাক্য অনুসারি
লক্ষপতি করে কন্যাদান।[৫]
যতুক সম্ভার যথ দাস দাসী কত শত
সমর্পিআ করিল পয়ান॥
দুকূলে দম্পতি বেঢ়ে গ্রহন্থি বন্ধন করে
গৌর্গ উচ্চারে ধূর্ত্তসুত।
সাবধানে ধরে তন্ত্র মত রুদ্র পঠে মন্ত্র
জ্বলন জ্বালিয়া অদ্ভুত॥
সাধু লাজহোম সাঙ্গ দেখি আগে রাখি ইন্দুমুখী
সপ্তপদী করএ গমন।
প্রেমপাশে অনুমানি পতিরে রাখিয়া ধনি
গোয়াইতে আনন্দ মগন॥

সাধু মঙ্গলবেদীতে উঠে বাদ্যশব্দে মহী ফাটে
বেদবিধি করে লোকাচার।
লজ্জা তেজি লোকাচারে অঙ্গে রাখি খুলনারে
বাসগৃহে করিলা সঞ্চার॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইয়া ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা॥

কেদার রাগ।

রাধা কানু নিকুঞ্জ মন্দির মাঝ।
চৌদিকে কুলবধূ মঙ্গল গায়ত।
তেজিআ কুলভয় লাজ॥ ধু॥

বাসরগৃহে কৈন্যা সঙ্গে করিল সঞ্চার।
চৌদিকে বেঢ়িল তানে রমণীবাজার॥
বসিবারে পাতে কেহ কামরাঙ্গা পাটি।
জামাতাসম্ভার আনে কহিতে না আটি॥
রমণীসমাজে বৈসে সঙ্গে লৈআ শাড়ী।
নক্ষত্রসমাজে যেন বেঢ়ে ইন্দুপতি॥
মদালসা আদি সহচরী হইয়া কুতূহল।
নৃত্যগীত হরষিতে করিল মঙ্গল॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

করুণা ভাটিয়াল রাগ।

দেখ সখী কামিনী মদন।
হেরিলে পাইবা কামধন॥ ধু॥

মদালসা সখিভাগে আগ দেই সভার আগে
তার সঙ্গে রঙ্গে সখিগণ।
করে করে করি মেলি অঙ্গুলি অঙ্গুলি চালি
বরবধূ করে নির্ম্মঞ্ছন ॥
চৌদিকে রঙ্গিণী মেলা জুআএ করিআ খেলা
কর্ম্ম সাঙ্গে করিলা ভোজন।
সাধু কুসুমশয়ন ধরি উড়াইয়া মধুকরী
হরষিতে করিল শয়ন ॥
কৈন্যা লইয়া সখী আইসে শোয়াএ সাধুর পাশে
অখণ্ড রাখিল দীপশিখা।
গবাক্ষেত দিআ আখি ঝুকি দেখে কত সখী
যেন করিমুখে কমলকলিকা ॥
দেখে তাতে সখিগণ ভ্রমএ সখীর মন
মিথ্যা কাজে করে অভিলাষ।
যার যেই হএ পতি বাঞ্ছারূপ প্রজাপতি
দ্বিজ রামদেবের অভিলাষ ॥

হরিরাম ॥ ধু ॥

শয়নে রহিল যদি সাধুর নন্দন।
মনোরসে জ্ঞাতিসভা করাইল ভোজন ॥
ভোজন করিল জ্ঞাতি ভোজনে নিপুণ।
পলটি চাহিতে দেখে উদিত অরুণ ॥
ক্ষণদা বাহিআ গেল উদিত অরুণ।
রামা সঙ্গে শয্যা হোতে উঠে সাধুমণি ॥
প্রাতঃসন্ধ্যা নিত্যকৃত্য করিআ তখন।
মেলানি মাগএ সাধু শ্বশুরচরণ ॥
খাঁরুআ বলিআ ডাকে জ্ঞাতির যে মেলা।
ইঙ্গিত পাইআ খাঁরুআ সাজাইল দোলা ॥
খুলনাএ জানিল পতির সদনে গমন।
জননী আবরি কত করএ রোদন ॥

দ্বিজ রামদেবে গাএ দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

সিন্ধুড়া রাগ।

কান্দে খুলনা রামা   মাএর যে প্রাণ সমা
জননীরে আবরি তখন।
আল মা করিমু কি   কী রূপে বঞ্চিমুগী
জননীর না দেখিআ চরণ[১] ॥
ধনি সেসব সতার ভএ   দিবানিশি চিত্ত দহএ
অশেষ মনেত হইল তাপ[২]।
কেশপাশে কত ছান্দে   মাএর চরণ বান্ধে
করে ধনি করুণা বিলাপ ॥
জনক দারুণ   অতি নিকরুণ
শিশুমতি কামদেব ভাই।
ত্রাসে প্রাণ বাহিরাএ   রাখ মাঅ তুয়া পাএ[৩]
মাতা বিনে[৪] আর বন্ধু নাই ॥
সখী সঙ্গে করি মেলা   আর না খেলিমু খেলা
না দেখিমু তোমার চরণ।
চরণ ধরিএ এথা   গেলেনি জীমু তথা
রাখি এথা রাখহ জীবন[৫] ॥
কান্দে রম্ভা উতরোলে   দুহিতা রাখিয়া কোলে
সঙ্গে কান্দে সখী সমুদিত।
জনক রহুক পাছে   জননী জীবনে আছে
কী লাগি হইছ চিন্তিত ॥
ভাবি স্থির কর মতি   পতি সে নারীর গতি
পতি দুঃখ সুখের কারণ।
দেহ সঙ্গে যেন ছায়া   পতি সঙ্গে থাকে জায়া
জিজ্ঞাসিআ চাহ সখিগণ ॥
কহে কবিচন্দ্রসুত   দেবীপদে অবিরত
ঘুরিআ ঘুরিআ যেন রএ ॥

তুড়ি সিন্ধুড়া রাগ।

সৈ ল তুহ্মি না বোল আপনে।
আরাধিআ বিধি পাইআছি কালানিধি
তাহে ছাড়িমু কেমনে॥
যাকে পরিহরি তিল আধ না দেখিলে মরি
তুহ্মি কি বুঝাঅ আহ্মারে।
মোর বন্ধু আপনা আঞ্চলের সোনা
সপিমু কাহারে॥
বন্ধু যাএ যথা মুই যাইমু তথা
রহে রহুক ঘোষণা।
রামদেবে বোলে কমলাবতী
ছাড় সে বাসনা॥ ধ্রু॥

চল চল বলিএ চৌদিগে পড়ে সাড়া।
জননী ছাড়ে কৈন্যা রহে হইয়া জড়া॥
রমণী সমাজে কথ করে বলাবলি।
শুভক্ষণে খুলনারে দোলাএ দেঅ তুলি॥
চৌহরি নেহরি বাজে চলন বাজনা।
রামাসঙ্গে চলে সাধু করিআ সাজনা॥
তরাতরি লড়িলেক যথ জ্ঞাতিগণ।
ইছানি নগর সাধু এড়িল তখন॥
বিরহট্ট এড়াইল যাএ রাজধানী।
নিজপুর দরশন দিল সাধুমণি॥
দ্বার চাপিআ ধরে লহনা সুন্দরী।
প্রসাদ করি তানে রত্নের অঙ্গুরি॥
রমণী সহিতে সাধু প্রবেশে ভুবন।
পুনরপি মহোৎসব করিল তখন॥
নববধূ পাইআ সাধু হরিষ প্রবীণ।
নৃত্যগীত হরষিতে বঞ্চে কথ দিন॥

এহি রসে রহিল যদি সাধুর নন্দন।
খর্গদ্বার রাজা লইআ শুনিবা কারণ॥
দেবীপদ সরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

হরিনাম॥ ধু॥

খর্গদ্বারে ধর্ম্মাঙ্গদ বৈসএ রাজন।
গোচরে বিরুদ্ধ তান হইল গ্রহগণ॥
গোচরে দ্বাদশ হইল সুরগুরু।
পঞ্চম মঙ্গল রাজার কেহ নহে চারু॥
অষ্টম হইল রাহু রন্ধ্রগত শনি।
এহি সর্ব্ব গ্রহদোষে ফিরে নৃপমণি॥
নানা উৎপাত করে না পাএ প্রকাশ।
দেখিতে দেখিতে রাজার হইল সর্ব্বনাশ॥
দেবের তুর্ল্লভ রাজার দুই শুক সারি।
গ্রহচক্রে ছাড়ি দিল দয়া পরিহরি॥
প্রকাশ পাইআ পক্ষী ভ্রমএ ভুবন।
উজানির তরুতলে পড়িল তখন॥
ভীমকেতু নামে ব্যাধ জানে কথ সন্ধি।
জালেতে প্রলোভন দিআ পক্ষী কৈল বন্দী॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

বড়াড়ী রাগ।

কান্দে পক্ষী উতরোলে ঠেকিআ ব্যাধের জালে
নৃপতিরে করিআ স্মরণ।
আমাগো করম দোষে[১] নৃপতি ছাড়িল[২] শেষে
ব্যাধহাতে হারাইলুম জীবন॥

বিমুখ হইল ধাতা না চিনিলুম পিতামাতা
পিতা সম পুষিল রাজন।
তথাতে গ্রহের ভএ ছাড়ি দিল মহাশএ
কর্ম্মপাশ না গেল খণ্ডন॥
মরণেরে নাহি গণি প্রভু না দেখিলুম পুনি
ঐ দুঃখে দগধে অন্তর।
হাহা বিধি গ্রহ বৈরী মোরা দুই নিধন করি[১]
কুশলে রাখিঅ দণ্ডধর॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইআ ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা॥

অ মোর সোন্দররে প্রাণনারে হএ॥ ধু॥

এমনি ক্রন্দন করে পক্ষী শুক সারি।
এড়াইবারে চাহে কথ দিআ ধড়ফড়ি॥
ব্যাধে আসি পক্ষী ধরে হরষিত মন।
রাজযোগ্য পক্ষী দুই অতি বিলক্ষণ॥
শুকসারি বোলে ব্যাধ রাখ দুই প্রাণ।
অমূল্য ধন পাইবা নেঅ ভূপতির স্থান॥
নৃপতি কেশরী বৈসে লইআ সমিতি।
হেনকালে পক্ষী লইয়া ব্যাধ উপনিতি॥
দুই পক্ষী দেখি রাজা হরষিত মন।
ভীমকেতু সম্ভাষিআ জিজ্ঞাসে কারণ॥
ব্যাধ বোলে নৃপতি এই জাতি শুক।
তাহার শুনিআ রব মনে বাসি দুঃখ॥
টা টা টুট্ট করে নিত্য সারির লৈক্ষণ।
বনজ কুখুড়া হেন লএ মোর মন॥
শুকে বোলে সারি ভাই ঠেকিল জঞ্জাল।
আত্মপরিচএ ভাই দেঅরে তৎকাল॥

দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

পাহিড়া রাগ।

শুন রাজা করোম নিবেদন।
যাহার করেতে পড়ি জীবনের বাসনা ছাড়ি
তারে কিবা জিজ্ঞাস কারণ॥
স্বর্গদ্বারে দণ্ডধারী তান পুত্র শুক সারি
নিবেদিলুম শুন মহাশএ।
এপাপ কপালে লেখা ব্যাধ সঙ্গে হইল দেখা
রিপুকরী পুরগুণ হএ॥
প্রভু মোর গুণনিধি বঞ্চিত করিছে বিধি
নানা শাস্ত্র করিছি পঠন।
পুরাণ ভারত যথ কহিতে পারি অবিরত
বৈদ্যশাস্ত্র জানিছি কারণ॥
জানি যথ তন্ত্র মন্ত্র বাজাইতে পারি যন্ত্র
রাজনীতি জানি বহুতর।
ভবিষ্যৎ গণিতে পারি আর যথ গুণ ধরি
ব্যাধ হাতে সকলি বিফল॥
দ্বিজ রামদেবে গাএ ভাবিআ দেবীর পাএ
দুর্গা অধমে মাগম এহি ধন॥

হরিনাম॥ ধু॥

শুক সারি পাইআ রাজার হরষিত মন।
শংখ পদ্ম নীর যেন পাইল তখন॥
পক্ষী থুইবারে আনে রজতপিঞ্জর।
তাহা দেখি শুক সারি কান্দে বহুতর॥
প্রভু রত্নপিঞ্জরে ছিল মোরার বসতি।
প্রভু বিনে মোরার হএ হেন গতি॥

পক্ষীর বচনে রাজা ব্যাকুলিত অতি।
কোটায়াল ডাক দিয়া আনে ধনপতি ॥
ভূপতি দেখিয়া সাধু বন্দিল চরণ।
মহারাজে কহে তানে পক্ষীবিবরণ ॥
সপ্ত ডিঙ্গা সমে যাঅ গৌড়পাটন।
রত্নপাঞ্জর আনি দেঅ মহাজন ॥
ভূপতির আদেশে পুনি না আইলা ঘরে।
সেই যাত্রাএ গেল সাধু গৌড়নগরে ॥
পাঞ্জর আনিতে গেল সাধুর নন্দন।
খুলনা লইআ কিছু শুনিবা কারণ ॥
দ্বিজ রামদেবে বোলে দেবীপদসার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাহি আর ॥

সিন্ধুড়া রাগ।

শুনা দুঃখ না ধরে পরাণ।
মুই জীতে প্রাণে বন্ধু চাহিল আনের প্রাণ ॥ ধু ॥

প্রভু পরদেশে গেল লহনা তাপিনী।
সম্ভাষিতে আইল সখী দ্বিজের রমণী ॥
লহনা আসিয়া সখীর বন্দিল চরণ।
বসিবারে অবিলম্বে যোগাএ আসন।
দ্বিজপত্নী বোলে সখী কহরে কারণ।
কি লাগি দেখি এথ বিষণ্ন বদন ॥
লহনাএ বোলে সখী ছাড় সে বাসনা।
দিন দুইএ বার্ত্তা পাইবা মইল লহনা ॥
ভোবন ভিতরে সখী মুই অভাগিনী।
পাপ কর্ম্মের ফলে সতা হইল ভগিনী ॥
তোহ্মার সইয়ার সঙ্গে ছিল একই পরাণ।
ভগিনী সতা হইআ কৈল দুইখান ॥

ভগিনী সতার রূপে দগধে অন্তর।
দিনে দিনে বাড়ে সতা যেন শশধর॥
সতারে দেখিয়া পতি না চাহিব মোরে।
কর্ম্মদশা হইল সই কি বলি তোমারে॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুস্থতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

রাগ ভাটিয়াল।

আল সই সতারে না কর তুই ভএ॥ ধু॥

তোহ্মার সখা সৈ আহ্মি গুণ জানম কিসের লাগি
তোর দুঃখে মোর তনু দহে॥
আহ্মা হোতে গুণ জান ঝাটে আন জোট পান
সৈয়ার নামে পানে দেম খিলি।
সৈইআ হই যাইব দাস থাকিব তোহ্মার পাশ
বলিতে নারিব মুখ মেলি॥
চালে চালে ভ্রমি চাহাঅ চাল চাটি যথাএ পাঅ
সতার গাএর মলা মাখি।
ডাক ডাকিনী সভা জানি উড়ি যাএ পক্ষী আনি
এ বলি উড়াইতে পারি পাখি॥
বচন চাতুরি পাই তবে আর কহিতে নাই
আর চাই ধোড়া কাউআর জিব্বা॥
খজোই উন্দুরের আখি ভাল্লুকের মল মাখি
তিলেক সতারে উড়াই দিবা॥
মোর ছিল সাত সতা মনে পাইছি বেথা
বুড়াকালে শিখিছি গেয়ান।
বসিছ আসনে তুহ্মি চালাইতে পারি আহ্মি
গুণী নাহি আহ্মার সমান॥

গুরু মুখে যুক্তি পাইলুম সতারে লাঙ্গন কৈলুম
মায়া পাতি দেখাইলুম ছলি।
তোহ্মার সৈয়ার পাশ পাইলুম পরকাশ
সতারে মুই রাখাইলুম ছেলি ॥
যদি সাধ এহি জ্ঞান তবে পাইবা সম্মান
সতার তরে হইব তারণ।
কহে কবিচন্দ্রস্থত দেবীপদে অবিরত
ঘুরিআ ঘুরিআ রহে মন ॥

সিন্ধুড়া রাগ।

সৌজানি সে বিষম কালিআর থানা।
দেখিতে দেখিতে রাধার জীবনে দিল হানা ॥ ধু ॥

লহনাএ বোলে সই করম নিবেদন।
কেমনে ঘটাইমু সই সে সব কারণ ॥
তিন আধ দয়া যদি কর রাঙ্গা পাএ।
সতারে রাখাইনু ছেলি দেঅ উপাএ ॥
দ্বিজপত্নীএ বোলে সই করোম নিবেদন।
আহ্মার শকতি নাই লিখিতে লিখন ॥
ধনপতি সইয়া জানি অতি খরতর।
পাছে মোরে নষ্ট করে পাই এথ ছল ॥
লহনাএ কেশপাশে ধরি ছুই পাএ।
ভয় না বাসিঅ পত্র লেখ সর্ব্বথাএ ॥
রত্ন অঙ্গুরি নে পাঁতি লিখিদে।
পরিণামে ভাল মন্দ মোর নাম দে ॥
একেত রমণীজাতি পাই আর ধন।
ধর্ম্ম সাক্ষী করি পত্র লেখএ তখন ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

সুহি সিন্ধুড়া রাগ।

দ্বিজপত্নী লেখে পাতি স্বস্তি লহনা সতী[১]
ধনপতির স্বহস্তের[২] লিখন।
ভয় যদি থাকে মোরে ছেলি রাখিবার তরে
খুলনারে কর নিয়োজন ॥
বিবাহ করিতে গেলুম তথা মন দুঃখ পাইলুম
সেই সব জাগে মোর মন।
আপনে থাকিয়া ঘরে না লেখিলুম তোর তরে
নরপতি পাঠাএ পাটন ॥
করিআ বিরূপ বেশ জীবন রাখিআ শেষ
চরাইবারে গণি দেঅ ছেলি।
ভগিনীরে দয়া কর মোর বাক্য পরিহর
জীবনেত দেঅ তিলাঞ্জলী ॥
এহা লেখি দ্বিজরামা লিখে বাহের নামা
লেখা সঙ্গে পঠে সমুদিত।
সেই মায়াপাতি লইয়া লহনা চলিল ধাইয়া
খুলনারে জানাইতে তুরিত ॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইআ ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা ॥

ভাটিআল রাগ।

খুলনারে ভইন কী দোষ করিলা পতিপদে।
এমনি ঠেকিল প্রমাদে ॥ ধু ॥

বিদেশে বিমতি পাইল পতি।
লিখিছে পড়াইয়া চাহ পাতি ॥

কৈতে না আইসে মোর মনে।
লেখে ছেলি রাখিবা আপনে ॥
এই মাত্র শুনিআ খুলনা।
মোহ পাই পাসরে আপনা ॥
ধরে ধনি সতার চরণে।
কান্দি কহে করুণা বচনে ॥
দ্বিজ রামদেবে এই ভণে।
রাখ দুর্গা রাতুল চরণে ॥

করুণা ভাটিআল রাগ।

কান্দে খুলনা নারী সতার চরণে ধরি।
কাতর হইয়া কান্দে মান পরিহরি ॥
নারিমু নারিমু দিদি রাখিবারে ছেলি।
ক্রোধ ছাড়ি রাখ ঘরে দাসী কর্ম্ম করি ॥
প্রাণ সম হও তুহ্মি প্রধান ভগিনী।
স্বপনে সপত্নী ভাব না জানোম অভাগী ॥
জননী জনক তুহ্মি তুহ্মি বন্ধুজন।
অন্যদিন জানাইমু তোহ্মার পালন ॥
লহনাএ বোলে বেটি না বলিঅ মোরে।
আহ্মার নি সাহসে পারি রাখিবারে ঘরে ॥
এ বলিআ পদে ঠেলি জ্বলিআ অস্থির।
খুলনার ললাটে বহে সঘন রুধির ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

শ্রী রাগ।

খুলনাএ বোলে দিদি করি পরিহার।
কোন দোষে কর মোরে চরণ প্রহার ॥

পিতা মোর নাই আর প্রভু দূরে গেল।
কাহার পরাণে পারে রাখাইতে ছাগল॥
সর্ব্বথাএ নহে এহি প্রভুর লিখন।
লিখিছ কপট লেখা লএ মোর মন॥
লহনা বোলে বেটি আমি মায়া করি।
এ বলিয়া খুলনারে পেলাএ চুল ধরি॥
লহনাএ ধরে চুলে কম্পিত কামিনী।
সাচানে ধরিছে যেন কপোত পাখিনী॥
খুলনারে চাপি বৈসে পর্ব্বত আকার।
শমন সমান হইআ করএ প্রহার॥
খুলনার দেখি যদি এই সব লাঞ্ছন।
আকুল হইয়া আইসে যথ সখিগণ॥
দুবলাএ বোলে সভা করি পরিহার।
তোরা সবে ধর যদি দোহাই রাজার॥
পতির পরশে ঘরে হইল সতিনী।
যৌবনের বলে দেখ করে হানাহানি॥
ফিকাফিকি করি নিত্য ভাঙ্গএ ভবন।
হেন দিন হইব কেহ হইব রসাতল॥
লহনার বাঞ্ছা সিদ্ধি করিআ তখন।
কাড়িআ হইল সতার হেম আভরণ॥
দুকূল বদলে দিল খুইআ পরিধান।
চুলটানা দিআ নিল ছেলির সদন॥
লহনাএ বোলে সতা আপনা জুআএ।
ছেলি চরাইতে গণি লও সর্ব্বথাএ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

মল্লার রাগ।

আল বইন মুই তোহ্মা জানাই বারে বারে।
জানিবা মরম কথা পরে॥ ধ্রু॥

আপনা পর জানি ভাল　　　চিনি লও ছেলিপাল
কহিতে নারিবা ফিরি মোরে ॥
কালা সোনা উদাম সারি　　　চিনি লও লেঙ্গুর বাড়ি
প্রথমে চিনিঅ পালমুখী ।
সাঅলি পাটলি ধলি　　　ভাল মতে পালিঅ ছেলি
প্রভু যেন দেখি হএ সুখী ॥
যদি ছেলি সুখে থাকে　　　তোহ্মি থাকিবা সুখে
ছেলি সুখে হইবা সুখী ।
কাজলি পাগলি মেঘি　　　চরাইঅ চৌদিগে দেখি
বাতাসিরে চাইএ ভাল মতে ।
জীবন করিয়া গণ　　　রাখ এই ছেলি ধন ।
জামুকি আছএ শতে শতে ॥
নামাদালি বিশালভাঙ্গি　　　বূচি সুচি মুখি রাঙ্গি
এসব জানিঅ ছেলি সার ।
এক শিশু থাকে কোলে　　　দেখিআ পড়সি ভোলে
পলটি চাহিবা আরবার ॥
পিঙ্গলা কাজলা নাগা　　　চিনহ এই দেবের ছাগা
ওহার তরে সাধুর পরাণ।
পাগলা পালেতে আছে　　　না যাইঅ তার কাছে
হাজিলে সইবা অপমান ॥
পিঙ্গলি ত জান মোর　　　না থুইঅ পালের কোর
পালিঅ আদর থাকে মোরে ।
পিঙ্গলিরে পালিবা তুই　　　প্রতিজ্ঞা করিল মুই
প্রথম প্রসব দিমু তোরে ॥
তোহ্মার হাতের পএ　　　ছেলি এক দুই হএ
তবে সে প্রশংসা হইতে পারে ।
প্রভু আইলে রহিঅ তুই　　　প্রতিজ্ঞা করিল মুই
বসন লইআ দিমু তোরে ॥
কহে কবিচন্দ্রসুত　　　দেবীপদে অবিরত
ঘুরিআ ঘুরিআ রহে মন ॥

হরিরাম ॥ ধু ॥

লহনাএ বোলে ধর্ম্ম সাক্ষী হইঅ তুই।
প্রভুর আদেশে ছেলি গণি দিলুম মুই ॥
এ সব ছেলির মধ্যে এক নষ্ট হএ।
খুলনার প্রাণ রহিতে বড় মহাদাএ ॥
এহি মাত্র বলি ধনি চলিল ভুবন।
বিচিত্র মন্দিরে গিআ করিল শয়ন ॥
খুলনা প্রহারঘাতে হইআ জর্জ্জর।
ঢেকশালা ঘরে শোএ হইয়া কাতর ॥
ভূমিতলে রামা যদি করিল শয়ন।
উষাকাল লইআ কিছু শুনিবা কারণ ॥
রাম রাম প্রভু রাম অনাথের গতি।
চণ্ডিকার চরণে গাইনের রহুক প্রণতি ॥

ইতি শুক্রবার রাত্রিগীতং সমাপ্ত ॥ অথ শনিবারস্য পূর্ব্বাহ্নগীতং ॥

কামোদ রাগ।

আরে বিধি কান্দে লক্ষপতির নন্দিনী।
শার্দ্দল হস্তেতে যেন কাতর হরিণী ॥ ধু ॥

শুই ঢেকিশালা ঘরে কম্পিত সতার ডরে
যেন শার্দ্দূল পাএ কুরঙ্গিনী ॥
প্রাণনাথ সাধুমণি ঢেকিশালে অভাগিনী
রূপ বেশ ভাল নাই মানি ॥
কি জানি করিলুম দোষ অভাগীর এথ রোষ
যৌবন পুষিমু প্রাণ রাখি ॥
হইআ কুলবধূ নারী কিরূপে চরাইমু ছেলি
কান্দে রামা লোটাইআ ধরণী।
খেনে উঠে খেনে বৈসে খেনে চমকিত ত্রাসে
দেখে ধনি দিবসে রজনী ॥

হরি হরি পাচনি লইআ হাতে কি বলি হাটিমু পথে
এই কর্ম্মে ধরিছে এমন।
এ বলি শোকভরে[১] ধরণী ধরিআ গড়ে
কান্দে রামা হইআ অচেতন ॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইআ ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা ॥

তুড়ি সিন্ধুড়া রাগ।

আল সই নারিমু ঘরে রহিতে।
জাতি কুল নিল কালার ভুরুর ভঙ্গিতে ॥
ছাড়িলুম বসতি রসকানাই হইল বৈরী।
কালার ভাবেতে মুই হইলাম বনচারী ॥
রামদেবে বোলে রাই আর ভাব কি।
জীবন কানাইয়ার ভাবে কুল শীল দি ॥ ধু ॥

মোহ সঙ্কলিআ রামা উঠএ তখন।
রজনী পসাইল জানি চকিত নয়ান ॥
ভয়াকুল হইআ রামা পাইল সন্তাপ।
জননী জনক স্মরি করএ বিলাপ ॥
মনে মনে ভাবে রামা কারে দিমু গালি।
এ পাপ কপালে লেখা চরাইমু ছেলি
বিষাদ ভাবিআ রামা না দেখে উপাএ।
সতার ভয়েতে ছেলি চরাইবারে যাএ ॥
কান্দিতে কান্দিতে রামা চলিল তখন।
ঢেকিশালা ঘরে রামা গেল ততক্ষণ ॥[২]
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
দ্বিজ রামদেবে তথি অলি হইআ রএ ॥

সুহি রাগ।

লহনার আজ্ঞা পালি খুলনাএ মেলিল ছেলি
নয়ানে সঘন বহে নীর।
মেলিতে না পারি ছেলি করে কত ঠেলা ঠেলি
দেখি ভয়কম্পিত শরীর॥
সতারে অন্তরে ডর সাহসে করিয়া ভর
মেলে ছেলি পালের প্রধান।
বাতাসি মেলানি পাইল দেখিতে দেখিতে ধাইল
ভ্রমিতে লাগিল কত স্থান॥
মেলে ছেলি পালে পাল যেন চলে মেঘজাল
হানাহানি করিয়া তখন।
সঘন গভীর রবে গলপাশ ছিড়ে যবে
আপনে চলিল অজগণ॥
পাচনি লইয়া করে ছেলির পাশে পাশে লড়ে
যেন মেঘ পাশে চলে সৌদামিনী।
ছেলি নিবারিতে নারে উছটি খাইয়া পড়ে
বনপথে কান্দে একাকিনী॥
ধনি ধাএ ফিবাইবার আসে ছেলি ধাএ চারি পাশে
ভাগে ভাগে রহে কত স্থান॥
ফির ফির ডাকি বোলে ছেলি ধাএ উতরোলে
কান্দে রামা বিদরে পাষাণ॥
কহে কবিচন্দ্রসুত দেবীপদে অবিরত
যদি সে তরাও ভবভএ।
তুয়া পদঅরবিন্দ মনঅলি কত ছন্দ
ঘুরিআ ঘুরিআ যেন রহএ॥

পয়ার

হরিরাম॥ ধু ॥

এহিরূপে ছেলি সঙ্গে ভ্রমে নানাস্থান।
ছেলি চরাইতে হইল বেলি অবসান॥

জঠর ভরিয়া ছেলি হইল সুস্থির।
একপালে ছেলিপাল চালাএ মন্দির॥
দিন শেষে দিনমণি শিথিলকিরণ।
স্থলে পাশে ছেলিপাল চালাএ ভুবন[১] ॥
যার যেই স্থানে ছেলি করিয়া বন্ধন।
ঢেকিশালা বসি রামা করএ ক্রন্দন॥
এসব দেখিয়া দুবা আকুল তখন।
লহনার স্থানে গিয়া জানাএ কারণ[২] ॥
লহনাএ দুবলারে বোলে ডাক দিয়া[৩]।
খুলনা আনিছে ছেলি গণি চাহ গিআ॥
শীঘ্রগতি বাধ অন্ন পাগে নাহি ভাত।
দিনবধি উপবাস বড় কর্ম্মবাদ॥
রন্ধন করিতে যাঅ তুমি চলি ঘরে।
ধীরে ধীরে যাঅ মাতা দৈবে পাইল তোরে॥
মাতা তুহারে কে দিব অন্ন স্বহাএ তোর কে।
তুহ্মি বিনে খুলনার বন্ধু আর আছে কে॥
এ বলি লহনা গর্জ্জিল হইল বাহির।
ছেলিসব গণি লএ তর্জ্জিয়া গভীর॥
দ্বিজরাম দেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদএ চিন্তিআ দুর্গার চরণ কমল॥

ভাটিয়াল রাগ।

আরে ভইন ছেলি চরাইলা ভালে ভালে।
ছেলিধন গেল এথ কালে॥
আজু ছেলি চরাইলা কথাকারে।
ছেলি সব হালি ঢলি পড়ে॥
দেখ দুবা গগনে প্রকাশ দিনমণি।
কেন ছেলি ঘরে বান্দে আনি॥

যেন ভরে ছেলির জঠর।
তেন তুহ্মি তুষিবা উদর॥
দ্বিজ রামদেবে এহ ভণে।
রাখ দুর্গা রাতুল চরণে॥

সুহি সিন্ধুড়া রাগ।

পাতিআ মানের পাত লহনাএ বাহ্রে ভাত
কোপ ভরে তজ্জিয়া তখন।
পোড়া অন্ন যথ পাইল পাতেত পূর্ণিত কৈলা
সতারে করিতে বিড়ম্বন॥
চলে রামা তরাতরি পদভরে দরবড়ি
উপনিত ঢেকিশালা ঘর।
কঙ্কণ ঝঙ্কার দিআ বোলে অন্ন খাঅ আসিয়া
ঢেকিশালে দেখিবা গোচর॥
ক্ষুদাএ খুলনা নারী মনদুঃখ পরিহরি
বৈসে রামা করিতে ভোজন।
পোড়া অন্ন যথ পাএ লবণ নাহিক তাএ
দেখি রামা সজল নয়ান॥
তখনে প্রচণ্ড বাতে ধুলা ঝাপ হইল ভাতে
পিপীলিকা বেড়ে চারি ভিত।
দুবলার বদন হেরি কান্দিয়া খুলনা নারী
লবণেরে করিল ইঙ্গিত॥
খুলনার ইঙ্গিত জানি লহনা জ্বলিআ পুনি
বোলে ধনি কঠোর বচন।
লবণ খাইতে তুহ্মি প্রভুরে পাঠাছি আহ্মি
ডিঙ্গা সহ করিআ সাজন॥
সতার কঠোর বোলে অন্ন ভাসে অশ্রুজলে
দুঃখে দগধে কলেবর।

পোড়া অন্ন দিআ মুখে   কান্দে রামা মন দুঃখে
শোকভরে তাপিত অন্তর ॥
বিধিরে পাড়িয়া গালি   পোড়া অন্ন দূরে ফেলি
পরিখাএ কৈল আচমন ।
ঢেকিসালা অনুসারি   তৃণশয্যা অবতরি
সনিশ্বাসে করিল শয়ন ॥
দ্বিজ রামদেবে গাএ   ভাবিয়া দেবীর পাএ
অধমে মাগম এহি ধন ॥

তুড়ি সিন্ধুড়া রাগ ।

জানিলুম সৈ বিধি মোরে বাম ।
গকুল ছাড়িআ মধুপুরে গেল শ্যাম ॥
কালার ভাবেতে চিত্ত মজিল রাধার ।
কালার অভাবে হইল দিবসে আঁধার ॥
রামদেবে বোলে সুখভাবে মজে মন ।
সুখ বিরহিত হৈলে সর্ব্বত্রে নিধন ॥ ধু ॥

অঙ্গেত শুখাএ রামার থইআ পরিধান ।
ঢেকিসালা ঘরে রামা করএ শয়ন ॥
কনক কলিকা জিনি শোএ[১] ভূমিতলে ।
অবনী ভাসিয়া যাএ নয়ানের জলে ॥
খুদাএ দগধে খুলনা কামিনী ।
নিদ্রা না আইসে রামার সমস্ত যামিনী ॥
খেনে উঠে খেনে বৈসে আকুল নয়ান ।
ধরণী বুকেতে দিআ করল শয়ন[২] ॥
নিসাড়ে নিদ্রানি সঙ্গে হএ দরশন ।
ভূমিতলে রহে রামা হইআ অচেতন ॥
প্রভাতে গোঠের ছেলি ডাকে কলরবে[৩] ।
শুনিয়া লহনা রামা জাগিলেক তবে[৪] ॥

এক করে ভিড়ি থিরি আর করে চুল।
খুলনি খুলনি বলি ডাকিআ আকুল ॥
ঢেকিসালা ঘরে গিআ ডাকে ঘন ঘন।
দ্বার মেলি দেখে রামা হইছে অচেতন ॥
পদভরে ঠেলে[১] রামা বোলে কত কটুবাণী।
নিদ্রা নাহি ছাড়ে রামা না বোলএ বাণী ॥
বদন চাপিআ ধরে শ্বাস বন্ধ করি।
পলটি খুলনা শোএ দিআ মোড়ামুড়ি ॥
লহনাএ সে সব দেখি জলে সেই কালে।
জলকুম্ভ ধরি রামা সতার অঙ্গে ঢালে ॥
ভয়াকুল হইয়া উঠে খুলনা কামিনী।
আখি মেলি দেখে সতা জেন শার্দ্দূলিনী ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

হরিরাম হরে ॥ ধু ॥

সতা দেখিআ রামা রহে সঙ্কোচিআ।
লহনাএ বোলে তবে তর্জ্জিআ গর্জ্জিআ ॥
অভাগিনী দিলুম অন্ন যথ ইচ্ছা খাইআ।
সুখে নিদ্রা যাঅ ছেলি মরে শুখাইআ ॥
কালি চরাইলা ছেলি না হইল পূরণ।
নবীন রাখোআল তুই সহস্র তে কারণ ॥
যদি রাখিবারে চাহ আপনা জীবন।
কানন ভ্রমিআ ছেলি চরাইআ আন ॥
লহনা আদেশে রামা রহিতে না পারে।
ছেলিপাল খেদাইআ কাননেত লড়ে ॥
যাইতে যাইতে পথে কান্দে ইন্দুমুখী।
দৈবযোগে দেখে তান জননীর সখী ॥
দ্বিজপত্নী দেখে রামা রম্ভার লৌক্ষন।
প্রভাতের শশী যেন দেখএ বদন ॥

দ্বিজপত্নী বোলে রামা কহরে কামিনী।
তুহ্মনি কি হঅ লক্ষপতির নন্দিনী॥
খুলনাএ বোলে মাতা না জিজ্ঞাস আর।
এসব কহিলে পিতার কুলের খাঁখার॥
দ্বিজপত্নী বুকে হানি কৈন্যা লএ কোলে।
দুই রামা বনপথে কান্দে উতরোলে॥
দ্বিজপত্নী বোলে মাতা কহরে কারণ।
কি হেতু পাচনি করে চলিছ কানন॥
জননীর সখী হেন জানিআ কারণ।
খুলনাএ কান্দি কহে দুঃখ নিবেদন॥
দ্বিজরামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদয়ে চিন্তিয়া দুর্গার চরণ কমল॥

কেদার রাগ।

আহ্মি অভাগিনী না পুছ জননী
ও দুঃখ কহিমু কারে।
বহু পাপভরে ধরিআ জঠোরে
সেই মাঅ কি জীবনে আছে॥
ললাট লিখন না যাএ খণ্ডন
আহ্মারে আনলে দিআ।
মোর কাছে ভাই অতি কামদেব শিশুমতি
তাহান কঠিন হিআ॥
ভূপতির আদেশ প্রভু পরদেশ
সতাএ দেখে অনাথিনী।
কি কহিমু বিশেষ প্রহারে তনু শেষ
ছেলি রাখম অভাগিনী॥
মোরে আনলেত দিয়া[1] বঞ্চিত হইয়া[2]
কহিঅ জননীর আগে।
কহিঅ খুলনি হইয়া অনাথিনী
শমন শরণ মাগে॥

এই সব শুনি দ্বিজের রমণী
সঘন হৃদএ হানে।
কি কইলি কইলি কি ফিরি বলিলি
হাহা করে মোর প্রাণে॥
কেমনে ভগিনী হইল সতিনী
বনবাঘিনি অনুমানে।
দেবীর চরণ সেবি অনুক্ষণ
রামদেবে এহ ভণে॥

অ মোর সোন্দররে প্রাণনারে হএ॥ ধু॥

দ্বিজপত্নী বোলে মাতা না কর ক্রন্দন।
তোহ্মার কথা কহিতে যাইমু সখীর সদন॥
তোহ্মার দুঃখ আজু কামদেবে শুনে।
দেখিবা লহনা রামা রহে কোন স্থানে॥
এ বলিআ দ্বিজপত্নী করিল গমন।
অবিলম্বে গেল লক্ষপতির সদন॥
বসি আছে রম্ভানারী সখী সঙ্গে লইআ।
দ্বিজপত্নী কহে কথা বাহু আস্ফালিআ[১]॥
ধিক তোর জন্ম সখী ধিক তোর সুখ।
ওমা ওমা অএ সখী তোর পাটা বুক॥
শুভক্ষণে খুলনারে দিলা পরদেশ।
মৈল কি জীবনে আছে না লৈলা উদ্দেশ॥
গাভী হইআ বৎসতরে করে অন্বেষণ।
খুলনা তোহ্মার সুতা না কর স্মরণ॥
উজানি নগরে গেলুম ইষ্ট সম্ভাষিতে।
দৈবযোগে হইল দেখা কাননের পথে॥
কন্যার সুখের কথা শুনরে শ্রবণে।
দেখিলুম চরাএ ছেলি গহন কাননে॥
সখীর মুখেতে শুনি সে সব কারণ।
মোহ পাইআ পড়ে ধনি ছাড়িআ আসন[২]॥

সখিগণে ধরি করে চামর ব্যজন।
মোহ সঙ্কলিআ রামা করএ ক্রন্দন॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুস্থতে ভণে রবিস্থতের ভএ॥

সুহি সিন্ধুড়া রাগ।

কান্দে রম্ভা সুন্দরী গড়াএ অবনী ধরি
সখিসবে ধরে চারি পাশ।
ছিড়িল গলার হার আউলাইল কবরীভার
এই দুঃখে হইআ হতাশ॥
ললাটে হানিআ কর কান্দে ধনি শোকভর
কুহরএ হইআ আকুল।
মনেতে দুহিতা দুঃখ শুনিআ বিদরে বুক
হৃদএ হানিছে যেন শূল॥
শার্দ্দূলী হরিণী সনে ছেলি রাখে ঘোর বনে
খৈআ বাস করি পরিধান।
আন আন হলাহল নতুবা আনল জ্বাল
মুই কেনে রাখিছি জীবন॥
নবনী ক্ষীর সর খাইতে বাসিছ ভার
পোড়া অন্ন ভোগাএ সতিনী॥
হৃদএ রাখিআ থাকি উষাএ উঠিছে জাগি
কাননেতে ভ্রমে একাকিনী॥
তোর পিতা বন্ধু ভাই জননী থাকিতে নাই
কে তোহ্মারে রাখিব আনি পাশে।
জিনি কমলিনী আহ্মার খুলনি
তে কারণে করে বনবাস॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা॥
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইয়া ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা॥

হরিরাম হরে ॥ ধু ॥

কামদেবে শুনে যদি মাএর ক্রন্দন।
চরণে ধরিআ শিশু জিজ্ঞাসে কারণ
রম্ভাএ বোলে পুত্র কি জিজ্ঞাস মোরে।
শূকর সমান পুত্র ধরিছি তোহ্মারে ॥
পুত্র বিদ্যমানে আহ্মি না হইলাম সুখী।
এই হেতু কান্দি পুত্র হইয়া মন দুঃখী ॥
জ্ঞাতির সমাজে পুত্র কি কহিবা বাণী।
ছেলি রাখি জীএ তোহ্মার খুলনা ভগিনী ॥
মাএর বচনে সাধু আস্ফালে তখন।
উজানি যাইতে শিশু করএ সাজন[১] ॥
দ্বিজ রামদেবে গাএ দেবীপদ সার।
তরিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাহি আর ॥

তুড়ি রাগ।

ভাইরে আজু গোঠের পআন।
হইয়া কলকলি গগনে ঝাপএ ধূলি
দিনমণি করিল মইলান ॥
পাছ পাএ নাহি দেখে সঘনে ঝাপে সম্মুখে
রামদেবে করিল গায়ন ॥ ধু ॥

ধেনু বৎস লাখে লাখ কতনা লইল পাক
লড়ালড়ি করে হানাহানি।
দিনমণি যামিনী কারে কেহ নাহি চিহ্নি
বোলানে আপনা পর জানি ॥
বলাই কানাইর বীরদাপে গগন পরশি লাপে
মল্লছাট করে ঘন ঘন ডাক।
অনন্তে না সহে ভার মেদিনী যাএ ফার
যাইতে চাহে রসাতল বাট ॥

প্রাণ ভাইআ বলি আনন্দে ঝাপএ ধূলি
দাপনি মাজিলে উজ্জ্বল।
গোবিন্দ দ্বিজে বোলে কালিন্দী কদম্বতলে
চান্দ বেড়্রি মিলিল সকল॥ ধু॥

সাজ সাজ বলি সাজিল সৈকাগণ।
সমান বয়সী সাধু সাজে কথ জন॥
দন্ত কিরিমিরি সাধু করে মারে তালি।
মুই জীতে খুলনাএ বনে রাখে ছেলি॥
ধনপতি ধনগর্ব্বে এমনি বিকল।
এসব বৈভব মোর থাকিআ বিফল॥
কিবা মজ্জাইআ আসি ধনপতির পুরী।
খুলনা কারণে কিবা আহ্মি মরি॥
পুত্রের আরতি রম্ভা ভাবিআ তখন।
করে ধরি কামদেবে বুঝাএ তখন॥
শুনিআছি ধনপতি ঘরে নাহি আছে।
বুঝিআ করিঅ বাদ লজ্জা পাএ পাছে॥
মাএর চরণে সাধু করিআ প্রণাম।
দোলাএ চড়িআ সাধু করিল পয়াণ॥
সঙ্গে পরিবার চলে যত অব্যাঅতি।
ধনপতির ঘরে গিয়া হইল উপনীতি॥
পুরদ্বারে গিআ সাধু দিল দরশন।
লহনা আসিআ বাড়্রি লৈ যাএ তখন॥
দ্বিজ রামদেবে গাএ অভয়ামঙ্গল।
হৃদয়ে চিন্তিআ দুর্গার চরণকমল॥

সুহি সিন্ধুড়া রাগ।

দেখরে কানাইর রূপের সাজনি।
কত না করিছ বেশ ভুলাইতে রমণী॥

সৰ্ব্ব সখী দেখ আগে কানু গুণনিধি।
ও রূপ গঠিছে বিধি বিধাতার বিধি॥
হেন রূপ দেখিআ জগতে কে না ভোলে।
স্বয়ং ব্রহ্মরূপ সেই রামদেবে বোলে॥ ধু॥

মুখেতে হরিষ হইয়া লহনা রমণী।
সখিগণ ডাক দিআ দিল জয়ধ্বনি॥
ভাই ভাই বলি রামা বৈসাএ তখন।
কবরী খসাইআ কত করে নিম্মঞ্ছন॥
ভাই শুনিআছ প্রাণনাথ গৌড়পাটন।
এথ দিনে মোরার তরে কর জিজ্ঞাসন॥
হেনকালে প্রাণনাথ থাকে আজু ঘরে।
ভুবন পূর্ণিত হইত উৎসবের ভরে॥
বহু দিন দেখম ভাই নয়ান সফল।
কহ কহ ভাই খুড়া খুড়ীর কুশল॥
লহনার রঞ্জনে সাধু কত হরষিত।
সমাইর কুশল ভইন সমঅ উচিত॥
এখনা আদর মোরে জ্যেষ্ঠ ভগিনী।
দরশন না দে মোরে দুরন্ত খুলনি॥
লহনাএ বোলে ভাই আইলা চিরদিনে।
না জানি খুলনা রামা গেল কোন স্থানে॥
ভাই খুড়াখুড়ী মোরে দিব অপযশ।
এথ দিনে হইল তান বসতি বরস॥
লহনার মায়াএ সাধু পাসরে আপনা।
হেনকালে ছেলি লইয়া আইল খুলনা॥
ভগিনী দেখিআ সাধু চকিত নআন।
পাচনি লইয়া করে খইয়া পরিধান॥
পঙ্ক বিরজিত গাএ দেখি অদ্ভুত।
খেদাইআ আনে রামা ছেলি যুতে যুত॥

হর্ষ শোকে আইসে রামা সহোদর দেখি।
লজ্জা পাইআ ছেলিঘরে গেল ইন্দুমুখী॥
ভগিনী দেখিআ সাধু জ্বলিত দহন।
লহনারে তর্জ্জি গর্জ্জি বোলএ বচন॥
কামদেবে বোলে বেটি দুরন্ত লহনা।
এথনা ভাড়িআ মোরে খাওরে আপনা॥
কোন দোষে খুলনারে রাখাঅ ছাগল।
বোল দেখি তোর শাস্তি করিলে কি ফল॥
শুনরে দুরন্ত বেটি তুই বড় পাষাণ।
করাঘাতে লইতে পারি তোহার পরাণ॥
ভগিনীরে এথ ক্লেশ দেঅ পাপমতি।
ভাল সে নির্ম্মূল হই হইছনি সন্ততি॥
তোর ভাগ্যে ঘরে নাই সাধু ধনপতি।
তাহার গোচরে তোরে করিতুম দুর্গতি॥
খড়্গধারে মোর প্রাণ লএ লৌক রাজা।
নিশ্চএ কহিলুম তোরে দিআ যাইমু সাজা॥
লহনাএ দেখে সাধু কোপভরে ভাষে।
ঘর হোতে মায়াপত্র আনিল তরাসে॥
করজোড়ে পত্র দিয়া কহে কামদেবের স্থান।
মায়াভাবে কান্দি কহে করুণা বচন॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

করুণা ভাটিয়াল রাগ।

লহনাএ বোলে ভাই করম নিবেদন।
না বুঝি অভাগিরে মন্দ বোল অকারণ॥
সুতাসুতহীন হইছম মুই অভাগিনী।
একাকী রহিতে নারি ঘরে আনিছম ভগিনী॥

ভিন্নদেশে থাকি পতি পাঠাইছে লিখন
কি লেখিছে পঠি চাহ তুহ্মি বিচক্ষণ ॥
অকারণে শাস্ত্র করিলা পঠন।
ভগিনীরে ক্লেশ দিমু লএ তোর মন ॥
খুলনির দুঃখে মোর দগধে অন্তর।
তুহ্মি আহ্মা মন্দ বোল কৰ্ম্ম মন্দ মোর ॥
দুরন্ত নায়ক নহে রমণীর বশ।
দৈবে সে অভাগী মুই পাইলুম অপযশ ॥
কামদেবে সেই পত্র পঠে বারে বারে।
লজ্জিত হইআ সাধু কহে লহনারে ॥
দ্বিজরামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

ভাটিআল রাগ।

আল বইন করজোড়ে করম পরিহার।
অপরাধ ক্ষেমহ আহ্মার। ধু ॥

পাছুমন্য হঅ তুহ্মি মোরে।
না বুঝি বলিলুম মন্দ তোরে ॥
ধনপতি হইলে নিধন।
খুলনি তোহ্মার পালন ॥
ভিন্ন জন নাহএ সপত্নী।
এই না তোহ্মার পিতৃব্য সন্ততি ॥
আমারে আদর থাকে পুনি।
দুঃখ যেন না পাএ খুলনি ॥
ওনা দুঃখ উদ্ধারিতে পারি।
তবে তানে বোলাইমু ফিরি ॥
দ্বিজরামদেবে এহ ভণে।
রাখ দেবী রাতুল চরণে ॥

সিন্ধুড়া রাগ ।

ভাই কোন মুখে বলিমু যাইতে ।
কেন আইলা অভাগীরে খাইতে ॥
লহনাএ বোলে ভাই নিবেদিএ আহ্মি ।
তোহ্মার বদলে মরি সুখে থাক তুহ্মি ॥
দয়া যদি থাকে মোরে রাখ এই কথা ।
দিনেক দেখিআ থাকি আজু রহ এথা ॥
প্রভুর আদেশ মুই পালিবার তরে ।
দিন দুই রাখম ছেলি পুরী অভ্যন্তরে ॥
যে করে করুক মোরে পতিএ লাঞ্ছনা ।
খুলনার তরে মুই প্রাণ কৈলুম পণ ॥
আশ্বাস পাইআ সাধু বন্দিল চরণ ।
বারে বারে ভগিনীরে সমর্পে তান স্থান ॥
মন দুঃখে সম্ভাষা না করে খুলনারে ॥
দোলাএ চড়িআ সাধু গেল কোপভরে ।
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

হরিনাম ॥ ধু ॥

খুলনাএ জানে যদি গেল সহোদর ।
ঢেকিসালাএ কান্দে রামা হইয়া কাতর ॥
লহনাএ শুনে যদি সে সব ক্রন্দন ।
তর্জ্জিআ গর্জ্জিআ তানে জানাএ কারণ ॥
লহনাএ বোলে বেটি দুরন্ত খুলনা ।
অবুধ ভাইর গর্ব্বে পাসর আপনা ॥
মোর ঘরে আইল বেটা মন্দ বোলে মোরে ।
খচড়া ছাওআল জানি সহিলুম তাহারে ॥
না বুঝি বলিল মন্দ অবুধ গোর্আর ।
আপনে আপনা লজ্জা পাইল অপার ॥

ক্রোধ করি মোর তরে কইত আর বার।
দুবলাএ করিত তানে চরণপ্রহার॥
কেমন সাহসে রহিছ নিজ কর্ম্ম এড়ি।
অনিষ্ট চিন্তিআ কান্দ কুহরি কুহরি॥
মনবাঞ্ছা কর যদি রাখিতে জীবন।
অবিলম্বে ছেলি লই চলহ কানন॥
খুলনাএ বোলে দিদি করি পরিহার।
তোহ্মার আদেশ মুই নারোম ঠেলিবার॥
ছেলি রাখাএ দৈবে মোর যাএ জীবন।
বিফল হইল দিদি তোহ্মার বচন॥
ভাই সমর্পিআ গেল তোহ্মার চরণ।
তিল আধ না পালিলা প্রতিজ্ঞা বচন॥
লহনাএ বোলে ধর্ম্ম সাক্ষী হইঅ তুই।
খুলনি পাতিল বাদ সহিতে নারোম মুই॥
তোহ্মার কথনে মোর দহে সর্ব্ব গা।
মায়ার পুতলি বেটি ছেলি লইয়া যা॥
লহনার আদেশে রামা রহিতে না পারে।
ছেলিপাল খেদাইআ কাননেত লড়ে॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

সুহি রাগ।

উপবাসে কাপে গা চালাইতে না চলে পা
চলিতে পড়ে হালি ঢালি।
কটিতে রাখিআ কর পাচনিতে দিআ ভর
চলে রামা চরাইতে ছেলি॥
প্রচণ্ড ময়ূখ জাল ভাঙ্গি ধরে তরু ডাল
প্রেমভরে শ্রমভার শ্রোতধারা বহএ।

এইরূপে কতকাল রাখে ছেলি পালে পাল
সতারে অন্তরে করি ভএ ॥
সঘন বরিখা তরে রহে তরুবর আড়ে
ছেলি সব ধাএ নানা স্থান।
ঠাঠা আসিআ পড়ে মা মা বলি তরু ধরে
ওনা ভএ কম্পিত পরাণ ॥
শবদে সঘন বনে ভ্রমএ ছেলির সনে
কুশমুলে বিদারে চরণ।
শার্দ্দূল গরজে কাছে ছেলি সব থুই পাছে
রাখএ জীবন করি পণ ॥
হেমন্তে শিশির হএ উষাতে সতার ভএ
ছেলি সহ ভ্রমএ কানন।
নেহরি নেহরি গাও পর হইয়া রহে পাও
তিতে ধনি খইয়া পরিধান ॥
মধুমাসে বনবাসে কুসুম লতিকা হাসে
মধুকরে খেলে মধুকর।
সরস রসাল কালে কোকিলে কুহরে ডালে
ভুবনবিজয়ী ফুলশর ॥
ডাইনে পবন বহএ বিরহিণী পাইআ ভএ
তরুমুলে করল শয়ন।
বাহুমূলে শির রাখি শোএ রামা ইন্দুমুখী
নিদ্রা ভোলে হইছে অচেতন ॥
কহে কবিচন্দ্রসুত দেবীপদে অবিরত
ঘুরিআ ঘুরিয়া চিত্ত রএ ॥

অ মোর সোন্দররে প্রাণনারে হএ ॥ ধু ॥

পাতালে করএ বলি বসন্তের পূজা।
অন্তরীক্ষে সিংহরথে যাএ দশভূজা ॥
অভআএ বোলে পদ্ম কহ প্রাণসখী।
কোন হেতু কাননে শুইছে ইন্দুমুখী ॥

যৌবন পূর্ণিত কৈন্যা সর্ব্ব সুলক্ষণ।
কাননে শয়ন কোন দৈব বিঘটন॥
দুর্গার বচনে পদ্মা কহে হাসি হাসি।
এই কৈন্যা হএ দেখি তুআ নিজ দাসী॥
তুয়া পদ অপরাধ সাপের কারণ।
অবনী জন্মিআ পাএ বিবিধ লাঞ্ছন॥
ললাটে লিখিছ তান দুরন্ত সতিনী।
ছেলি রাখে বনে এই সাধুর রমণী॥
পদ্মার বচনে দেবী কোপে উঠে জ্বলি।
ভাল দুর্গা নাম ধরম দাসী রাখে ছেলি॥
কংস সরোবরে চল পঞ্চ সখিগণ।
তথা গিআ আষ্কাব্রত কর আরম্ভন॥
এইত কামিনী যদি করে মোর পূজা।
দুঃখ খণ্ডাইতে পারি নাম দশভুজা॥
দুর্গার বচনে পদ্মা সখী সঙ্গে লড়ে।
চণ্ডিকার ব্রত পাতে সরোবরতীরে॥
রহ রহ বলি রথ রহাএ সারথি।
কাননেত কাত্যায়ণী নাম অব্যাহতি॥
খুলনারে দেখে মাতা হইছে নিদ্রাভোল।
ছেলিপাল খেদাইআ আনে অন্য স্থল॥
বিরহিণী নিদ্রা রস ছাড়িল তৎকাল।
পলটিআ চাহে পাশে নাই ছেলিপাল॥
কানন ভ্রমএ রামা আউদল চুল।
না দেখিয়া ছেলিপাল হইল ব্যাকুল॥
সেইকালে মাহামায়া মায়ার কারণ।
ছেলিপদ চিহ্ন রামা না দেখএ নয়ান॥
ছেলি হারাইআ ধনি গহন গভীরে।
কাননে বসিআ রামা কান্দে উচ্চ স্বরে॥
দেবীপরসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

পাহিড়া রাগ।

দেখ ধর্ম্ম এককারী   তাহে কত অবতরি
কান্দএ নয়ানে বহে ধার।
রাহু দরসনঘাতে   পড়ি হেম লতাপাতে
বিধু পরিহরে সুধাসার॥
আখির বসিছে ধার   কান্দে রামা অনিবার
যেন মুকুতা উগারে ইন্দুবর।
নয়ান আবরে জলে   যেন কমলিনী খেলে
অঙ্গে বহে নিন্দিয়া নিধুর[১]॥
বিগলিত কেশপাশে   মোহিত হইআ ভাষে
নয়ান নিন্দিছে জলধর।
যেমন[২] দুৰ্দ্দিন জানি   কালভোগী ভুজঙ্গিনী
খেলা করে নাভি সরোবর॥
ছেলি হারাইলুম বনে   সতাএ শুনিলে কানে
কি লইআ হইমু গোচর।
রবিসুতমিতনারী   বৈরী ভ্রমি তছু পরি
তাহাতে করিমু আজু ভর॥
সতার কঠোর বোলে   অভাগির আখির জলে
অপরাধে করিব সংহার।
শীতাশেত যেই রিপু[৩]   তছু ভোগে পাপ কিছু
এবে করম দেহ প্রতিকার॥
দানবারি ভয়এ অরি   বদনে চাপিআ ধরি
অভাগীর না হএ নিধন।
পবনারিপতি ধরি   নয়ান বিনাশ করি
তাহে পড়ি তেজিমু জীবন॥
ছেলি না পাইলুম বনে   না যাইমু সভার স্থানে
না করিমু মুখ দরশন।
কানন মোর ঘর বাড়ি   না যাইমু কানন ছাড়ি
যথা তথা তেজিমু জীবন॥

সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইআ ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা॥

আসোয়ারি রাগ।

আজু বনে আকুল নন্দকিশোর॥
সঙ্গের বালক হেরি জিজ্ঞাসএ ফিরি ফিরি
তোমরানি দেখিছ ধেনু মোর॥
মাএর মারণ ডরে কাপে গোপাল থরে থরে
কমল নয়ানে বহে ধার।
বোলে না যাইমু ঘরে কী কহিমু মাএর তরে
খেলাএ হারাইলুম ধেনু মোর॥
ধাএ হারাইআ ধেনু পড়িল পাচনি বেনু
খসিল পিন্ধন পীতবাস।
ঘুচিল মোহন বেশ আউলাইআ চাচর কেশ
চান্দ মুখের গেল মধু হাস॥
খেনে বৈসে খেনে ধাএ খেনে চমকিআ চাহাএ
খেনে পহু কান্দিআ গড়াএ।
দ্বিজ রামদেবে কহু ধেনু হারাইলা পহু
না জানি কি আজু করে মাএ॥ ধু॥

এমনি খুলনা ধনি করএ ক্রন্দন।
ছেলি অন্বেষণে ফিরে ভ্রমিআ কানন॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখে কুরঙ্গিনী জাল।
হৃষ্ট হইআ বোলে ধাএ ওই মোর পাল॥
কুরঙ্গিনী সবে বোলে আইল সুন্দরী।
চৌদিগে চাপিআ ধাএ হই তরাতরি॥

খুলনাএ দেখে যদি ধাএ কুরঙ্গিনী।
আকুল হইআ পড়ে লোটাইয়া ধরণী ॥
সেই কালে পঞ্চ সখী দিল জয়ধ্বনি।
শুনি ব্যস্ত হইআ উঠে খুলনা কামিনী ॥
ছেলি হারাইআ মুই হারাইলুম প্রাণ।
জয়ধ্বনি দিয়া এহি করে বলিদান ॥
এমনি বলিআ ধাএ খুলনা যুবতী।
পঞ্চ সখী স্থানে গিআ হইল উপনিতি ॥
তথাতে না দেখে রামা ছেলির প্রকাশ।
সনিশ্বাস ছাড়ে ধনি হইল হতাশ ॥
নেহরি নেহরি চাহে না দেখে রুধির।
না দেখিআ ছেলিপাল কান্দিআ অস্থির ॥
পঞ্চ সখী শুনে যদি সে সব ক্রন্দন।
ব্রত সঙ্কলিআ তানে জিজ্ঞাসে কারণ ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ার পাএ।
ভববারি তারি মোরে নেঅ মহামাএ।

মল্লার রাগ।

কহ কহ কামিনী কি লাগিয়া সীমন্তিনী
কাননেত হইয়াছ আকুল।
পঙ্কে বিরাজিত গা চান্দ মুখের নাহি রা
দেখিআ হৃদএ ফুটে শূল ॥
চলন টমুরু ছান্দে ভবানী রমণী কান্দে
কে হেতু ছাড়িলা পতির পাশ।
একি কি কমলমুখী বুঝি তুয়া মুখ দেখি
বনস্থতে করে বনবাস ॥
লম্বিত কবরী দেখি কলাপে লজ্জিত সখী
ভবভবের হইল বাহন।
কটিপরি পাটি হেরি তুলনা পাও তেরি
গিরিস্থতা কর অবধান ॥

তোর কুচকুম্ভ দেখি মুনির মজ্জিছে আখি
সমাধিতে দৃষ্টি হইল চুর।
চঞ্চলা চমকে গুরু অচল হইল মেরু
লাগিএ রহিল অতি দূর॥
দেখি ভুরুযুগগতি অনঙ্গ আকুল অতি
ষড়াননে ছাড়ে অহঙ্কার।
মুনিপীত স্তমিত যাক দেখি চমকিত
সেহ কেনে জীবন প্রচার॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীপদ আশে মোহিত হইআ ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা॥

শ্রী রাগ।

সৌজানি সৈ কহিলুম তোহ্মারে।
আর বন্ধু নাই মোর এই ভবসংসারে॥
যার শরণ লইলুম সকলি পরিহরি।
সে বন্ধু ছাড়িআ গেল না চাহিল ফিরি॥
জীবন যৌবন মোর সকলি লাগে ভার।
কালার অভাবে মোর দিবস আন্ধার॥
দ্বিজ রামদেবে বোলে রাই কানাই পরদেশ।
ও দুঃখ সাগরে তোহ্মার তনু হইল শেষ॥ ধু॥

খুলনাএ বোলে মাতা না বলিঅ আর।
অভাগীরে জিজ্ঞাসিলে কি ফল তোহ্মার॥
মুই অভাগিনী লক্ষপতির নন্দিনী।
ছেলি চরাইবারে মোরে নিয়োজে সতিনী॥
ভূপতির আদেশে প্রভু গৌড়পাটন।
শূন্য ঘরে করে সতা বিবিধ লাঞ্ছন॥

ও দুঃখ কহিতে হইব বেলি অবশেষ।
কাননে হারাইলুম ছেলি না পাইলুম উদ্দেশ॥
সপত্নী এ শুনে যদি সে সব কারণ।
দারুণ প্রহারঘাতে লইয়া জীবন॥
মাতা তুয়া পদে আহ্মি করি নিবেদন।
তুহ্মিনি কহিআ দিবা ছেলির কারণ॥
খুলনার কারণে সভার হইল অশ্রুমুখী।
আকুল হইআ তানে কহে পদ্মাসখী॥
পদ্মাএ বোলেন মাতা এক যুক্তি জানি।
এই ঘটে পূজ তুহ্মি অভআ ভবানী॥
ক্রন্দন না কর আর আহ্মার বচনে।
কাননে হারাইছ ছেলি পাইবা অখনে॥
খুলনাএ বোলে মাতা করম নিবেদন।
অভআ কাহার দুঃখ করিছে খণ্ডন॥
ভাবিআ অখিল হেতু বুঝি বিচক্ষণ।
অবোধে প্রত্যয় পাই শুনিলে কারণ॥
খুলনা বচনে পদ্মা হাসি অনুপাম।
পাঞ্চালিকা ছন্দে কহে চণ্ডীগুণগ্রাম॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

জয় হরি গোপল গোবিন্দ শ্রীমধুসূদন॥ ধু॥

নমো নমো নমো বন্ধম নমো নারায়ণী।
সর্ব্বরূপা সর্ব্বভক্তি শর্ব্বের ঘরণী॥
নমো নমো নমো বন্দম জগতজননী।
ভএতে অভআরূপে দীন উদ্ধারিণী॥
একমনে সাবধানে শুন সাধু জাআ।
যারে যারে প্রসন্ন হইছে মহামাআ॥
আছিল সুরথ রাজা চৈত্রের সন্তান।
বীর ধীর গুণাকর দয়ার নিদান॥

আছিলেক মহারাজার কোনা নামে পুরী।
রাজভোলে সচিব হইল তান বৈরী॥
জীবন কারণে রাজা পাইআ তরাস।
একাকী চড়িআ অশ্বে গেল বনবাস॥
সমদুঃখী বৈশ্য সঙ্গে হইল মিলন।
মেধসের স্থানে গিআ জিজ্ঞাসে কারণ॥
পুত্র দারা বৈরী হইল হরিবারে ধন।
তথাপি তাহার তরে দগ্ধএ মন॥
মুনি বোলে মহামায়া মায়ার কারণ।
ব্রহ্মা আদি মোহিত হইছে তোরা কোন জন।
এই নাকি বোলে প্রভু সেই দেবীর কে।
উৎপত্তি মহিমা তান জানাইআ দে॥
মুনি বোলে রাজা বৈশ্য শুন দিআ মন।
সংক্ষেপে কহিমু মহামায়া মায়ার কারণ॥
শেষ কল্পে নাগমাতাএ শোএ নারায়ণ।
মধু কৈটভ দুই দৈত্য জন্মিল তখন॥
নাভিকমলে ব্রহ্মা শোএ সেই কালে।
তাহানে গ্রাসিতে চাহে দুই মহাবলে॥
ত্রাস পাইআ মহামায়া করিলা স্তবন।
নিদ্রা ছাড়ি দৈত্য দুই করিলা নিধন॥
তবে এক জন্মিলেক মহিষ অসুর।
দেব জিনি ইন্দ্রপদ লইল প্রচুর॥
সহিতে না পারে দুর্গা দেবের লাঞ্ছন।
সসৈন্যে মহিষাসুর করিলা নিধন॥
শুম্ভ নিশুম্ভ জন্মে দুই সহোদর।
বিন্ধ্যাচলে গিআ স্তবে দুর্গা পার্ব্বতী॥
তবে সেই দুই দৈত্য করিল নিধন।
দুর্গার প্রসাদে দেবের দুঃখ বিমোচন॥
সংক্ষেপে কহিমু এই দেবীর মহিমা।
চারি বেদে যার গুণ দিতে নারে সীমা॥

সেই কালে নৃপতি বৈশ্য মুনির আদেশে
নদীকূলে মহামায়া পূজিল বিশেষ ॥
স্বর্ণে গঠিআ মূর্ত্তি[১] পূজে দশভুজা।
প্রত্যক্ষ হইআ মাতা লএ তান পূজা ॥
অভয়ার প্রসাদে বৈশ্য হইল গেয়ানি।
তেমনি[২] হইল বৈশ্য পাইল রাজধানী ॥
তুহ্মিহ দেবীর পদে করহ অর্চ্চন।
সর্ব্ব দুঃখ দূর হইব পাইবা ছেলিগণ ॥
শ্রবণে বিজয়ী হএ দূরিত বিনাশ।
অন্তকালে হএ গৌরীপুরেত নিবাস ॥
রামদেবে ভণে দেবীর স্বপ্ন অনুমতি।
কালিকাসঙ্গীতা মতে রচাএ ভারতী ॥

সুহি সিন্ধুড়া রাগ।

এই উপদেশ শুনি খুলনা রমণী ধনি
বোলে পদ্মার ধরিআ চরণ।
উপদেশ দিলা তুহ্মি অভয়া পূজিতে আহ্মি
এই দেখ থইআ পরিধান ॥
একে নারী জ্ঞানহীন আর অভাগিনী দীন
নাহি মাএ পূজার সম্ভার ॥
ব্রহ্মা আদি পূজিছে যারে কি দিআ পূজিমু তানে
কি বলি মাগিমু পরিহার ॥
অসীম পাতক ফলে ছেলি রাখম পালে পালে
পুণ্য লেশ নাই দরশন ॥
জনম গোআইলুম দুঃখে দুর্গা না বলিলুম মুখে
কোন গুণে দিবেন শরণ ॥
দ্বিজ রামদেবে গাএ ভাবিয়া দেবীর পাএ
অধমে মাগম এহি ধন ॥

ধানশ্রী রাগ

দেবী জননী গো মা ও তুয়া পদপঙ্কজ সার
এই তিন ভুবনে চাহিলুম মনে মনে
তুহ্মি বিনে লক্ষ্য নাই আর ॥ ধু ॥

পদ্মাএ বোলেন তুহ্মি না ভাবিঅ মনে।
পূজার সম্ভার দিমু আহ্মি সখিগণে ॥
এই মাত্র পাইল রামা পদ্মার ইঙ্গিত[১]।
স্নান করিআ রামা আসিল তুরিত[২] ॥
চারিপাশে পঞ্চসখী দিল জয়ধ্বনি।
অভয়া পূজিতে বৈসে খুলনা কামিনী ॥
কেহ কেহ সাজাই দিল পূজার সম্ভার।
পাতনিকা পাতে কেহ বিবিধ প্রকার ॥
রক্ত পুষ্প গাথে কেহ মাল্য পরিপাটি।
সুগন্ধি চন্দন কেহ ভরে খোরা বাটি[৩] ॥
নৈবেদ্য রচাএ কেহ নানা দৈর্ব্ব দিআ।
ঘৃত মধু শর্করাএ তণ্ডুল মাখিআ ॥
মধুপর্ক ভরে কেহ কাঞ্চন বাসন।
ঘৃত মধু ঢালি দিআ ঢাকে আচ্ছাদন ॥
পূজার সম্ভার পাইআ ভিড়ে যোগাসন।
পদ্মা সখী বসি পাশে পূজাএ তখন ॥
প্রথমে ভানুর পদে দিল অর্ঘ্যদান।
গণেশাদি পূজে ঘটে করি নানা ধ্যান ॥
ভূতশুদ্ধি করে ধনি ভূতে দিয়া বলি।
আসন পূজিআ রামা পূজে অর্ঘ্যস্থলী ॥
রক্ত পুষ্প লইআ করে যোনিমুদ্রা ভিড়ি।
যৈসা ললিত[৪] ধ্যান পড়এ সুন্দরী ॥
পড়াএ পদ্মাএ ধ্যান মনে হইআ স্থির।
ওরূপ ভাবিতে রামা আখি বহে নীর ॥

ধ্যানশেষে সেই পুষ্প ধরিআ আপনি।
ভাবিয়া অখিল পদ প্রণমে তখনি ॥
দেববৃন্দে পূজে রামা দেবীর আসনে।
দক্ষিণে গণেশ পূজে বামে গুরুজনে ॥
সর্ব্বদেব সর্ব্বদেবী পূজিলা তখন।
ভক্তিভাবে বন্দিল অভয়ার চরণ ॥
ভক্তিরস ভাবে রামা করে চণ্ডীপূজা।
প্রত্যক্ষ হইল তানে দেবী দশভূজা ॥
অভয়া দেখিআ রামা করিল প্রণতি।
যুগপাণি হইআ রামা করে কত স্তুতি ॥
দণ্ডবত হইআ রামা রহে ভূমিতলে।
অবনী ভাসিআ যাঁএ নয়ানের জলে ॥
ওরূপ দেখিআ রামার জ্ঞান নাহি মনে।
কি বলিবে কি কহিবে রহিলেক ধ্যানে ॥
পদ্মাএ বোলে রামা কিনা ভাব ডর।
বড় ভাগ্যে দেখ দেবী মাগি লও বর ॥
খুলনাএ বোলে সখী মুই অভাগিনী।
কোন গুণে বর মোরে দিবেন ভবানী ॥
কি বর মাগিমু মাতা তুআ পদতলে।
কুলবধূ হইআ ছেলি রাখম পালে পালে ॥
হারাইছম ছেলি মোর ঘটাঅ অখন।
তবে সে সতার হাতে রাখিলা জীবন ॥
অভআএ বোলেন দুঃখ না ভাব কামিনী।
প্রসন্ন হইলুম তোরে চণ্ডিকা আপনি ॥
এই তোর ছেলি পাল লঅ গিআ গণি।
আর এক বর দিমু শুনরে কামিনী ॥
পতির বল্লভা হঅ জিনিআ সতিনী।
এইরূপে মোর ব্রত করিবা আপনি ॥
পূজিআ মঙ্গলচণ্ডী মঙ্গলবাসরে।
স্মরণ করিলে হইমু তোহ্মার গোচরে ॥

খুলনাএ চণ্ডীপদে করিলা প্রণাম।
পঞ্চ সখী লই মাতা হইল অন্তর্দ্ধান॥
খুলনাএ বর পাইআ হরষিতে চলে।
ছেলিসব গণি পাএ সেই তরুতলে॥
খুলনারে প্রসন্ন হইছে হরজাআ।
লহনারে স্বপ্ন কহিতে চলে মহামাআ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

মল্লার রাগ।

মাতা ঘোর মূর্ত্তি ধরে স্বপ্ন কহিবার তরে
রহে গিআ লহনার শিয়র[১]।
পূর্ব্বাহ্ণ ভোজন করি দিব্য শয্যা অবতরি
স্বপ্নে কালী দেখে ভয়ঙ্কর॥
উতনু তিমির রাশি বিষম বিকট হাসি
গলে দোলে নরমুণ্ডমালা।
দুই আখির কোপ দেখি গভীরা কাপ তেনি
জম্পি সম দশন করাল।
খেনে অসি ধরি ঝাকে খেনে লহনারে ডাকে
খেনে খড়্গ লীলাএ[২] ফিরাএ॥
দশনে দশন ভিড়ি পদভরে দড়মড়ি[৩]
মহীধর ধরণী কাপাএ॥
গরজে গভীরতর ভএ রামা থর থর
শয্যা এড়ি অবনী গড়াএ।
হাহা করিআ মুখ মেলিআ
লহনারে গ্রাসিবারে চাহাএ॥
এমনি দেখাইআ ভএ লহনারে ডাকি কহএ
কান্দে রামা ভএত বিকল।
ওরে বেটি পাপ রাশি খুলনি আহ্মার দাসী
কোন দোষে রাখাও ছাগল॥

আরেরে তুরন্তমতি পূর্ব্ব দোষে নিঃসন্ততি
শুন বেটি প্রতিজ্ঞা আহ্মার।
চামুণ্ডা না চিন মোরে এখনি খাইমু তোরে
যদি খুলনাএ ছেলি রাখ আর॥
হাকিয়া ডাকিয়া তরোআল ঝাকিয়া
লহনারে কোপ দৃষ্টে চাহে।
ভয়রূপ দেখাইয়া সিংহরথে আরোহিআ
কালীরূপে অন্তরীক্ষে যাএ॥
দেখিআ এমন ভয় লহনা অস্থির হয়
ভাবে ধনি জীবন উপাএ।
দ্বিজ রামদেবের বাণী শুনহ লহনা ধনি
প্রাণ রাখ খুলনা সান্তাই॥

হরিনাম॥ ধু॥

চামুণ্ডার ভএ রামা হইল আকুল।
কাননে ভ্রমএ ধনি আউদল চুল[১]॥
তুবলাএ বোলে রামা কেনে দিছ লড়।
হেন বুঝি সাধু আইসে শুনি হইছে জ্বর॥
তর্জ্জিআ গর্জ্জিআ তুবা পাছে পাছে লড়ে।
লহনাএ দেখে সতা বনতরুতলে॥
লহনার গমন দেখি খুলনা ডরাএ।
না জানি কি ফল আজু দেএ মহামাএ॥
এমনে ভাবিআ রামা রহে তরুতলে।
লহনা গিআ তানে আলিঙ্গিআ বোলে॥
প্রভুর আদেশে তুহ্মি বনে রাখ ছেলি।
খুড়া খুড়ী শুনি মোরে নিত্য পাড়ে গালি॥
বারে বারে বোলম ছেলি রাখিঅ নিকট।
কী কারণে আইস তুহ্মি কানন সঙ্কট॥
যে করে করৌক মোরে পতি আসি ঘরে।
তুবলাএ রাখউক ছেলি তুহ্মি আইস ঘরে॥

রামদেবে বোলে আজি শুভ দশা হইল।
অশুভেতে শুভ চিহ্ন কভু না দেখিল॥

কামোদ রাগ।

চল ঘরে আহ্মি পরিহরি।
কালিআ কালার সনে হইমু বনচারী॥
মধুকর বধূরে করিমু সখিগণ।
বিপিনের তরুলতা মোর বন্ধুগণ॥
কমলকোমলদলে সেই খাটে শুইআ।
গোআইলু দিবস রাত্রি বন্ধু কোলে লৈআ॥
রামদেবে বোলে ধনি না করিও খেদ।
দুঃখ দশা দূরে গেল সুখের প্রবেশ[১]॥ ধু॥

খুলনাএ বোলে দিদি না বলিএ আর।
প্রণতি করিআ কহম চরণ তোহ্মার॥
সকলি বিভব মোর তোহ্মার চরণে।
মনে ইচ্ছা থাকে প্রাণ লভ এই খানে॥
দিদি এক বৎসর কাল ভরি ছেলি রাখি দি
মোরে যদি খাএ শার্দ্দূল ঘরে কার্য্য কি॥
পতির আদেশে ছেলি রাখম অভাগিনী।
কার তরে ভয় তুহ্মি পাইলা আপনি॥
সেইত নায়ক[২] যদি ফিরি আইসে ঘরে।
তবে ছেলি লইআ যাইমু তাহার গোচরে॥
লহনাএ বোলে ভইন তান লাগত পাম।
শুনিবা বসিআ তানে কেমনি বুঝাম॥
লহনার মিনতি রামা সহিতে না পারে।
দুবলাএ চরাএ ছেলি ভবনেত ল'ড়॥
দুবলাএ চরাএ ছেলি সেই পূর্ব্ব বনে।
স্নান করি দুই রামা প্রবেশে ভোবনে॥

লহনাএ নানান রসে করিল রন্ধন।
হেম পাত্রে বৈসে তুই করিতে ভোজন॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

বড়াড়ী রাগ।

আল ভইন যতনে রান্ধিছম ভাজা খা।
মোর দিগে চাহারে ভইন মোর দিগে চা॥
যত্নে রান্ধিছম ভাজা বুক ভরিআ খা॥ ধু॥

নহে চিতল নহে কাতল ইলিস মীনের রাজা।
কাচা কটু তৈলে তাহা করিআছম ভাজা॥
লঙ্গটি দিআছম আর মরিচের গুড়ি।
পলটি ভাজিতে হাত ফেলাইছম পুড়ি॥
কানন ভ্রমিয়া ছেলি চড়াইআছ মরি।
বুক ভরিআ খাঅ ভাজ দেখি আখি ভরি॥
সবতা সবতি তুই মুখ মোড়ামোড়ি।
ভাজার সৌরভে বিড়াল পাকিআ মরে পুড়ি॥
জাগি জাগি মেলি আখি জাগে পাতের কাছে।
লুফিআ চুপিআ চাহে ভাজা না পাএ কাছে॥
তুবলাএ বোলে হাট করিলুম এথ লোক ঠেলি।
কেবা আনে কেবা খায় করি ফেলাফেলি॥
লহনাএ ফেলাএ ভাজা তুবলার তরে।
খাপে থাকি ভোজা বিড়াল ভাজা চাপি ধরে॥
ছেই ছেই বলিআ মারে বিড়ালের মুড়ে।
তোলা আছাড় খাইআ বিড়াল ঝুরি ঝুরি মরে
লহনাএ ধরে তুবা মনে পাইয়া তাপ।
চুলে ধরি মারে কিল তুবলাএ বোলে বাপ॥
দ্বিজ রাম দেবে এহ ভণে।
রাখ তুর্গার রাতুল চরণে॥

পাহিড়া রাগ।

দুবা মোর বিড়াল জীয়াইয়া দে।
কার লাগি পোষিলুম বিড়াল কেবা হরি নে॥
যত্তনে পুষিলুম বিড়াল দুবা হইল বৈরী।
আমার ঘরের মঙ্গল কেবা নিল হরি॥
জলধারা দিল বিড়াল দুই আখি পাকাইল।
উঠ উঠ বোলে দুবা বিড়াল উঠিল॥
দ্বিজ রামাদেবে এহ গাএ।
দুর্গা চরণ করি রাখ রাঙ্গা পাএ॥

বসন্ত রাগ।

কাননে আছিলাম ভাল দুঃখ অনুসারি।
তবে কিনা ব্যাধি হইল জীবনের বৈরী॥
কোকিলে কুহরে ডালে ভ্রমরে ঝঙ্কার।
সেই নাদে প্রাণ ভেদে কি হইল আন্ধার॥
চৌদিকে চাপিআ উঠে রসাল বকুল।
আখি মেলি চাহিতে নারোম হৃদে[১] ফুটে শূল॥
দুবলাএ বোলে তোর হএ মুড়[২]।
উচটিআ গেল কিবা মনমথ শর॥
হেন বুঝি রতি কলা হইল বিস্মরণ।
কিবা গৌরী ফল তোর ধরিল মদন[৩]॥
তোর সব বিপরীত পতি নাহি পাশ।
দুবলার বচনে রামা লজ্জাভাবে হাস॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

মল্লার রাগ।

মুই কালার সনে মথুরা না গেলুম।
মধু পীএ ভ্রমরা নাচে বিরহের জ্বালাএ মইলুম॥

জাতি যুতি লাগাইলুম লবঙ্গ মালতী।
ফুলের সৌরভে দিল গেল কালিআ নিঠুর জাতি ॥
চান্দ মুখ হেরি হেরি হাসিতে খেলিতে।
কান্ধে দধির ভার নাচিতে গাহিতে ॥
কহে গোবিন্দদ্বিজে তুহ্মি কুলবতী।
কিমতে যাইতে পার কানাইআ সংহতি। ধু ॥

দাসীর বিরহ দুঃখ জানিআ অন্তরে।
স্বপ্ন হেতু গেলা দেবী গৌড়নগরে ॥
সাধু অভ্যন্তরে গেল পুরী প্রবেশিআ।
নিশি শেষে স্বপ্ন কহে শিয়রে বসিআ ॥
শুন সাধু ধনপতি নিজ দেশের কথা।
স্বপ্ন কহিতে আইলুম তোর কুলের দেবতা
অষ্ট মাসে[১] যাইবা আইলা গৌড়নগর।
তোহ্মার বিলম্বে রাজা কুপিত অন্তর ॥
কেমন সাহসে রহিছ পাসরি আপনি।
কাননে বেড়াএ তোহ্মার যুবক রমণী ॥
এইমাত্র জানাইআ ধনপতিস্থান।
কৈলাস নিবাসে দুর্গা করিল পয়ান ॥
স্বপ্ন দেখিআ সাধু উঠএ তখন।
কাণ্ডারের তরে কহে করিআ ক্রন্দন ॥
কি আজু দেখি স্বপ্ন স্থির নহে মতি।
কাননে বেড়াএ মোর খুলনা যুবতী ॥
কাণ্ডারের তরে এহি স্বপ্ন নিবেদিআ।
গৌড়কামলা যথ আনে ডাক দিআ ॥
ভূপতির আদেশ সাধু মনেতে ভাবিআ।
কাঞ্চন পাঞ্জর গড়াএ রত্নে জড়িআ ॥
রত্ন পাঞ্জর তোলে ডিঙ্গার উপর।
মেলানি মাগিল সাধু ভুপতিগোচর ॥

পাটনের দৈর্ঘ্য যথ ভাবিআ বিশেষ।
সপ্ত ডিঙ্গা সমে সাধু আইল নিজ দেশ॥
রাজঘাটে সপ্তডিঙ্গা ছোপাএ সত্বর।
রত্ন পাঞ্জর দিল ভুপতিগোচর॥
ধনপতি স্থানে রাজা সাধুবাদ করি
রত্ন পাঞ্জরে রাজা রাখে শুক সারি
রত্ন পাঞ্জরে বসি পাখির উল্লাস।
পুরাণ ভারতকথা নিত্য কহে ইতিহাস॥
প্রসাদ পাইয়া সাধু নৃপতির স্থান।
ভ্রমরার ঘাটে নৌকা করল পয়ান॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুস্থতে ভণে রবিস্থতের ভএ॥

শ্রী রাগ।

কি আজু স্বপ্ন দেখম শেষ রজনী।
প্রাণনাথ আসিব করি মনে অনুমানি॥
জলদ জিনিআ তনু চিকনিআ কালা।
বিজুলি চমকে দেখি নব রঙ্গমালা॥ ধু॥

লহনা পাইল বার্ত্তা আইল সাধুমণি।
শত শ্রীমন্তিনী ডাকি দিল জয়ধ্বনি॥
খুলনা খুলনা ভইন আইস শীঘ্র করি।
পাদ্যার্ঘ্য দিআ প্রভু আন গিআ বাহ্রি॥
লহনা আদেশে রামা রহিতে না পারে।
অবিলম্বে গেল ধনি ভ্রমরার তীরে॥
অপূর্ব্ব করিছে বেশ করে হেম ঝারি।
সাধুর পাশে গিআ রামা রহিলা স্থন্দরী[১]॥
ধনপতি বোলে কাণ্ডার কহ তত্ত্ববাণী।
কোন হেতু মোর পাশে কাহার রমণী॥

কর্ণধারে বোলে সাধু আহ্মি নাহি চিহ্নি।
উজানিতে নাহি দেখি এমনি মোহিনী॥
ধনপতি বোলে রামা কহরে আহ্মারে।
কাহার রমণী তুহ্মি কেনে এথাকারে॥
বদনে নিন্দিছে শশী গতি হংস জিনি।
কে তোর নাগর হএ কহরে কামিনী॥
কুললজ্জা ধর্ম্মেতে রামা না দিল উত্তর।
কুপিত হইআ সাধু বোলে কটুত্তর॥
জানিলুম জানিলুম বেটি তোর দুষ্ট মন।
না শুনিছ ধনপতি ধৈর্য্যতে কেমন॥
চলরে দুরন্ত বেটি খাইআ আপনা।
নায়ক আছএ যথা যাঅ বারাঙ্গনা॥
মোর পালা সেই আশে করিছ বাসনা।
স্বপ্নে অন্য নাহি জানি ছাড়িআ লহনা॥
করের চামর ধনি পাছাড়ি তখন।
কান্দিতে কান্দিতে গেলা আপনা ভুবন॥
রাম রাম রাম রাম অনাথের গতি।
চণ্ডিকার চরণে গাইনের রহুক ভকতি॥
শনিবারস্য রাত্রিগীতং।

করুণা ভাটিআল রাগ।

খুলনাএ বোলে দিদি করোম নিবেদন।
তোহ্মার প্রকারে[১] লজ্জা দিলাত[২] এখন॥
মুইত না জানম তুহ্মি এমনি বিমনা।
তবে তোহ্মার বাক্য পালন[৩] জানিআ আপনা[৪]॥
কাননে চরাইলুম ছেলি দুঃখ নাই মনে।
এই দুঃখে আজু প্রাণ তেজিমু অখনে॥
তোহ্মার আদেশে গেলুম ভ্রমরার তীরে।
অপমান লজ্জা পাইলুম মরি তার নীরে॥

পাদ্যার্ঘ্য দিতে গেলুম করিআ বাসনা।
দেখিআ সাধুমণি মোরে ডাকে বারাঙ্গনা॥
লহনাএ বোলে ভইন শুনহ বচন।
এবে নি বুঝিআ পাইলী ছেলির কারণ॥
তুহ্মি লজ্জা পাইলা হেন থাকে মোর মনে।
আজু গেলে প্রভুরে ভচ্ছিমু আপনে॥
তোহ্মার কারণে আজু প্রভুরে গঞ্জিমু।
তোহ্মারে ঘটাইআ তানে পাদ্যার্ঘ্য দিমু॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

ভাটিআল রাগ।

ভাল সাজিল লহনা সুন্দরী।
পাদ্যার্ঘ্য[১] দিআ প্রভু আনে আউগবাড়ি॥
কথ অঙ্গে বেস কৈল্ল দিআ তরাতরি[২]।
চামর ব্যজন লএ করে হেম ঝারি॥
আগে পাছে সহচরী কত শত লড়ে।
জয়ধ্বনি দিআ গেল ভ্রমরার তীরে॥
সপ্ত বার সপ্ত ডিঙ্গা করিল প্রণাম।
বিবিধ মঙ্গলে করে পাদ্য অর্ঘ্য দান॥
লহনা পতির পদে জল দিল ধারে।
কোপে জ্বলি সাধু তান চুল চাপি ধরে॥
নিধিপতি পিতা তোর হেন গর্ব্ব করি।
মোরে জিনিতে[৩] পাঠাঅ পরের সুন্দরী।
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

কামোদ রাগ।

সাধুমণি নিবেদন চরণে তোহ্মার।
বিনা দোষে প্রভু মোরে না কর সংহার॥ ধু।

শুন শুন প্রাণনাথ কেশ হতে ছাড় হাত
অভাগীরে বোল অকারণ।
খণ্ডাইতে বিরহদুঃখ দেখিতে আইলুম চান্দ মুখ
শুন প্রভু করোম নিবেদন॥
চাপল্য চঞ্চল অতি না চিন আপনা সতী
কেন দুঃখ দেঅ সাধুমণি।
পারাবত করি খেলা যাইতে ইছানি গেলা
বিহা কৈলা খুলনা কামিনী॥
আপনা ভাগিনী জানি বিবাহ করিছ তুহ্মি
সাধু লক্ষপতির নন্দিনী।
আপনা রমণী ধনি আগুবাড়ি গেল জানি
বিড়ম্বিলা করি বারঙ্গিনী॥
পশু পক্ষিগণ কারে কেবা নাহি চিন
বের্থ নাম ধর সাধুমণি॥
শিশুকালে প্রাণনাথে সমর্পিআ মোর হাতে
গেলা প্রভু গৌড়পাটন।
নাথাই খাবাইছি তারে সেই ফল দিলা মোরে
আর কেনে রাখিছি জীবন॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইআ ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা॥

তুড়ি রাগ।

ভুবন মোহন চিকন কালানি সে।
মুই বরিআ হেরিআ মরিআ ছিলুম গেহে[১]॥
লইতে না পারিলুম সৈ চিকন কালার বেশ।
মোর পাশে আসিআ সৈ প্রাণে কৈল শেষ॥

দ্বিজ রামদেবে বোলে রাই না জান তার নাম।
নিকুঞ্জবাসিআ রমণীনাশিআ
তোহ্মার বন্ধু নাম শ্যাম॥ ধু॥

লহনার বাক্য সাধু ভাবিআ বিস্মিত।
দশনে রসনা দিআ হইল লজ্জিত॥
ধনপতি বোলে প্রিআ ক্ষেম অপরাধ।
না ভাবিআ ঠেকাইলুম এমনি প্রমাদ॥
কামিনী সান্তাএ সাধু করেত ধরিআ।
বহু মূল্য দিল তানে অঞ্জুলি ভরিআ॥
তবে সে প্রতীত করি তোহ্মার বচন।
খুলনাএ আজু যদি করএ রন্ধন॥
লহনাএ বোলে প্রভু এস বস এথাএ।
তবে রামা সঙ্গে সাধু রঙ্গে ঘরে যাএ॥
ইষ্ট মিত্র সম্ভাষিআ বৈসে হেমাসন।
পাটন সজ্জা যথ তোলএ তখন॥
হেলা দিআ ঠেলা মারে ডিঙ্গা তোলে তীরে।
পাইক কাণ্ডার গেল যার যে মন্দিরে॥
লহনাএ খুলনীরে ডাকিআ তখন।
কতনা চাতুরি তারে জানাএ তখন॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদএ চিন্তিআ দুর্গার চরণকমল॥

ভাটিআল রাগ।

ভইন তবে মনে না লএ তোহ্মার।
দেখিলানি লাঞ্ছন আহ্মার॥
তোহ্মা দুঃখ জানাইতে বিশেষ।
প্রভু মোরে চাপি ধরে কেশ॥
তানে না সহিলুম প্রাণপণ।
আজ্ঞা লইছি করিতে রন্ধন॥

রূপে বেশে নারিবা ভোলাইতে।
রন্ধন করিবা সমাহিতে ॥
ভোজনে ভোলাইতে পার পতি।
তবে সে আপনা সেই জাতি ॥
দ্বিজ রামদেবে এহ গাহাএ।
দেবী মোরে রাখ রাঙ্গা পাএ ॥

শ্রী রাগ।

খুলনাএ বোলে দিদি মুই অভাগিনী।
কি লাগি ওঙারে তুহ্মি সাধিলা আপনি ॥
মুই অভাগিনী হোতে তোর হইল লাভ।
মোর লাগি পাঅ তুহ্মি এমনি সন্তাপ ॥
আর কি কহিলা মোরে করিতে রন্ধন।
সেহ এক মতে মোর বিড়ম্বন ॥
জননীএ দয়া করি না দিল রন্ধন।
এথাতে চরাইলুম ছেলি জানহ আপন ॥
আপনে বসিআ যদি কর অবধান।
তবে সেই সঙ্কটে মুই পাইব পরিত্রাণ ॥
লহনাএ বোলে ভইন ভুবা আছে চেড়ী।
শিরপীড়া করে মোর থাকম গিআ পড়ি ॥
খুলনাএ জানিল যদি সতার ইঙ্গিত।
রন্ধন ভোবনে যাএ হইআ চিন্তিত ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

সুহি সিন্ধুড়া রাগ।

লহনার আজ্ঞা পালি খুলনাএ আনল জালি
দেবীপদে করএ স্তবন।
তুহ্মি সে অনাথের বন্ধু অপার করুণাসিন্ধু
তুমি বিনে কে দিব শরণ ॥

কাননে হারাইলুম ছেলি তাহে ঘটে অবতরি
ওনা ভএ রাখিলা জীবন।
সতাএ রন্ধনে দিল পলটিআ না চাহিল
পুনরপি করাইতে লাঞ্ছন ॥
একে পতি করে রোষ রন্ধনে পাইব দোষ
না জানম রাখএ কোন স্থান।
তুআ পদরেণু হইলুম রন্ধনে সম্ভার দিলুম
হএ যেন পীযূষ সমান ॥
দ্বিজ রামদেব গাহে স্মরণ সারদা পাএ
অধমে মাগম এই ধন ॥

ধানশ্রী রাগ।

কি কহিমু আরে সখী আনন্দের ওর।
চির দিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥
পরদেশে[১] মোরে এত দুঃখ দে।
চান্দ মুখ দরশনে সব দুঃখ দূরে গে ॥ ধু ॥

জগতজননী দুর্গা পতিতপাবনী।
সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী গিরীশনন্দিনী ॥
না জানি রন্ধনকৃত্য মুই অভাগিনী।
কি মতে তরিব আজি কারণ না জানি ॥
এইমতে দেবীপদে করিআ স্তবন।
তখনে প্রচণ্ড শীঘ্র জালে হুতাশন ॥
দুবলাএ বসিআ তানে জানাএ কারণ।
মহানন্দে খুলনাএ চড়াএ রন্ধন ॥
প্রথমে বাথুআ শাক করিল রন্ধন।
আরভাণ্ডে[২] সন্তারিআ তোলএ তখন ॥
সুপক্ব তৈল মাঝে চড়াএ রোহিত।
মন্দ মন্দ জালে তাহা করিল লোহিত ॥

রুহিতের মুণ্ড রান্ধে দিআ কাচাকলা।
সম্ভারি তুলাইতে তাহা দুবলাএ বোলে ভালা॥
কাতালের মৎস্য রান্ধে অতি সুরসাল।
মরিচের গুড়া দিআ আবরে তৎকাল[১]॥
পাচন রান্ধএ রামা হই সমাহিত।
ঘৃত পাগে কত মাংস করিল ভজ্জিত॥
লবঙ্গ বিরঙ্গ হিং জয়পত্র দিআ।
সুগন্ধি মৃগের মাংস টালে সম্ভারিআ॥
একেবারে চড়াইল সুগন্ধি তণ্ডুল।
অম্বল রান্ধএ রামা ভিড়িআ দুকূল॥
সবৃদ্ধ বোআল মৌৎস তেন্তলি সহিত।
সম্ভার সৌরভে হৈল ভুবন মোহিত॥
পাঅস পিষ্টক কথ সাধুর বাঞ্ছিত॥
দুবলার আদেশ রামা পালে সমাহিত॥
আর এক যুক্তি ধনি ভাবিল অন্তরে।
মাধবীতে মীন কিনা খাএ সাধুবরে॥
দুবলা সহিতে যুক্তি করিআ তখন।
নিরামিষ্য দৈৰ্ব্ব করিল রন্ধন॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

হরিরাম॥ ধু॥

পাকসাঙ্গ বাৰ্ত্তা পাইল সেবকগণ।
স্থলশুদ্ধি করি পাতে কাঞ্চনের আসন॥
সুবর্ণের থালা দিল রজতের বেড়ি।
সুবাসিত বারিপূর্ণ দিল হেম ঝারি॥
কাঞ্চনের খোরা যথ পাতের চারিভিত
খড়িহা দিলেক সেবক আধার সহিত॥

হেম বাটি ভরি রাখে নবনী চারু ।
রজত ডাবর দিল আচমনি গাড়ু ॥
এ সব পাতিআ সেবক পাতে শেষ পাতি ।
করজোড়ে সাধু স্থানে জানাএ অব্যাহতি ॥
ভূমি জানু দিআ যদি জানাএ কারণ ।
তবে সাধুমণি করে পাদ প্রক্ষালন ॥
শিরেতে তুলিয়া দিল সুরধনির জল ।
ভোজন করিতে সাধু বৈসে কুতূহল ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

সিন্ধুড়া রাগ ।

একে বন্ধু মরি যাই সুখের ছান্দে ।
একি মুই ঠেকিআ রহিলুম আখির কোণে
এইরূপ হেরিআ মোর প্রাণ কান্দে ॥
দেখ বন্ধু কালিআ চলিছে রাজপথে ।
এহ ভণে বামদেব কবিবিধুসুতে ॥ ধু ॥

তখনে খুলনা কামিনী হইয়া হরষিত ।
প্রথমেতে[১] পঞ্চামৃত ঢালে পতিপাত ॥
কটিদেশে বান্ধে রামা ভিড়িআ দুকুল ।
পট্টাম্বর পরিধানে যেন জবাফুল ॥
খুলনাএ বাড়ে অন্ন সুবর্ণের থালে ।
মৃদু মৃদু চলে রামা আসি সেই কালে ॥
সমাহিত হইআ অন্ন সাধুর পাতে ঢালে ॥
নানা রসে রান্ধিআছে নানান ব্যঞ্জন ।
কাঞ্চন থালেতে ভরি পৈছুএ তখন ॥
ধনপতি দেখে রামা রাজহংসগতি ।
ভোজন করএ সাধু বিমোহিত মতি ॥

দুকূল গর্ব্ভর দেখে মুখ মনোহর।
পয়োধি বেড়িছে যেন পূর্ণ শশধর॥
অভআর বরে যথ পীযূষ সমান।
ভোজন করিআ সাধু করএ বাখান॥
লহনাএ বোলে প্রভু জানিআ আপনা।
এমনি শিখাইছি তানে করিআ যন্ত্রণা॥
লহনার বাক্যে সাধু অতি কুতূহলে।
শর্করা পাঅস পানে ভোজন সঙ্কলে॥
মহাপ্রীত হইল সাধু করিআ ভোজন।
ভৃঙ্গারের জলে সাধু কৈলা আচমন॥
সেবকে দেখএ সাধু খাইছে তাম্বুল।
বাসগৃহে শয্যা পাতে হইআ ব্যাকুল॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

সুহি রাগ।

কি আর বসিছ রঙ্গে সাধু ভোজনসাঙ্গ
দণ্ডে দণ্ডে খট্ট সুবাসিত।
ধর ধর চামর ধর বান্ধ নিআ থরে থর
রাঙ্গা[১] চামর চারিভিত॥
ধিক ধিক সেবকজাতি সেবিআ না পায় পাতি[২]
লড়ে লড়ে পড়ে সুখসার[৩]।
কেতকী কেশর ফুল রঙ্গিন মালতিকুল
ছিট ছিট শয্যার উপর॥
আন আন পানের বাটা রত্নে রঙ্গিআ ছটা
কর কর তাম্বুল সুবাসিত।
ভর ভর হেম ঝারি সেই সুশীতল বারি
রাখ রাখ করিআ সজ্জিত॥

স্থরাস্থর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইআ ভাষে
কবিবিধুস্থত রামদেবা॥

অ মোর স্থন্দররে প্রাণনারে হএ॥ ধু॥

পুষ্পশয্যা চড়াইআ সেবক স্বজন[১]।
হেম খোরা ভরি রাখে কস্তুরী চন্দন॥
বাসগৃহে জ্বালিলেক অখণ্ড প্রদীপ।
দলা পুষ্পমালা রাখে শয্যার সমীপ॥
পুষ্পশয্যা রচাইল ভ্রমরা গুঞ্জরে।
শীতল চামর রাখে শয্যার উপরে॥
শয্যা রচাইআ সেবক করিল গমন।
যুগপাণি সাধুস্থানে জানাএ কারণ॥
ভোজন আলসে সাধু অতি মন্দগতি।
বাসগৃহে প্রবেশিল হরষিত মতি॥
শয্যাগৃহে প্রবেশিল গমন মন্থরে।
কুঞ্জর প্রবেশে যেন নিকুঞ্জ কুটিরে॥
পুষ্পশয্যা আরোহিআ অতি উল্লসিত।
দুবলারে সম্বোধিআ করিল ইঙ্গিত॥
ধনপতি বোলে শুন দুবলাগো চেড়ী।
বাসরে ঘটাইআ দেঅ খুলনা স্থন্দরী॥
তোহ্মার চাতুরি আজ্ বুঝিব আপনি।
বাসরে ঘটাইতে পারো খুলনা কামিনী॥
সাধুর বচনে দুবা হাসিআ তখন।
খুলনার স্থানে গিআ জানাএ কারণ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

সিন্ধুড়া রাগ[১]।

আজু ভয়েতে ভঞ্জন হইল কমলিনীর মান।
ভয়েতে অনঙ্গ মাতে এ কিরে সন্ধান॥ ধু॥

চলরে খুল্লনা সতী আরে ধনি পুণ্যবতী
বাসরে তুআ পতি আশে।
প্রেমে বিষম গুণ আবরিআ অনুক্ষণ
অনঙ্গ জলধি মধ্যে ভাসে॥
তেরি কুচঘট ছোহন মনে করি রোপণ
ঠেকিএ অনঙ্গ বিপাকে।
তুয়া গুণগ্রাম কহে বিজয়ী কাম
জপিআ বিজয়ী প্রাণ রাখে॥
চল গজগামিনী কি এ ভাব কামিনী
বাসরেত করহ সঞ্চার।
ছোহ বল্লভ জান অতি দুর্লভ
পেখি পহু করহ উদ্ধার॥
জগতজননী শুনি লাখ লাখ মুনি
ঝুরএ যছু পদ আশে।
ছোপদ সম্পদ পাপকরী লম্পট
কবিবিধুসুত কত ভাষে॥

বেলোয়ার রাগ[২]।

যাইতে না বোল মোরে নব নব নীপ দীপ
মধু মারুত মদন কোকিল পুরে॥
সুললিত অঞ্জন তনুঘন গঞ্জন
পেখন লোচন আধে।
আপন দেহগেহ পতির চরণেহ
মাথে হাত কহে রাধে॥

চল আধ আধ বিন্দু পাটির বেঢ়ন
নহিয়ন রহি ফান্দে।
মনমথ বীরভানু ধনু ঝাকিএ
রাখএ ছিরিমুখ চান্দে ॥
কুণ্ডল পাতি গাথি যুতি মালতি
হাছতি জলে বিন্দু বেড়ি।
কত বা সখী পাখি পুচ্ছ চন্দ্রম পাএল
অলিকুল তেরি ॥
পিতলি ছোল ছোহো কদম্ব
ঠেলি রহে তিন ভঙ্গত ধারী।
পুরত বংশ যংয মণিকুণ্ড
দ্বিজ গোবিন্দস্থত মনোহারী ॥ ধু ॥

খুলনাএ বোলে দুবা ছাড় সে বাসনা।
বুঝিলুম সতার সঙ্গে করিছ মন্ত্রণা ॥
অভাগিনী না ভাবি গেলুম ভ্রমরার তীরে।
প্রভু যে সম্ভাষা কৈল জাগিছে অন্তরে ॥
তুহ্মি রহ এক দিগে কহে বন্ধুগণে।
আরনি প্রত্যয় আছে খুলনার মনে ॥
দুবলাএ বোলে রামা[১] নিবেদম তোহ্মারে।
না চিনিআ কেবা মন্দ না বোলে কাহারে ॥
অকস্মাৎ হস্তে যদি পৈরএ কাঞ্চন।
রাঙ্গা পীতল বলি নিন্দএ তখন ॥
আপনা না খাইঅ ধনি চল সর্ব্বথাএ[২]।
দাসীর বচন ধর ধরোম তোহ্মার পাএ ॥
কি কহিব আজু তোর ভাগ্যের তুলনা।
তোরে ভাবে ধনপতি জীয়তে লহনা[৩] ॥
দুবলার বচন রামা[৪] সত্য জানি কাজ।
বাসরে যাইতে ধনি করে নানা সাজ ॥

দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

মল্লার রাগ।

সাজ সাজ সখী সাজ অতি সাবরে।
দেহি কুচঘন তোর মৃগনাভি মনোহররে॥
গাথি যুতি ধনপতি কণ্ঠে দেহি মনোরঙ্গেরে।
ধাও ডুবে যাও কর ধৌত তুহ অঙ্গ নব রঙ্গেরে॥
দেখি মুখ ফিরে বুক মদন মাতায়রে। ধু॥

প্রথমে করিল ধনি অঙ্গ সুমার্জ্জিত।
নানা ছান্দে খোসপট্ট পৈন্ধিল তুরিত॥
বেলনের পাটে কৈল কবরী বন্ধন।
বসতি করিব যথা ধনপতি মন॥
যুতি জাতি পাতি পাতি রচাইআ তখন।
চম্পকের দামে তথি করিল বেষ্টন॥
ললাটে সিন্দূর দিল চন্দনের রেখি।
অরুণ উপরে যেন নব শশী দেখি॥
চঞ্চল নয়ানে কৈল কাজলের মোড়।
জলদ সমীপে যেন উড়এ চকোর॥
ডুই কণে তুলি দিল মকর কুণ্ডল।
ঝলমল করে যেন মিহির যুগল॥
কর্ণের উপরে বলি ভূষণ রচনা।
হেন বুঝি মদনে তুলিআ দিল বানা॥
কম্বুকণ্ঠে ভূষা করি তুলিল তখন।
শুদ্ধ হেম কুম্ভ যেন করিল জড়ন॥
গলাএ তুলিআ নিল গজমতি হার।
অবনী বিহরে যেন সুরধনি ধার॥
বাহুতে তার পৈন্থে করে দিল শংখ।
তাহা দেখি যোগিগণের যোগ হএ ভঙ্গ॥

হেমাঙ্গুরি পৈহ্নে রামা চলিতে চমকে।
বিদ্যুৎ চমকে যেন প্রচণ্ড পাবকে ॥
দানিভারে পৈণে রামা সান কিঙ্কিনী।
অনঙ্গ ধরএ ধনু যার নাদ শুনি ॥
চরণে নপুর পৈহ্নে চলিতে সুনাদে।
যার নাদে অনঙ্গ বিজয়ী পদে পদে ॥
নানা বর্ণে পত্রবলিআ খেলে নানা জাতি।
ভোবন মোহিতে পারে অনঙ্গের পাতি ॥
খুলনা বাসরে যাইতে হইল সুসজ্জিত।
সপত্নী লহনা ভোলে দেখি আচম্বিত[১] ॥
খুলনার রূপে তান ভোলিল নয়ান।
দুবলারে সম্বোধিআ জানাএ কারণ ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

গোপাল গোবিন্দ শ্রীমধুসূদন ॥ ধু ॥

লহনাএ বোলে বেটি কেনে ডাক মোরে[২]।
খুলনি সাজিছে কথাএ সাধুর বাসরে ॥
কাহার আদেশে যাএ ডাকে সাধুমণি।
ও বেশ বানাইছ কেনে আপনা আপনি ॥
মোরে ত না গণ আর তুহ্মি তাইর কি।
কি বোল দুরন্ত বেটি বসি থাকগী ॥
তোহারে নাশএ যথ মোর কর্ম্মহীন।
মোর বাক্য নহি শুনি গেল সেই দিন ॥
কি হেতু কহরে দুবা ভোলাইলা প্রভুরে।
মুই যাইতে না দিমু সাধের বাসরে ॥
দুবলার মুখে রামা জানিআ কারণ।
খুলনা বাসরে যাইতে করে নিবেদন ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদএ চিন্তিআ দুর্গার চরণকমল ॥

ভাটিআল রাগ।

আল ভৈন সাধুর বাসরে তুহ্মি যাইঅনা॥
আপনে আপনা লাজ পাইঅ না॥ ধু॥

ভ্রমরার ঘাটে কথা ভাবনা।
নিষেধ করিলুম জানি আপনা॥
কথনা বলিয়া পাঠাইল মোরে গেলুম না।
গেলেহ বচন সাধুর পাইবা না॥
ওহার মরম তুহ্মি জান না।
জনম অবধি সেবি পাইলাম না॥
গেলেও বাসরে অধিক রহিঅ না।
জিজ্ঞাসা করিলে কিছু কহিয় না॥
বচনে বচন তার লইঅ না।
ছলে পতি করে পদতাড়না॥
পীরিতি বচন তার লৈঅনা।
কুপিত হইলে তানে সহিয়না॥
রামদেবে গাহে এহি রচনা।
দেবীপদে করি কথ বাসনা॥

ভুপালী রাগ।

কহিয় কানাইরে সখী কোপ যেন না করে।
গমন বিরোধ মোর কৈল শশধরে॥
গুরুজন সেবা করিল বহুভাতি।
পরিজন নিবারিতে গেল আধ রাতি॥
যখনে অভাগী রাধা পাইলুম পরকাশ।
তখনে দারুণ চান্দ উদিত আকাশ॥
অএরে দারুণ চান্দ তোর লাগ পাম।
কাটাইরে কাটিয়া চান্দ হৃদএ জুড়াম॥ ধু॥

খুলনাএ বোলে দুবা না বোল আহ্মারে।
মোরে ভগিনী নিষেধ করে যাইতে বাসরে॥
নিষেধ না মানি যদি বাসরেত যাম।
পশ্চাতে হইব মন্দ ভগিনী বিরাম॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

ভৈরব রাগ।

দুবলাএ বোলে শুনহ খুলনা।
ও ছার সতারে বোলহ আপনা॥
মুই বুঝিতে নারি তোহ্মার চরিত।
কহিলে না বুঝ আপনার হিত॥
শুনিতে চপল জানি বলিতে জানি মুই।
আজ্ রজনী বঞ্চিআ মোর কথা রাখ তুই॥
সতার বচন শুন আমূলের মূল।
সতাএ দেখে তোরে যেন আখির শূল॥
আল ধনি দাসীর বচন আজি ধর।
লাস বেশ করি বাসরেত লড়॥
ও দুঃখ না ভাবি দেবীর পাএ।
দ্বিজ রামদেবে এহ গাএ॥

বিলাসিনী বিলম্ব করিতে না যুআএ।
তুয়া পদ নিরক্ষিয়া রহিছে কালারাএ॥ ধু॥

দুবলার বচনে রামা রহিতে না পারে।
খুলনা অপূর্ব্ব বেশে বাসরেত লড়ে॥
শিরদেশ আচ্ছাদিলা বিচিত্র দুকূল।
কেলি রসে যাএ রামা হইআ আকুল॥
আগে আগে দুবা চেড়ি চলে অব্যাহতি।
বাসরে চলিছে রামা রাজহংসগতি॥

বাসরদ্বারে গিআ যদি হইল উপনিতি।
দুবলা সম্বোধিয়া কহে খুলনা যুবতী॥
খুলনাএ বোলে শুন দুবলাগ ঝি।
প্রভু সম্বোধিলে মোরে সম্ভাষিমু কি॥
পতিএ জিজ্ঞাসে যদি না দেম উত্তর।
পাছে বা দুরন্ত পতি জ্বলে বহুতর॥
বচন কহিয়া করি যদি বচন প্রকাশ।
তবে কুল লজ্জা ভয় করিলুম বিনাশ॥
প্রথমে বাসরে গিআ শোয়ম আপনে।
না জানি কি ভাব হয় নায়কের মনে॥
শিয়রে দাড়াম গিআ ভাবিএ অপার।
পাছে পতিএ বোলে করে অহঙ্কার॥
যদি রহি গিআ প্রভুর পদদেশ স্থান।
তবেত না রএ কিছু আপনার মান॥
কিরূপে দাড়াইমু গিআ প্রভুর গোচর।
সে সব কারণ দুবা জানাও সত্বর॥
ভাবিআ যে চাহিলুম আপনার মনে[১]।
কি করিলে কিনা হএ জাগে মনে মনে[২]॥
মনেতে ভাবিআ দেখি বড়ই প্রমাদ।
কি কহিমু কি বলিমু কহত সংবাদ॥
দুবলাএ শুনে যদি সে সব কথন।
খুলনারে হাসি হাসি বুঝাএ তখন॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

সিন্ধুড়া রাগ।

দুবলাএ বোলে পুনি শুন খুলনা ধনি
কামকলা পরকাশ।
যে সব বিভ্রম হেরি মদন নিধনকারী
সমাধিতে হইছে নিরাশ॥

সতা লহনার বর দৈবগতি সদাগর
যদি জানে কামতত্ত্ব সার।
একে তুই রূপমালা আরো শিখ কামকলা।
লীলাএ পারিবি মোহিবার॥

তুহ্মি বাসরেত গিআ কঙ্কণ ঝঙ্কার দিআ
প্রথমে জাগাইঅ ফুলশর।
কামশরে ভেদি আখি অঙ্গে সুধাময় মাখি
প্রভুরে দেখাঅ কলেবর॥

তুহ্মি পতির বদন হেরি ।অপাঙ্গ ইঙ্গিত করি
মুখ আধ ঝাপিআ দুকূল।
নিজ তনু বিছ ছলে[১] দেখাইবা শঙ্খজালে
দেখি পতি হইব আকুল॥

যদি সাধু তোরে আচলে ধরে মুখ মুড়ি বারে বারে
তবে যে যাইয় তান পাশ।
কর্পূর তাম্বুল যাচে সহসাত খাও পাছে
তবে বৈদগ্ধির নিরাশ॥

তুহ্মি কবরী বান্ধিতে ভিরি আধ চাহিঅ কুচগিরি
দেখি পতি ঠেকিব প্রমাদে।
ও তনু পরশ আশে পতি বিনতি ভাষে
বচন বলিও আধে আধে॥

অনঙ্গ বিসিখ খাইআ পতি তোর জর্জ্জর হইআ
তবে তোর লইব শরণ।
হরিষ বিষাদ রসে মধুর মধুর ভাষে
দুঃখের করিঅ নিবেদন॥

দ্বিজ রামদেবে গাএ ভাবিআ দেবীর পাএ
দুর্গা অধমে মাগম এহি ধন॥

ধানশ্রী রাগ।

বাসর গৃহ জানি প্রবেশে সাধুর ধনি
নপুর মধুর বাজে।
কিঙ্কী বোল কিঙ্কিণী শুনি চমকিত পুনি
অনঙ্গ সমীর বিরাজে[১] ॥
বহে তনু পরিমল আবরে অলিকুল
ভর মহী নাদে গভীর[২]।
ধৈরয ধীরমণি ওই নাদ শুনি
অলি কি গরজে হুহুঙ্কারে ॥
করে ধরি কেলি কমলমুখ তুলি
আওত ধনপতির পাশে।
মীনকেতন জানি সমর পশিতে ধনি
কথ বার দেহেত উল্লাসে ॥
বাসরে অবতরি দর্পণে পতি হেরি
যেন শূলে হৃদএ বিদারি।
দুবলার পাশে ফিরি নয়ানে বারি ভরি
ও দুঃখ নিবেদে কুমারী ॥
দ্বিজ রামদেবের বাণী শুনহ খুলনা ধনি
নির্ব্বুদ্ধি কারণে ফির তুহ্মি।
তোহ্মার মুখের বাণী যদি শুনে সাধুমণি
সর্ব্ব দুঃখ পাশরিবা জানি ॥

সুহি রাগ।

শুনরে দুবলা চেড়ী না চিনিলুম তুই বৈরী
তোর বোলে যাইলাম বাসরে।
তোর মায়া না বুঝিলুম কি লাজে বাসরে আইলুম
লজ্জা পাইলাম সভার গোচরে ॥
পতি রহিছে নিদ্রাভোলে কিজানি আহ্মারে ছলে
লৈতে নারি এহার কারণ।

সপত্নী সদাএ আড়ে ভাল নিষেধিল মোরে
সেই ফল পাইলুম এখন ॥
খুলনার বাক্য শুনি ডুবলা জানিআ পুনি
করে ধরি বুঝাএ তখন ।
এহি বুদ্ধি অনুসারি ভাল সে চরাইলা ছেলি
শুন রামা আহ্মার বচন ॥
প্রভু তোর ধনপতি পাটন ভ্রমিয়া অতি
চিরদিনে পাইছে ভোবন ।
মাধবে মধু নিশি পরিমল দিশি দিশি
নিদ্রাভোলে হইছে অচেতন ॥
ধিক ধিক কঙ্কণ ঝার পতি জাগাইতে নার
চিন্তা পাও এহারি কারণ ।
তোর নপুর নাদ শুনি ও তনু জাগিব পুনি
ধিক তোর এ রূপ যৌবন ॥
শুনরে অবোধ নারী কঙ্কণ ঝঙ্কার মারি
পলটি রহগী পতির পাশে ।
নিজ তনু বিচ ছলে চামর ঢুলাঅ ভালে
পতির অঙ্গে করগী বাতাস ॥
তবে যদি সাধুবরে নিদ্রারসে নাহি ছাড়ে
আর এক শুনরে কারণ ।
কবরী গলিত ছলে তবে পতির ভুরুস্থলে
কেলি পদ্ম পেলাও তখন ॥
জাগিয়া উঠিবে পতি ধরিবে তোহ্মার প্রতি
তাতে ভয় না করিঅ মনে ।
মধুর মধুর ভাষে বসিবা পতির পাশে
ডুঃখ নিবেদিঅ তার স্থানে ॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা ।
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইআ ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা ॥

শ্রীবসন্ত রাগ।

লহু লহু গমনে যে যাঅথ তছু পাশ।
পরিণামে ভালমন্দ না পুছএ প্রকাশ॥ ধু॥

তুবলার বচনে রামা পলটি বাসরে।
সাধুর বাম পাশে গিয়া কঙ্কণ ঝঙ্কারে॥
চামর চালিতে চলে বসন আর শঙ্খ।
সাধুমণি জাগি উঠে অনঙ্গ ভুজঙ্গ॥
নয়ান মেলিআ প্রিয়া দেখে মনোরঙ্গে।
কুসুম শয্যাতে বৈসে আনন্দ তরঙ্গে॥
দেবীপদে রামদেব অশেষ প্রণতি।
জন্মে জন্মে রাঙ্গা পদে থাকে যেন মতি॥

কামোদ রাগ।

সরস বসন্ত সুধা বকুল রসাল।
রসের মালতীলতা মদনগোপাল॥ ধু॥

কামিনী দেখিআ সাধু অনঙ্গমোহিত।
খুলনা প্রকাশ দেখে প্রদীপ নিন্দিত॥
ধনপতি বোলে প্রিআ নিদআ অন্তরে।
তে কারণে চির ব্যাজে আইলা বাসরে॥
এ বলিয়া রমণী ধরিল পদ্মকরে।
করে ঠেলি মুখ মুড়ি রহে এক ধারে॥
অনঙ্গে আকুল সাধু যাচএ তাম্বুল।
বিমুখ হইআ বৈসে হইআ ব্যাকুল॥
ধনপতি দেখি অতি কামিনী মানিনী।
কাতর ভাবেতে কহে মধুরস[১] বাণী॥
দ্বিজ রামদেবের গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

তুড়ি ভাটিয়াল রাগ।

বোলে ধনপতি শুন কলাবতী
কোন বিধি স্বজিলা তোহ্মারে।
আখি কোণ বাণে বিষম সন্ধানে
একি কি ভেদিলা আহ্মারে॥
তোর মুখখানি শশিসুধা জিনি
অধর বান্ধলী ফুল।
দেখিলুম অবধি অনঙ্গজলধি
ডুবিলুম না দেখম কূল॥
তুয়া কুটিল কবরী ওরূপ হেরি মরি
ধৈরয না মানে প্রাণে।
ওরূপ সুন্দর কুচ চারুতর
সেহ কি জীবন টানে॥
কহরে কামিনী . কি লাগি মানিনী
মৈলুম মৈলুম তুয়া আসে।
দেবীর চরণ সেবি অনুক্ষণ
দ্বিজ রামদেবে এহ ভাষে॥

ভৈরব রাগ।

শুনিআ সাধুর বাণী বোলএ কামিনী
মুখ করি এক ধার।
আরাধিআ বিধি পাইআছ গুণনিধি
না বোল বোল আর॥
মুই পাপমতি নহি রূপবতী
কী লাগি বচন ছল।
তুহ্মি কর বাসনা আছএ লহনা
তানে আরাধিআ বোল॥

নবশশিকলা উদিত উজ্জ্বলা
পূর্ণ আছএ আকাশ।
পূর্ণ শশধর রূপ মনোহর
অনুক্ষণ পরকাশ॥
লহনা রমণী গুণে শিরোমণি
লইয়া করহ বিহার।[১]
তুহ্মি গুণনিধি তেন বিদগধি
তেন তুহ্মি সে নাগর॥[২]
কেনে সাধুমণি তেজিলা সে ধনি
চল সে সুন্দরী ঘরে।
হেন আছে অলি কমলিনী ফেলি
কেসর কুসুম পড়ে॥
এহি সব শুনি সাধু বোলএ পুনি
আকুল অনঙ্গবাণে।
দেবীর চরণ সেবি অনুক্ষণ
দ্বিজ রামদেবে এহ ভণে॥

শ্রী পাহিড়া রাগ।

ধনি মানিনী মুনিমনোমোহিনী
মানিনী লো পরিহর মান।
মদন কালফণী দংশনে ঠেকিলুম পুনি
দেহি জীবন সমাদান॥
তোহো সিত কুচঘটে দেখি চিত্ত ফাটে
ক্ষেপি তাহে হৃদএ বিদার।
বাহুপাশে জড়ি বচন উচ্চারি
ক্ষেপি পতি করহ উদ্ধার॥
শুন উত্তর ধনি[৩] দেহি ঔষধ আনি
অধর সুধারসপান।
গোসুত পালনকর তাসুত ভাস্কর
ওরূপ চারু কর দান॥

তবে প্রাণ রএ নহেত সংশয়
রাখহ প্রাণ এই নিদানে।
দেবীর চরণ সেবি অনুক্ষণ
দ্বিজ রামদেবে এহ ভণে ॥
জগতজননী মুনি লাখ শুনি
ঝুরএ যছু পদ আশে।
ছোপদ সম্পদ পাপে করি নমপুট
কবিবিধুস্থত কত ভাষে ॥

তুড়ি রাগ।

কি আর আহ্মারে বোলরে নাগর কি আর আহ্মারে বোল
যে জনে জানে তোহ্মার পীরিতি তারে বোলাইআ চল ॥
তিলে তিলে বাড়ে রস দণ্ডে শত বার আইলে।
কুল লজ্জা কি জানি শঠে কপটে নিধন কৈলে ॥ ধু[১] ॥

খুলনাএ বোলে প্রভু না বোলিও আর।
মরমে ভেদিছে মোর পীরিতি তোহ্মার ॥
তোহ্মারে পাইআছি আহ্মি আরাধিআ গৌরী।
তোহ্মার প্রসাদে বনে চরাইলাম ছেলি ॥
কার পতি কার তরে করে এত দয়া।
বনে ছেলি রাখালিতে নিয়োজিলা জাআ ॥
খুলনার বচন শুনি কোপে সাধুমণি।
কহ পুনবার[২] ছেলির কথা শুনি[৩] ॥
ভ্রমরার ঘাটে মাত্র ঘাটিআছি আহ্মি।
ছেলিপ্রসঙ্গ সব নহি জানি আহ্মি ॥
মিথ্যা অভিসন্তাপ মোরে দেঅরে স্থন্দরী।
তোহ্মারে বধিএ কিবা আত্মবধ করি ॥
খুলনাএ বোলে প্রভু ক্রোধে নাহি ভএ।
কাটার উপরে কাটা কভু নহি সহএ ॥

যথার্থ ভাবেতে যদি কর অবধান।
যেই মতে রাখি ছেলি কহি তোক্ষাস্থান ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

রাগ ভাটিআল[১]।

শুন শুন প্রাণনাথরে।
অ নাথ দুঃখের কাহিনী ॥ ধু ॥

খুলনাএ বোলে প্রভু শুন সাধুমণি।
দ্বাদশ মাসের দুঃখ নিবেদম অভাগিনী ॥
মাধবেত মায়াসিন্ধু দুঃখের কারণ।
চরাইতে ছেলি পাঠাইলা লিখন ॥
কেশপাশে বান্ধি সতা ধরিআ প্রহারে।
চূলে টান দিআ নিল ঢেকিশালা ঘরে ॥
খসাইআ পরিধান নিল আভরণ।
কাননে চরাইতে চেলি করিলা নিয়োজন ॥
অমান্য করিলে কথা প্রাণে বধ করে।
সে মতে ভোগিলুম ভোগ এ দুঃখসাগরে ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসের দুঃখকথা শুন কহি সার।
ও দুঃখসাগরে মুই না দেখিলুম পার ॥
প্রবল নিদাঘ কালে প্রচণ্ড দিনমণি।
ছেলি সঙ্গে মুই বনে ভ্রমো অভাগিনী ॥
আষাঢ়ে অপার দুঃখ কহন না যাএ।
ও দুঃখ শ্রবণে দারুণ পাষাণ মিশাএ ॥
ঘন ঘন বরিষয়ে মুষলের ধারে।
সেই কালে বঞ্চি আঙ্কি তরুর জঠরে[২] ॥
শ্রাবণ মাসেত মেহু গর্জ্জে ঘোরতর।
ভএতে কম্পিত হইআ ধরম তরুবর ॥

বিদ্যুত ঝঙ্কারে মেহু বরিখে যখনি[১]।
ঘন রোলে ধাএ ছেলি কান্দোম অভাগিনী
শুন প্রভু তখনে মুই বড়ই আকুল।
ও দুঃখ তাপিত দেহ না খাএ শার্দ্দূল॥
ভাদ্র মাসের যথ দুঃখ শুন সাধুমণি।
ও দুঃখে শ্রবণ ফাটে কহি অভাগিনী॥
গগনে বরষে শিলা গর্জ্জএ সিংহিনী।
সেই কালে সঙ্গী মোর শার্দ্দূল হরিণী॥
আশ্বিনে অসীম দুঃখ কি কহিমু আর।
ও দুঃখসায়রে মুই না দেখি নিস্তার॥
অম্বিকা উৎসবে লোক ভূষণে ভূষিত।
সেইকালে অঙ্গে মোর পঙ্ক বিরাজিত॥
ভোগিভোগবাহনমাসে রাখম ছেলিগণ।
শার্দ্দূলে হুঙ্কারে মোর না রহে পরাণ॥
বেলি অবশেষে ছেলি প্রবেশে ভুবন।
পোড়া অন্ন দিআ সতাএ করএ লাঞ্ছন[২]॥
অগগাহনে গহন নিশি হিম পরবেশ।
ভাবিতে চিন্তিতে মোর তনু হইল শেষ॥
বন্ধু কেহ নাহি প্রভু জিজ্ঞাসিতে কথা।
মোর বন্ধুবর্গ কেবল বনতরুলতা॥
পৌষমাসে যত দুঃখ কহন না যাএ
শীতে ভাতে দুঃখ দিলা বিধাতাএ॥
নানা শালি পরিপূর্ণ পূণিত ভাণ্ডার।
অন্নের কারণে দেহ দগধে আহ্মার॥
দুঃখ মোর শুন শুন গুণমণি[৩]।
জানু ভিড়ি বাহু জড়ি পোসাইল রজনি[৪]॥
শীতে কম্পিত তনু করিএ ক্রন্দন।
মাগিলে না দিল সতাএ বস্ত্র পুরাতন॥
আহ্মার মনের দুঃখ মরণে সে যাএ।
খইআ পরিধান মোর অঙ্গেত শুখাএ॥

মাঘ মাসেতে প্রবল শীত দঢ় ।
ছেলি বান্ধি শুই আহ্মি ঢেকিশালা ঘর ॥
ঢেকিশালে থাকি আহ্মি আবরি ধরণী ।
প্রভাতে উঠিআ সতা অঙ্গে ঢালে পানি ॥
ফাল্গুনে ফাগুর খেলা কেবা না খেলাএ ।
সেই কালে অঙ্গ মোর ছেলির ধুলাএ ॥
নানা বেশে বিলাসএ বিলাসিনীগণ ।
আহ্মার নয়ানের জল না ছাড়ে তখন ॥
মধুমাসে বনবাসে মুই অভাগিনী ।
ছোল হারাইআ কান্দোম লোটাইআ ধরণী ॥
সতার ভএ আত্মবধ চেষ্টিলুম তখন ।
অভআ প্রসন্ন হইআ রাখিল জীবন ॥
এতেক দুঃখেতে মুই রাখিআ পরাণ ।
বারেক দেখিলুম তোহ্মার চরণ ॥
দুঃখ মোর শুন শুন গুণনিধি ।
কহিতে আহ্মার দুঃখ নাহিক অবধি ॥
প্রভু মোরে রাখাইলা রাখাইলা ছাগল ।
তুয়া যশে পূর্ণিত হইল এ মহিমণ্ডল ॥
মোরে আর বোল মধুর বচনে ।
রাখিলাএ দুঃখ মোর জীঅনে মরণে ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদসার ।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

বড়াড়ী রাগ ।

ধনপতি বোলে প্রিয়া যদি ভাব মন দিআ
কেবা দুঃখ নাহি পাএ ক্ষিতি ।
রামা অতি সতী হইয়া দৈবযোগে দুঃখ পাইয়া
কেবা কথাএ ছাড়িআছে পতি ॥

দেখ প্রিয়া শ্রীরামের নারী দশাননে নিল হরি
দুঃখ পাইল অশোকের বন।
ধন্য সে ধরণীসুতা তেকারণে আনন্দিতা
না ছাড়িলা কমললোচন ॥
দ্রোপদীএ পাইল দুঃখ কহিতে বিদারে বুক
শুনিতে লোকের লাগে ভএ।
সে যে সৌরিন্দ্রী হইআ দাসীর ভাবেতে রহিআ
পরপতি না রাখিল হৃদএ ॥
উচ্চ মণিদ্যুতি[১] কুমুদিনী ফিরে অতি
ফুলের শোভা করিআ বিনাশ।
দেখিবা নায়কশশী সম্ভাষা করএ হাসি
না দেখিছ কমল উল্লাস ॥
মুই লিখি থাকম পুনি রামা বলি ভুজঙ্গিনী
দংশনে যাইমু যমঘরে।
তোর কুচঘটে আনি মর্ম্মে বাচাইবা পুনি
পরীক্ষিআ ত্রাণ কর মোরে ॥
তুহ্মি রাখিবারে ছেলি স্বপ্নেঅ আহ্মি নাহি বলি
তোহ্মারে কি বলিমু আর।
তুহ্মি মিথ্যা মনে জাপ যার ছিল হেন তাব
অপমৃত্যু হউক তাহার ॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদআশে মোহিত হইআ ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা ॥

বড়াড়ী রাগ।

জানিলুম নিষ্ঠুর ভেল মোরেরে।
বন্ধু জানিলুম নিষ্ঠুর ভেল মোরে ॥
মুই যদি জানিতুম কালা যাইবে আনের ঘর।
কভো না এথ বেশ করাইতুম তোরে ॥

মুই জানো মোর বন্ধু নাই মুই বিনে।
এথ না সন্ধান তান জানিআছ কেনে॥
রামদেবে বোলে রাই ছাড় সে বাসনা।
চতুরে হরিআ নিল অঞ্চলের সোনা॥ ধু॥

খুলনাএ বোলে প্রভু ধরিআ চরণে।
কবাটেতে কর্ণ দিআ লহনাএ শুনে॥
লহনাএ বোলে বেটি এহা হোতে গেলা।
প্রাণনাথে দিব্য করে তুহ্মি কর হেলা॥
জানিলুম করিছ যুক্তি দুবলার সনে।
এথ মিথ্যা বল বেটি প্রভুর চরণে॥
আর কথ মিথ্যা কথা কহ শতে শতে।
লহনারে ছাড়াইতে না পারিবি পতির চিত্তে॥
এমনি বর্ণিছ মিথ্যা প্রাণপতির আগে[১]।
কাননে চরাইলা ছেলি না খাইল বাঘে॥
হেনকালে পতি যদি মতিমন্ত হইত।
এমনি মিথ্যার শাস্তি অবিলম্বে দিত॥
লহনাএ কৈল যদি এমনি প্রসঙ্গ।
শুনি ধনপতি উঠে কোপেত তরঙ্গ॥
ধনপতি বোলে বেটি কথা কহ ছাড়।
পরম নিলজ্জ্য তুই কেনে আইস আর॥
কোপরসে ভাষে সাধু আউদল চুল।
ধর ধর বলি সাধু ধাইআ আকুল॥
হেন জন্মে তোর সঙ্গে মোর নাহি মেলা।
এ বলিআ সাধু কপাটে মারে ঠেলা॥
লহনাএ জানিল পতি কুপিত অন্তর।
বচন চাতুরি ছাড়ি উঠি দিল লড়॥
ধনপতি বোলে রামা ভাল ধাইছ থাক।
আজু নিশি বাচি যদি পাছে পাইমু লাগ॥

কান্দিতে কান্দিতে গেলা লহনা কামিনী।
কুসুম শয্যাতে তবে বৈসে সাধুমণি ॥
দেবীপদে রামদেবে করএ প্রণতি।
জন্মে জন্মে থাকে যেন রাঙ্গাপদে স্থিতি ॥

কামোদ রাগ[১]।

নাগর বন্ধু ল বোল দেখি আজু কি লাগি বিমন।
পরাণী পোড়এ দেখি মলিন এ চান্দ বদন ॥
এক তনু হইয়া পতি করল শয়ন।
তিলে তিলে ননদী জাগাএ গুরুজন ॥
মেঘ আন্ধার রাতি গহন প্রবেশ।
হাতে প্রাণি লইআ আইলুম কি কার্য্য বিশেষ ॥
দিগ্‌বিদিগ নাহি চলি পদ অনুসারে।
নির্ঝরে পিছলে পথ ভুজঙ্গ ফুকরে ॥
যূথে যূথে মৃগরাজ মৃগেন্দ্র লড়এ।
ও দুঃখের দুঃখিনী দেখি বনের বাঘ ধাএ ॥
কহে গোবিন্দদ্বিজ শুন ব্রজরাএ।
রাধে হাসিআ বোলন দিলে সব দুঃখ যাএ ধু ॥

খুলনাএ দেখে প্রভু দুঃখের বেথিত
ধনি সলজ্জ বদনে করে অপাঙ্গ ইঙ্গিত
ধনপতি দেখে প্রিয়ার চারু মুখ হাসি
কর বাড়াইতে যেন পাইল নব শশী ॥
দেবীপদে রামদেবে করএ কাকুতি।
জন্মে জন্মে রাঙ্গা পদে মোরে দিতে স্থিতি

কেদার রাগ।

রাধা মাধব নিকুঞ্জের মাঝে।
ভাগ্যবতী রাধারে কানুতে ভাল সাজে ॥ ধ ॥

ধনপতি বোলে প্রিয়া শুনরে কারণ ॥
এমনি পাইলা দুঃখ দৈবের কারণ ॥
নলিনী বিফল যেন বিনে দিনমণি ।
আহ্মার কারণে দুঃখ পাইলা কামিনী ॥
মদন বিষম বাণে মরে যদি পতি ।
তবেত জনমাবধি পাইবা দুর্গতি ॥
এ বলিআ রমণী সান্তাএ বারে বারে ।
করে ধরি তোলে শয্যার উপরে ॥
দেবীপদে রামদেবে করএ প্রণতি ।
জন্মে জন্মে রাঙ্গা পদে থাকে যেন মতি ॥

ভুপালী রাগ ।

আজু রাধার শুভ দিনে মিলল কানাই ।
ভাগ্যবতী রাধার ভাগ্যের সীমা নাই ॥ ধু

সাধু নিজ অঙ্গে রমণী করিআ আরোপণ ।
বাহু প্রসারিআ করে গাঢ় আলিঙ্গন ॥
ভুজপাশে জরজর বিরাজে কামিনী ।
ভুজঙ্গ বেষ্টিত যেন ভেল কমলিনী ॥
সাধুর প্রিয়ার বদন কর্পূরে বাসিত ।
সঘন চুম্বন দানে মদনে মোহিত ॥
সাধু দশনে আঘাত দেহ প্রিয়ার বদনে ।
ভ্রমর আগত যেন পদ্মবনে ॥[১]
পীবএ অধর সুধা হইআ বিভোল ।
চান্দের অমিয়া যেন পীবএ চকোর ॥
কুচঘটে করপদ্ম ক্ষেপিল তখন ।
অনঙ্গ পূজিতে বুঝি ঘট আরোপণ ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

ভুড়ি ভাটিআল রাগ।

কালা কলাপতি খেলত কুঞ্জে।
শ্যাম তনু বরণ অরুণ তনু তিমির
মণিমএ কর মিহির করপুঞ্জে॥ ধু॥

কুসুম শয়ানে রামা রাখিআ তখন।
নানারঙ্গে ক্রীড়া করে বিবিধ রমণ॥
মদনের নিধি পদ্ম জানি কুচযুগে।
অনঙ্গ সাগর[১] পাইয়া লুটে মনসুখে।
কুসুম শয়নে খেলে লইআ সুন্দরী।
মধুকরে যেন পাইল মধুকরী॥
কঙ্কণ ঝঙ্কার হৈল মুখর নপুরে।
সপত্নী শুনিলে কর্ণে ফুটে বিষশূলে॥
বিদগদ শেখর সাধু চতুর কামিনী।
অনঙ্গ উচ্ছবে গেল সমস্ত যামিনী॥
রতিরসে সাধুবরে ঋক্ষেশ[২] হএ পাত।
বিধুর ভূমিতে যেন বৃষ্টি অকস্মাৎ॥
মধু পিএ অলি যেন ছাড়ে কমলিনী।
তেমনি ছাড়িলা খুলনা কামিনী॥
কুসুম শয়নে দুহো অঙ্গ হৈল ভিন।
অন্যে অন্যে রতিশ্রমে নিদ্রা হইল প্রবীণ॥
নিদ্রাভোলে রহিলা যদি খুলনা কামিনী।
রজনী বিকাশে কিছু শুনিবা কাহিনী॥
রাম রাম রাম রাম রাম গুণধাম।
এইখানে চণ্ডিকাগীতি করিল বিশ্রাম॥

অথ রবিবারস্থ পূর্ব্বাহ্লগীতং॥

আহির রাগ।

জাগ ধনি কুসুম শয়নে ॥
পবনারি ভবস্থলী সপত্নী যাহারে বলি
তছু সুত উদিত গগনে ॥
প্রভুদানবারিনারী[১] ভুবন কুৎসিতকারী[২]
সেহো ভেল কিরণে মলিন।
জাগ জাগ ধনি জাগিলেক কমলিনী
তুহ্মি কেনে নিদ্রাএ প্রবীণ ॥
মধুনিশি মধুকরে বঞ্চি কুমুদিনী ঘরে[৩]
ঝঙ্কারিয়া হইল বাহির[৪]।
না শুন তার রব একি নিদ্রা অনুভব
জাগ প্রিয়া সাধুর সন্ততি।
মনেতে ভাবেন পতি পঞ্চত্ব হইল সতী
একি বিধি হইল বিমতি ॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদআশে মোহিত হইআ ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা ॥

কেদার বসন্ত রাগ।

পরিহর নিদ্রাভার সাধুর রমণী।
দশদিশ প্রকাশিত উঠে দিনমণি ॥
বাসরে আসিতে ভএ পাইলা কামিনী।
অখনে না জান তুহ্মি পোহাইল রজনী ॥
খুলনাএ বোলে তুবা না বুলিঅ আর।
মোর জানু সমেত দেহ লাগে ভার[৫] ॥
তোর বৈদগ্ধীরে তুবা জানিলুম পুনি।
প্রচণ্ড আনলে ঝাপ দিমু প্রবেশিমু পানি ॥

দুবলাএ বোলে হইল আজু শুভদিন।
তোহ্মার অঙ্গেতে দেখি রতিরণ চিন॥
ছিড়িল গলার হার বুঝি অনঙ্গ আকুল।
কবরী গলিত দেখি যুতি জাতি ফুল॥
হৃদএ অনঙ্গ রেখা বিরাজিত অতি।
অনঙ্গ জিনিআ বুঝি লইছ জয়পাতি॥
হাস পরিহাস দুবা করিআ তখন।
খুলনার বসনে দেখে উৎসব লৈক্ষণ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

মল্লার রাগ।

অএ রাই কি কাজ করিলি রাই।
কি কাজ করিলি তুই কেহ্নে আইলি
যমুনার জলে।
না জান খাটুআ কান কদম্বের তলে॥
পথে পাইলে ধরে দোহাইআ মারে
যুবতী না যাএ তার ঘাটে।
এথ করিলা বেশ লাজের করিলা শেষ
তবে আইলি যমুনার ঘাটে॥
না না না করিলুম মুই যৌবন পাগলী তুই
আইলি জল ভরিবার ছলে।
অথনে বোলসি বড়াই আউগ বারে বারে
কানাই ধরিল যদি বলে॥
ওমা ওমা তুই নারী চরিত্র বুঝিতে নারি
আর না আসিঅ মোর সনে॥
যৌবন জলের ফোটা কুলের রাখিলি খোটা
দ্বিজ রামদেবে এহ ভণে॥ ধু॥

হাসিতে ঢলিতে ডুবা করিলা গমন।
লহনার স্থানে গিআ জানাএ কারণ॥
শুনরে লহনা ধনি বড়ি কুতূহল।
খুলনি বাসরে গিআ ঠেকাইলা ফল॥
ডুবলার মুখেতে রামা জানি তত্ত্ববাণী।
শত সহচরী ডাকি দিল জয়ধ্বনি॥
মুখেতে হরিষ রামা মলিন অন্তর।
প্রভু রঞ্জিবারে এহি পাইল অবসর॥
হেম ঝারি করে লৈয়া করিল সঞ্চার।
ধনপতির অঙ্গে গিআ ঢালে জলধার॥
লহনাএ বোলে প্রভু কিনা ভাব আর।
ভগিনীর করিএ উৎসব আচার॥
হাস পরিহাস পতি বাঞ্ছিআ তখন।
জ্যোতির্ব্বিদ ডাকি আনি জিজ্ঞাসে কারণ
দৈবজ্ঞে গণিআ বোলে জানিলুম সকল।
পিতাকুলে পতিকুলে সর্ব্বত্র কুশল॥
বসনে ভূষণে তানে করিলা ভূষিত।
লক্ষপতি সদনে পাঠাও তুরিত॥
সুরাসুর মুনিসবে ধেয়াএ যারে।
রামদেবে বোলে আহ্মি ভাবিএ তারে॥

আজু বড় আনন্দ অপার।
উজানী নগরে ব্যবহার॥ ধু॥

তখনে লহনা রামা তরাতরি দিআ।
মদালসা সখিভাগ আনে ডাক দিআ॥
মদালসা সখী আইল রূপে অপ্সরী।
তাহান সহিতে আইল শত সহচরী॥
মদনমঞ্জরী আইল কনকমঞ্জরী।
কমলা বিমলা আইল বণিক্য সুন্দরী॥

সখিভাগ আইল দেখে লহনা রূপসী।
সুবাসিত তৈল ঢালে কলসী কলসী॥
তৈল হরিদ্রা অঙ্গে করি আলেপন।
মহা উৎসবে লোকাচার করএ তখন॥
তখনে দুবলা চেড়ি হৈয়া উতরোলি।
মনের হরিষে নাচে দিআ করতালি॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

করুণা ভাটিআল রাগ।

নাচে দুবলা চেড়ীরে।
মধুর মুরজ তানে নাচে দুবা কুতূহলে
দশন বিকট অট্ট হাসিরে॥ ধু॥

বিহ্বতি হইয়া হইয়া নাচে দুবা তালে রৈআ
বসন খসন রসভরে।
গরজে মুরজ ঝাক সঘন বাজাএ ঢাক
লহনারে চাপি লইআ পড়ে॥

ঐ ঐ বলিআ ফিরি নাচেরে দুবলা চেড়ি
সঘন হাসিআ করতাল।
তাক তিঙ্গা তাক্ তিঙ্গা পাখোআজে ডাকে সিঙ্গা
দেখি হাসে রমণী সকল॥

নাচে গাহে বিধুমুখী আনন্দিত সর্ব্বসখী
করে রঙ্গ মনে লএ যেবা।
কহে কবিচন্দ্রসুত দেবীপদে অবিরত
ঘুরিয়া ঘুরিয়া রামদেবা॥

মল্লার রাগ।

হেম গাগরি বারি ভরি ভরি
ঢালি ঢালি পঙ্ক মাঝে[১]।
লহনা সুন্দরী লইআ সহচরী
খেলাএ নানান রঙ্গ করে[২]॥
করে বোলাবুলি পঙ্ক মেলামেলি
ঠেলাঠেলি ভূমি গড়ে।
পলটি ধরাধরি অবনী গড়াগড়ি
পঙ্ক উৎসব করে॥
আনন্দ হিন্দোল বাজাএ জএ ঢোল
কাসি বাশী করতালি।
দুবলা আনি ধরি বসন দূর করি
হাসএ রঙ্গিনী মিলি॥
স্ত্র্যাচার যেমনি করিল তেমনি
মিলি সর্ব্ব সখিগণে।
দেবীর চরণ ভাবি অনুক্ষণ
রামদেবে এহ রস ভণে॥

বেলোয়ার রাগ।

আন্ধারি অম্বর দেহি মুরারী।
অপহরি চীর কদম্ব চড়ি বৈঠল
আজু যমুনার মাঝে উপরি॥
অএ টিটমিট মুই চঞ্চল
অরে নহি নদেখহু নারী।
দেহি অম্বর লাজ মোর সম্বর
তেরি পদে করহু গোহারি॥ ধু॥

সভা মধ্যে দুবা চেড়ি হইআ বিবসন।
বিনতি করিআ কহে মিনতি বচন॥
দুবলাএ বোলে শুন রমণীসমাজ।
যথাকারে বৈঠ তোরা তথা নাহি লাজ॥
যৌবনের বলে তোরা কিছু নাহি মান।
পুরুষ না হই মুই কেনে ধরি আন॥
হাসএ রমণী সব নাহি আর বসন।
লড় দিআ দুবলা চেড়ী প্রবেশে ভুবন॥
তখনে লহনা রামা লই সহচরী।
পঙ্কজলে রহে তথা সাধুরে আবরি॥
ধাইতে নারিল সাধু রহে ঘরে বসি।
একে একে প্রবেশিল সকল রূপসী॥
দ্বিজ রামদেবে কহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

ভাটিআল রাগ।

আল ধনি করজোড়ে কহম পরিহারে।
পঙ্কজল না দিঅ আহ্মারে॥ ধু॥

পঙ্কজল দিবে যখন মোর অঙ্গে লাগিবে তখন
শুন রামা আহ্মার বচন।
প্রিয়া না করিঅ পতিরে লাঞ্ছন যত চাহ তত দিমু ধন
মোরে সভাতে না কর বিড়ম্বন॥
অলঙ্কার চাহ তুহ্মি তাহা তোহ্মাএ দিব আহ্মি
প্রিয়া কি পাইবা করিলে লাঞ্ছন।
হাসে রামা সাধুর বচনে দ্বিজ রামদেবে এহ ভণে
চণ্ডিকার রাতুল চরণে॥

কামোদ রাগ।

আল সই চল যাই যমুনার জলে।
আনিমু যমুনার জল দেখিমু বরজবর
কুসুমিত কদম্বের ডালে॥
সব সখী কুতূহলে যাইমু যমুনার জলে
কলসী তুলিমু মনোরঙ্গে।
মধুর মধুর হাসে কানাই ঘনাইআ পাশে
জল ছিটি দিমু শ্যাম অঙ্গে॥
এক সখী বোলে রাই আহ্মার গমন নাই
কানাইয়াএ দেখিলে কি বোল বলি।
দ্বিজ রামদেবের বাণী শুনরে রমণী ধনি
রাধারে সাজাইয়া দেঅ আসি॥

এমনি লহনা রামা পতিরে রঞ্জিআ।
সুরধনি জলে গেল সর্ব্ব সখী লইআ॥
সর্ব্ব সখী জল ক্রীড়া করিয়া তখন।
হেম কুম্ভ ভরি জল লইল সর্ব্বজন॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে শুনিতে গভীর।
করে ধরি খুলনারে করিল বাহির॥
চৌদিকে সুভাগ্য নারী দিল জয়ধ্বনি।
স্নান করাইআ আনে খুলনা কামিনী॥
মহোৎসবে গেল যদি দিন পঞ্চদশ।
পুনর্বিবাহ করিবারে সাধু হইল রস॥
দৈবজ্ঞ ডাকিআ দিন করাইল সত্বরে।
বিবাহের দিন পাইল আদিত্যবাসরে॥
বণিক্যসুত সনে বিপ্র ডাকিআ তখন।
জ্ঞাতি নিমন্ত্রিতে পাঠাএ আমন্ত্রণ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে বরিসুতের ভএ॥

সুহি সিন্দুড়া রাগ।

সাধু বোলে দ্বিজমণি বুঝিআ লঅরে বাণী
নিমন্ত্রিঅ জ্ঞাতির সমাজ।
জ্ঞাতি মোর বহুতর ভ্রমে এক পরিহর
তবেত হইব পুনি লাজ॥
উজানি ভ্রমিআ আগে নিমন্ত্রিআ দেশীভাগে
জানাইঅ পুষ্প বিবাহ[১] কাজ।
যাইয়া প্রথমে স্থিতি লক্ষপতি নিধিপতি
নিমন্ত্রিঅ লইআ সমাজ॥
তার সভা পরিহরি আহ্মার বচন ধরি
নিমন্ত্রিঅ সাধু চন্দ্রধর।
সেই সাধুর আশে পাশে যোল শত বানিআ আছে
সেই সভাএ জানাইঅ সত্বর[২]॥
রামদত্ত সোমদত্ত সোনাতন মহাসত্ত্ব
সেই সব জানাঅ সত্বর।
জানাইঅ হস্তিনাপুরী শিশু আদি বৃদ্ধ করি
নিমন্ত্রিঅ হইআ প্রখর॥
ভালই স্মরিলুম কথা রাঘব দত্ত বৈসে তথা
তার তরে জানাইঅ কারণ।
মুই বা লিখিছম যথ আপনে বা কহিঅ কথ
নিমন্ত্রি আসিঅ জ্ঞাতিগণ॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইআ ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা॥

বেলোয়ার রাগ।

আজু বড়ি আনন্দ হিন্দোল নন্দের ভুবন।
গোধন চালাইআ ঘরে[৩] আইল নারায়ণ॥

সবল ধবল আবাল পরিচএ নাই।
কেমনে ধরাইব প্রাণ ছাওয়াল কানাই॥ ধু॥

সাধুর লিখন পত্র লইআ করে।
বণিক্যস্থত সঙ্গে করি হরিষেতে লড়ে॥
দ্বিজমণি বোলে শুন বণিক্যসমাজ।
জানাইলুম ধনপতির পুষ্প বিবাহ কাজ॥
যার যথ বন্ধুবর্গ পরিবার সনে।
তথা উপনীত হইবা দয়া থাকে মনে॥
দেশীভাগে জানাইআ করিল গমন।
লক্ষপতি নিধিপতি নিমন্ত্রে তখন॥
লিখন দেখাইআ কহে চন্দ্রচূড়ের স্থানে।
ধনপতি পুষ্প বিবাহ হইবা অধিষ্ঠানে॥
আর এক নিবেদন শুন সাবধানে।
সভা করি নিবা যদি দয়া থাকে মনে॥
চন্দ্রচূড় স্থানে এহি নিবেদন করি।
দেশে দেশে ভ্রমে বিপ্র হইয়া তরাতরি॥
পরাশর আদি করি নিমন্ত্রি তখন।
ধনপতি স্থানে গিআ জানাএ কারণ॥
অসীম সম্ভারে যদি রইল ধনপতি।
দেশে দেশের জ্ঞাতি সব আইল অব্যাহতি॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুস্থতে ভণে রবিস্থতের ভএ॥

মল্লার রাগ।

চলিল বণিক্য ভাগ শিরে শোভে সিত পাগ
চলে সভা হইআ তরাতরি।
কেহ বানাবন্ধ বান্ধে জানাইআ কত ছান্দে
কত বেশ করে ফিরি ফিরি॥

তপ্ত মামুলি ওর কেহ পৈন্হে কাছি জোড়
পৈন্হে সব চিকন বসন।
পাতিয়া রঙ্গশালি কেহ পৈন্হে কৃষ্ণকেলি
কেহ পৈন্হে অঙ্গেত ভূষণ॥
থাংজা বা রেজা ঘোড়া[১] কেহ সাজাইআ দোলা
চৌদোলে চড়িয়া কেহ লড়ে।
খাটুলিত সুখপাল কেহ চড়ে বাসি ভাল
কেহ চড়ে মত্ত করিবরে॥
বুড়নের ঠাট লড়ে লগুড় লইয়া করে
চলিতে চরণ থরথরি।
শতেক বরিষ যার দুই শত লড়িল তার
চন্দ্রচূড় সাধু অনুসারি।
চলিলেক বণিক্য ঠাঠ আবরিয়া রাজবাট
ধরাধর যথ পুরী॥
পরাশর আজি যত মুখ্য চলে কত শত
মিলে সভা রাঘবদত্তর বাড়ি।
দেখি জ্ঞাতি সমুদিত হইল রাঘব চমকিত
কহিতে লাগিল আগুবাড়ি॥
কহে কবিচন্দ্রসুত দেবীপদে অবিরত
ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনুসারি॥

হরিরাম॥ ধু॥

রাঘবদত্ত আইল যদি জ্ঞাতি সমুদিত।
অন্যে অন্যে সভাসদ জানাএ তুরিত॥
রাঘবদত্তে বোলে জ্ঞাতি জিজ্ঞাসম কারণ।
এথনা আড়ম্ভে কথাএ করিছ গমন॥
পরাশর বোলে সাধু বচনে চতুর।
কার তরে উপহাস কর এথ দূর॥
না শুনিছ ধনপতির পুষ্প-বিবাহ কাজ।
তথাকারে চলিয়াছি জ্ঞাতির সমাজ॥

করতালি দিআ রাঘাই কহে হাসি।
এতদিনে জ্ঞাতিসভা হইল ভস্মরাশি॥
কতবা দরিদ্র হইছ কত পাইবা ধন।
জাতি মজ্জাইতে যাঅ ভোজন কারণ॥
জাতিতে থাকিআ করে জলবিন্দু দান।
পরলোকে হএ গিআ পীযূষ সমান॥
পরাশরে বোলে ভাই ধর্ম্ম কহিঅ পাছে।
বোল দেখি ধনপতির কোন নিন্দা আছে[১]॥
পরাশর বাক্যে রাঘাই জ্বলিল তখন।
ধনপতির ছিদ্র বর্ণে[২] হইআ পঞ্চানন॥
রামদেবের দেবীপদে অশেষ প্রণতি।
জন্মে জন্মে থাকে যেন রাঙ্গাপদে মতি॥

মল্লার রাগ।

রাঘব দন্তে বোলে জ্ঞাতি মজাইলা মজাইলা জাতি
ধনলোভে হইলা বিফল।
ধনপতির সেই খ্যাতি[৩] না শুনিছ কোন জ্ঞাতি
রামাএ তার রাখিছে ছাগল॥
যুবক রমণী তার বনে রাখে ছেলিপাল
সদনে ছাড়িল সদাগর।
সঙ্গে সঙ্গে থাকে পতি নষ্ট হইছে কত সতী
এনা রামা বনে নিরন্তর॥
যেই সাধু ঘরে আইল সেই নারী গ্রহণ কৈল্ল
জিজ্ঞাসা করিল কার আগে।
ধর্ম্মহীন ধনপতি মজাইআ আপন জাতি
মজ্জাইতে চাহে সভাভাগে॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদআশে মোহিত হইআ ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা॥

হরিরাম ॥ ধু ॥

রাঘবদত্তের বাক্যে সভা ফিরিল সকল।
জোআর ফিরাইল যেন জলধির জল ॥
রাঘবেরে বুঝাইতে মুখ্য সমুদিত।
পরাশর সম্বোধিআ করিল ইঙ্গিত ॥
পরাশরে বোলে রাঘাই শুনরে কারণ।
না বুঝিআ জ্ঞাতি সব করএ তর্জ্জন ॥
ধনপতির বন্ধুজন সব হিতকারী।
তোহ্মার বচনে তারে ত্যাগিতে না পারি ॥
তবে এক সত্য মিথ্যা কহ তুহ্মি বাণী।
পরীক্ষা করাইআ শুদ্ধ করিমু কামিনী ॥
তত্ত্ব না জানিআ যদি ত্যাগ কর জ্ঞাতি।
পুরাণে শুনিছি ঘোর নরকে বসতি ॥
বচন চাতুরি ছাড় চল সভা সনে।
তথাএ গিআ বিচারিঅ যথ লএ মনে ॥
সভার গঞ্জনা রাঘাই সহিতে না পারে।
তর্জ্জিএ গর্জ্জিএ রাঘাই সভা সঙ্গে লড়ে ॥
দেবীপদে রামদেবে করম প্রণতি।
জন্মে জন্মে রাঙ্গাপদে থাকে যেন মতি ॥

সারঙ্গ রাগ।

ধনপতি বার্ত্তা পাইল জ্ঞাতি সভা চলি আইল[১]
সম্ভাষিআ আনএ সদন।
সামান্য সম্ভাষা বোলে সমানেরে দিআ কোলে
বআধিকে বন্দিল চরণ ॥
ঠেলাঠেলি করি ধাইল যার যে সেবক আইল
জোগাইল কাঞ্চন আসন।
*কর্ণ কর অবতরি পাদ প্রক্ষালন করি
হরি স্মরি বৈসে সভা কারণ ॥

বসিল বণিক্যভাগ   শিরে শোভে সিত পাগ[১]
যেন বিকসিত অরবিন্দবন।
হেমলতা গলে দোলে   চৌদিকে চপলা খেলে
শোভে হেম মণি আভরণ ॥
গৌণ মুখে সভা বৈসে   কাঞ্চনভাজন পাশে
ধনপতি হৃষ্ট অতিশএ।
ভাজনের ঝিকিমিকি   দেখি আবরে আখি
সভাভূমি হইল হেমমএ ॥
বিপ্রবর্গ তরাতরি   অঘোর[২] দুৰ্দ্দিন করি
শিরে মাল্য পড়এ বহুল।
হেম বাটি ভরি ভরি   কর্পূর বাসিত করি
সভাভাগে দিলেক তাম্বুল ॥
যদি সে তাম্বুল দেখে   সভাসদ চমকে
রাঘবদত্ত পাইল ইঙ্গিত।
ধনপতি দেখে দ্বারে   পান লইআ সভা ঝুরে
ভাবে সাধু হইআ বিস্মিত ॥
কহে কবিচন্দ্রসুত   দেবীপদে অবিরত
যদি সে তরাও ভবভএ।
তুয়া পদঅরবিন্দ   মন অলি কত ছন্দ
ঘুরিআ ঘুরিআ যেন রহে ॥

রাগ সাড়ঙ্গধারী।

রাঘাই পান লঅরে অরে ভাই বানিআ ঝুরসি কোন কাজে
কি আছে মনের কথা কহ সভা মাঝে ॥
ঘাড়াঘাড়ি ঠারাঠারি পান করি কাড়াকাড়ি।
গোপন থাকিলে কথা কহ সভাকারি ॥
ধনপতি বোলে ভাই নাহি কর রোল।
ভাঙ্গি নাহি কহ কেনে কোন দোষ ফল ॥
দত্ত বোলে ধনপতি জ্বল অকারণ।
তোহ্মার যুবতীএ ছেলি রাখিছে কানন ॥

রাঘবের বচনে সাধু মনে হইল দুঃখী।
হইল বানিআ সভা লাজ অধমুখী॥
দ্বিজ রামদেবে কহে অভয়ার পাএ।
ভবসিন্ধু তারি মোরে নেঅ মহামাএ॥

হরিরাম॥ ধু॥

এহি মাত্র শুনে সাধু বচন প্রবীণ।
রিপুগণ উল্লসিত সুহৃদ মলিন॥
সায়ংকালে সূর্য্য যেন দেখে অপ্রকাশ।
কমল মলিন যেন কুমুদ উল্লাস॥
চিন্তিত হইয়া যদি রইল সদাগর।
সভার ইঙ্গিত পাইআ বলে পরাশর॥
পরাশর বোলে সাধু আর ভাব কি।
পরীক্ষা করাইব জ্ঞাতি লক্ষপতির ঝি॥
খলের বচনে মোর দেখ[1] পরাভব।
সভামধ্যে জানিবাম সত্য মিথ্যা সব॥
বিলম্ব না কর চেষ্টা কর তরাতরি।
পরীক্ষা করাঅ রামা ভাবিআ শ্রীহরি॥
এহি মাত্র পাইআ সাধু সভার ইঙ্গিত।
খুলনার তরে গিআ জানাএ তুরিত॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদএ চিন্তিআ দুর্গার চরণ কমল॥

শ্রীরাগ।

সখী সঙ্গে বসি আছে খুলনা যুবতী।
সেইকালে সদাগর হইল উপনিতি॥
খুলনা দেখিল সাধুর[2] মলিন বদন।
প্রভাতের শশী যেন মলিন[3] গগন॥
ধনপতি বলে প্রিয়া কিনা ভাব আর।
অকস্মাৎ কুলিশ শিরে ঠেকিল আন্ধার॥

পারাবত খেলাছলে রাঘবদত্ত বৈরী।
একারণে সেই মোর হইল প্রাণ বৈরী ॥
কাননে চড়াইছ ছেলি হইআ যুবতী।
পরীক্ষা করাইতে বোলে তোহ্মা সর্ব্ব জ্ঞাতি ॥
খুলনাএ জানিল পতি চিন্তিত অন্তর।
পুনি প্রভু সম্বোধিআ কহে বচন প্রখর ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

পাহিড়া রাগ।

পরীক্ষা করিব আহ্মি চিন্তা পরিহর তুহ্মি[১]
পরাভব পাঅ কি কারণ।
পালি থাকি নিজ ধর্ম্ম প্রভু জানে নিজ কর্ম্ম
পণ কৈলুম প্রচণ্ড দাহন ॥
প্রভু পূর্ব্বে শুনিআছি কথা রঘুনাথ পাইআ সীতা
পরীক্ষিল প্রত্যয় কারণ।
প্রথমে প্রতিজ্ঞা ধরি পতিরে প্রণাম করি
পাবকেতে করিল গমন ॥
যদি পাতকিনী হইত পাতকী পলটি পাইত
পুণ্য হেতু পাএ পরিত্রাণ।
প্রাণনাথ পুনি চল পাজালে আনল জ্বাল
পরিগি পবিত্র হউক মন ॥
পাসর পরম বাণী পোড়ে দেহ অগ্নি আনি
পদে ধরম পরম চরণ।
পরিবাদে পাইআ ভএ প্রাণ সুস্থির নহএ
পাষণ্ড না হইঅ মহাজন ॥
যদি হও পাতকিনী দহনে দহিব পুনি
তাহাতে কি মতে পার হএ।
পার্ব্বতীর পদযুগে প্রণতি করিঅ আগে
দ্বিজ রামদেবে এহ গাএ ॥

সিন্ধুড়া রাগ।

একি বন্ধু তোহ্মারে বোলে কালা।
ভুবন মাঝারে কারে বলি ভালা॥
যে বোল বলুক লোকে যার মনে যেই দেখে
মনেত নাইক মোর শঙ্কা।
কালার ভাবেতে থাকি কালা বিনে নাহি দেখি
দেহ মোর কেবল আশঙ্কা॥
মোর নাম যদি রাধা কানু প্রতি নাহি বাধা
সেই বিনে আন পরিবাদ।
দ্বিজ রামদেবে বোলে গঙ্গাজল যার স্থলে
অন্য জলে কেন হইব সাধ॥ ধু॥

প্রিয়ার বচনে সাধু কত হরষিত।
পুনরপি সভা মাঝে আসিল তুরিত॥
ধনপতি বোলে শুন জ্ঞাতি সভাকার।
কিমত পরীক্ষা দিবা কর অঙ্গীকার॥
রাঘবদত্তে বোলে সাধু না ভাব সঙ্কট
ধর্ম্ম হইতে জানি দিমু ধর্ম্মঘট॥
এমনি পাইআ সাধু সভার ইঙ্গিত
পুরোহিত ডাকি আনে পদ্ধতি সহিত
হেনকালে রাজ কতোয়াল ফিরএ নগরে।
কারণ জানিআ আইল সভার গোচরে॥
নিশিস্বরে বোলে সভা জানাইলাম সার।
পরিণামে অবিনয় না লইবা আহ্মার॥
ধনপতির ধনগর্ব্ব পাটনের ধনে।
পরীক্ষা করএ রামা ভূপতি না জানে॥
জ্ঞাতি সব ডাকি আনে মন্ত্রণার ছলে।
পরীক্ষা করএ রামা নিজ বাহুবলে॥
জানাইলাম জানাইলাম সভা পাইবা যন্ত্রনা।
পরেতে জানিবা সাধু আহ্মি কেমন জনা॥

অবশ্য জানাইলুম গিআ নৃপ কর্ণমূলে[১]।
জানিবা বণিক্য সভা বসাইমু শূলে[২] ॥
কতোয়াল বচনে সাধু চিন্তিত অন্তর।
সভা সঙ্গে চলি গেলা ভূপতি গোচর ॥
নৃপতির চরণে সাধু নিবেদে কারণ।
অবিলম্বে চলি আইল আপনা সদন[৩] ॥
খুলনাএ জানিআ পতির আদেশ বচন।
স্নান করি পৈন্ধে ধনি ধৌত বসন ॥
দেবীপদে পুষ্পাঞ্জলি দিআ তরাতরি।
বিষম সঙ্কটে যাত্রা করএ সুন্দরী ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

মল্লার রাগ।

খেনে খেনে মুদি আখি খেনে প্রকাশিত দেখি
দেবীপদে মন করি স্থির।
বামস্বরে দিআ পা দুর্গে রক্ষ দুর্গা মা
এ বলিআ হইল বাহির ॥
জিনি রাজহংসগতি চলে রামা মৃদুগতি
সভাগৃহে করিল সঞ্চার।
সেই ইন্দুমুখী দেখি দেখিতে ঝলসে আখি
মন্মথ[৪] বিবিধ প্রকার ॥
এমনি রমণী যার সাফল্য জীবন তার
ধন্য ধন্য উজানি নগর।
এহেন রামা পাএ যে কুলশীল না চাএ সে[৫]
ধনপতি অতি মূঢ়তর ॥
সভামধ্যে সাধুজন সধৈর্য্য[৬] করিআ মন
রামা দেখি মুদিল নয়ান।
হেন অনুমান মনে কমলকুসুমবনে
অকস্মাৎ উদিত তপন ॥

কথাএ কথাএ ঘাড়াঘাড়ি রাঘবদত্তে ঠারাঠারি
এহি না রামা রাখিছে ছাগল।
ভালে স্থির কৈল মতি রাখিলাম সভার জাতি
জ্ঞাতি মোর অবোধ সকল ॥
দ্বিজ রামদেবে ভণে সারদার শ্রীচরণে
মন মোর সদা অনুমানে।
আহ্মি অতি মূঢ়মতি না জানি ভকতি স্তুতি
দরশন পাইমু নিদানে ॥

সুহি সিন্ধুড়া রাগ।

সভাসদ আজ্ঞা পাইআ মন সমাহিত হৈআ
লেখে বিপ্র প্রতিজ্ঞা বচন।
আগে লেখে ভানু শশী পাছে লিখে তীর্থরাশি
দৈব ভূমি লিখএ তখন ॥
অপবাদ আছে কাছে ধর্ম্মরাজ লিখে পাছে
দিবানিশি লিখে সমাহিত।
দুই সন্ধ্যা লিখে ধর্ম্ম গ্রহান্তর জানিআ মর্ম্ম
লিখা সঙ্গে পাঠে সমুদিত ॥
প্রতিজ্ঞা বান্ধিআ শিরে নয়ান আবরে নীরে
দেবীপদ করএ স্তবন।
তুহ্মি দেবী ধর্ম্মাধর্ম্ম তুহ্মি সে জানহ মর্ম্ম
তুহ্মি বিনে কে দিব শরণ ॥
কায়া বচন মনে প্রাণনাথ সাধু বিনে
মোর যদি অন্যে থাকে ভাব।
তোহ্মার চরণ সার অধমে কি কমু আর
তবে দিবা তেমনি সন্তাপ ॥
দাসীর সঙ্কট জানি আপনি যে নারায়ণী
অবিলম্বে ছাড়িল কৈলাস।
যেমনি স্বরভি ধেনু গগনে উড়াইয়া রেণু
আসে যেন আকুল বৎস পাশ ॥

স্থরাস্থর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদআশে মোহিত হইআ ভাষে
কবিবিধুস্থত বামদেবা॥

শ্রীরাগ।

দেবী জননী গো মা তুয়া পদপঙ্কজ সার।
এহি তিন ভুবনে চাহিলাম জনে জনে।
তুয়া বিনা লক্ষ্য নাহি আর॥ ধু॥

এমনি করিয়া বিপ্র প্রতিজ্ঞা বচন।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ঘটস্থাপে বিপ্র জনার্দ্দন॥
ধর্ম্মে ধর্ম্মপত্র অধর্ম্মে অধর্ম্ম।
দুই ঘটে রাখে পত্র কেহ না পাএ মর্ম্ম॥
অভয়া স্মরিয়া রামা ঘটে দিল হাত।
ধর্ম্ম ঘটে ধর্ম্ম পত্র তোলে অকস্মাৎ[১]॥
ধর্ম্ম ঘটে উত্তরিলা সাধুর রমণী।
বণিক্যসমাজে উঠে জয় জয় ধ্বনি॥
রাঘবদত্তে বোলে জ্ঞাতি অবোধ সকল[২]।
কারণ না বুঝি কেনে কর কোলাহল॥
মন্ত্রণা করিয়া আনে নিজ পুরোহিত।
ধর্ম্মঘট জানিবারে করিল ইঙ্গিত॥
এহি সব কারণ আহ্মি লইতে না পারি।
সর্পঘটে পরীক্ষিমু সাধুর সোন্দরী॥
এহি সব শুনিয়া সাধুর চিন্তিত অন্তর।
বাদীর বচনে বাদিআ ডাকাএ সত্বর।
আগে পাছে শিষ্য সব আইল ওঝা গুরু।
সভা রঞ্জিবারে কেহ বাজাএ ডমরু॥
কোন কোন শিষ্য সব বহে বাজী দোলা।
ঢেমসি বাজাএ কেহ গীত করি মেলা॥

রাঘব দত্ত বোলে খল সর্প রাখ তুই[১]।
ক্ষুদ্র জাতি সর্প দিলে শাস্তি দিমু মুই॥
রাঘবের বচনে ওঝা কাপিআ অন্তর।
বাছি বাছি নাগ এড়ে ঘট অভ্যন্তর॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

সুহি সিন্ধুড়া রাগ।

রাঘব দুরন্ত জানি গুরুশিষ্যে কানাকানি
ভরে নাগ বিষেতে বিশাল।
আকুলিত ধনপতি ভরে শংখচূড় জাতি
কুপিত দর্শনে যেন কাল॥
ভরে কালকুট জাতি যেন দেখি কাল রাত্রি
জ্বলে জিহ্বা আনল সমান[২]
সোঁসাইয়া ফোঁপাইরা লড়ে ওঝা গুরু কাপে ডরে
ভরে নাগ কালীর সন্তান॥
নানা যন্ত্রে করি মেলা গায়নে ভাঙ্গিয়া গলা
বাহির হইল হলাহলধর।
পরশে জ্বালিআ উঠে ঠোকরে যে বিষ ছুটে
সেই ভরে ঘট অভ্যন্তর॥
রাঘবদত্ত শঙ্কা করি নিজ কর হেমাঙ্গুরি
সর্পঘটের গর্ভেত পেলাএ।
অঙ্গুরি পরশে মাত্র উঠে নাগ ধরি ছত্র
একি বোলি রাঘবে গড়াএ॥
তক্ষকাদি নানা বর্গ ভরিল বৃহৎ সর্প
দেখি লোক নিকটে না যাএ।
কহে কবিচন্দ্রসুত দেবীপদে অবিরত
ঘুরিআ ঘুরিআ মন রএ॥

বড়াড়ী রাগ।

মোরে ধরত ধরণী ধরাধর ডুবিলুম ভবসিন্ধু।
আপনি ধরিতে যদি ঘৃণা বাস উপাএ বোল দীনবন্ধু॥
গেলে বয়স নাহি দুঃখ লেশ প্রতি দুখভার।
তত্র সুখী হইআ ভুলিয়া রহিলুম এইবার মূঢ় গোয়ার।
দ্বিজ অজামিল এক উদ্ধারিল পতিত পাবন নামা।
গোবিন্দ দ্বিজে কহে আমি উদ্ধারিলে তোমার কোটি গুণ মহিমা॥ ধু॥

সর্পঘটে জয় পাইল সাধুর অবলা।
পলটিআ দেখে পাশে অখিলমঙ্গলা॥
অভয়া দেখিয়া ভয় ত্যাগিল রমণী।
অপার সাগরে যেন পাইল তরণী॥
অভয়া স্তবিতে রামার আখির পড়ে নীর।
রাঘবদত্তে বোলে ভএ হইল অস্থির॥
যখনে পশিবে হস্ত ঘটেতে রমণী।
তখনে হইবে মৃত্যু মনে অনুমানি॥
মনে প্রদক্ষিণ করি জগতজননী।
সর্পঘটে কর দিল সাধুর রমণী।
সতীর পরশ নাগে জানিআ তখন:।
ফণা সঙ্কোচিয়া নাগ রহিল তখন॥
সবাকার দেখাইল তুলি হেমাঙ্গুরি।
সর্পঘটে উত্তরিলা সাধুর সোন্দরী॥
খুলনারে প্রসন্নিত জগতজননী।
বাণিক্য সমাজে হইল জয় জয় ধ্বনি॥
রাঘবদত্তে বোলে সভা কারণ না জানি।
অকস্মাৎ কেনে দিলা জয়ধ্বনি॥
কারণ না জানি কেহ অবোধ সকল।
কপিঠাট জিনি মাত্র কর কোলাহল॥

ধনগর্ব্বে ধনপতি হএ মহাবলী।
সর্প্পের মুখেতে সাধু দেআইআছে খিলি ॥
ঢঙ্গের স্থানেতে আহ্মি শতগুণ ঢঙ্গী[1]।
রাঘবেরে ভাণ্ডিবেক কেমন পারঙ্গি[2] ॥
এহার কারণ আহ্মি লইতে নারি।
খর্গাধারে পরীক্ষিমু সাধুর সোন্দরী ॥
বাদীর বচনে সাধু রহিতে না পারে।
খড়্গ ধৌত করি আনে সুরধনি নীরে ॥
আপনে রাঘাই ধরি খড়্গে দিল শান।
পাষাণ ফেলিলে খড়্গে হএ দুই খান ॥
খড়্গ পাখালিআ[3] আনে সুরধনির জলে।
জায়ামুখী করি খড়্গ রাখে ভূমিতলে[4] ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

ভুপালী রাগ।

আরে পতিতের বন্ধু তুহ্মি বিনে লৈক্ষ্য নাই আর
পতিতে উদ্ধারিয়া রাখ এইবার ॥
যদি সে তরিতে পারি শমনের দাএ।
শমনের ভয় হইতে রাখ রাঙ্গা পাএ ॥
ভয়েতে নির্ভয়-রূপা পতিতের বন্ধু।
তরাইতে হএ পড়িয়াছি দুঃখসিন্ধু ॥
রামদেবে বোলে যারে প্রসন্ন ভবানী।
ভএতে কি ভয় তার কিসের ভাবনি ॥ ধু ॥

বলেন খুলনা রামা হইআ একমন।
নিজ দাসী হইআ আহ্মি নিবেদি চরণ ॥
বলিতে কহিতে মাতা বড় ভয় বাসি।
খড়্গাধার হৈতে মাতা রাখ নিজদাসী ॥

চণ্ডিকা পূজিআ ধনি করএ স্তবন।
বলেন খুলনা রামা হইয়া একমন ॥
ধর্ম্ম পালগো তুমি তীক্ষ্ণ খড়্গধার।
অসুর নাসিয়া কৈলা দেব প্রতিকার ॥
প্রাণনাথ সাধু বিনে থাকে অন্যে মন।
তোহ্মার পরশমাত্র হইমু দুইখান ॥
অভয়া স্মরিয়া রামা খড়্গে দিল পাও।
তান আগে আগে চলে দেবী মহামাও ॥
খড়্গধারে গমন করিল যখন[১]।
সতীর পরশে খড়্গ হইল দুইখান[১] ॥
খড়্গধারে উত্তরিল সাধুর রমণী।
বণিক্য সমাজে উঠে দিয়া জয়ধ্বনি ॥
রাঘবদত্তে বোলে সভে হইল প্রমাদ।
জানিলুম আহ্মার সঙ্গে করিবা বিবাদ ॥
জনক-জননী কার কেবা গেল চলি।
হরিবোল বোল হইয়া উতরোলি ॥
ধনপতির ধন তোরা পাইছ ছালা ছালা।
জাতি রাখিবারে সবে কর অবহেলা ॥
উজানি টেটন সাধু জানি বারে বারে।
ডিম্বের উপরে হস্তী চালাইতে পারে ॥
চিনিলুম চিনিলুম খড়্গ দেখ তোহ্মারা আসিআ।
সীসাএ বানাইছে খড়্গ গেছে থোথা হইয়া ॥
আনল পরীক্ষা হোতে উত্তরে কামিনী।
তবে শুচি হএ রামা সত্য হেন জানি ॥
সভাকারে বোলে সাধু কিবা ভাব আর।
রাঘবের কারণ কর আনল সম্ভার ॥
এহিমাত্র কহিলা যদি বচন প্রকাশ।
ধনপতির মুণ্ডে যেন ঠেকিল আকাশ ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদয়ে চিন্তিআ দুর্গার চরণকমল ॥

সুহি রাগ।

রাঘবে তোলাএ ঘর জতুগৃহ মনোহর
দেখি ভয়ে সঙ্কুচিত মন।
উঠনি বেঠনি দিআ জতুগৃহ রচাইআ
কহিলেক এহি বিবরণ ॥
অগুরু চন্দন দারু আনিল সুচারু তরু[১]
তোলাইল জৌতের ভুবন।
সুরঙ্গ বিরঙ্গ তেলে চৌদিকে চাপিআ ঢালে
ঘৃত ঢালে কত শত মণ ॥
ইষ্ট সম্ভাষিআ আগে পতিপাশে বিদাএ মাগে
আইসে রামা জতুগৃহপাশ।
গণাধীপ করি পূজা পূজে দেবী দশভুজা
একমনে স্তবএ হুতাশ ॥
কহে কবি চন্দ্রসুত দেবীপদে অবিরত
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মন রএ ॥

ধানসি রাগ।

অএ বন্ধু গোপাল দীনদয়াল এইবার উদ্ধার কর মোরে
মুই ডুবিলুম ডুবিলুম এ ভব সায়রে ॥
রাতুল চবণ প্রভু করহ প্রকাশ।
ইন্দ্রআদি দেবগণের পুরাইছ আশ ॥
কহে মনোহর দ্বিজে প্রভু সদয় নাহএ কারে।
মুই অভাগা রহিলুম ডুবিআ সংসারে ॥ ধু ॥

জতুগৃহদ্বারে রহিলা খুলনা কমিনী।
একমনে স্তব করে জগতজননী ॥
তুহ্মি জল তুহ্মি স্থল পবন আকাশ।
স্থাবর জঙ্গল তুহ্মি তুহ্মি সে হুতাশ ॥

প্রাণনাথ বিনে যদি জানি অন্য মনে।
তবে ভস্মসাৎ হইমু জ্বলিত দাহনে॥
এ বলিআ দেবীপদে করিআ প্রণতি।
অভয়া স্মরিআ মনে সঞ্চরিল গতি॥
কায়মনে রহিল যদি জৌতের ভুবন।
মন রহিল গিআ চণ্ডিকার চরণ॥
জৌতগৃহ প্রবেশিল জগতজননী।
অগ্নি রৈবাসরে গিআ আবরে খুলনি॥
দ্বিজ রামদেবে ভণে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

আসোআরি রাগ।

রাঘবহে কে তোহ্মারে বোলে দয়ামএ।
জানকী জীবনধন দহন করল পণ—
অব কি ভরম দূর নএ॥
কৃপা কর রঘুমণি পতিত তরাইবে জানি
অবোধ ঝুরএ[১] তুয়া আশে।
তুয়া বিনে আর মনে নাহি ভাবি রাত্রি দিনে
কৃপা কর পড়িআছি ত্রাসে॥
হইয়া করুণামতি তুহ্মি নিদারুণ অতি
রঘুপদে রহুক মোর সেবা।
ত্রিগুণ ধরিছ তুহ্মি চরণে ধরিলুম আহ্মি—
কিনা হবে দ্বিজ রামদেবা॥ ধু॥

জতুগৃহে রহিল যদি খুলনা সুন্দরী।
বণিক্য সমাজ লৈয়া হইল হুড়াহুড়ি॥
কে দিব কে দিব আনল লোকসভা সবে।
স্ত্রীবধ পাতক কেবা অর্জ্জিবেক ভবে॥

রাঘবদত্তে বোলে আহ্মি দিবাক পাবক।
পরীক্ষা করাইতে কেবা বিচারে পাতক
এ বুলিআ রাঘবদত্তে চলে হাসি হাসি।
জৌতগৃহপাশে দিল ঘৃত রাশি রাশি॥
রাঘবদত্ত ডাক দিআ সভারে বুঝাএ।
পাপের কারণে দেখ পাবক ধুঞাএ॥
ছিদ্র পাইল রাঘব দত্ত বড়ি কুতূহল।
হুহুঙ্কার দিআ উঠে প্রচণ্ড আনল॥
ধনপতি দেখে আনল গগনে খেলাএ।
আকুল হইআ সাধু অবনী গড়াএ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

পাহিড়া রাগ।

দেখিআ আনল গতি সাধু লোটাইয়া ক্ষিতি
কান্দে সাধু ভূমি গড়ি দিআ।
নিবারিতে নারে ধাএ আনল ঝাপিতে চাএ
পাষাণ ধরিআ হানি হিআ॥

কোন দুঃখে যাও কথা মোরে সঙ্গে নেঅ তথা
তবে তুহ্মি ভাল সতী জানি।
নিশি বিনে শশী খিন তুমি বিনে আহ্মি দীন
হেন কি মনেত ভাব পুনি॥

তুয়া সঙ্গে মোর প্রাণ তনু মাত্র দুই খান
হেন তুহ্মি পড়িলা আনলে।
আহ্মা কেন পরিহরি চলিলা অমরাপুরী
পতি কি রহিমু রসাতলে॥

তনু লাবনি জিনি পাবকে গ্রহিল পুনি
এ বলিআ লোটাএ ধরণী।
যেন মৃগ গহন বনে আকুল নয়ান পানে
কুহবে হারাইয়া কুরঙ্গিণী ॥

সাধুরে ধরিআ কান্দে কন্যা শোকভরে কান্দে
কান্দে বস্তা বেঢ়ে সহচরী।
লহনা ভগিনী বলে আখি মোছে কান্দে ছলে
সাবহিতে ভূমি দিআ গড়ি ॥

কান্দে পিতা লক্ষপতি কামদেব শিশুমতি
পিতা পুত্র হইআ জড়ন ॥
কান্দ দুবলা চেড়ী বারেক না চাইল ফিরি
সঙ্গে কান্দে যত পৌরগণ ॥

কহে কবিচন্দ্রসুত দেবী পদে অবিরত
ঘুরিয়া ঘুরিয়া রহে মন ॥

কামোদ রাগ।

কিমতে জীবন রহিব কানাই না দেখিয়া।
মরিমু আনল মাঝে মুই ঝাপ দিআ ॥
আখির আড় হইলে বন্ধু পরাণ বিদরে।
সে বন্ধু হইল মোর স্বপ্নের অন্তরে ॥
রামদেবে বোলে শুন রাধা ঠাকুরাণী।
অবশ্য আসিবে প্রভু প্রভাত রজনী ॥ ধু ॥

কাতর হইয়া কান্দে সাধু ধনপতি।
তা দেখিআ রাঘব দত্ত হরষিত মতি ॥
মহানলে উল্কা শত পূরএ গগন।
ধর্ম্মরূপী উল্কা ঠেকে রাঘবের বদন ॥

সেই কালে রাঘবদত্ত পুরি গেল দাড়ি।
লজ্জাভরে কান্দে দত্ত ফুকারি ফুকারি ॥
ভস্মরাশি উড়াইল পবনের বলে।
খুলনারে দেখে সব রহিছে কুতূহলে ॥
দ্বিজ রামাদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

হরিরাম ॥ ধু ॥

পরাশর আদি যথ হইয়া তরাতরি।
রাঘবদত্ত সনে দেখে রামা নেহারি নেহারি ॥
অবনী তিতিছে দেখে বসনের জলে।
আছুক পুড়িব তনু রূপ নাহি হিলে ॥
সজল কবরী দেখে আছএ প্রবীণ।
পরিছে[১] মালতী মালা না হৈছে মলিন ॥
তিল আধ নাহি হিলে খুলনা কামিনী।
বণিক্য সমাজে হৈল জয় জয় ধ্বনি ॥
আনন্দতরঙ্গে ভাসে বণিক্য সমাজ।
সভার মধ্যে রাঘবদত্ত পাইল বড়ি লাজ ॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে সাধুর উআরি।
সভারে প্রণতি করি চলিল সুন্দরী ॥
মধুর মুরজ বাজে ঢাক লাখে লাখ।
পুনর্বিবাহ করে সাধু লইআ জ্ঞাতিভাগ ॥
কেসরে জড়িআ কেশ চড়াএ মোহন বেশ।
কৈন্যারত্ন লইআ সাধু চলিলা বিশেষ ॥
লজ্জা তেজি অঙ্গরাগ সর্ব্ব লোকে দেখে।
খুলনারে বেদিভূমে সাজাইআ রাখে ॥[২]
পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করাইল তখন।
আনন্দ হইআ সাধু পূজে দেবগণ ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদয়ে চিন্তিআ দুর্গার চরণকমল ॥

রাগ মল্লার ভাটিআল[১]।

গরজ মুরজ ঝাকে বাজে ঢোল লাখে লাখে
কাসি বাশি কাংস করতাল।
ডিমিডিমি মোহন ভেরি বাজে কাড়া সারিসারি
জোড় দমা বাজএ বিশাল॥
অপূর্ব্ব করিআ সাজে চৌদিকে বাদ্য বাজে
নাটোয়া নাচয়ে গীত গাহাএ।
মদালসা আদি রমণী সহিতে সাধু
সপ্ত সূত্রে বেষ্টিত তথাএ॥
নমো বিবস্বতে বলি ত্যাগ করি ক্ষীরাঞ্জলি
ভানুপদে দিল অর্ঘ্য দান।
পুরোহিতে ধরে তন্ত্র গর্ভং দেহি পঠে মন্ত্র
শুভ লগ্নে কর গর্ব্ভাধান॥
কহে কবিচন্দ্রসুত দেবীপদে অবিরত
সদাএ মজিআ উঠে মন।
রবিসুতে ভয় করি মনে করে দঢ় বডই
অন্তিমকালে চাহি পদ ধন॥

হরিরাম॥ ধু॥

পুনর্বিবাহ সঙ্কলিআ সাধুর নন্দন
মিষ্টান্ন দিআ জ্ঞাতি সব করাইলা ভোজন॥
বসনে ভূষণে জ্ঞাতি করাইলা ভূষিত।
তেমনি সম্ভাষা কৈলা যার যে উচিত॥
খুলনাএ বোলে প্রভু করোম নিবেদন।
রাঘবেরে কোন দ্রব্য কৈলা সম্ভাষণ॥
আহ্মি শুধিতে নারি রাঘবের গুণ।
ধনপতি বোলে প্রিআ ওই বড়ি দারুণ[২]॥
খুলনাএ বোলে প্রভু না বলিঅ আর।
রাঘবের কারণে পাইলুম যশভার॥

সুখ দুঃখ যথ হএ কর্ম্মের অধীন।
তুহ্মি কেনে হেন বোল জ্ঞানেতে প্রবীণ ॥
খুলনার সঙ্গে সাধু বঞ্চে যথ দিন।
ক্রীড়া রসে কুতূহলে আনন্দে প্রবীণ ॥
এইরূপে রহিলা যদি সাধুর নন্দন।
মালাধর লৈয়া কিছু শুনিবা কারণ ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাহি আর ॥

শ্রীপতি উপাখ্যান।

মল্লার রাগ ॥

কৈলাসশিখর অমরা নগর
তথাতে বৈসএ হরগৌরী ।
সেবএ দেবগণ লইয়া উপায়ন
সমিতি লইয়া সারি সারি ॥
নাচএ মালাধর অনঙ্গ সমসর
চিত্রা বিচিত্রা বিদ্যাধরী ।
সঘন গীত রোলে খঞ্জনগমনে চলে
মধুর মুরজ অনুসারি ॥
চলিতে দুই সখি চপলা হেন দেখি[১]
নায়ক পাছে পাছে শোভে ।
পরএ অলঙ্কার মোহিত সভাকার
হেরিতে হরমন লোভে ॥
দ্বিজ রামদেবে গাএ ভাবিয়া দেবীর পাএ
দুর্গা অধমে মাগম এহি ধন ॥

হরি রাম ॥ ধু ॥

হরের কণ্ঠেত নাগ দোলে শতেক ফণা ।
তাহা দেখি মালাধর পাসরে আপনা ॥
তা তা তা তালে তথি নাচেরে মালাধর ।
তাথৈয়া তাথৈয়া তালে নাচে পদভর ॥
ঝা ঝা তালে নাচেরে করিয়া রঙ্গসার ।
তাথিয়া তাথিয়া তালে গতি হৈল ভার ॥
তালভঙ্গ হইল কনক মালাধর ।
এহা দেখি হরজায়া জ্বলিল বিস্তর ॥
দেবী বোলে মালাধর এহা হনে গেলা ।
আহ্মার গোচরে নাচ এত বড়ি হেলা ॥

জন্মগী পাপিষ্ঠ বেটা ধনপতির ঘরে।
খুলনাজঠরে তুই রমণী সিংহলে ॥
রমণী সহিতে দেবীর ধরিল চরণ।
শাপভএ মালাধর করএ ক্রন্দন ॥
করুণা করিল মাতা হইল প্রকাশ।
অবিলম্বে বর দিলা আসিতে কৈলাস ॥
সাপ হেতু মালাধর রহিতে না পারে।
জায়া সঙ্গে মালাধর দেবদেহ ছাড়ে ॥
দুই দৈর্ব্ব লইয়া তবে দেবীর গমন।
উজানি নগরে মাতা দিল দরশন ॥
খুলনা যে ঋতুবতী হইল সেই কালে।
এক দৈর্ব্বে থোএ মাতা তাহার উদরে ॥
সিংহলরাজার জায়া হৈছে ঋতুবতী।
তাহার জঠরে এক রাখিল পার্ব্বতী ॥
উজানিতে ঋতুস্নানী হইল নৃপজায়া।
তাহার জঠরে কিছু থোএ মহামায়া ॥
তিন দৈর্ব্ব থুইয়া দুর্গার গমন।
সিংহল লইয়া কিছু শুনিবা কারণ ॥
রাম রাম রাম রাম রাম গুণ ধাম।
এই খানে চণ্ডিকাগীতি করিল বিশ্রাম ॥

অথ অর্কবারস্য রাত্রিগীতং

মল্লার রাগ ॥

নৃপতি কেশরী বৈসে শুক সারি লইয়া পাশে
জ্যোতির্ব্বেদ বিচারে তখন।
নানা শাস্ত্র জানে পাখি চঞ্চুএ ভূমিতে লিখি
নৃপতির গণে গ্রহগণ ॥

বোলে পাখি শুকসারি শুন প্রভু দণ্ডধারী
নিবেদিলুম তোমার চরণ।
সুতদশা আছে জানি সর্ব্বথাএ নাহি হানি
গোচরে বিরুদ্ধ গ্রহগণ॥
কহি তুয়া পদ আগে গ্রহ পূজ গ্রহযোগে
মুই জানম তার সম নিদান[১]।
মন আজু বান্ধি ঘর চামরে লাঞ্ছিত কর
চন্দনে লেপএ সেই স্থান॥
পাটিরে করিআ রেখা জ্বালিয়া পবনসখা
হোম কর যেমনি বিধান।
লক্ষ শংখ অনুসারি পাঅসে পূর্ণিত করি
দৈবজ্ঞ ডাকিয়া কর দান॥
কহে পক্ষী শুকসারি শুন প্রভু দণ্ডধারী
নিবেদিলুম তোহ্মার চরণ।
লঘু অংশ আছে জানি সর্ব্বথাএ তোমার হানি
গোচরে বিরুদ্ধ গ্রহগণ॥
করিলে এমন দান গ্রহগণ সম্মান
নবগ্রহ করিবে রক্ষণ।
কহে কবিচন্দ্রসুত দেবীপদে অবিরত
ঘুরিয়া ঘুরিয়া রহে মন॥

অ মোর সোন্দররে প্রাণনারে হএ॥

শুক সারির বাক্যে রাজা চিন্তিত অন্তর
গ্রহযাগ করিবারে করএ সন্তার॥
রাজাএ বোলে ভাণ্ডারিআ শুনরে বচন।
ভাণ্ডারে নি আছে শংখ চামর চন্দন॥
ভাণ্ডারীএ বোলে প্রভু কহিতে ডরাই।
কর্ম্ম সঙ্কলিবে যত তত বুঝি নাই॥

ভাণ্ডারীর বচনে রাজা ভাবিয়া সত্বর।
ধনপতি ডাকিবারে পাঠাএ নিশিচর॥
রাজার আদেশে কোটাআল রহিতে না পারে।
ঘোড়াএ চাবুক মারি অবিলম্বে লড়ে॥
পবন জিনিআ চলে বাজিবর।
অবিলম্বে চলে সাধু পুরী অভ্যন্তর॥
রামাসঙ্গে বসি আছে হইয়া হরষিত।
কোটাআল দেখি সাধু হইল চিন্তিত॥
কর্পূর তাম্বুল দিআ জিজ্ঞাসে কারণ।
নিশিশ্বরে বোলে সাধু কিছু না লএ মন॥
তোমা তরে সদাগর কি বলিব আর।
তিল ব্যাজ কর যদি দোহাই রাজার॥
কোটাআলের তরে সাধু পুছে বারে বারে।
ভূপতির মনের কথা কে কহিতে পারে॥
কোতোয়ালের বচনে সাধু চিন্তিত অন্তর।
অবিলম্বে চলে সাধু ভূপতি গোচর॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

মল্লার রাগ।

আজ্ঞাবশে দণ্ডধর চলিল সদাগর
কোটাআল চলে আগে আগে।
সাধু চড়িয়া সুখপালে চলিল কুতূহলে
কিঙ্কর চলে ভাগে ভাগে॥
নানা উপায়ন চালাএ কথ জন
কেহ কেহ লএ হেম ঝারি।
নানান দ্রব্য বহুতর চামর সুশীতল
কেহ কেহ লএ তাড়াতাড়ি॥

সাধু বৈসে স্থানে স্থানে সেবএ পরিজনে
সদাএ আনন্দ মনে মন[১]।
পাইআ শুভকাল তুষিল দ্বারপাল
করিল রাজ দরশন ॥
দ্বিজ রামদেবে গাএ ভাবিয়া দেবীর পাএ
দুর্গা অধমে মাগম এহি ধন ॥

হরিরাম ॥ ধু ॥

উপায়ন দিয়া বন্দে নৃপশিরোমণি।
ভূমি জানু দিআ বৈসে হইআ যুগপাণি ॥
প্রথমে পাইল সাধু কর্পূর তাম্বুল।
তখনে মনের চিন্তা খণ্ডিল বহুল ॥
মন্ত্রিভাগে বোলে সাধু শুন কুতূহলে।
নৃপতির আদেশে তুহ্মি যাইবা সিংহলে ॥
এহি মাত্র শুনি সাধু বচন প্রকাশ।
ধনপতির মুণ্ডে যেন ঠেকিল আকাশ ॥
সাধুর মলিন বদন দেখি কহে নৃপমণি।
মধুর বচনে রাজা আদেশে আপনি ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

মল্লার রাগ।

সম্বোধিআ সাধুমণি দণ্ডধরে বোলে পুনি
চল সাধু সিংহলপাটন ॥
ভাল আহ্মি নরপতি করি উজানি স্থিতি
নাহি শংখ চামর চন্দন ॥

সাধু পুষি লাখে লাখ   যেমন গোআলের গোধন ঝাক
চৌদ্দ ডিঙ্গা বহে অকারণ।
তোর পিতা রঘুপতি   যখন ছাড়িল ক্ষিতি
তখন হইতে সাধু শুন্য আমার ভুবন॥
অপার সাগর পার   পরীক্ষা সমান ভার
ভ্রমিতেক এ মহীমণ্ডল[১]।
যখন যে বস্তু চাই   আগির ইঙ্গিতে পাই
সিংহল আছিল করতল॥
যে পিতার পুত্র হএ   সে পিতার আচার লএ
দীপ হোতে যেন অন্য দীপ।
ভাবিআ চাহিলুম মনে   অন্য নাই তুহ্মি বিনে
যাইবারে সিংহল সমীপ॥
ভাবিয়া দেবীর পাএ   দ্বিজ রামদেবে গাএ
দুর্গা অধমে মাগম এহি ধন॥

রাগ ভাটিআল।

তুমি যাও আমি যাইব না।
নন্দের নন্দন বিনে জীব না॥ ধু॥

ধনপতি বোলে প্রভু করোম নিবেদন।
মুই সম আছে তোহ্মার লক্ষ পরিজন॥
পিতৃগুণ থাকে যদি তুয়া পদতলে।
তবে কি পাঠাঅ মোরে দুরন্ত সিংহলে॥
পাঞ্জর আনিতে গেলুম গৌড়নগরে।
ষষ্ঠমাস নহি হএ আসি আছম ঘরে॥
শিশুকালে হইল মোর পিতার নিধন।
জনক সমান হইয়া করিছ পালন॥
জলজন্তু গিলে ডিঙ্গা সিংহলের বাকে।
মায়াভেদে[২] প্রাণ লইলা ঠেকাইয়া বিপাকে॥

প্রণতি করিআ বোলম ধরণীর নাথ।
নারিমু সিংহলে যাইতে ক্ষেম অপরাধ॥
ভূপতি বোলেন সাধু না হইয় ফাফর।
বুঢ়ন কাণ্ডার আছে পিতা সমসর[১]॥
বিলম্ব না কর সাধু চল তরাতরি।
প্রসাদ করিলা রাজা রত্ন অঙ্গুরি॥
ভূপতি আদেশে সাধু রহিতে না পারে।
নৃপতি প্রসাদ সাধু ভিড়ি বান্ধে শিরে॥
পরিজন সমর্পিয়া নৃপতির পাএ।
নৃপতির স্থানে[১] সাধু মাগিল বিদাএ॥
বিষণ্ণ বদনে আইল আপনা সদন।
খুলনারে সম্বোধিয়া জানাএ কারণ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

বড়াড়ী রাগ।

ধনপতি বোলে প্রিয়া নৃপতির কঠিন হিয়া
মোরে পাঠাএ ত্বরন্ত সিংহল।
প্রিয়া পরের অধীন যে অকারণে জীএ সে
সুখভোগ সকলি বিফল॥
তোহ্মারে বিবাহ কৈলুম গৌড়নগরে গেলুম
মনে মোর না ছিল তরাস।
একি কি করিল হরি তিল না দেখিলে মরি
তুয়া প্রেম হইল গলপাস॥
তুহ্মি গুণবতী সতী কি আর বলিমু অতি
পুণ্য হেতু পাইলা যশভার।
জায়া যদি ভাবে মনে বঞ্চিব আনের সনে
পতি কি রক্ষক হএ তার॥

ভাণ্ডারে করিআ দিষ্টি পালিয় আপনা স্থষ্টি
সাবধান হইবা সর্ব্বক্ষণ।
সিংহলে যাইব আহ্মি ভবনে থাকিবা[১] তুহ্মি
যতনে পালিয় পৌরজন॥
জীবনে বাচিলে আহ্মি আসিয়া দেখিব পুনি
এইক্ষণ প্রিয়া দেহ আলিঙ্গন।
দ্বিজ রামদেবে গাএ ভাবিয়া দেবীর পাএ
অধমে মাগম এহি ধন॥

সিন্ধুড়া রাগ।

শ্যাম বন্ধু না বোলে আহ্মারে।
আছোক যাইবা শুনি পরাণ বিদরে॥
চান্দ বিনে কুমুদিনী না জীএ রজনী।
নলিনী প্রকাশ নাই বিনে দিনমণি॥
জলদ বিনে না জীএ চাতক পাখিনী।
তুহ্মি বিনে জীতে নারোম মুই অভাগনী॥
কহে গোবিন্দদ্বিজে বড়ি পরমাদ।
কুলিশ নিপাত হোতে কুলিশ নিনাদ॥ ধু॥

খুলনাএ বোলে প্রভু করোম নিবেদন।
অভাগীরে চিন্তা কেনে দেয় অকারণ॥
লক্ষ লক্ষ সদাগর পোষে এ মহীমণ্ডলে।
কোন রোষে পাঠাএ তোহ্মা যাইতে সিংহলে॥
লক্ষ লক্ষ সাধু আছে এ মহীমণ্ডলে।
কর্ণে নহি শুনি কেহ যাইতে সিংহলে॥
তাপ জন্মাইতে পুনি অভাগীর তরে।
হেন অসম্ভব বাক্য কহ সাধুবরে॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুস্থতে ভণে রবিস্থতের ভএ॥

কেদার রাগ।

শ্যাম বন্ধু কি হইব আহ্মাররে।
দঢ়কি আহ্মা ছাড়ি যাইবা মধুপুরে॥
যদি সে ছাড়িবা বন্ধু অভাগী রাধারে।
তবে কেনে ডুবাইলা পীরিতি সাগরে॥ ধু॥

ধনপতি বোলে প্রিয়া না ভাবিঅ চিন্তা।
সিংহলে গেছিল মোর রঘুপতি পিতা॥
রাজার ভাণ্ডারে নাহি চামর চন্দন।
তেকারণে পাঠাএ আহ্মা সিংহলপাটন॥
ধনপতির মুখেতে শুনি এসব বচন।
করুণা বিলাপ ধরি রামা করএ ক্রন্দন॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

শ্রীপাহিড়া রাগ।

শুনিআ সাধুর বাণী মোহিত খুলনা ধনি
যেন শিরে ঠেকিল আকাশ।
নয়ানে বহএ ধার কান্দে রামা আনিবার
বোলে ধনি হইআ হতাশ॥
গৌড় গেলা পরিহরি কাননে চরাইলুম ছেলি
পরিধান কৈলুম খইয়া বাস।
পলটি পাটনে তুহ্মি ও দুঃখ ভোগিতে আহ্মি
বিধি[১] মোর জ্বালিল হতাশ॥
দুঃখে দেহ হইল ভার কথ ধরাইমু আর
তুয়া পদে করোম পরিহার।
নিবেদিলুম পদতলে সুরধনি সঙ্গে গঙ্গাজলে
বাড়াইঅ অঞ্জলি আহ্মার॥

দ্বিজ রামদেবে গাহে ভাবিআ দেবীর পাএ
যদি সে তরাইবা ভবভএ।
তুয়া পদে অরবিন্দে মন অলি কত ছন্দে
ঘুরিআ ঘুরিআ যেন রহএ॥

গান্ধার রাগ।

কালা বন্ধু করোম নিবেদন।
দঢ়াইয়া কহ কবে হবে দরশন॥
কালা মোরে না যাইঅ ছাড়িআ।
তুহ্মি তরু আহ্মি লতা থাকিমু জড়িয়া॥
প্রাণনাথ তোহ্মার লাগিআ।
একাকিনী বৃন্দাবনে রহিমু জাগিআ॥
রামদেবে বোলে কালা যাইবে ছাড়িআ।
দরশন হইবে বহু দুঃখ ভোগ ভুগিআ॥ ধু।

এমনি খুলনা রামা হইয়া হতাশ।
পতির চরণ ধরে দিআ কেশপাশ॥
স্বরূপে যাইবা যদি দুরন্ত সিংহল।
দাসী করি সঙ্গে নিয়া রাখ পদতল॥
খুলনার ক্রন্দনে সাধু সজল নয়ান।
লহনারে সম্বোধিয়া জানাএ কারণ॥
পুনরপি দুঃখ দেঅ খুলনার আগে।
তোহ্মার বধের পাপ মোতে নহি লাগে॥
লহনাএ বোলে প্রভু নিবেদি তোহ্মারে।
মোরে সমর্পিয়া যাঅ খুলনার তরে॥
দুই পত্নী কান্দে সাধুর ধরিআ চরণ।
দোহার কান্দনে সাধু করএ ক্রন্দন॥
করে ধরি রমণীরে সান্তাএ বারে বার।
চর পাঠাইয়া আনে পাইক কাণ্ডার॥

সিংহলে যাইতে পাইক সাজে তরাতরি।
চরণে ধরিয়া কান্দে যার যেই নারী॥
পাইকনগরে হৈল মহাকোলাহল।
রমণী না ছাড়ে পতি যাইতে সিংহল॥
সাধুর আদেশে পাইক রহিতে না পারে।
কাণ্ডার সহিতে পাইক সাবহিতে লড়ে॥
কাণ্ডারেরে সম্বোধিয়া সাধুর নন্দন।
সজল নয়ান হইয়া জানাএ কাবণ॥
ধনপতি বোলে কাণ্ডার শুনহ কারণ।
ভূপতির আদেশে যাইমু সিংহলপাটন॥
কাণ্ডার প্রধান তুহ্মি এহা জানি ভাল।
কোন দৈর্ব্ব লাভালাভ কহত সিংহল॥
চকিত হইয়া কহে কাণ্ডার বুঢ়ন।
তোহ্মার পিতা গিছে মাত্র সিংহলপাটন॥
দুরন্ত সিংহল সাধু কি কহিমু আর।
সে সব বিক্রম কিছু না আছে আহ্মার॥
সিংহলের লাভালাভ না জিজ্ঞাস মোরে।
উজানি কাঞ্চনমএ যদি আইস ঘরে॥
লোহা সীসা লঅ সাধু যথ বাস মন।
এহার বদলে পাইবা নির্ম্মল কাঞ্চন॥*
গুয়াফল লঅরে সাধু কি কহিমু আর।
এহার বদলে পাইবা গজমতি হার॥
ঘৃণা তেজি লঅ সাধু পাটের পাছরা।
এহার বদলে পাইবা মুকুতার ছড়া॥
পারাবত লঅরে সাধু যে আছে ধবল।
এহার বদলে পাইবা চামর গঙ্গাজল॥
বংশের কামান লও তথা অতি সুচারু।
এহার বদলে পাইবা চন্দন দেবদারু॥[১]
নানান দৈর্ব্ব লঅ সাধু ডিঙ্গা ভরা ভরি।
লইতে উচিত হএ বানিয়া পশারী॥

দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুস্থতে ভণে রবিস্থতের ভএ॥

হরিরাম॥ ধু॥

কাণ্ডারের বচনে সাধু সানন্দিত মন।
ডাক দিয়া আনিল দৈবজ্ঞ সোনাতন॥
নমো বিবস্বতে বলি কহ° শুভদিন।
দৈবজ্ঞে শুনাএ পাজি হইয়া প্রবীণ॥
সাধু বোলে জ্যোতির্ব্বেদ শুনরে কারণ।
সিংহলে যাইতে আজি চাহ শুভদিন॥
শাস্ত্রেতে কোবিদ তুহ্মি অতি বিচক্ষণ।
প্রসাদ পাইবা ভাল চাহরে কারণ॥
দৈবজ্ঞ সাধুর বাক্যে ভূমে দিল রেখী।
খেনে খেনে অঙ্ক পাড়ে খেনে মাত্র দেখি॥
গণিআ চাহিল তান অনিষ্ট সকল।
দৈবজ্ঞে নিষেধে সাধু যাইতে সিংহল॥
দেবীপদে রামদেবে করিয়ে ভকতি।
চাহে জন্মে জন্মে রাঙ্গা পদে মতিস্থিতি॥

ভৈরব রাগ।

আজু না যাইঅ সিংহল শুন সদাগর।
গেলে দৈবযোগে না আসিবা ঘর॥ ধু॥

না যাইঅ সিংহলে সাধু বাক্য শুন মোর।
পঞ্চম মঙ্গল সাধু গণিলুম তোর॥
সর্ব্বদাএ সিংহলে পাইবা অপযশ।
জন্মস্থ হইল গুরু ভানু যে দ্বাদশ॥
আর এক দেখম শুন মহাশএ।
অবশ্য পাইবা তুহ্মি জলেত ভএ॥

তিথি বার দগ্ধা আর মাস দগ্ধা হয়।
আজুকা গমনে সাধু জীবন সংশয়॥
এই সব শুনিয়া জ্বলে সাধুবর।
কথাতে বৈস বেটা কথা তোর ঘর॥
পাজি পোথা কেনে বহ ভার।
তোর বচন চাতুরি ছাড়॥
শাস্ত্র পঠিছ তুই মনেত না লএ[১]।
জলধি বাহিআ যামু তাতে কিবা ভএ॥
যে ভাব অবুধ সে নহি মুই[২]।
অনিষ্টসূচক আর না করসি তুই॥
সাধুর ইঙ্গিতে যত গাবরের ঠাট।
ঢেক্কা মারি যতিষারে[৩] নিল রাজবাট॥
দেবীর চরণপদ্ম ভাবি মনে মনে।
দ্বিজ রামদেবে তথি এহ রস ভণে॥

রাগ ভৈরববৃষ্টি।

বাণিজ্যে ভেল মোব গোবিন্দের নাম।
পাইবা পরম পদ রহ এক ঠাম॥
আরের বাণিজ্যে ভাই লবঙ্গ সুপারি।
আহ্মার বাণিজ্যে বোল হরি হরি॥
যো বনে সিংহ বাঘ বাটোআর।
ছো বনে রাম নাম রাখোআর॥
কহে কবি রামদেবে রাম সাথী।
আওত আওত না পুছ জগাতি॥ ধ্রু॥

ধনপতি বোলে শুন পাইক কাণ্ডার।
সপ্ত ডিঙ্গা সাজাইয়া তোলরে সম্ভার॥
না জানিছ উজানিতে দুরন্ত রাজন।
যাইতে সিংহলে ব্যাজ কর কি কারণ॥

হেলা দিয়া ঠেলা মারি ডিঙ্গা লামাএ জলে।
পাটনসম্ভার যথ তোলে কুতূহলে ॥
লবঙ্গ স্থপারি তোলে গুঞ্জা রাশি রাশি।
ঘৃত তৈল মধু কথ সহস্র কলসী ॥
কথ লক্ষ ভার তোলে পক্ক নারিকেল।
ডোলেতে মাপিআ তোলে যথ জাতি ফল ॥
জয়পত্রী জিপত্রি হিঙ্গুল তোলে ছালা ছালা
ডিঙ্গার উপরে বান্ধে মরিচের গোলা ॥
বাছি বাছি তোলে কত বিশাল্ কামান।
থরে থরে পাতি রাথে করিআ সন্ধান ॥
শর্করা সিন্দূর তোলে তলে দিয়া ভরা।
নানা অস্ত্র তোলে খড়্গ ডাবুস ঝগড়া ॥
সিংহলের সাজ তোলে কহিতে না পারি।
স্নান ভোজন সাধু করে তরাতরি ॥
দুই পাশে কান্দে সাধুর দুইত রমণী।
সিংহল গমনে যাত্রা করে সাধুমণি ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুস্থতে ভণে রবিস্থতের ভএ ॥

কামোদ রাগ

অরে প্রাণের নাথ না যাইঅ রহ মধুপুরী[১]।
গেলে পুনি না আসিবা প্রাণনাথ ফিরি ॥ ধু ॥

চান্দ মুখ হেরি কান্দে রাধা সোহাগে আগলি
কেহ কান্দে ভূমি দিয়া গড়ি।
সঘন করুণ নাদে গোকুলসমাজ কান্দে
কেহ কান্দে চরণেত ধরি ॥

রথ ঝাপে কোন সখী বন্ধুরে তিলেক দেখি
কেহ কান্দে পাছে পাছে ধাএ।
ফিরিয়া না চাহে বঁধু কান্দে যথ ব্রজবধূ
কেহ কেহ পড়ে গিআ পাএ॥
বাছুরে না পিএ খির না চলে যমুনার নীর
কান্দে ধেনু তৃণ নাহি খাএ।
বন্ধুর গমন নহে বাধা দৈবে মরিব রাধা
দ্বিজ রামদেবে এহ গাএ॥ ধু॥

সুহৃদ সম্ভাষে সাধু আখির বহে নীর।
যাত্রা সঙ্কলিয়া হইল পুরীর বাহির॥
গমনকালেতে দেখে অনিষ্ট সূচন।
শূন্য কুম্ভ লইয়া আইসে সীমন্তিনীগণ॥
দক্ষিণে[১] শ্রীগালি দেখে অনুপাম যাএ।
তৈলের পসারি দেখে ডাকিআ বেড়াএ॥
বাদিয়াএ সর্প ধরি সম্মুখে খেলাএ।
বানরিআ ওঝাগণ বানর নাচাএ॥
এহি সব দেখি সাধু না ভাবে অন্তরে।
হালিয়া ঢলিয়া[২] গেলা ভ্রমরার তীরে॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

হরিরাম॥ ধু॥

দুরন্ত সিংহলে পতির জানিয়া গমন।
তখনে চণ্ডিকা পূজে হইয়া সাবোধান॥
ব্রতের সম্ভারে রামা পূজে দশভুজা।
প্রত্যক্ষ হইয়া মাতা লৈলা তান পূজা॥
পাদ্য[৩] অর্ঘ্য দিতে গেলা লহনা কামিনী।
খুলনারে না দেখিয়া পুছে সাধুমণি॥

লহনাএ বোলে প্রভু না জিজ্ঞাস মোরে।
খুলনার মনের কথা কেবা কহিতে পারে
লহনার সন্ধান বাক্যে জ্বলে সাধুবর।
পলাটিয়া গেলা সাধু পুরী অভ্যন্তর ॥
খুলনারে দেখে সাধু পূজার সম্ভার।
বামপদে ঠেলে ঘট দেবী চণ্ডিকার ॥
হাহা করি ধরে রামা পতির চরণ।
পুনরপি ঘট স্থাপে করিয়া বন্ধন ॥
দণ্ডবতে দেবীপদে করি পরিহার ॥
পতিরে ভৰ্শিয়া বোলে বিবিধ প্রকার ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুস্থতে ভণে রবিস্থতের ভএ ॥

ভাটিয়াল রাগ।

প্রভুরে মজ্জাইলে হইয়া অহঙ্কার।
এবে সে জানিলুম ঘরে না আসিবা আর ॥ ধু ॥

যে ঘটে চণ্ডিকা পূজে দেব স্থরপতি।
সে ঘট লঙ্ঘিলা তুহ্মি হইয়া তুর্ম্মতি।
জানিলুম চণ্ডিকা রোষ বাড়াইলা প্রবীণ।
তোহ্মার বামপদে হইব স্থুল নয়ান মলিন ॥
এ বলিয়া দেবীপদে করএ স্তবন।
কজ্জল সিন্দূর মোর না করিঅ হীন ॥
মুই অপরাধী মাতা তোহ্মার চরণ।
লাঞ্ছনা করিঅ পতি রাখিঅ জীবন ॥
দ্বিজ রামদেবে এহ গাএ।
তুর্গা রেণু করি রাখ রাঙ্গা পাএ ॥

হরিরাম ॥ ধু ॥

খুলনার কাকুতি শুনি সাধুর নন্দন ।
অট্ট অট্ট হাসে সাধু করি বিদ্রূপণ ॥
ধনপতি বোলে প্রিআ কহ মোরে সার ।
কোন হেতু কারে ভাব মাগ পরিহার ॥
শুনরে অবোধ রামা না হইঅ আকুল ।
উঝটী লাগিছে পদে তে কারণে স্থূল ॥
অকস্মাতে ছিন্ন কুটা লাগিছে প্রবীণ ।
তে কারণে বাম আখি হইছে মলিন ॥
এহার বৃত্তান্ত আহ্মি ভাল মতে জানি[১] ।
কি করিতে পারে মোরে চণ্ডিকা রমণী ॥
অবোধ অবলা তুহ্মি মনে নাই জ্ঞান ।
কেন হেন কর তারে এতেক সম্মান[২] ॥
জানিল পতির রামা সঙ্কট প্রমাণ[৩] ।
করজোড়ে কৈল্ল রামা পাদ্য অর্ঘ্য দান ॥
তথাতে জানিআ পতির সঙ্কট অপার ।
গর্ব্বের সন্দর্ভ কথা জানাএ আপনার ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

মল্লার রাগ[৪] ।

করোম নিবেদন শ্যাম বন্ধু করোম নিবেদন ।
তুহ্মি বিনে আহ্মিসবের শমন শরণ ॥
গগনেতে বরিখএ সুরধনি ধার ।
জগত করিলা বৈরী পীরিতি তোহ্মার ॥
অনুক্ষণ মনে মোর করে সব জ্বালা ।
তোমার বিচ্ছেদে রাধা জিমু কত কাল ॥
গোবিন্দদ্বিজে বোলে রাধা কেন বাস ভএ ।
প্রকাশ করিব কালাচান্দের ওদএ ॥ ধু ॥

খুলনাএ বোলে প্রভু করি নিবেদন।
আহ্মার পঞ্চম মাস গর্ব্ভের লৈক্ষণ॥
না জানি কি ফল ধরে আহ্মার ললাটে।
না হইলে তেজিতুম প্রাণ তোহ্মার নিকটে॥
ধনপতি বোলে প্রিয়া এ বড়ি মঙ্গল।
পূর্ণিত হইল মোর অভীষ্ট সকল॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

হরিরাম॥ ধু॥

এ বলিয়া লিখে পত্র সম্বোধিআ জায়া।
কৈন্যা হইলে থুইঅ নাম দেবী মহামায়া॥
যদি সে কুমার জন্মে অদিষ্ট বিশেষ।
শ্রীয়পতি থুইঅ নাম আহ্মার আদেশ॥
যদি সে সিংহল মোর হয় চিরকাল।
মোর অন্বেষণে পুত্র পাঠাইঅ তৎকাল॥
পত্র সহ হেমাঙ্গুরি দিয়া রামা তরে।
হরেরে স্মরিআ সাধু চড়ে মধুকরে॥
দ্বিজরামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

বেলোয়ার রাগ।

যাইবা যাইবা কালা দিব বাধা।
দৈবে মরিব আহ্মি অভাগিনী রাধা॥
মথুরাএ যাইবা বন্ধু না আসিবা আর।
রাধার হইল কেবল দিবস আধার॥
নেত্র বর্ত্তমানে রাধা হইলুম অন্ধল।
পাপিষ্ঠ কপালে মোর এই ছিল ফল॥

দ্বিজরামদেবে বোলে রাধা ঠাকুরাণী।
যাইব মথুরাএ কালা দিব আনি॥ ধু॥

খুলনা জানিল পতি হইব অদর্শন।
করুণা বিলাপে কান্দে ধরিআ চরণ॥
দোহোরি মোহারি বাজে দগড় বিশাল।
পাইক কাণ্ডার উঠে ডিঙ্গাতে তখন॥
রৈঘর বসিয়া সাধু দিল বাহু লাড়া।
বাহ বাহ বলিআ চৌদিগে পড়ে সাড়া॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুস্থতে ভণে রবিস্থতের ভএ॥

অ মোর সোন্দররে প্রাণনারে হএ॥ ধু।

প্রথমে তুলিল ডিঙ্গা সিংহলপাগল।
শত বিঘা শুধিয়া[২] যায় সমুদ্রের জল॥
দ্বিতীয়ে মেলিল ডিঙ্গা নক্ষত্রমণ্ডল।
যাহার প্রসাদে সাধুর বৈভব সকল॥
তৃতীয়ে মেলিল ডিঙ্গা নাম শঙ্খচুর।
চলিতে স্থধিআ যাএ সমদ্রের মুর॥
চতুর্থে মেলিল ডিঙ্গা নাম গুয়ারেখী।
যার আগে বসিআ রাবণলঙ্কা দেখি॥
পঞ্চমে মেলিল ডিঙ্গা নামে উদয়তারা।
গজবাজী সবে দিছে তার তলভরা॥
ষষ্ঠমে মেলিল ডিঙ্গা নাম ভানুমতী।
দেখিতে দেখিতে ডিঙ্গা চলে বায়ুগতি॥
সপ্তমে মেলিল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
কাঞ্চন রৈঘরে তথা আছে সাধুবর॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

হরিরাম ॥ ধু ॥

ভ্রমরার বাক সাধু এড়িল বাহিয়া।
ইছানীর বাক সাধু উত্তরিল গিআ ॥
কমলাপুরে বাক বাহে অভ্যাহতি।
চক্রঘাটার বাকে সাধু হৈল উপনিতি ॥
চক্রঘাটার বাক সাধু এড়িল বাহিয়া।
যুগিনীর বাকে সাধু উত্তরিল গীআ ॥
খুরাখালির বাক সাধু বাহে অব্যায়তি।
ব্রহ্মপুর বাকে সাধু হইল উপনিতি ॥
পদ্মাবতী বাক সাধু এড়িল বাহিয়া।
মকুবপুর বাক সাধু উত্তরিল গিয়া ॥
নানান বিষম বাক তরী অবহেলে।
সপ্ত ডিঙ্গা সমে নামে প্রয়াগের জলে ॥
কাণ্ডারে বোলে সাধু এহি তীর্থযুবরাজ।
যেমন উচিত হএ কর ধর্ম্মকাজ ॥
দেবীপদসরোজসসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুস্থতে ভণে রবিস্থতের ভএ ॥

স্থহি ভৈরব রাগ।

পাপে লেপিত ভেল অঙ্গা।
নয়ানে না দেখিলুম গঙ্গা ॥
হরিপদে মনে তেরি বঙ্কা।
নিকট হইল শমন শঙ্কা ॥ ধু ॥

তীর্থরাজ পাইয়া সাধু সানন্দিত মন।
ডিঙ্গা ছাপাইয়া করে স্নান তর্পণ ॥
কনক অঞ্জলি দিয়া গঙ্গার চরণ।
একমনে স্তব করে সজল নয়ান ॥

তিনগুণময়ী পতিতপাবনী।
অবিরত শিবে তোহ্মা ধরে শূলপাণি ॥
ভূপতিব আদেশে যাই দুরন্ত সিংহলে।
জলধি তারিয়া মোরে নেঅ অবহেলে ॥
স্নান সঙ্কলিয়া তবে উঠিল তখন।
পাইক কাণ্ডারে করে রন্ধন ভোজন ॥
ভোজন সঙ্কলিয়া সাধু চড়ে মধুকরে।
পুনরপি সপ্ত ডিঙ্গা মেলে কুতূহলে ॥
ত্রিপিনির বাক সাধু এড়িল বাহিয়া।
সাগরসঙ্গম বাকে উত্তরিল গিয়া ॥
ডিম তণ্ডুল দিল সাগবের পাএ।
প্রাণরক্ষা হেতু স্তবে সাগরের পাএ ॥
অপাঙ্গনিধি জলনিধি আর কলানিধি।
বারাঙ্গ দারুধি আর সাগর জলধি ॥
সাগবেব দশনাম মনেতে জপিআ।
স্তবিল সাগরপদে কবজোড় হইয়া ॥
সাবোধানে বাহে ডিঙ্গা পাইক কাণ্ডার।
অপার সাগরে ডিঙ্গা করিল সঞ্চার ॥
সাগর কল্লোলে সাধু সানন্দিত মন।
নক্ষত্র দেখিয়া ডিঙ্গা খেয়াএ তখন ॥
জলমাত্র দেখে সাধু নাহি স্থল চিন।
অপার সাগরে ডিঙ্গা বাহে কতদিন ॥
তরঙ্গ অগাধ সাধু তরে অবহেলে।
সপ্তডিঙ্গা সমে নামে মগরার জলে ॥
তখনে জগত মাতা কৈলাস শিখর।
সখী সঙ্গে পাসা খেলে আনন্দ নির্ভর ॥
পলটি চাহিলা মাতা মগরার মাঝ।
অভয়া দেখিল সাধুর ডিঙ্গার দোল গাছ ॥
চণ্ডিকা বোলে পদ্মা দেখ কুতূহলে।
তরু সবে গতি করে মকরার জলে ॥

হাসিয়া বলিল পদ্মা তুর্গার চরণ।
ধনপতি সিংহলেতে করিছে গমন॥
সপ্তডিঙ্গা সনে যাএ করি নানা সাজ।
তরুবর নহে মাতা ডিঙ্গার দোল গাছ॥
পদ্মার বচনে মাতা জ্বলিয়া তখন।
কুপিত আনলে যেন জ্বলিল তখন॥
ক্রোধ করি ধনপতি করিতে সংহার।
পদ্মার সহিতে করে মন্ত্রণা অপার॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদএ চিন্তিয়া তুর্গার চরণকমল॥

হরিরাম॥ ধু॥

তরাতরি দিআ তবে সখীভাগ লড়ে।
সিংহে চড়ি আইল মাতা সাগবের তীরে
তীরে রইআ মেঘরাএ করিল স্মরণ।
বায়ু সঙ্গে মেঘসৈন্য করাইল মিলন॥
অভয়ার আদেশ জানি চলে মেঘঠাট।
পবন সহিতে আইল মগরার বাট॥
তুর্গার চরণ বন্দি জলদরাজন।
যুগপানি জিজ্ঞাসএ আদেশ বচন॥
দেবীপদে রামদেবে করিয়ে প্রণতি।
জন্মে জন্মে রাঙ্গা পদে থাকে মনস্থিতি॥

সুহি সিন্ধুড়া রাগ।

শুনহ পুত্র জলধ আবর্ত্ত—
মোর তুঃখ শুনরে অপার।
শুন জলদরাজ সাধএ মায়ের কাজ
হৃদিশূল উদ্ধার আম্মার॥

স্বরাস্বর দেবরাজে যে ঘটে আহ্মারে পূজে
সেই ঘট করিছে লঙ্ঘন।
ধনপতি সদাগর দুরন্ত সিংহল স্থল
অবহেলে করিছে গমন॥
দেখি মুই কুতূহলে মজ্জাইয়া মগরার জলে
সপ্তডিঙ্গা করিমু সংহার।
খুলনির সিন্দূর হীন দেখি পাছে হএ মলিন
প্রাণমাত্র রাখিবা তাহার॥
ভাবিয়া দেবীর পাএ দ্বিজ রামদেবে গাএ
অধমে মাগম এহি ধন॥

সিন্ধুড়া রাগ।

বিনোন্দবাসী কী বলিব আর।
কুলশীল নিয়া রাখ জীবন রাধার॥
গকুলের মাঝে কার পরাণে দিছ হানা।
রাধার জীবন বধে চাতুরি আপনা[১]।
কহিলে করুণা নাহি ভজিলে নাহি ওর।
দ্বিজ রামদেবে বোলে একি দৈব তোর॥ ধু।

এহি মাত্র আজ্ঞা পাইল জলদরাজন।
হাসিআ দুর্গার পদে করে নিবেদন॥
প্রবল অস্বরগণ বিনাশিছ যে।
সাধুর লাঞ্ছন হেতু চিন্তা পাঅ সে।
হেন অপরাধী সাধু তোহ্মার চরণে।
তারে কি আদেশ মাতা রাখিতে জীবনে॥
পুনরপি আজ্ঞা কর জগতজননী।
জলধি করিয়া এড়োম নগর উজানি॥

কোপেতে জ্বলিয়া মুই বড়হি অস্থির।
জলধিতে ছিড়ি ফেলাম ধনপতির শির॥
চণ্ডিকাএ বোলে পুত্র তুহ্মি বলবান।
যেনমত হঅ তুহ্মি জলদপ্রধান॥
খুলনির পরিহারে ক্ষমিলুম সকল।
এক ডিঙ্গা রাখ তার যাইতে সিংহল॥
মেঘরাজ চণ্ডিকার পাইআ অঙ্গীকার।
গর্জ্জিয়া উঠিল মেঘ লইয়া পরিবার॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

মল্লার রাগ।

আবর্ত্ত জলদরাজ আবরে গগন মাঝ
সঙ্গে লইয়া ধরাধরগণ।
সম্বর্ত্ত বিবর্ত্ত[১] আইল দেবী গগন ছাইল
গর্জ্জে মেঘে কাপে ত্রিভুবন॥
আনল পড়িছে যেন অগ্নিকোণেতে দেখি তেন
সঘনে ঝঙ্কারে সৌদামিনী।
উঠিল হায়ন[২] মেঘা নৈঋতেতে দিয়া দেখা
ঘন ঘন বরিখে ঝিমানি॥
শ্যামলা ধবলা নীলা যে মেঘে বরিখে শিলা
বায়ু কোণে উঠে অকস্মাৎ।
উঠে মেঘ আন্ধারিয়া ঈশানে গর্জ্জন দিয়া
করি সঘন বজ্রাঘাত॥
আবরে পুষ্কর ঠাটে গর্জ্জনে গগন ফাটে
ঢালে জল মুষলের ধারে।
বায়ুবেগে ঘন ঘটা চলিতে দারুণ ঠাঠা
ভূধরশিখর ভাঙ্গি পড়ে॥

ঝাঞ্ঝা মারুত যথ বহে ঊনপঞ্চাশত
ভাঙ্গিল প্রবাস সৌধঘর।
দারুময় গৃহ ছিল প্রথমে উড়াইয়া নিল
উপাড়ি ফেলাইল[১] তরুবর ॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা ॥
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইয়া ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা ॥

কাতরি তরঙ্গি রাগ।

ডিঙ্গা বাহরে ও প্রাণ ভাইরে ডাকিয়া আকুল সদাগর।
ভালহি প্রলয় করি আইল জলধর ॥ ধু ॥

কাণ্ডারেরে ডাক দিআ বোলে ধনপতি।
বুঝিতে না পারি আহ্মি জলধির নীতি[২] ॥
রৈঘর উঠিআ সাধু পরিত্রাহি ডাকে।
অঘোর দুর্দ্দিনে বিধি ঠেকাইল বিপাকে ॥
ঘোর অন্ধকার হইল না দেখি শরীর।
পবনে ভ্রমএ ডিঙ্গা জলে নহে স্থির ॥
জলধি উথলি উঠে তরঙ্গ বিশাল।
গগনে তুলিয়া ডিঙ্গা আছাড়ে পাতাল ॥
বাহরে গাবর ভাই দাড়ে ভর দিয়া।
কাঞ্চন বলয় দিমু রতনে জড়িয়া ॥
ঠেকিলুম নিদান দিনে কি কহিমু ভাই।
মগরা[৩] তরিলে দিমু গায়ের কাপাই ॥
কাণ্ডারে বোলে সাধু কিনা ভাব তাপ।
এবেনি বুঝিয়া পাইলাম সিংহলের লাভ ॥
সাধুরে তর্জ্জিয়া কাণ্ডার বুদ্ধিতে কুশল।
নাএ নাএ ভিড়ি বান্ধে লোহার শিকল ॥

বাহিতে লাগিল সাধু সাগরের জল ।
মগরা আসিয়া ডিঙ্গা মজিল সকল ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল ।
হৃদয়ে চিন্তিয়া দুর্গার চরণকমল ॥

ভাল বীর রাম রাজা অরে হএ ॥ ধু ॥

মেঘরাজে বোলে বায়ু তোরা পশুসব ।
বোল কী সাধুর ডিঙ্গা কৈলা পরাভব ॥
অবোধ জলদসব এথা[১] হৈতে গেলা ।
চণ্ডিকার কর্ম্মে বুঝি কর অবহেলা ॥
রাজার তর্জ্জনে জ্বলে জলদরাজজন ।
এক চাপে শিলা বৃষ্টি করে ঘন ঘন ॥
প্রবল বায়ু বহে অতি ঘোরতর ।
প্রথমে উড়াইয়া নিল কাঞ্চন রৈঘর ॥
ছট ছটি দিয়া ছিড়ে লোহার ছিকল ।
কাণ্ডারে ডাকয়ে সাধু হইয়া বিকল ॥
ছুটিয়া পবন বহে করে থাক থাক ।
ভ্রমাইআ ভ্রমাইআ ডিঙ্গা পেলাএ নিয়া পাক
তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া আইল তরঙ্গ বিশাল ।
গগনে[২] তুলিয়া ডিঙ্গা পাছাড়ে পাতাল ॥
ঘন ঘন বজ্রাঘাতে ভাঙ্গে যেন গাছ ।
সপ্ত ডিঙ্গা ডুবে মগরার মাঝ ॥
একে মজ্জে ডিঙ্গা মকরার জলে ।
অন্তরীক্ষে থাকি দুর্গা দেখে কুতূহলে ॥
মধুকর ডিঙ্গা বাহে কাণ্ডার বুঢ়ন ।
এহা দেখি রুষিলেক জলদরাজন ॥
আনল বরিছে যেন জ্বলিয়া অস্থির ।
বজ্রাঘাতে উড়াইল ডিঙ্গার আগানির ॥
বায়ুবেগে ভাঙ্গিল ডিঙ্গার দোলন[৩] গাছ ।
মাস্তুল ফেলায় নিয়া মগরার মাঝ ॥

অর্দ্ধভাগ তরঙ্গে ঝাপিল মধুকর।
জীবন তরাসে সাধু কাপে থর থর॥
দুর্গার আদেশ জানি জলদ পবন।
কূলে নিয়া মধুকর মজাএ তখন॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

করুণা ভাটিয়াল রাগ।

ভাসেরে ডিঙ্গা লোকে সাধুরে পাড়ে গালি।
সিংহলে আসিয়া সাধু রসাতলে গেলি॥
সুমতি সাধুরে আজি কুমতি পাইল।
বিধাতা বিমতি অতি ডিঙ্গা চালাইল॥
কেহ কেহ কাণ্ডার ধরি চুবাইয়া মারে।
পাতা জাল ভর করি কেহ কেহ তরে॥
কেহ কেহ জল মধ্যে পড়িআ সাতারে।
তরঙ্গ আসিয়া তারে ডুবাইয়া মারে॥
ভাই বোলে কেহ কেহ বোলে বাপ।
ভাসিতে ভাসিতে কেহ করএ বিলাপ॥
কেহ কেহ বোলে না দেখিলুম পোলা।
কান্দেরে ভাঙ্গরা পাইক ভিজিল ছালা।
ভাসিল ডিঙ্গার লোক নাহি সমাধান।
জলধি ভরিয়া ভাসে খাগের সমান॥
দ্বিজ রামাদেবে বোলে দেবীর চরণ।
এথ জীব প্রাণে মরে তোহ্মার কারণ॥

মল্লার রাগ।

কি আর বলিমু মুই কেবা নিব তারি।
ডুবিলুম ডুবিলুম ভবে না ভজিলুম হরি[১]॥
দেহ পাইয়া মর্ত্ত্যসুখে ভুলিয়া রহিলুম।
জলধি ভরিয়া ঘাটে ডিঙ্গা ডুবাইলুম[২]॥

রামদেবে বোলে ভাই শুনরে বাসনা।
অখনে ভাবসি কেনে খাইছ আপনা॥ ধু॥

কূলেতে উঠিয়া সাধু কিঞ্চিৎ উল্লাস[১]।
মগরাএ মজ্জাইল ডিঙ্গা হইল সর্ব্বনাশ॥
তখনে করুণাময়ী জলদ পবন।
তুলিয়া অভয় বর করে নিবারণ॥
মগরা হইল শান্তি জলে দিল ভাটা।
সিংহলে যাইতে সাধু মনে মনে আটি[১]॥
কাণ্ডারে বোলে সাধু শুন হিত বাণী।
এবেহ পলটি চল নগর উজানি॥
ধনপতি বোলে কাণ্ডার না বলিঅ মোরে।
কি বলি সমুখ হইমু ভূপতিগোচরে॥
দৈব বিপরীত সাধু হিত নাহি ধরে।
ভগ্ন পাইক যত ছিল তোলে মধুকরে॥
কাণ্ডারের বাক্যে সাধু হইল বিকল।
মধুকরে চড়ি সাধু চলিল সিংহল॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

হরিরাম॥ ধু॥

মগরার বাক সাধু এড়িল বাহিয়া।
সর্প মোড়ার বাকে উত্তরিল গিয়া॥
সর্প মোড়ার সপ্ত বাক এড়ি অব্যাঅতি।
জলৌকার বাক সাধু হইল উপনিতি॥
ডিঙ্গা দেখী জলৌকা রুষিল খরতর।
খেআএ না চলে ডিঙ্গা কাপে মধুকর॥
তখনে বুঢ়ন কাণ্ডার বুদ্ধিতে নিপুণ।
দুই পাশে ডিঙ্গার ঢালি দিল চুন॥

চুনের পরশে জন্তু ডিঙ্গা ছাড়ি দিল।
প্রকাশ পাইয়া ডিঙ্গা খেয়াইয়া দিল॥
জলৌকার বাক সাধু এড়িল বাহিয়া।
কাখরার বাকে সাধু উত্তরিল গিয়া॥
ডিঙ্গা দেখি কাখরা রুষিল খরতর।
আগাপাছা ধরিয়া গ্রাসিল[১] মধুকর॥
তখনে বুঢ়ন কাণ্ডার বুদ্ধিতে কুশল।
আনলে দহি তবে ভাসাইল ছাগল॥
তিলমাত্র কাখরা পোড়ার গন্ধ পাইল।
ডিঙ্গা তেজি পোড়া ছাগল[২] গ্রাসিয়া লইল[৩]॥
এহি মাত্র পরকাশ পাইল সাধুবর।
তরাতরি খেওয়াইয়া বাহে মধুকর[৪]॥
কাখরার বাক সাধু এড়ে অবহেলে।
দামঘাটার বাক সাধু সেই কালে মিলে॥
দামে আচ্ছাদিয়া রহিছে জলধি প্রখর।
গজ গণ্ডা চরে মহিষ শুকর॥
এহা দেখি সদাগর ভাবিআ তরাস[৫]।
বুঢ়ন কাণ্ডার করে বুদ্ধির পরকাশ॥
তীক্ষ্ণ খড়্গ বান্ধি দিল ডিঙ্গার আগশিরে।
দাম কাটি চলে ডিঙ্গা খেয়াএ নির্ভরে॥
দামঘাটার বাক সাধু এড়িল বহিয়া।
কৌড়িধ জলধি বাকে উত্তরিল গিয়া॥
কবর্দ্ধ ফালাএ ডিঙ্গার চারিধারে।
এহা দেখি সদাগর সম্বোধে কাণ্ডারে॥
দেখরে বুঢ়ন কাণ্ডার হের দেখ আসি।
সাগরে সফরি মচ্ছ ফালাএ রাশিরাশি॥
কাণ্ডারে বোলএ সাধু তুহ্মি শিশুমতি।
পুঠি মচ্ছ নহে জলে কবর্দ্ধ সংহতি॥
কাণ্ডারের বচনে সাধু পাতে নানা সন্ধি।
জোআরে বেরিআ দ্বীপ কৈড়ি কৈল বন্দী॥

পুরুষ প্রমাণ খনে শতেক ধীবর।
কবর্দ্ধ কুপিআ খেআএ মধুকর ॥
কৌড়িধ জলধি বাক এড়িল বাহিয়া।
শংখ জলধির বাক উত্তরিল গিআ ॥
জোআর বহিআ গেল গাঙ্গে দিল ভাটা।
শংখবৃন্দ খেলাএ ডিঙ্গার চারি গাটা ॥
এহা দেখি সদাগর চিন্তিত অন্তর।
শংখের সন্দর্ভ কথা গোচরে কাণ্ডার ॥
হরষিত হইয়া সাধু পাতে নানা সন্ধি।
জোআরে বেরিআ দ্বীপ শংখ করে বন্দী ॥
তট অনুসারি খুলে[১] শতেক ধীবর।
শংখ বিন্দু কোপিয়া খেআএ মধুকর ॥
শংখ জলধি বাক এড়ে সাধু কুতূহলে।
বায়ুগতি গেল ডিঙ্গা কালিদহের জলে ॥
সাধুর জানিয়া গতি দেবী মহামাএ।
সাধুরে লাঞ্ছনা দিতে প্রলাপ দেখাএ ॥
কালিদহ কমলদলে বসিয়া জননী।
গজরাজ সংহারিয়া রহিছে পদ্মিনী ॥
এহা দেখি ধনপতি ভএ চমকিত।
কাণ্ডারেরে সম্বোধিয়া জানাএ ত্বরিত ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

মল্লার রাগ।

কাণ্ডার হে দিষ্টি কর কালিদহের বারি[২] ॥ ধু ॥

কমলকোরকদলে কামিনী বসিয়া হেলে
গজরাজে সংহারে পদ্মিনী।
কি যে দেখি অপরূপ বিদরে আম্ভার বুক
যেন দেখি হিমালয়নন্দিনী ॥

কমলে কমলমুখী কমল যুগল আখি
কমলিনী কমলতরঙ্গে।
পাকাইয়া করিবরে গর্জ্জে রামা হুহুঙ্কারে
পেখি মন পড়ে মন ভঙ্গে[১] ॥
খেনে করিরাজ ধরি খেনে পাছারিআ মারি
খেনে খেনে গগনে উতারি।
ও কী বিস্তারিআ অতি ও কী ধরে মুখ পাতি
ওকী কি কমলে-কুমারী ॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদআশে মোহিত হইয়া ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা ॥

হরি রামরে হরে ॥ ধু ॥

সাধুর আদেশে কাণ্ডার দিআ তরাতরি।
কালিদহ জল দেখে নেহরি নেহরি ॥
সেইকালে মহামায়া মায়ার কারণ।
কমলেকুমারী কাণ্ডার না দেখে তখন ॥
কাণ্ডারের তরে সাধু সাক্ষী করে বার বার।
ভএ পাইআ তরাতরি খেদাএ মধুকর ॥
কালিদহ বাক সাধু এড়িল বাহিয়া।
চকিঘাটার বাকে সাধু উত্তরিল গিয়া ॥
চকির উচিত দিয়া করিল পয়ান।
সেই ঘাটে মধুকর করিল ছাপান ॥
কাণ্ডার সহিতে সাধু মন কুতূহলে।
সনিশ্বাসে উঠে সাধু দুরন্ত সিংহলে ॥
কোটাআল বোলে সাধু দোহাই রাজার।
অবিলম্বে নৃপ ভেট লইআ সম্ভার ॥
কোটাআল বোলে বাক্য সাধু রহিতে না পারে।
অসীম সম্ভারে গেল ভূপতিগোচরে ॥

উপাঅন দিয়া বন্দে ভূপতির চরণ।
পরিচয় দিয়া করে আত্মনিবেদন॥
ধনপতি সম্বোধিআ বোলে দণ্ডধর।
চিরদিনে উজানির দেখিলুম সদাগর॥
কেমতে তরিয়া আইলা প্রবল তরঙ্গ।
কোন বাকে কি দেখিলা কহরে প্রসঙ্গ॥
ধনপতি বোলে প্রভু করম নিবেদন।
ভালই বিস্মৃতি মোরে করাইলা স্মরণ॥
যেই বাকে যেই দেখিলুম তাহা নাহি গণি।
কাল কালিদহ কথা শুন নৃপমণি॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদয়ে চিন্তিয়া দুর্গার চরণকমল॥

মল্লার রাগ।

রাজারে কি দেখিলাম কালিদহ পানি।
নয়ানে দেখিলুম যে প্রত্যয় করিব কে
জীলে কি বিস্মরিব আহ্মি॥
সিন্ধুসুতাসুতদলে কমলিনী অবহেলে
করিবর সংহারে কুমারী।
করী রাখি করতলে ক্ষণে গরজিআ বোলে
ক্ষণে ক্ষণে আকাশে উতারি॥
ক্ষণে করী ধরি বোলে গগনে উড়াইআ পেলে
অবহেলে ধরে বামপাণি।
কী দেখিলুম কী দেখিলুম চিতে মুর্চ্ছিত হইলুম
মরমে রহিল রূপ জানি॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদআশে মোহিত হইয়া ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা॥

হরিনাম। ধু॥

সাধুর বচনে হাসে সিংহলের রাজ।
করতালি দিয়া হাসে সচিবসমাজ॥
ডণ্ডধরে বোলে সাধু বাক্য কহ[১] সার।
পরিণামে অবিনএ না লইয় আক্ষার॥
সাধু বোলে ডণ্ডধর সন্দেহ ভাব পুনি[২]।
কাণ্ডারেরে ডাকিয়া জিজ্ঞাস নৃপমণি॥
সাধুর বচনে তুষ্ট হইল দণ্ডধর।
কাণ্ডারেরে আনিবারে পাঠে নিশিশ্বর॥
আইল বুঢ়ন কাণ্ডার বুদ্ধিতে চতুর।
নৃপতি বলিয়া বৈসে পাতিয়া লগুড়॥
ভূপতি বোলেন কাণ্ডার কহ সত্য বাণী।
মিথ্যা হোতে ধম্মাধর্ম্ম জানহ আপনি॥
তুহ্মিত বাহিয়া আইলা কালিদহ পাঞি।
তুহ্মিনি কমলদলে দেখিলা কামিনী॥
কর্ণধারে বোলে তুহ্মি নরনারায়ণ।
এ শরীরে নাহি জানি প্রলাপ বচন॥
বারে বারে সাক্ষী মোরে কৈল সাধুমণি।
কমলে-কুমারী-করী না দেখিলাম আহ্মি॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

গান্ধার রাগ।

দুঃখ রৈলরে ও দুঃখ গেলনারে ভাই
সত্য মিথ্যা হইল জীবন নাই॥ ধু॥

এহি মাত্র শুনিয়া বলিল দণ্ডধর।
কোপেতে জ্বলিয়া রাজা ডাকে নিশিশ্বর

দেখরে কোটাআল তুহ্মি উজানী টেটন।
এমনি কহিছে বেটা প্রলাপ বচন ॥
ডিঙ্গার যতেক ধন তোলনি ভাণ্ডার।
বন্দী করি রাখ তারে নিয়া কারাগার ॥
পরিণাম বুঝি পরে কাটিমু তার শিরে[১]।
কেহ যেন এমনি মিথ্যা কভো নহি বোলে ॥
রাজার বচনে জ্বলি উঠে নিশিশ্বর।
সিংহে যেন গর্জ্জিয়া বোলে ধর ধর ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
দ্বিজ রামদেবে তথি অলি হৈয়া[২] রহএ ॥

সিন্ধুড়া রাগ।

মোর মোর করিলুম কিসের লাগিয়া।
না ভজিলুম হরিপদে আপনা খাইয়া ॥
সময় থাকিতে ভাই মনে না ধরিল।
অসময়ে কায্যনাশ মূলে হারাইল ॥ ধু ॥

উঠিল রাজার কোটায়াল দিয়া তরাতরি।
ফিরি ফিরি বসন কটিতে বান্ধে ভীড়ি ॥
কোপে জ্বলে কোটাআল দেখিতে ভয়ঙ্কর।
আনল বরণ গোপে করে ফড়ফড় ॥
দশনে দশন ভিরি যেন আইল কাল।
আপনে পরিতে বেশ ধাএ পবিবার[৩] ॥
প্রথমে সাধুরে ধরে দিয়া ঘাড়মোড়া।
আভরণ নিল কাড়ি পিন্ধন খাসা জোড়া ॥
রাজ আজ্ঞাএ সে সাধুর বান্ধে দুই করে[৪]।
অকারণে কোটাআল মার কেনে মোরে ॥
ঘোর অন্ধকার ঘরে সাধু চলি গেলা।
সারদাচরণ সাধু মনে করি হেলা ॥

অনেক লাঞ্ছনে সাধু কারাগারে গেলা।
মহা অন্ধকারে সাধু পড়িয়া রহিলা॥
কারাগারে রইল যদি সাধুর নন্দন।
খুলনা লইয়া কিছু শুনিবা কারণ॥
ভিন্ন ভিন্ন রূপে রামা গর্ব্ভের প্রকাশ।
একে একে সম্পূর্ণ হইল দশমাস॥
লহনা সতাএ তানে পালে সাবোধানে।
আদরে জিজ্ঞাসে তানে দয়ার কারণে॥
খুলনাএ বোলে দিদি কি বলিমু আর।
সদাএ খাইতে শ্রদ্ধা অমূল্য দ্রৈর্ব্ব সার॥
লহনাএ বুঝিলেক সতার ইঙ্গিত।
শাক আনিতে দুবা পাঠাএ তুরিত॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতেএ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

মল্লার রাগ।

বামেত বনাইআ কেশ ধরিয়া চেড়ীর ভেষ
ঠম˙ক ঠমকি চলে বাকে।
কথ লোক যাএ ঠেলি কার সঙ্গে গালাগালি
কনকের ডালা লইয়া কাকে॥
শাক তোলে দুবা চেড়ী ভ্রমি বেড়াএ বাড়ি বাড়ি
বসন কাছিয়া ভিড়ে অঙ্গে।
কলম দেখিয়া তোলে বাস্তক[১] ভাঙ্গিয়া ডালে
লঙ্গ পাইয়া তোলে রঙ্গে॥
আলবাষ ঘন তৌলি[২] কারসঙ্গে বোলা বোলি
পুতিকা তুলিল বনসাচি[৩]।
খুদ মারিস বাছি বাছি তোলে শাক তেলাকুচি
বাছিয়া তুলিল কাকমাছি॥

তুলিল রাঙ্গিমা গিমা মটরের করিল সীমা[১]
পালঙ্গ পাটুয়া তোলে বাছি বাছি।
ঢুলুআএ ভরিল ডালা চুয়ই করিয়া মেলা
আনন্দে তোলএ নাচি নাচি॥
জানি গুরুতর পাকে না তোলে বনজ শাকে
তরুণ পাইআ তোলে ঘুনা।
তুলিল মাঠোয়া ছোলা নানা শাক করি মেলা
সৈর্ষপ তুলিল তার ভুনা॥
মিশালে তুলিল বাইছা আর তোলে গাঙ্গসাইচা
মারিসা তোলে মনের হাসে।[২]
ফিরি ফিরি বলে বাত শাক তোলে নানা জাত
কতবা আপনা অবিলাষে॥
দ্বিজ রামদেবে গাএ ভাবিআ দেবীর পাএ
অধমে মাগম এহি ধন॥

রাম মোর স্বন্দররে প্রাণনারে হএ॥ ধ্রু॥

নানা শাক লইয়া ডুবা হইল উপনিতি।
হরিষে রন্ধন করে লহনা যুবতী॥
নানা শাক রান্ধে রামা ধনিয়া সম্ভারে।
শাকের সৌরভ লোকের মনেতে সাতারে॥
রোহিত কাতাল মৌৎছ রান্ধে মীনের রাজা।
লবঙ্গ জয়পত্রি দিয়া তাহা কৈল্ল ভাজা॥
পায়স পিষ্টক আদি সঙ্কলিআ পাক।
চেড়ী সম্বোধিয়া বোলে খুলনারে ডাক॥
কাঞ্চনের থাল দিল রজতের বেড়ি।
ভোজন করিতে চলে খুলনা স্বন্দরী॥
প্রথমেত পঞ্চামৃত করিল ভোজন।
শাকের ভোজন যত করিল তখন॥

আচমন সঙ্কলিয়া খাইল তাম্বুল।
গর্ব্ভের যাতনা রামার জন্মিল বহুল[১] ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

বড়াড়ী রাগ।

হরিরাম ॥ ধু ॥

খুলনাএ বোলে দিদি নিবেদি যে পাএ।
জঠরে কি হইল বেথা প্রাণ বাহিরাএ ॥
অগো দিদি আলো দিদি না ছাড়িঅ মোরে।
নিদানে ঠেকিলুম দিদি কহিহে তোহ্মারে ॥
কে আছে বান্ধব মোর কহিমু কার ঠাই।
তুহ্মি বিনে জীবনে মরণে বন্ধু নাই ॥
শির স্থির নহে মোর দেহ হইল ভার।
জনক জননী ছাড়ি না দেখিলুম আর ॥
খুলনার হইল যদি প্রসব যাতনা।
তখনে লহনা রামা করিল মন্ত্রণা ॥
সেই কালে দুবা চেড়ী হইল কুতূহলী।
ইঙ্গিতে ডাকিআ আনে সকল যে চেড়ী ॥
খুলনার যন্ত্রনা জানি জগতজননী।
কৈলাস ছাড়িয়া নামে নগর উজানী[২] ॥
ধরিল ব্রহ্মাণী বেশ হরের স্থন্দরী।
খুলনা সমীপে গেলা প্রবেশিয়া পুরী ॥
পদ্মহস্ত দিলা মাতা খুলনার শিরে।
গর্ব্ভের যাতনা দুঃখ সব গেল দূরে ॥
মিলিল সৌভাগ্য লগ্ন অতি চারু।
তৃতীয় ভুবনে পাপ কেন্দ্রগত গুরু ॥

যখনে তুঙ্গিত ছিল শুভগ্রহগণ।
তখনে প্রসবে রামা সাধুর নন্দন ॥
হরিষে চলিলা মাতা কৈলাস ভুবন।
জানিআ প্রকাশ শিশু মৃত্তিকা ভূষণ ॥
মঙ্গল আচার দীপ তখনে আছিল।
শ্রীমন্তিনীগণে সবে নাচিতে লাগিল ॥
দেব অংশে হইল শিশু দেখিতে বিশাল।
আজানু লম্বিত বাহু শ্রীকণ্ঠকপাল ॥
বিরাজে বিপুল পাণি নাভি বক্ষ স্থল।
বদনে নিন্দেছে ইন্দু নয়ানকমল ॥
টেলাঠেলি দিআ শিশু দেখে শিশুগণ।
লহনাএ দেখে শিশু প্রকাণ্ড বদন ॥
শিশুরে দেখিআ রামার হরষিত মন।
ব্রাহ্মণ ডাকি আনি জিজ্ঞাসে তখন ॥
পুরোহিত ডাকি আনি লিখাএ মহা॰ বীজ
রসনা শুধিআ শিশুর লেখে মহাবীজ ॥
চৌদিগে সৌভাগ্যবতী দিল জয়ধ্বনি।
অপার আনন্দে ভাসে লহনা কামিনী ॥
পুনি পুনি রামা সর্ব্বে করে জয়কার।
গর্ভস্নান করাইল সাধুর কুমার ॥
আনন্দে দুন্দুভি বাজে সাধুর ভুবন।
ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠী পূজে সানন্দিত মন ॥
চণ্ডিকা আসিয়া শিশুর করেন মঙ্গল।
চণ্ডিকা প্রভাবে শিশু যেমন কমল ॥
নিজ হস্তে বেড় দিয়া মৃত্তিকা ভুবন।
হরিষে চলিয়া গেলা কৈলাস ভুবন ॥
ডাকিনী যুগিনী আইল যত পরিবার।
পলাইলা চণ্ডিকা ডরে না রহিল আর ॥
আর দিনে ধনি পাইল শুভদিন।
ষষ্ঠ মাসে অন্ন দিয়া করে নাম চিন ॥

পুরোহিতে হুতাশন জ্বালিয়া বিশেষ।
শ্রীয়পতি থুইল নাম পিতার আদেশ ॥[১]
জ্যোতিষা গণিয়া কৈল জন্ম জাতপাতি ॥
কর্ম্মস্থানে দেবগুরু পূর্ণ অধিপতি।
কেন্দ্রবর্ত্তী গ্রহগণ গণিল অপার ॥
ইন্দ্রতুল্য হইব শিশু নিখিল বিস্তার।
সেই কালে জননী আনন্দ বিশেষ।
দেখিয়া শিশুর মুখ গেল সর্ব্ব ক্লেশ ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদয়ে চিন্তিয়া দুর্গার চরণকমল ॥

বসন্ত রাগ।

দিনে দিনে বাড়ে শিশু বড়হি সোন্দর।
গগনে বাড়িয়া যায় যেন শশধর।
শিশুর পালনে রামা আন নাহি চাহে ॥
ভূমি জানু কথ ভরে আঙ্গিনা খেলাএ।
দিনে দিনে বলে শিশু বচন মধুর।
জননীর যথ ক্লেশ সব হএ দূর ॥
ধীরে ধীরে চলে শিশু চলন মন্থব।
বদনে নিন্দিত ইন্দু অতি মনোহর ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

হরিরাম ধু ॥

দিনে দিনে ভিন্ন ভিন্ন বাড়ল কুমার।
এহা দেহি লহনার হরিষ অপার ॥
পঞ্চ বরিষের ছিরা লইয়া শিশুগণ।
সোলার বান্দিয়া ডিঙ্গা খেলাএ সঘন ॥

খেলারসে রহিল যদি সাধুর নন্দন।
রজনী বিরামে কিছু শুনিবা কারণ॥
রাম রাম রাম রাম রাম গুণধাম।
এহিখানে চণ্ডিকার গীত করল বিশ্রাম॥

ইতি রবিবার পাঁচালি সমাপ্ত॥

নমো গণেশায়॥ অথ সোমবার।
পূর্ব্বাহ্লগীতং লিখ্যতে॥

রাগ সিন্ধুড়া।

সাউধাইন কি আর করিমু নিবেদন।
তোহ্মার ছিরা কেনে হইয়াছে এমন॥ ধু॥

প্রত্যুষ প্রভাতকালে নগরের নাগরী মিলে
বলে আসি খুলনার তরে।
যেমন তোহ্মার শিশু তেমন শিখাইছ কিছু
প্রমাদ পাড়িল স্তরে স্তরে॥
রজনী প্রভাতকালে রহেগী বাড়ির আরে[১]
না গণে প্রহর সাজবেলা।
ছাওয়াল লইয়া কত খেলাএ বালক যথ
মাঠেতে পাতিয়া কথ খেলা॥
খেলাএ পাইআ পরাজএ কান্দিয়া আকুল হএ
শিলাতরু যে পাএ যখন।
উচিত বলিতে নারে আউলাইয়া শিশুরে মারে
ছিরা নহে ছাওয়ালের শমন॥
ওমা কি খাটুয়া শিশু না রাখিল দেশের কিছু
যথাএ পাএ বিচারি বেড়াএ।
ছাওয়াল অঞ্চলে ঢাকি পাপ গৃহকর্ম্মে থাকি
এথাতে সন্ধানে মারি যাএ॥

তোহ্মার ছিরার ডরে বাহির হইতে নারে
মনের ভএ কানন পলাএ।
দেখরে শিশুর গা এমনি মারণের ঘা
এনা কি ধরাইতে পারে মাএ॥
তোহ্মার খাটুয়া শিশু নগরের যথ শিশু
সকলেরে মারিআ খেদাএ।
বুঝাইয়া না রাখ তারে প্রমাদ পাড়িবে পরে
পশ্চাতে ঠেকিবা রাজদাএ॥
এক শিশু এত করে জানি না জানসি তারে
কেমনে দেখিয়া থাক তাএ।
দেবীপদদ্বন্দ্ব ভাবি মকরন্দ
দ্বিজ রামদেবে এহ গাএ[১]॥

সিন্ধুড়া রাগ।

কিনা হইবে মোর সই কিনা হইবে মোরে।
যাদবের আগুনি মোর না সহে শরীরে॥
ঘৃত ননী দধি দুগ্ধ ছিকা সাজাইয়া।
নীর ভরিবারে গেলুম কাখে কুম্ভ লইয়া॥
খীর নবনী খাইয়া মাঠেতে গমন।
দিনান্তে না আসে ঘরে এথ বিড়ম্বন॥
আসিবা যবে ঘরে না কহে কোন কথা।
তাতে বোলে পরলোকে এতেক অবস্থা॥
রামদেবে বোলে মাও এহা মিথ্যা নয়।
বৃন্দাবনে কানাই রাজা জানিবা নিশ্চয়॥ ধু॥

খুলনাএ বোলে মাতা করম পরিহার।
ছিরার আনলে দেহ দহে অনিবার॥

যে অবধি দিল শিশু দেখিবার তরে।
এথেক মারিয়া তারে নারম রাখিবারে ॥
উষাতে চলিয়া যাএ খেলার কারণ।
দিবসে বারেক তারে না দেখি নয়ান ॥
আস্কি বলি বাড়ীর বাহির যাওয়ার কার্য্য নাই
নবনী খাইয়া ছিরায় যাএত পলাই ॥
শুনরে জননীসভা করজোড়ে বলি।
আবাল ছিরারে মোর না পারিয় গালি ॥
জানিছি দুরন্ত ছিরা ঠেকাইবে প্রমাদ।
এহিবার চাহিতে মোর ক্ষেম অপরাধ ॥
অবশ্ব আসিব ঘরে যদি লাগ পাম।
শুনিবা মারিআ তারে কেমনি বুঝাম ॥
নগরের নাগরী যত এমনি রঞ্জিয়া।
পুত্র অন্বেষণে যাএ তরাতরি দিয়া ॥
আঞ্চলে ঢাকিয়া বাড়ি[১] লৈয়া বাম করে।
কোপেতে রামা চলিয়া যায় বাহির নগরে ॥
শ্রীয়মন্ত দেখএ রামা খেলে তরুতলে।
পাতিছে রঙ্গের খেলা লৈইয়া শিশু মেলে ॥
পুত্ররে দেখিয়া ধনি ধুলাএ ধুসর।
তখনে মনের ক্রোধ হইল অন্তর ॥
খেলারসে আছে শিশু পাছে নাহি চাএ।
অকস্মাতে বামকরে ধরে গিয়া মাএ ॥
খুলনাএ বোলে ছিরা কহ মোরে সার।
নগরের ছাওয়াল কেনে মারিছ অপার ॥
কারণ শুনিয়া শিশু দিয়া মোড়ামুড়ি।
ধাইল মাএর ডরে খেলারঙ্গে ছাড়ি[২] ॥
ছিরা ছিরা বলি রামা পাছে পাছে ধাএ।
ভয়েতে আকুল শিশু ফিরিয়া না চাহাএ ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদএ চিন্তিয়া দুর্গার চরণ কমল ॥

হরি রাম হরে ॥ ধু ॥

শ্রীয়মন্তে দেখে মাতা ধাইয়া আকুল।
দূরে থাকি কান্দি কহে শুন মধুর ॥
শ্রীয়মন্তে বোলে মাতা গতি কর ধীর।
পেলাও হাতের বাড়ি কইমু হইয়া স্থির ॥
নগরুয়া শিশুঠাট না দেখিছ তুহ্মি ॥
জানিছ একাকী বলে মারিআছি আহ্মি ॥
আসিয়া নগরুয়া শিশু পাতে হুরাহুরি।
খেলা গেরুয়া নিল মোরে যথা মারি ॥
প্রত্যয় না কর শিশু জিজ্ঞাসিয়া চাহ।
হের দেখ মোর গাএ মারণের ঘাঅ।
অনেকেরে একে নাকি মারিবারে পারে।
এমনি বিশ্বাস হএ মায়ের অন্তরে ॥
যদি সে মার মাগো না যাইমু ঘরে ॥
ছিরার বচনে রামা আখি ছল ছলে[১]।
পেলাই হাতের বারি পুত্র লএ কোলে ॥
কান্দি কান্দি কহে শিশু করুণ বচন।
দেখিয়া মায়ের ক্রোধ হইল নিবারণ ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

গান্ধার রাগ[২]।

না কান্দ মায়ের প্রাণ ফাটে ফাটে।
যাদুয়ার মাথার ঝুরি কোনে বা করিল চুরি
কার সনে গিয়াছিলা মাঠে ॥
এই যে মোহন চূড়া রতনে গঠিত ধড়া
দেখিবারে কার সাধ্য বলি।

দ্বিজ রামদেবে বোলে চূড়াতে মাণিক্য জ্বলে
চূড়া নহে মায়ার পুতুলি ॥ ধু ॥

খুলনাএ বোলে ছিরা কান্দ কি কারণ।
মুঞিত বলিআছম না খেলিয় পরের সদন ॥
তোহ্মারে বলিলুম বাছা না খেলিঅ খেলা[১]।
ঘরে যাইতে নাই মনে হৈছে এত বেলা ॥
যে তোহ্মা মারিছে বাছা তার লাগ পাই।
দেখিবা মারিয়া তারে কেমনে বুঝাই ॥
লাগিছে খেলার ধূলি মুছিয়া অঞ্চলে।
সঘন চুম্বন দেয় অতি প্রেমভোলে ॥
পুত্র কোলে লইয়া রামা গেল আপনা ভবন।
ত্নবলাএ দেখিআ তারে করিল গঞ্জন ॥
ত্নবলাএ বোলে শুন অবোধ খুলনা।
ছিরারে না দিয়া পাঠে খাইলে আপনা ॥
খেলারসে শিশু তোহ্মার হইল ত্নরাচার।
অক্ষরের সনে দেখা না হইল ছিরার ॥
যে কর বাসনা পাছে হইবা চিন্তিত।
অতি স্নেহে মন্দ হয় জানিও নিশ্চিত[২] ॥
ত্নবলার মুখে রামা শুনিয়া গঞ্জন[৩]।
ডাক দিয়া আনিল পণ্ডিত জনার্দ্দন ॥
খুলনাএ বোলে বিপ্র শুন পুরোহিত।
ছিরার না হইল দেখা অক্ষর সহিত ॥
আজ হোতে সমর্পিলুম তোহ্মার চরণ।
জ্ঞান গুণ দিয়া শিশু কর পরিজন ॥
শ্রীয়মন্ত লৈয়া হৈল গুরুর গমন।
শুভদিনে দিল খড়ি ছিরার সদন ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

আসোয়ারি রাগ।

গুরুবাড়ি পঠেরে ছিয়পতি সাধুর বালা।
পূজিআ গণাধিপতি পূজে দেবী সরস্বতী
শ্বেত বলি দিআ শ্বেতমালা॥ ধু॥

অধোমুখে উচ্চারু গুরুবার পাইয়া গুরু
লিখএ কঠিনি দিয়া পাণি।
কবর্গাদি লিখে যত বিশেষ চিনএ কত
ফিরি ফিরি পঠে খানি খানি॥
কথনো সিদ্ধান্ত দেখি[১] বানাইয়া খড়ি লিখি
গ্রন্থেত করিল প্রবেশ।
যেন চঞ্চল তরণী হেলে তরিয়া নন্দি জলে
সাগর সঞ্চরে অবশেষে॥
পঠে শিশু সূত্র ধাতু মাএর আনন্দ হেতু
সন্ধিতে সন্ধান জানে ভালে।
হেলাএ কলাপ পড়ি সন্ধিতে অবতরি
পত্যন্ত[২] লেখে সেই কালে॥
দৈববাণী[৩] কহে কথা পঠে জ্যোতির্ব্বেদ পোথা
কাব্য শাস্ত্র পঠে অলঙ্কার।
দ্বাদশ বৎসর শিশু গুরুমুখে পাইয়া কিছু
শাস্ত্রেতে সাগর হএ পার॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইয়া ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা॥

হরিরাম॥ ধু॥

পুত্রের সমান গুরু দয়া ভাবে মনে।
নিত্য নিত্য পঠে ছিরা গুরুর সদনে॥

নানা শাস্ত্র পঠে ছিরা কত পরিপাটি।
গুরুর সাক্ষাতে লিখে লইয়া খড়িমাটি ॥
আর দিন মহামায়া মায়ার কারণ।
ছিয়পতির হস্তের খড়ি কৈল বিঘটন ॥
শ্রীয়মন্তে বোলে গুরু কহোম করজোড়ে।
পড়িছে হস্তের খড়ি তুলি দেঅ মোরে ॥
এহি বাক্য শুনি জ্বলে গুরু জনার্দ্দন।
কোপেত জ্বলিয়া ভর্শ্চে সাধুর নন্দন ॥
কে তোর জনক হএ কহরে গোয়ার।
খড়ি তুলি দিতে মোরে বোল বারে বার ॥
তোহ্মার উচিত হএ আনিতে পাষাণ।
মুঞি না জানিয়া শাস্ত্র পঠাইলুম অকারণ ॥
কে তোর জনক হএ নাই পরিচয়।
তে কারণে গুরু বলি না করসি ভয় ॥
জারুয়া ছাওয়াল শিশু কর অহঙ্কার।
খড়ি তুলি দিতে মোরে বোল বারে বার ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার ॥
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর।

হরিরাম ॥ ধু ॥

যখনে ভর্শিচলা গুরু দয়া পরিহরি।
হাসএ পড়ুয়া সব দিআ টিটকারি ॥
করের কলম শিশু আছাড়ি তখন।
কান্দিতে কান্দিতে চলে আপনা সদন ॥
কোপ করি প্রবেশিল শয়নমন্দিরে।
কপাটেত খিলি দিয়া শোএ নিদ্রাঘরে ॥
পুত্রের বিলম্ব দেখে খুলনা সুন্দরী।
খেনে খেনে পথ চাহে নেহরি নেহরি ॥
শিরের উপরে আইল ভানু হৈল ভোগবেলা।
শ্রীয়মন্ত আনিবারে আদেশে দুবলা ॥

আদেশ পাইয়া হইল ছুবার গমন।
গুরুর সদনে গিয়া দিল দরশন॥
শ্রীয়মন্ত না দেখিয়া ছাত্রশালা ঘরে।
যুগপাণি জিজ্ঞাসএ গুরুর গোচর॥
গুরু বোলে ছুবা চেড়ী বলিএ তোহ্মারে।
শিশুর রক্ষক বুঝি রাখিয়াছ মোরে॥
তখনে পঠাইয়া শিশু করিছি বিদাএ।
কে জানে দুরন্ত ছিরা কথাতে খেলাএ॥
গুরুর বচনে ছুবা হইয়া চিন্তিত।
আকুল নয়ান চেড়ী চাহে চারিভিত॥
শ্রীপতি না পাইয়া চলে আপনা ভুবন।
খুলনারে ডাক দিয়া জানাএ কারণ॥
ছুবলাএ বোলে শুন দুরন্ত খুলনি।
ছিরার না পাইলুম দেখা শুন অভাগিনী॥
ঘাট বাট বিচারিলুম নগর বাজার[১]।
স্থাবর জঙ্গম আদি যত খেলা স্থান তার॥
একে একে জিজ্ঞাসিলুম আদি গুরুজন।
কেহত না বোলে ছিরা দেখিছে নয়ান॥
ছুবলার বচনে রামা হইয়া আকুল।
পুত্র পুত্র বলি ধাএ হইয়া উদল॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুস্থতে ভণে রবিস্থতের ভএ॥

রাগ সিন্ধুড়া।

দেখিলে যাদব বলি ডাকি॥ ধু॥

পুত্র অন্বেষণে রামা ধাএ ত্রাসভরে।
ধাইতে ধাইতে পথে উঝটিয়া পড়ে।

খসিল কবরীভার আউদল চুল।
ছিরা ছিরা বলি রামা ধাইল আকুল ॥
ডাক দিয়া জিজ্ঞাসএ প্রতি[১] ঘরে ঘরে[২]।
আকুল হইয়া রামা যায় তরুতলে ॥
নিত্য নিত্য শ্রীয়মন্ত খেলে যেই স্থান।
তথাএ না দেখে পুত্র গেল কোন স্থান ॥
কোথাএ রহিলি পুত্র মায়ের জীবন।
রাখয় মায়ের প্রাণ দিয়া দরশন ॥
কান্দিতে কান্দিতে গেল সখীর সদন।
চরণে ধরিয়া সখীর করে জিজ্ঞাসন ॥
খুলনাএ বোলে সখী কহ মোরে সার।
এখানি আসিছে যাদব আন্ধার ॥
ঊষাতে উঠিয়া গেল গুরুর সদন।
বেলা তিন প্রহর হৈল না আইল ভুবন ॥
জনম অবধি পুত্রে না মারিছি বারি।
তথাপি ভাবিছম মনে রইল ক্রোধ করি ॥
জানিলুম জানিলুম মোরে বঞ্চিলেক বিধি।
হাসিতে হারাইলুম মুঞি ছিরা হেন নিধি ॥
দুই সখী উতরোলে করএ ক্রন্দন।
দুবলাএ লহনার তরে জানাএ কারণ ॥
দুবলাএ বোলে শুন নিধিপতির ঝি।
ছিরার উদ্দেশ নাহি বসি আছ কি ॥
লহনাএ বোলে দুবা জানাঞিছি লোকে।
জানিছি খুলনির পুত্র রহে দৈবযোগে।
যেমনি দুরন্ত মাতা তেমনি ছাওয়াল।
দণ্ডে দণ্ডে পাতে শিশু শতেক জঞ্জাল ॥
এমনি কহিলা যদি লহনা কামিনী।
শুনিয়া জাগিল ছিরা বোলে রাম রাম ধ্বনি ॥
যখনে জানিল ছিরা জননী অস্থির।
করে হেম ঝারি লৈয়া হইল বাহির ॥

দেখিয়া শিশুর মুখ লহনা লজ্জিত।
খুলনার তরে গিয়া জানাএ তুরিত ॥
পুত্র দেখি ধনি হইল পুরীর বাহির।
খুলনি খুলনি বলি ডাকএ গম্ভীর ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

ভাটিআল রাগ।

আল ভইন খুলনারে লইতে নারি কীরিতি তোহ্মার।
কহ দেখি কোন লাজে ফিরহ নগর মাঝে
অপযশ ঠেকাইবা আহ্মার।
শিশু থুইয়া নিজ পুরী ওমা কি খাটুয়া নারী[১]
ভ্রমি বেড়াএ নগর মাঝার ॥
হইয়া গিয়াছে ফল পাইছি তার প্রতিফল
কি ফল ধরাইতে চাহ আর।
তোহ্মার চরিত্রমূলে ডুবাইবা রসাতলে
বন্ধু নাই করিতে নিস্তার ॥
তোহ্মা দেখি আউদল চুল দেখি আকুল কামকুল
ঐ না লাজে আহ্মি যাই মরি।
একি কুলশীল খাই হৃদয়ে অম্বর নাই
নগরের লোকে দেখে বেড়ি ॥
প্রাণনাথ নাহি ঘরে রাঘব দত্ত বাদী তোরে
তোরে লৈয়া কি হৈব আহ্মার।
কুলের কামিনী যে আঙ্গিনা বাহির কে
বুঝাইলে না বুঝ তত্ত্ব সার[২] ॥
পরদেশে রইল পতি ঘরে বসে কুলজাতি
না আসিল হইল দীর্ঘ দিন।
দ্বিজ রামদেবে গাএ ভাবিয়া দেবীর পাএ
দুর্গা অধমে মাগম এহি ধন ॥

ভুড়ি ভাটিয়াল রাগ।

তোহ্মারানি আহ্মার যাদবে
এই পন্থে দেখিছ যাইতে।
মুঞি অভাগিনী ও দুঃখ তাপিনী
না মারিছম নবনী খাইতে॥
ভাণ্ডেত রহিল ননী কথা গেল নীলমণি
মাএর পরাণি ধন।
দিনান্তে না আইল ঘরে রইল বাছা কার ঘরে
বল মুঞি কি করিমু এখন॥
দারুণ কংস বৈরী নিলেক বাছারে হরি
বুঝি বাছা না দেখিমু আর।
দ্বিজ রামদেবে গাএ শুনহে যশোদা মাএ
বাছা না গিয়াছে কংসদ্বার॥ ধু॥

খুলনাএ বলে দিদি করম জোড় হাত।
গঞ্জনা ছাড়িয়া মোরে মার পদাঘাত॥
না দেখি ছিরার মুখ খাইছি আপনা।
কুলশীল লাজ মোর কি আর বাসনা॥
জনম অবধি দুঃখ যতেক পাইলুম।
দেখিয়া ছিরার মুখ সব পাশরিলুম॥
কাল ছিরা হইল মোর পরাণের বৈরী।
তিলেক বিচ্ছেদে প্রাণ ধরাইতে নারি॥
হারাইলুম পুত্রনিধি দেখাইয়া দে।
পশ্চাতে করিয় শাস্তি মনে লএ যে॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

হরিরাম॥ ধু॥

লহনাএ বোলে শুন খুলনা ভগিনী।
তোহোতে অধিক[১] চিন্তা পাই অভাগিনী

ত্রাস পাইয়া গেলা তুহ্মি বাহির নগরে।
মুঞি বিচারিয়া চাহিলুম আন্তসপুরে ॥
খোপে খোপে বিচারিলুম বন[১] উপবন।
পলটি চাহিতে[২] ছিরা দেখিলুম ভুবন ॥
ক্রন্দন না কর আর শুন আহ্মার বচন।
ভুবনে আসিয়া দেখ পুত্রের বদন ॥
খুলনাএ শুনিল যদি এমনি বচন।
কেশপাশে ধরে রামা সতার চরণ ॥
খুলনার আগে চলে লহনা স্থন্দরী।
তরাতরি দুই রামা প্রবেশিল পুরী ॥
বসিআছে শ্রীয়মন্ত দুঃখ অনুসারি।
জানুতে রাখিয়া কর বাহুযুগ বেড়ি ॥
পুত্রেরে দেখিয়া রামা পড়ে প্রেমভোলে।
বাহু প্রসারিয়া রামা পুত্র লএ কোলে ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুস্থতে ভণে রবিস্থতের ভএ ॥

ভাটিয়াল রাগ।

হেররে আইসে দুগ্ধের যাদব।
কোথায় ছিলা যাদুয়া মায়েরে দুঃখ দিয়া
জুড়াঅ মায়ের বুক।
তোহ্মা না দেখিয়া বিদরে[৩] মায়ের হিয়া
জল নাহি মায়ের যে মুখ ॥

কার সনে যাও কার সনে ধাও
কার সনে কেলি[৪] খেলাও।
পাপ নিশাচর ফিরে নিরন্তর
না জানি কি ফল ধরাও ॥

না যাইয় দূরে ছাড়িয়া মায়েরে
কণ্ঠাগত মায়ের প্রাণ।
দ্বিজ রামদেবে কহি শুনহে যশোদামায়ী
যাদব মথুরাএ করিব পয়ান॥ ধু॥

খুলনাএ বোলে পুত্র কহরে কারণ।
কি হেতু মলিন তোহ্মার চান্দ বদন॥
ভূমিতে বসিছ কেনে হৈয়া অধোমুখী।
জননী জিয়ন্তে আছি কেনে এত দুঃখী॥
কি চাহিলা কি না দিল কেবা কি বোলিল।
উজানিতে আছে কেবা তোহ্মা দুঃখী কৈল॥
বিলম্ব[1] না কর ছিরা কহ মোরে সার।
প্রাণপণ করি তারে করিমু সংহার॥
জননী এ দিব্য যদি দেহি[2] শতে শতে।
ও দুঃখ নিবেদে শিশু কান্দিতে কান্দিতে॥
অনুমান করে শিশু পিতা নাই মোর।
জিজ্ঞাসিমু মাও স্থানে কিবা লজ্জা মোর॥
কান্দিতে কান্দিতে শিশু নিবেদে মায়েরে।
শুনহ জননী আহ্মি নিবেদি তোহ্মারে।
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

ভাটিয়াল রাগ।

কি মোরে সান্তাঅ বারে বারে॥
ঝাপ দিমু জলধি মাঝারে।
নিন্দিত শরীর হএ যার॥
প্রাণ রাখি কি ফল তাহার।
তুয়া নিবেদিমু কোন মুখে।
মরিমু যে সব মন দুঃখে॥ ধু॥

তোহ্মা দেখি নানা আভরণে।
পিতা কেনে না দেখি নয়ানে॥
পিতাহীন কে আছে ছাওয়াল।
মোর কেনে এমনি কপাল॥
আজু গুরু বলে মিছা কাজে।
জারজ বলিল সভা মাঝে॥
গুরু জানি বলে কর্ম্মদোষে।
শুনিয়া বালক সভা হাসে॥
গরল ভক্ষিমু[১] যদি ছল।
কে মোর জনক হএ বোল॥
দ্বিজ রামদেবে এহ ভণে।
রাথ দুর্গা রাতুল চরণে॥

সুহি সিন্ধুড়া রাগ।

কান্দে রামা কহে পুত্র স্থানে।
শুন পুত্র বলি তোহ্মা স্থানে॥ ধু॥

শুন শুন অয়ে পুত্র আহ্মার শ্রীয়মন্ত
হৃদে শূল ফুটিল আহ্মার।
উজানিতে বৈসে যে এমনি বোলিছে কে
না চিনিল জনক তোহ্মার॥
তোর পিতা ধনপতি উজানিতে স্থিতি
জানে রাজা সাধুর প্রধান[২]।
সপ্ত ডিঙ্গার অধিপতি না জানে সে মূঢ়মতি
যে তোহ্মা করিল অপমান॥
পড়িয়া মদিরাভোলে জারজে জারজ বোলে
আত্মসম দেখে সর্ব্ব জন।
আপনে জিজ্ঞাসিয়া আগে জিজ্ঞাসিঅ সভাভাগে
তার মুখে দেয়ামু দাহন॥

যে দেশেত বৈসে প্রজা নহে জিজ্ঞাসিঅ রাজা
ভুবনবিদিত তোর বাপ।
না কর মলিন মুখ বিদরে মায়ের বুক[১]
পরিহর মনের সন্তাপ॥
ছিয়মন্ত বোলে মাতা কহিলা ভণ্ডন কথা
তবে পিতা গেল কোন ঠাই।
যদি সে পিতারে দেখি তবে আহ্মি হইব সুখী
নতুবা পিতার মর্ম্ম পাই[২]॥
কথাএ আছেন পিতা সর্ব্বথাএ বোল মাতা
নতুবা মোর হইব নিধন।
দ্বিজ রামদেবে গাএ ভাবিয়া দেবীর পাএ
অধমে মাগম এহি ধন॥

নট রাগ[৩]।

কোন দিনে মিলাইব মুরারি।
রইছি পন্থ নেহারি আসিব আসিব করি
প্রাণনাথ রইল মধুপুরী॥ ধু॥

পুত্র প্রবোধিতে নারে খুলনা সুন্দরী।
পতির লিখন সহ আনে হেমাঙ্গুরি॥
খুলনাএ বোলে পুত্র শুনরে কারণ।
অকস্মাৎ রাজকোটায়াল আইল তখন॥
তিল ব্যাজ না করিল ভূপতির আদেশে।
পরাণ লৈয়া গেল ভূপতির পাশে॥
রাজার ভাণ্ডারে নাহি চামর চন্দন।
তেকারণে সাধু গেল সিংহলপাটন॥
অনেক বৎসর রইল সিংহলপাটন।
আসিব আসিব করি নহে আগমন॥

খলের বচনে চিন্তা পাও অকারণ।
এহি তোর জনকের স্বহস্তের লিখন॥
হিমাঙ্গুরি দেখ পুত্র রত্নসমোসর।
তোর পিতার নাম লিখা তাহার উপর॥
শুন পুত্র শ্রীয়মন্ত অধিকজীবনে[১]।
নিবারিআ অগ্নি মোর ফুক কী কারণে[২]॥
পত্র হেমাঙ্গুরি দিয়া ছিয়মন্ত করে।
হরষিতে শ্রীয়মন্তে লএ করজোড়ে॥
পত্র পাইয়া শ্রীয়মন্ত আনন্দিত মন।
হাসিতে হাসিতে পত্র করে নিরীক্ষণ[৩]॥
তখনে দেখিল মাতা পুত্র মুখ হাসি।
মনেতে সন্তুষ্ট হইল খুলনা রূপসী॥
মেলিলেক পত্র খান ধরি দুই করে।
পত্র পাঠে শ্রীয়মন্ত অক্ষরে অক্ষরে॥
যেই কালে ধনপতি সিংহলপাটন।
খুলনার পঞ্চ মাস গর্ভের লক্ষণ॥
লিখিয়াছে ধনপতি সম্বোধিয়া জায়া।
কৈন্যা হৈলে নাম তান থুইঅ মহামায়া॥
যদি সে কুমার জন্মে অদিষ্ট বিশেষ।
শ্রীয়মন্ত থুইঅ নাম আজ্ঞার আদেশ[৪]॥
যদি বা সিংহলে মোর হএ চিরকাল।
মোর অন্বেষণে শিশু পাঠাইবা তৎকাল॥
যেইদিন সিংহলেত গেল সদাগর।
হরিপুরি চাহে শিশু দ্বাদশ বৎসর[৫]॥
বহু মূল্যের হেমাঙ্গুরি চাহে দৃষ্টি করি।
নিজ পিতার নাম খারা তাহার উপরি॥
পত্র হেমাঙ্গুরি পাইয়া হরিষ বিশেষ।
খণ্ডিল মনের দুঃখ উপস্থিত খেদ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

হরিরাম ॥ ধু ॥

শ্রীয়মন্তে বোলে মাতা জানাইলা বিশেষ।
এহিত সিংহলে যাইতে পিতার আদেশ ॥
পিতা মোর দূর দেশে[১] দ্বাদশ বৎসর।
জানিয়া রহিমু ঘরে মুঞি বড পামর॥
শ্রীয়মন্তে বোলে মাতা কহিতে বাসি ভয়।
পুত্রে ঘরে থুইয়া কর পতির সংশয় ॥
মুঞি পুত্রে কিবা ফল করহ বাসনা।
মুই মূঢ় ঘরে রইছি খাইয়া আপনা[২] ॥
সর্ব্বথাএ আন শত না পাত জঞ্জাল।
সিংহলে যাইমু আহ্মি জানিবা সকাল ॥
এহি কথা শ্রীয়মন্ত বোলে অকস্মাৎ।
খুলনার মুণ্ডে যেন পরে বজ্রাঘাত ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবি বিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

ভাটিয়াল সিন্ধুড়া রাগ।

কি বোলিলি অএ পুত্র কি শুনিলুম কানে
হৃদএ হানিয়া ছেল বাহিরাএ পরাণে ॥
দুগ্ধের ছাওয়াল ছিরা ননীর কোমল[৩]।
মাএর মরণে যাইঅ দুরন্ত সিংহল ॥
গলার পরশমণি আখির পুতলি।
তিলেক বিচ্ছেদ প্রাণ দেহ ছাড়ে বলি ॥
আরের আছে আর ধন ছিরা মোর নিধি
রাখিমু হিয়ায় জড়ি জনম অবধি ॥
এহি বুক চিরিয়া মুঞি মরিমু পরাণে।
নারিবা জননী জীতে যাইতে পাটনে ॥
যখনে যাইবা তুহ্মি দুরন্ত সিংহল।
বেড়াইমু যোগিনী হইয়া পরিয়া কুণ্ডল ॥

তোহ্মার জনক জান গেল সেই দেশ।
সে সব স্মরিয়া মোর তনু হইল শেষ॥
হলাহল খাই মুঞি পড়িমু আনলে।
তোর তরে বধ দিমু প্রবেশিয়া জলে॥
গগনেত ভানু শশী যতেক তাপকী।
তবে পুনি হইবা পুত্র মাতৃবধের পাতকী॥
পাইক কাণ্ডার তোর নাহি একজন।
কিমতে সিংহলে যাইতে লএ তোর মন॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদয়ে চিন্তিয়া দুর্গার চরণকমল॥

শ্রীরাগ।

হরিরাম॥ ধু॥

ছিয়মন্তে বোলে মাতা ধরিলুম চরণ।
শিরের উপরে রৌক তোহ্মার বচন॥
আর না বলিয় মোরে ছলনা বচন।
নিশ্চএ যাইমু সিংহল পিতা অন্বেষণ॥
পিতৃআজ্ঞা আছে মোর পাঠাইতে সিংহলে।
তান আজ্ঞা না লঙ্ঘিয় থাকিতে কুশলে॥
যদি সে না পাই পাইক কাণ্ডার।
সিংহলে ভেরুয়া বান্ধি করিমু সঞ্চার॥
পুত্রের প্রতিজ্ঞা শুনি আকুল খুলনা।
মনে মনে ভাবে রামা খাইলুম আপনা॥
নিরোধ না মানে শিশু সান্তায় জননী।
পুত্রেরে বুঝাইতে অস্ত গেল দিনমণি॥
দিনশেষে দিনমণি শিথিলকিরণ।
স্নান করি শ্রীয়মন্ত করিল ভোজন॥

মুখ শুদ্ধি করি গেল শয়নমন্দিরে।
তরণীসম্ভার হেতু চিন্তিত অন্তরে॥
শিয়রে বসিয়া তার খুলনা জননী।
কান্দিয়া গোয়ান রামা সমস্ত রজনী॥
চণ্ডিকাচরণে পদ্মা জানাএ কারণ।
শুনরে জগতমাতা বড়ি কুতূহল॥
পিতা অন্বেষণে ছিরা যাইতে সিংহলে॥
উজানিতে নাই তার তরণীসম্ভার[১]।
কি লইয়া সিংহলে যাইব করিয়া সঞ্চার॥
পদ্মার বচনে মাতা সানন্দিত মন।
বিশ্বকর্ম্মা ডাকি মাতা আদেশে তখন॥
চণ্ডিকাএ বোলে পুত্র শুন বিশ্বম্ভর।
অবিলম্বে চলি যাঅ উজানি নগর॥
মোর দাসীর নন্দন ছিরা যাইবে সিংহল।
সপ্তডিঙ্গা গঠি দিবা নিশি অভ্যন্তর॥
পবননন্দন চল মোর আজ্ঞা পাই।
তরুবর জোগাইবারে যে চাহে বিশাই॥
আরতি পাইয়া হইল কারুর গমন।
তাহান সহিতে চলে পবননন্দন॥
দুই মহাবীর চলে উজানি নগর।
সপ্ত ডিঙ্গা গঠে বিশাই নিশি অভ্যন্তর॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

মল্লার রাগ।

উজানি নগরে আইল বিশ্বম্ভরে
ডিঙ্গা পাতে থরে থর।
মহাবীর হনুমান অত্যন্ত বলবান
ত্বরাএ জোগাএ তরুবর॥

স্থচারু চারু তরু সমান অতি গুরু
উপাড়িয়া আনে লাখে লাখে।
পরশু লইয়া হাতে প্রথমে আগা ছোটে
চাছিয়া তোলে বাকে বাক॥
পাইয়া তরুর সার কুঠারের ভাঙ্গে ধার
হীরাএ নাহি ধরে টান।
ত্বরাএ বিশ্বকরে[১] সপ্তখান ডিঙ্গা গড়ে
মুখেতে না দিয়া গুয়া পান॥
বিসম সম করি দেখএ নেহরি
যেই খানে দেখে যেই স্থল।
করিয়া তরাতরি সম করে স্থত্র ধরি
চাহিয়া[২] করএ সমতুল॥
ডঙ্গার দুই কূলে জ্বালিয়া মহানলে
লাগাএ গুড়া[৩] গুরুতর।
গোড়াতে মারিয়া ঘাত পলকে শতেক হাত
হইয়া যাএ পরিসর॥
ত্রিযামা অভ্যন্তরে ত্বরাএ কারুবরে
সপ্তডিঙ্গা করিল সাজ।
কথা না চাছিয়া মাটি করিয়া যে পরিপাটি
তুলিয়া দিলেক দোলগাছ॥
সপ্ত ডিঙ্গার মাঝে অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব সাজে[৪]
দেখিতে দেখিতে অতি মনোহর।
তথাএ বান্ধে রঙ্গশালা বসিতে সাধুর বালা
সোনার[৫] তোলাএ বৈঘর॥
দেখিতে ডিঙ্গার রঙ্গ ভুপতিভুবন ভঙ্গ
দেবে দেখি না ফিরাএ নয়ান।
দ্বিজ রামদেবে গাএ ভাবিয়া দেবীর পাএ
দুর্গা অধমে মাগম এহি ধনা॥

অএ রাম মোর সোন্দররে প্রাণনারে হএ॥ ধু॥

সপ্তডিঙ্গা রচনা করিয়া কারুপতি।
সিংহ গজ মুখ চিহ্ন করে নানা ভাতি॥
দেবীর আদেশে ডিঙ্গা গঠে মনোহর।
মুকুতা প্রবাল মণি দেয় স্তরে স্তর॥
রতন রৈঘর তথাএ অতি মনোরম বড়[১]।
নানান অপূর্ব্ব তথাএ লিখিল মনোহর[২]॥
আগা পাছায় ডিঙ্গার লিখিল ভানুশশী।
ইন্দ্র আদি দেব লেখে আর ব্রহ্মঋষি॥
মনের কতুকে বিশাই লেখে কপিগণ।
নিশাচর ঠাট লেখে বিকট দশন॥
তার মাঝে মাঝে লেখে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
কপীন্দ্র পবনসুত আর বিভীষণ॥
পদাতি সারথি লেখে নানা বর্ণ।
ইন্দ্রজিৎ সুগ্রীব লেখে আর কুম্ভকর্ণ॥
বীরবাহু সৌমালী সুবাহু অকম্পন[৩]।
কুম্ভ নিকুম্ভ লেখে তাম্রলোচন॥
বজ্রবাহু মহামত্ত রাক্ষসের জাতি।
শঠ নিশঠ লেখে অতি শীঘ্রগতি॥
উল্কাজিহ্বা কঙ্কামুখা আর সুবদন।
যাজ্ঞবল্কা চিত্র দশস্কন্ধ যে রাবণ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

হরিরাম॥ ধু॥

সপ্ত ডিঙ্গা গঠি বিশাই মুখে দিল গুয়াপান।
ডিঙ্গা নামাইতে ডাকে বীর হনুমান॥
লেঙ্গুর বেড়াইয়া ডিঙ্গা ধরে মহাবলে।
একে একে সপ্ত ডিঙ্গা নামাইল জলে॥
ভ্রমবার ঘাটে ডিঙ্গা করিয়া স্থাপন।
হরিষে চলিলা বিশাই বীর হনুমান॥

ক্ষণদা বহিয়া গেল উদিত মিহির।
শয্যা হোতে শ্রীয়মন্ত হইল বাহির॥
হাটিতে হাটিতে গেল ভ্রমরার তীরে।
সপ্তডিঙ্গা দেখে সাধু অতি মনহরে॥
দেখিয়া সাধুর পুত্র হইল চঞ্চল।
জননী জননী বলি ডাকিয়া আকুল॥
ছিয়মন্ত বোলে মাতা ঘনায় নিকটে।
কার সপ্তডিঙ্গা দেখি ভ্রমরার ঘাটে॥
পুত্রের বচনে ধাএ হইয়া তরাতরি।
স্তরে স্তরে দেখে ডিঙ্গা নেহরি নেহরি'।
ঘনাইয়া না দেখে রামা পাইক কাণ্ডার॥
পুত্রের সহিতে রামা চিন্তিয়া অপার॥
অন্তরীক্ষে ডাকি কহে চণ্ডিকা ভবানী।
বিশাইর গঠন ডিঙ্গা কি ভাব খুলনি॥
এমনি ডাকিয়া যদি কহিল আকাশ।
খুলনার মুখে নাহি বচন প্রকাশ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদয়ে চিন্তিয়া দুর্গার চরণকমল॥

ভাটিয়াল রাগ।

বাছা গৌর গহন বনে যাইয় না।
অভাগী মায়ের প্রাণ লইয় না॥
বাছা তুমি যদি যাঅ কত উঠে মায়ের মনে
গৃহে থাকি করি কত তারণা।
মায়ের পরশমণি আখির আড় হইলে তুমি
বাছা হারাইলে তোহ্মা বুঝি পাইব না॥
দ্বিজ রামদেবের বাণী শুন মাতা শচীরাণী
বাছা যাইবার কালে তোমায় জিজ্ঞাসিব না॥

শ্রীয়মন্ত হরষিত শুনি দৈববাণী।
ভূপতি সাক্ষাতে চলে মাগিতে মেলানি ॥
তরাতরি ডাকি বোলে যথ পৌরজন।
নৃপ সম্ভাষিতে বেশ বনায় তখন ॥
ছিয়মন্তে কাছি পৈহ্রে বিচিত্র বসন।
অবিলম্বে চলিলেন নৃপতিসদন ॥
উপায়ন দিয়া বন্দে ভূপতির চরণ।
যুগপাণি হইয়া শিশু নিবেদে কারণ[১] ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

শ্রীমানসী রাগ[২]।

ছিয়মন্তে বোলে প্রভু করোম যুগপাণি।
নিবেদহ চিত্ত দেঅ নৃপমণি ॥
মেলানি মাগম প্রভু তোহ্মার চরণে।
সিংহলপাটনে যাইমু পিতা অন্বেষণে ॥
বিমাতা জননী দুই তোহ্মার চরণে।
জনক সমান হইয়া পালিবা যত্তনে[৩] ॥
পরিবার আছে যথ আহ্মার ভাণ্ডার।
কিঙ্করের যথ ইতি পালন তোহ্মার ॥
ভূপতিএ বোলে শুন অএ সাধুর নন্দন।
না বোল না বোল হেন দারুণ বচন ॥
শিশির কুসুম তনু ননীর কোমল।
কিমতে যাইবা শিশু দুরন্ত সিংহল ॥
সান্তাইয়া রহ শিশু আহ্মার বচনে।
মাসে পক্ষে তোর পিতা আসিব ভুবনে ॥
অর্থহীন হইয়া থাক কহ তত্ত্ব সার।
চাহ যাহা তাহা নেঅ খুলিয়া ভাণ্ডার ॥

মধুর মূরতি শিশু ননীর পুতলি।
কেবা দিব মেলানি তোরে হইয়া নিকরুণি ॥
তোর পিতা হএ শিশু মোর পরিজন।
সিংহলে পাঠাইয়া তারে ভাবি রাত্রি দিন ॥
দ্বাদশ বরিষ হইল না আইল ভুবনে।
দুরন্ত সিংহল হএ কেবা নাহি জানে ॥
অলঙ্ঘ্য সমুদ্র তারে কে করে বিশ্বাস।
না যাইঅ সিংহলে শিশু মোর অভিলাষ ॥
শ্রীয়মন্তে বোলে প্রভু কহম করজোড়ে।
এমত আদেশ প্রভু না বোল শিশুরে ॥
দ্বাদশ বৎসর পিতা রহিল সিংহলে।
না জানি কি ফল হয় এ পাপ কপালে ॥
না জানি কি যোগে পিতা রহিল পরদেশ।
মুঞি জীতে মোর পিতার না হএ উদ্দেশ ॥
কি সুখে ভুলিয়া রইছি থাইয়া আপনা।
কি আর করিব লোকে পুত্রের বাসনা ॥
আজ্ঞাপত্র কৈল পিতা যাইতে পাটনে।
বিলম্ব হইলে যাইতাম পিতৃ অন্বেষণে ॥
নরনারায়ণ তুহ্মি নৃপচূড়ামণি।
মনে বিমষিয়া মোরে দেয়ত মেলানি ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

তুড়ি ভাটিআল রাগ।

ওকি ওকি মোহন গোপাল।
হইয়া উতরোলি গগনে ঝাপএ ধুলি
ব্রজবর নন্দদুলাল ॥ ধু ॥

শিশুর বচনে রাজা সজল নয়ান।
প্রসাদ করিল রাজা নিজ আভরণ।

ভূপতির প্রসাদ শিশু বান্ধে শির মাঝ।
একে একে সম্ভাষিল সচিবসমাজ॥
রাজা বোলে শুন শুন সাধুর নন্দন।
তোহ্মার সপরিবার আহ্মার পালন॥
যখনে যে বাঞ্ছা হএ জানাইবে আহ্মারে।
বাঞ্ছামত পাইব তাহা আহ্মার ভাণ্ডারে॥
সচিবাদি বোলে সাধু চিন্তা কর কিবা।
রাজ আজ্ঞায় হইলা তুহ্মি রাজার বল্লভা॥
প্রণতি করিল সাধু ভূপতির পাএ।
মেলানি পাইয়া সাধু হইল বিদাএ॥
তরাতরি প্রবেশিল আপনা ভুবন।
জননীর স্থানে গিয়া জানাএ কারণ॥
ভূপতি না দিব ছাড়ি মনে ছিল জ্ঞান।
শুনিয়া মুরুছিত[১] রামা উড়িল পরাণ॥
পদাতি পাঠাইয়া আনে পাইক কাণ্ডার।
সিংহলে যাইবার কথা করিল প্রচার॥
পিতা অন্বেষণে যাইমু দুরন্ত সিংহলে।
ত্বরাএ সাজাও ডিঙ্গা অতি কুতূহলে॥
আদেশ পাইয়া লড়ে খুলন কাণ্ডার।
বুদ্ধিতে কুশল আরো বলে চমৎকার[২]॥
সাজ সাজ বলি চৌদিগে পরে সাড়া।
ভ্রমরার ঘাটেত হইল পাইক পাড়া॥
শ্রীয়মন্তে বোলে ভাই কাণ্ডার খুলন।
তুহ্মিনি খেওয়াইতে পার সিংহলপাটন॥
কাণ্ডারে বোলএ সাধু শুন গুণনিধি।
খুলনে না জানে হেন আছে কি জলধি॥
বুঢ়নের বচন মোর রৌক শিরের মাঝ।
সিংহলে খেওয়াইমু ডিঙ্গা কত বড় কাজ॥
কর্ণধারবাক্যে সাধু সানন্দিত মন।
দৈবজ্ঞ ডাকিয়া আনি চাহে শুভক্ষণ॥

জ্যোতিষাএ[১] বোলে সাধু কাল আছে ভাল।
সিংহলে যাইতে আজু হএ শুভ কাল ॥
শুনিছি দক্ষিণ দিগে দুরন্ত সিংহল।
সোমবার হএ দিন দিগবল ॥
মিলিছে সৌভাগ্য যোগে ত্রয়োদশী তিথি।
অমৃতযোগ যাত্রা হইল উপনিতি ॥
হইল মাহেন্দ্র খেন কাল অতি জিত।
লগ্নেতে অমর গুরু অতি সুললিত ॥
তখনে করিঅ যাত্রা শুন গুণনিধি।
হেলাএ মারিআ লৈবা রাজার রাজধানী ॥
নহেবা বিবাহ কর রাজার দুহিতা।
এথা মিথ্যা হইলে পুড়িমু পাজি পোতা ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

ভৈরব রাগ।

বাণিজ্যে ভেল আহ্মার গোবিন্দের নাম।
পাইবা পরমপদ রহ এই ঠাম ॥
আরের বাণিজ্যে ভাই লবঙ্গ সুপারি।
আহ্মার বাণিজ্যে কেবল বোল হরি হরি ॥ ধু ॥

দৈবজ্ঞ বচনে সাধু হরিষিত[২] অপার[৩]।
ত্বরাএ ডিঙ্গাতে তোলে পাটনসম্ভার[৪] ॥
লবঙ্গ সুপারি তোলে দেখি রাশি রাশি।
ঘৃত মধু তৈল তোলে সহস্র কলসী ॥
কত লৈক্ষ ভার তোলে ঝুনা নারিকেল।
তোলাএ মাপিয়া সাধু তোলে জাতিফল ॥

জয়পত্রী[১] তেজপত্রী[২] তোলে ছালা ছালা।
ডিঙ্গার উপরে বান্ধে মরিচের গোলা॥
বাছি বাছি তোলে যথ বিশাল কামান।
থরে থরে পাতি রাখে করিয়া সন্ধান॥
শর্করা সন্দেশ তোলে তলে দিয়া ভরা।
নানা অস্ত্র তোলে খড়্গ ডাবুস[৩] ঝগরা॥
সিংহলের সজ্জা তোলে কৈতে না পারি।
রত্নপাঞ্জর ভরি তোলে শুক সারি॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

হরিরাম॥ ধু॥

দুরন্ত সিংহলে ছিরার জানিয়া গমন।
তখনে খুলনাএ পূজে চণ্ডিকাচরণ॥
স্নান সঙ্কলিয়া পৈন্ধে অরুণ বসন।
অঙ্গশুচি হইয়া বৈসে পবিত্র আসন॥
অরুণ কুসুম লএ অরুণ চন্দন।
পাতনিকা সজ্জা রামা রচাএ তখন॥
নানা দৈর্ব্ব নৈবেদ্য রচাএ করি সাজ।
ঘৃত মধু শর্করা সিঞ্চিয়া তার মাঝ॥
সুগন্ধি চন্দন পিসি[৪] ভরে খোরাবাটি।
রক্ত পুষ্প মাল্য গাথে করি পরিপাটি॥
নানা উপহার রাখে পূজার সমীপ।
উজ্জ্বল করিয়া গৃহে জ্বালাএ প্রদীপ॥
চৌদিগে সৌভাগ্যবতী দিল জয়ধ্বনি।
প্রণমিয়া ঘট স্থাপে সাধুর রমণী॥
নানা ধপে পূজার গৃহ করিয়া ধূপিত।
চণ্ডিকাচরণ পূজে হইয়া সমাহিত॥
অষ্ট দূর্ব্বা তণ্ডুল লইয়া যুগপাণি।
ব্রতের বিধানে পূজে জগতজননী॥

প্রণতি করিয়া স্তবে[১] সঙ্কলিয়া পূজা।
প্রত্যক্ষ[২] হইল তানে দেবী দশভুজা॥
জননী দেখিয়া ধনি পড়িলা চরণে।
কান্দিয়া নিবেদে দুঃখ পুত্রের কারণে॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

ভাটিয়াল রাগ।

অএ দেবী জননীগ মা চরণকমলে মাগম ছায়া।
যে যার চরণ ভজে সে কি তাহারে ত্যজে
সেবকজনেরে কর দয়া॥ ধু॥

কম্বুকণ্ঠ বান্ধে রামা নেতের অঞ্চলে।
দণ্ডবতে আপনে লোটায় ভূমিতলে॥
চণ্ডিকা স্তবএ রামা আখির বহে নীর।
পর্ব্বতিয়া নন্দি যেন বহে অনিবার॥
তুহ্মি জল তুহ্মি স্থল পবন আকাশ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখি তোহ্মার প্রকাশ॥[৩]
সর্ব্বদেবময়ী তুহ্মি শঙ্করের জায়া।
ব্রহ্ম হরিহরে যার লৈতে নারে ছায়া॥
কি আর বলিমু তুহ্মি বিধাতার বিধি।
দাসীরে বঞ্চিলা কেনে দিআ পুত্রনিধি॥
আর কিবা নিবেদিমু চরণকমলে।
মোরে ছাড়ি যাএ ছিরা দুরন্ত সিংহলে॥
পরিণামে বধ দিমু তুয়া রাঙ্গা পাএ।
কি উপাএ বোল মোরে দেবী মহামাএ॥
দ্বিজ রামদেবে ভণে সারদাচরণে।
রাঙ্গা পদ ভরসা মোর পড়িলে নিদানে॥

হরিরাম ॥ ধু ॥

এহি নিবেদিআ কান্দে লোটাইয়া ধরণী ।[১]
তুলিয়া অভয়া কর বোনে নারায়ণী ॥[২]
চণ্ডিকাএ বোলে পুত্র শুনরে খুলনি ।
সিংহলে যাইতে ছিরা চিন্তা পাঅ কেনি ॥
মোর বর অষ্ট দূর্ব্বা দিয়া তার তরে ।
আপনি বুঝাইঅ পুত্র কহ বারে বারে ॥
যেখনে দেখএ ছিরা সঙ্কট অপার ।
এহা লৈয়া করে যেন স্মরণ আহ্মার ॥
নিজ মূর্তি ধরি তথাতে অবতরি ।
অপার সঙ্কটে পুত্র আনিমু উদ্ধারি ॥
খুলনারে আশ্বাসিয়া জগতজননী ।
কৈলাসে চলিয়া গেলা হরের মোহিনী ॥
অষ্ট দূর্ব্বা লৈয়া হইল খুলনার গমন ।
শ্রীয়মন্তের তরে গিয়া জানাএ কারণ ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল ।
হৃদএ চিন্তিয়া দুর্গার চরণকমল ॥

কছু ভাটিয়াল রাগ ।

শুন শুন অএ পুত্র আহ্মার যে শ্রীয়মন্ত
কহম তোরে অভাগী জননী ।
মাতৃবধ করি হেলা সিংহলেরে করিলা মেলা
তিলেক শুনরে হিতবাণী ॥

মগরা বিষম বড় কহে সব কর্ণধার
সাবধানে খেয়াইঅ তরণী ।
রাজঘাটি বাজাইয়া তাহার উচিত দিয়া
তবে সে উঠিবা রাজধানী ॥

জানিয়া সুচারু কাল সম্ভাষিয় দারপাল
প্রথমে ভেটিয় দণ্ডধর।
প্রণতি করিয়া আগে জানাইঅ সচিবভাগে
সদা সম্ভাষিয় নিশিশ্বর॥

সিংহলের পদ্মিনীগণ ভুলাএ যোগীর মন
ভুরু চাপি করিয়া সন্ধান।
বুঝি তোহ্মার মতি করিব ইঙ্গিত অতি
সম্ভাষিঅ জননী সমান॥

আগে চিন্তিয়া আপনা স্থিতি চিন্তিয় পিতার গতি
সঙ্গে লৈয়া কাণ্ডার খুলন।
সন্ত লোক অনুসারি সন্ধানে জিজ্ঞাস্য করি
লৈইয় পিতার অন্বেষণ॥

চণ্ডিকার ঘট ঠেলি বাম চক্ষু হইল মলি
চিহ্ন তান বাম পদ স্থূল।
না বুঝি পিতার ভাব কারে পাছে বোল বাপ
মজ্জাইবা মোর জাতি কুল॥

কুলশীল নাম জাতি জিজ্ঞাসিয় কথাএ স্থিতি
জিজ্ঞাসিয় সে সব কারণ।
জানিয়া পিতার সার বিলম্ব না কর আর
তবে দিঅ করের লিখন॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যোগাসনে ভাবে যারে
সৃষ্টি হএ যাহার কারণ।
অপার সঙ্কট জানি অষ্ট দূর্ব্বা লৈয়া পাণি
স্মরিয় যে চণ্ডিকাচরণ॥

সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইয়া ভাসে
কবিবিধুসুত রামদেবা॥

করুণা ভাটিয়াল রাগ।

মায়ের যাদব তিলেক দেখম আখি ভরি।
রহাইমু অক্রুরের চরণেত ধরি॥
অক্রূরের সাথে যাদব করিব গমন।
আসিব বলি না চাএ মায়ের বদন॥
আসে কি না আসে যাদব মনে না বুঝএ।
অভাগী মায়ের প্রাণি কি প্রকারে রএ॥
রামদেবে বোলে মাই বল হরি হরি।
মথুরায় যাদব যাইব না আসিব ফিরি॥

পয়ার।

মায়ের বচনে সাধু হইয়া তরাতরি।
শিরপাগে অষ্ট দূর্ব্বা বান্ধে ভিড়ি ভিড়ি॥
মাএরে সান্তাএ শিশু হইয়া যুগপাণি।
প্রণতি করিল আর বিমাতা জননী॥
অভিজিত[১] কাল হইল প্রচণ্ড মিহির।
যাত্রা সঙ্কলিয়া হৈল পুরীর বাহির॥
বাহির হইয়া দেখে মঙ্গলসূচন।
পূর্ণকুম্ভ লইয়া আইসে সীমন্তিনীগণ॥
বামেতে শ্রীকালি দেখে ধাএ যুতে যুতে।
মুরজ লইয়া আইসে নটসুতে॥
মাহুত চালাএ দেখে মত্ত করিবর।[২]
সদ্য মৃগমাংস আনে বেচিতে নগর॥
মালা লৈয়া উপনিতি হৈল মালাকার।
আশীর্ব্বাদ করে তানে দৈবজ্ঞকুমার॥
দধি লৈবা দধি লৈবা ডাকে গোয়ালিনী।
মধু লৈবা মধু লৈবা ডাকে মধুআনী॥[৩]

আগে আগে পবনে উড়াই লৈ যাএ রেণু।[1]
ডাইনে পলটি দেখে বৎস সমেত ধেনু ॥[2]
দেখএ খঞ্জনযুগ খেলে শতদলে।[3]
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদতলে ॥
এহা দেখি শ্রীয়মন্ত আনন্দ অপার।
ভ্রমরার ঘাটে গেল লৈয়া পরিবার ॥
তখনে খুলনা রামা হইয়া আকুল।
পুত্র উদ্দেশিয়া যাএ আউদল চুল ॥
পাছে পাছে ধাই যাএ কত সহচরী।
ভ্রমরার ঘাটে যাএ সাধুর কুমারী ॥
আর্ত্তনাদে কান্দে রামা পুত্র করি কোলে।
মায়ের ক্রন্দনে শিশু কান্দে উতরোলে ॥
কাণ্ডারে সান্তাএ যদি হৈয়া যুগপাণি।
কাণ্ডার সম্বোধিয়া বোলে খুলনা কামিনী ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

সুহিরাগ।

কাণ্ডার কি মোরে সান্তাঅ বারে বার।
ছিরা পরদেশে দিআ পাষাণে বান্ধিয়া হিয়া
ভাব কি ভুবনে রৈব আর ॥
পুত্র যাএ গুরুবাড়ি থাকি পন্থ নেহরি
না দেখিলে হই যে পাগল[4]।
পুত্র হৃদএ রাখিয়া থাকি উষাএ উঠিছে জাগি
সে যে যাএ দুরন্ত সিংহল ॥
উমাইতে[5] নারি ঘর সাগরে করিমু ভর
বিধি মোরে করিল নিরাশ।
ভুবনেতে মোর সমা কে আছে অভাগী রামা
পতিসুত দুহো পরবাস ॥

ভাবিয়া দেবীর পাএ দ্বিজ রামদেবে গাএ
অধমে মাগম এহি ধন।
তুয়া গুণ বরণ অখিল গুণ ভবন
চরণে চতুর হৌক মন॥

পয়ার। শ্রীরাগ।

এমনি খুলনি রামা করিয়া ক্রন্দন।
কাণ্ডাবের তরে পুত্র করে সমর্পণ॥
খুলনাএ বোলে বাপু কাণ্ডার খুলন।
ছিরা যেমনি পুত্র তুহ্মিহ তেমন॥
তুয়া হস্তে সমর্পিলুম আবাল ছিরাই।
তুমি বিনে ছিরার যে নাহি বন্ধু ভাই॥
তোহ্মার ভরসাএ পুত্র পাঠাম সিংহলে।
বৈঘরে না থুইয় পুত্র সাগরকল্লোলে॥
এ বোলিয়া পুত্র দিয়া কাণ্ডারের করে।
মোহিত হইয়া রামা অবনীত গড়ে॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদয়ে চিন্তিয়া দুর্গার চরণকমল॥

রাগ ভাটিয়াল।

তখনে খুলন কাণ্ডার ভাবিআ অন্তরে।
তরাতরি তরণী সাজাএ মধুকরে॥
জননী মোহিত দেখিয়া অকস্মাৎ।
সোনার বৈঘরে সাধু উঠে সহসাত॥
রতনে মণ্ডিত গৃহ করে ঝলমল।
চারি দিকে টাঙ্গিল চামর গঙ্গাজল॥
নানা সাজে মধুকর সাজাএ তখন।
আগাতে তুলিয়া দিল বিচিত্র কেতন॥

প্রণতি করিয়া শিশু জননীর তরে।
কাণ্ডার সহিতে সাধু চড়ে মধুকরে॥
রৈঘরে উঠিয়া বৈসে সাধুর নন্দন।
নব সুধাকর যেন উদিত গগন॥
তথনে খুলনা রামা পুত্র উদ্দেশিয়া।
করুণা বিলাপে কান্দে পুত্র না দেখিয়া॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

করুণা ভাটিআল রাগ।

কান্দে রামা হইয়া হতাশ।
কহরে গভীর রাএ তরণী ধরিতে চাএ
সখীসবে ধরে চারি পাশ॥
হরি হরি কি মোরে বৈরী দেখিতে লৈযাএ হরি
ছিরা মোর আঞ্চলের সোনা।
রাখিতুম হিয়াএ জড়ি কেবা পুত্র লৈযাএ হরি
কে মোর জীবনে দিল[১] হানা।
পুত্র গলার পরশমণি ও তনু নবনী জিনি
শিশির কুসুম সমতুল।
সেই পুত্র সিংহলে যাএ কেহ্মনে ধরাইমু মাএ
হৃদয়এ হানিয়া গেল শূল॥
লইয়া শর্করা ননী মুঞি রামা অভাগিনী
কার লাগি পন্থ নেহরিমু।
নানা আভরণ হার কারে বা পৈরামু আর
কারে বা গলাতে গাথি দিমু॥
পুত্র হৈল আখির আড় সব দেখি আন্ধিয়ার
কী জানি করিল বাম বিধি।
পোসাইল কালরাত্রি বিধাতা বিমুখ[২] অতি
কে মোর হরিল পুত্র নিধি[৩]॥

সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইয়া ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা॥

গান্ধার রাগ।

ডিঙ্গা বাহরে খুলন কাণ্ডার ভাই।
হরি বল বলিয়া ডিঙ্গা বাহনারে॥ ধু॥

ছিয়মন্তে বোলে কাণ্ডার ব্যাজ কি কারণ।
কথা না ধরামু আর মাএর ক্রন্দন॥
কাঢ়ঢাতে পরিল বাড়ি ঢোলে পড়ে সাড়া[১]।
বাহ বাহ বলি চৌদিগে পরে সাড়া[২]॥
চৌহরি নেহরি বাজে দগড় বিশাল।
সিঙ্গা বাশি ঝাকে ঝাকে গভীর কর্ণাল॥
বৈঘরে বসিয়া সাধু বোলে বাহ বাহ।
তরাতরি ঠেলাঠেলি বাহে সপ্ত নাঅ[৩]॥
প্রথমে মেলিল ডিঙ্গা বায়ুবেগে উড়ে।
দেখিতে দেখিতে ডিঙ্গা বাহি গেল দূরে॥
দ্বিতীয়ে মেলিল ডিঙ্গা নামে গিরিধর[৪]।
তলভরা দিছে যার এ মহীমন্দর[৫]॥
তৃতীয়ে মেলিল ডিঙ্গা নক্ষত্রমণ্ডল।
বাহিতে সুধিয়া যাএ সমুদ্রের জল॥
চতুর্থে মেলিল ডিঙ্গা নামে সিংহসার।
যার দোলগাছ ছোএ গগন মাঝার॥
পঞ্চমে মেলিল ডিঙ্গা নামে মেঘমালা।
সাত মত্ত গজে যার দিছে তল ভরা॥
ষষ্ঠমে মেলিল ডিঙ্গা নিশাচরমুখ।
যাহারে দেখিলে হএ বিপক্ষ বিমুখ॥

সপ্তমে মেলিল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
সোনার রৈঘরে যার শোভে সাধুবর।
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদয়ে চিন্তিয়া দুর্গার চরণকমল॥

হরিরাম॥ ধু॥

যে ডিঙ্গার যেই নাম অগ্রধারে লিখা।
বিশাইর গঠন ডিঙ্গা বিষম পরীক্ষা॥
ভ্রমরার বাক সাধু এড়িল বাহিয়া।
ইছানির বাকে সাধু উত্তরিল গিয়া॥
কমলাপুরের বাক এবে অব্যায়তি।
চক্রঘাটা বাকে সাধু হৈল উপনিতি।
ছিহট্টের বাক সাধু এড়িল বাহিয়া॥
কুমারহট্টের বাকে সাধু উত্তরিল গিয়া।
নানা বিষম বাক এড়ি অবহেলে।
সপ্ত ডিঙ্গা সমে নামে প্রয়াগের জলে॥
প্রয়াগে আইল যদি সাধুর নন্দন।
দক্ষিণ সাগর[১] লইয়া শুনিবা কারণ॥
রাম রাম রাম রাম রাম গুণধাম।
এইখানে চণ্ডিকাগীত হইল বিশ্রাম॥

অথ সোমবারস্য অপরাহ্লগীতং লিখ্যতে।

ভাটিয়াল রাগ।

আন্ধারনি রে এমন দিন হৈবে।
গঙ্গাজলে গিয়া এ পাপ তনু মজাইয়া
হরিবল বলিতে প্রাণী যাইবে॥
রামদেবে বোলে এমন দিন যার।
ভবার্ণবে পুনর্জন্ম না হইবে তার॥ ধু॥

কর্ণধারে বোলে সাধু এহি তীর্থরাজ।
যেমনি উচিত হএ কর ধর্ম্ম কাজ॥
কাণ্ডারের বাক্যে সাধু অতি কুতূহলে।
ডিঙ্গা ছাপাই নামে প্রয়াগের জলে॥
কনক অঞ্জলি দিয়া গঙ্গার চরণে।
দণ্ডবত হইয়া তবে সজল নয়ানে॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু নাই বন্ধু আর॥

ভৈরব রাগ।

পতিত পাবনী জাহ্নবী গঙ্গে।
আর পুনরপি না যামু বঙ্গে॥
গঙ্গার স্নানে লোক যাএ যুতে যুতে।
ভগীরথে আনে গঙ্গা পাতকী তরাইতে॥
স্থানে স্থানে গঙ্গা দেবী গহেন গভীর।
গলাএ পাথর বান্ধি ভাসএ কবীর॥ ধু॥

গঙ্গাস্নান কৈল সাধু হইয়া একমন।
একমনে স্তুতি করে গঙ্গার চরণ॥
দ্বিজস্থানে শ্রীয়মন্ত দান সঙ্কলিয়া।
প্রসাদ পাইল সাধু দ্বিজ সন্তোষিয়া॥
স্নান সঙ্কলিয়া করে নৌকায় আরোহণ।
পাইক কাণ্ডারে কৈল রন্ধন ভোজন॥
প্রণতি করিল সাধু ত্রিপিনির বাকে।
পুনরপি সপ্ত ডিঙ্গা মেলে একে একে॥
ত্রিপিনির বাক সাধু এড়িল বাহিয়া।
সাগরসঙ্গম বাকে উত্তরিল গিয়া॥
তথাতে জাহ্নবীপদ করিয়া স্তবন।
অপার সাগরে ডিঙ্গা খেওয়াএ তখন॥

সাগরকল্লোল দেখি না জানে কারণ[১]।
নক্ষত্র দিশায় ডিঙ্গা চালাএ তখন ॥
জল মাত্র দেখে সাধু নাহি স্থল চিন।
স্তবিল সাগর পদে বসি রাত্রিদিন[২] ॥
অপাঙ্গনিধি জলনিধি আর কলানিধি[৩]।
বারাঙ্গ দারুধি আর সাগর জলধি[৪] ॥
দশ নাম লৈয়া স্তবে সাগরচরণ।
স্তুতি সঙ্কলিয়া করে আত্মনিবেদন[৫] ॥
জন্মাবধি নাই পিতৃমুখ দরশন[৬]।
পিতা অন্বেষণে যাই সিংহলপাটন[৭] ॥
জল বিনা স্থল নাহি দেখি যে সাগরে[৮]।
কৃপা করি পিতৃমুখ দেখাঅ আহ্মারে[৯]।
ডিম্ব তণ্ডুল দিয়া সাগরের পাএ[১০]।
স্তবিয়া রঙ্গশালী তরণী খেওয়াএ[১১] ॥
অপার সমুদ্রে ডিঙ্গা বাহে বহুদিন[১২]।
অনেক দিবসে গিয়া মিলে কিছু চিন[১৩] ॥
নানান বিষম বাক তরি অবহেলে।
সপ্ত ডিঙ্গা সনে নামে মগরার জলে ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

সারঙ্গ রাগ।

লীলা তোর কে জানে অ ব্রজয়াএ।
যোগী পরম সমাধি ভাবই অন্ত না পাএ ॥ ধু ॥

মগরা আসিল যদি সাধুর নন্দন।
পদ্মাএ দুর্গার তরে জানাএ কারণ ॥
শুনরে জগতমাতা করি নিবেদন[১৪]।
মগরা আইল ছিরা সাধুর নন্দন ॥

অবহেলে মগরা বাহিয়া যাএ সে।
দুরন্ত সিংহল আর গণিবেক কে[১] ॥
পদ্মার বচনে মাতা লৈয়া সখীঠাট।
সিংহরথে আইল দেবী মগরার ঘাট ॥
মাতা তীরে থাকি মেঘসৈন্য করিল স্মরণ[২]।
যুগপাণি উপনিতি জলদরাজন ॥
চণ্ডিকাএ বোলে পুত্র জলদের রাজ।
তিলেক সাধিবা আজি জননীর কাজ ॥
দাসীর নন্দন ছিরা চলিছে সিংহলে।
দেখাইবা ইসিত ভএ মগরার জলে ॥
দাসীর নন্দন ছিরা পাঠম আপনি।
তিলমাত্র না হেলে যেন এ সপ্ত তরণী ॥
আরতি পাইয়া উঠে জলদরাজন।
তজ্জিতে গর্জ্জিতে মেঘে আবরে গগন ॥
মেঘের গর্জ্জনে কাপে সাধুর নন্দন।
কাণ্ডার সম্বোধি কহে করুণা বচন ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদয়ে চিন্তিয়া দুর্গার চরণকমল ॥

সুহি সিন্ধুড়া রাগ।

অএ কাণ্ডার মিলিল জলধ ঘটা গগনে বিদ্যুৎ ছটা
সঘন ঝঙ্কারে সৌদামিনী।
গর্জ্জে মেঘে এক চাপে ভূধর ধরণী কাপে
হেন বুজি মজ্জাইবে অবনী ॥
বরিষে আনল বিষ্টি বুঝিলুম[৩] নাশিব ছিষ্টি
প্রলয় হইল হেন জানি।
দারুণ মগরার বাকে একি কি জলধি ডাকে
কি হইল কি হইল আন্ধিআর।
তরঙ্গ জলিয়া উঠে গগন ছাপিয়া ছুটে
ভাঙ্গিয়া পরএ পারাবার ॥

ভালো পিতা অন্বেষিলুম মগরাএ মজ্জিয়া রৈলুম
বিমুখ হইল মঘবান[১]।
ঠেকিলুম নিদান[২] দিনে বন্ধু নাহি তুহ্মি বিনে
একবার দেঅ প্রাণদান॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে ভাবিয়া দেবীর পাএ
করজোড়ে মাগম পরিহার।
দেবীপদ কমল যুগল অতি নিরমল
ধেয়াইতে জাউক পরাণ॥

ডিঙ্গা বাহরে ওরে গাবর ভাই।
দুর্গা নাম বিনে বন্ধু নাই॥ ধু॥

ডাকিয়া আকুল কাণ্ডার কহিছে তখন।
রৈঘর তেজিয়া নাম সাধুর নন্দন॥
জলধি জলিয়া[৩] যাএ তরঙ্গ বিশাল।
গগনে তুলিয়া ডিঙ্গা পাছারে পাতাল[৪]॥
নৌকাতে খুলন কাণ্ডার বুদ্ধিতে আগল।
ত্বরাএ লাগাএ কাণ্ডার লোহার ছিকল॥
খিছিল ছিকল দিয়া ডিঙ্গা সপ্তখান।
স্থিরেতে রহিল ডিঙ্গা নাহি পাতে আন॥
তাহা দেখি রুষিল জলদ বলবান।
মহাবলে মেঘ বায়ু বরিষে সঘন॥
ছটছটি দিয়া ছিরে লোহার ছিকল।
মুখছটি[৫] মারিয়া ফিরাএ মধুকর॥
ছুটিয়া পবন বহে মোগরার পানি।
কুম্ভকার চক্র যেন ভ্রমাএ তরণী॥
রাখিতে না পারে কাণ্ডার ডিঙ্গা বরাবর।
চক্রেতে দেখএ যেন যমের নগর॥
তাহা দেখি শ্রীয়মন্ত কান্দিয়া আকুল।
মাও মাও বলি কান্দে হইয়া ব্যাকুল॥

দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ ॥
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ।

সিন্ধুড়া রাগ।

তুহ্মি দীনবন্ধুরে নাথ তুহ্মি দীনবন্ধু।
তুহ্মি লীলাএ তরাইতে পার অপার ভবসিন্ধু ॥
অধম তরাঅরে নাথ কার কিবা[১] পাইয়া।
ভবসিন্ধু দিছি খেওয়া হরিগুণ গাইয়া॥ ধু ॥

শুনিয়া জগত মাতা ছিরার ক্রন্দন।
তখনে জলদসৈন্য করে নিবারণ ॥
সাগর হইল শান্ত স্থির হইল নাঅ।
রৈঘরে উঠিয়া সাধু বোলে বাহ বাহ ॥
জোয়ার বহিয়া গেল গাঙ্গে দিল ভাটা।
বাহরে গাবর ভাই ডিঙ্গা ধরি ঘটা ॥
বাহু ঝারা দিয়া বাহে গাবরের ঠাট।
ত্বরাএ বাহিয়া গেল মগরার ঘাট ॥
সঙ্কট তরিয়া সভা হরিষ অপার।
দামাকি করএ কেহ বাজাএ কর্ণাল ॥
মগরার বাক সাধু এড়িল বাহিয়া।
সর্পমোড়ার সপ্তবাক এড়ে অব্যায়তি।
জলৌকার বাকে সাধু হইল উপনিতি ॥
ডিঙ্গা দেখি জলৌকা রুষিল খরতর[২]।
আগা পাছা ধরিয়া গরাসে[৩] মধুকর ॥
খেওয়াএ না চলে ডিঙ্গা কাপে থর থর।
দেখিয়া সাধুর চিত্ত হইল ফাফর ॥
তখনে খুলন কাণ্ডার বুদ্ধিতে নিপুণ।
তুই পাশে ডিঙ্গার ঢালিয়া দিল চুণ ॥

চুণ পরশনে জন্তু ডিঙ্গা ছাড়ি দিল।
প্রকাশ পাইয়া ডিঙ্গা খেওয়াইয়া দিল॥
জলৌকর বাক সাধু এড়িল বাহিয়া।
কাথরার বাক সাধু উত্তরিল গিয়া॥
ডিঙ্গা দেখি কাথরাএ রুসিল খরতর।
আগাপাছা ধরিয়া গরাসে মধুকর॥
তখনে খুলন কাণ্ডার বুদ্ধিতে কুশল।
আনলে দহিয়া তবে ভাসাএ ছাগল॥
তিলমাত্র কাথরাএ পোড়ার গন্ধ পাইল।
ডিঙ্গা এড়ি পোড়া ছাগল গরাসিয়া লৈল॥
এহি মাত্র অবসর[১] পাইয়া সাধুবর।
তরাতরি বাহিয়া ছুটাএ মধুকর॥
কাথরার বাক সাধু এড়ে অভ্যায়তি।
দামঘাটা বাকে সাধু হইল উপনিতি॥
দামে আচ্ছাদিত দেখে জলধি প্রখর।
গজগণ্ডা চরে তাতে মহিষ শূকর॥
এহা দেখি ছিয়মন্ত ভাবিয়া হতাশ।
খুলন কাণ্ডারে করে বুদ্ধির প্রকাশ॥
তীক্ষ্ণ খড়্গ বান্ধি দিল ডিঙ্গা আগাশিরে[২]।
দাম কাটি চলে ডিঙ্গা খেওয়াএ নির্ভরে॥
দামঘাটা বাক সাধু এড়িল বাহিয়া।
কৈড়িধ জলধি বাক উত্তরিল গিয়া॥
কবৰ্দ্দ ফালাএ ডিঙ্গার চারিধারে।
এহা শ্রীয়মন্ত সম্বোধে কাণ্ডারে॥
দেখ খুলন কাণ্ডার হের দেখ আসি।
সাগরেত সফরি ফালাএ রাশি রাশি॥
কর্ণধারে বোলে সাধু তুহ্মি শিশুমতি।
পুঠি মৎস্য নহে এহা কবৰ্দ্দ সংহতি॥
কাণ্ডারবচনে সাধু পাতে নানা সন্ধি।
জোয়ারে বেড়িয়া দ্বীপ কবৰ্দ্দ কৈল বন্দী।

পুরুষ প্রমাণ খনে শতেক ধীবর ॥
কবর্দ্দ কুপিয়া খেওয়াএ মধুকর।
কৈড়িধ জলধি বাক এড়িল বাহিয়া ॥
শংখ[১] জলধি বাকে উত্তরিল গিয়া।
জোয়ার বহিয়া গেল গাঙ্গে দিল ভাটা ॥
শংখবৃন্দ খেলাএ ডিঙ্গার ধরি গাটা[২]।
এহা দেখি শ্রীয়মন্ত চিন্তিত অপার।
শংখের সন্দর্ভ তানে জানাএ কাণ্ডার ॥
হরিষ হইয়া সাধু পাতে নানা সন্ধি।
জোয়ারে বেড়িয়া দ্বীপ শংখ কৈল বন্দী ॥
পুরুষ প্রমাণ খনে শতেক ধীবর।
শংখবৃন্দ কুপিয়া খেওয়াএ মধুকর।
শংখ জলধির বাক বাহে অবহেলে।
সপ্তডিঙ্গা সমে নামে কালিদহ জলে ॥
কালিদহ কমলদলে বসিয়া জননী ॥
গজরাজ সংহারিয়া রৈইয়াছে পদ্মিনী ॥
তাহা দেখি শ্রীয়মন্ত হইল মোহশ্চিত[৩]।
কর্ণধার ডাক দিয়া জানাএ তুরিত ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদএ চিন্তিয়া দুর্গার চরণকমল ॥

মল্লার রাগ।

দেবী ছাড়িয়া নিজ পুরী কালিদএ অবতরি
কতুকে সেবক ছলিবার।
নানান অপূর্ব্ব তাহে স্থজিল জগতমাএ
অপরূপ রসের পসার ॥
কেশরী সহিতে করী খেলে এক মেলি
অজা ফেরু সঘনে লরাএ।
মূষিকে মার্জ্জার মারি ভেকে গিলে পবনারি
দ্বিপ কোলে কুরঙ্গ ঘুমাএ ॥

সাচান সহিতে শুক তিলেক না গণে দুঃখ
নক্র নর বৈস এক ঠাই।
কাক কোকিল ধ্বনি শিখিরাজ শিরোমণি
তাহা দেখি ভুলিল ছিয়াএ।
গন্ধর্ব্বে পঞ্চম গাহে বিদ্যাধরী নাচে তাহে
যেন দেখি বিজুলি বাজার।
অপূর্ব্ব দেখিয়া অতি বোলিলেক ছিয়পতি
তরণী রাখহ কর্ণধার॥
দেবীপদ দ্বন্দ্ব অতি মকরন্দ
কবিবিধুসুত অভিলাষ।
ভাবিএ রাত্রি দিনে বন্ধু নাই দুর্গা বিনে
অধীন হইল দাস॥

সিন্ধুড়া রাগ।

কাণ্ডার দিষ্টি কর কালিদহের বারি।
কমলে কোমল দলে কমলিনী বসি হেলে[১]
গজরাজ সংহারে কুমারী॥
কি দেখিলুম কি দেখিলুম নয়ন মুদিয়া রইলুম
যাতে পুনি বিস্মরিতে নারি॥
কমলে কমলমুখী কমল যুগল আখি
কমলিনী কমল তরঙ্গে। ৫
ভ্রমাগ্রিয়া করিবরে গর্জ্জে রামা হুহুঙ্কারে
পেখি মোর মন পড়ে ভঙ্গে॥
খেনে করিরাজ ধরি খেনে পাছারিয়া মারি
খেনে খেনে গগনে উভারি।
ওকি[২] বিস্তারিয়া অতি ওকি ধরে মুখ পাতি
ওকি ওকি কমলে-কুমারী॥

সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু[1] সেবা।
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইয়া ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা॥

মালসিক রাগ।

হায় মরি মরি কালিদহ বারি
জলদ বরণ কালিয়ারে।
কিরূপ দেখিলুম আশ্চর্য্য হইলুম
প্রাণ নিল মোর হরিয়ারে॥
আর বেদ ঋতু রত্রি নাশয়ে যাহাতি
তাহাতি দেখি লক্ষ ভারিয়ারে।
লক্ষ্যের উপরে লক্ষ্য লইতেছে
এহাও আশ্চর্য্য বরিয়ারে॥
বুলে দাস উমাকান্ত ভাবিএ একান্ত
কর্ম্মে দর্শাইল কপালিয়ারে।
যদি আহ্মার ললাটে হেন দিষ্টি ঘটে
সার্থক জানিতুম মরিয়ারে। ধু[2]॥

তুড়ি রাগ।

কি দেখিলুম কালিন্দীর তীরে।
যমুনার জল কালা সজল জলদমালা
মুরলী ধরএ তরুমুলে॥ ধু॥

শ্রীয়মন্তে বোলে কাণ্ডার সাক্ষী হইয় তুহ্মি।
কুমারী করী দেখিলুম আহ্মি॥
সাধুর বচনে কাণ্ডার চাহে[3] তরাতরি।
কালিদহ জল দেখে নেহরি নেহরি॥

কমলে কুমারী করী না দেখে কাণ্ডার।
শ্রীয়মন্ত সম্বোধিয়া বোলে বারে বার॥
তরঙ্গ দেখিয়া সাধু হইলা আকুল।
জ্ঞানী হৈয়া অসঙ্গত না কহ বহুল॥
তরঙ্গ বিহরে দেখি জলধির মাঝে।
কুসারী দেখিলা হেন কহ কোন লাজে॥
পিতা অন্বেষণে যাঅ দুরন্ত সিংহল।
আনে আনে প্রসঙ্গ তোর কিবা ফল॥
মোহিত হইল মতি নহে আত্মবশ।
জানিলুম সিংহলে গিয়া পাইবা অপযশ॥
সর্ব্বথাএ শুন শিশু করোম পরিহার।
ভ্রমেহ এমনি কথা না কহিয় আর॥
কর্ণধার বাক্য সাধু কিছু না লএ মনে।
ভয় পাইয়া তরণী খেওয়াএ তখনে।
কালিদহের বাক সাধু এড়িল বাহিয়া॥
চকিঘাটা বাকে সাধু উত্তরিল গিয়া॥
সপ্ত ডিঙ্গা দেখি চকি ভএত আকুল।
কেহ কেহ বোলে ভাই আইল পরদল॥
কেহ কেহ বোলে সিংহলে দিল হানা।
যুদ্ধ হেতু দেখ নাএ তুলিয়া দিছে বানা॥
কেহ কেহ বোলে বিলম্বে কার্য্য নাই।
তুরিতে জানাইতে হএ সিংহলের গোসাই।
সাহসে করিয়া ভর মুখ্য দুই[১] জন।
রহ রহ ডাক দিয়া জানাএ কারণ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

সিন্ধুড়া রাগ ভাটিআল।

হেররে বিনোদরাএ কথার সাজনি।
কত ছান্দে বান্ধে চূড়া ভোলাতে রমণী॥

কোন কলাবতী গাথি যুতি জাতি
বনাইছে চূড়ার সাজনি।
সৌরভে[১] ভুলিয়া উড়িয়া ঘুরিয়া
তাহাতে পড়এ ভৃঙ্গরাজ[২] ॥
রামদেবের বাণী ওরূপ সাজনি
নিছনি যাউক কাম।
গোলোক ছাড়িয়া রাধার লাগিয়া
বিপিনে বিহারএ শ্যাম ॥ ধু ॥

ডাক দিআ বোলে চকি ডিঙ্গা ছাপা এথা।
সপ্ত ডিঙ্গা সাজাই ভাই চলিয়াছ কথা ॥
যুদ্ধ হেতু আসিয়াছ যুদ্ধ দিয়া চাহ।
সাধু হৈলে রাজঘাটি বাজাইয়া যাঅ ॥
সাধু হৈলে সিংহলে পাইবা অব্যাহতি।
ধ্বজ নামাঅ নামাঅ আছে রাজনীতি ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাহি আর ॥

হরি বলরে অ হরি বলরে ভাই।
হরিনাম বিনে বন্ধু নাই ॥ ধু ॥

রাজনীতি মতে[৩] সাধু নামাএ কেতন।
ঘাটি বাজাইয়া ডিঙ্গা খেওয়াএ তখন ॥
সিংহলেতে সপ্তডিঙ্গা হৈল উপনিতি।
এহা জানি শ্রীয়মন্ত হরষিত মতি ॥
রাজঘাটে সপ্তডিঙ্গা ছাপাইয়া জলে।
শুভ লগ্নে উঠে[৪] সাধু তুরন্ত সিংহলে ॥
কূলেতে উঠিছে মাত্র সাধুর নন্দন।
অকস্মাৎ রাজকোটায়াল ঘিরিল তখন[৫] ॥
মনে মনে ভাবে সাধু একি বড় দাএ।
সিংহলে উত্তরি মাত্র দেখি যমদাএ ॥

দ্বিজ রামদেবে বলে কি ভাব এখন।
ঠেকিবা যখন দাএ বুঝিবা তখন।

শ্রী রাগ।

অএ রাম মোর সুন্দর রে প্রাণনারে হএ॥ ধু॥

কালুদণ্ডে বোলে ভাই দোহাই রাজার।
অবিলম্বে নৃপ ভেট লইয়া সম্ভার॥
শ্রীয়মন্ত বোলে ভাই করম নিবেদন।
আজি হোতে তুহ্মি মোর হও বন্ধুজন॥
কোটায়ালে বোলে বন্ধু সেই অঙ্গীকার।
রাজঘরে যথাসাধ্য[১] হএ মোর ভার॥
বন্ধু করি দিল তারে কর্পূর তাম্বুল।
এহা খাইয়া কোটায়াল হইল আকুল॥
কিনা দিলা কিনা খাইলুম হইলুম অস্থির।
অধর বাহিয়া কেনে পরএ রুধির॥
নানান বাকল দেখি ঝুনা নারিকল।
জানিলুম জানিলুম ওয়া হএ বিষফল॥
এহারে খাইয়া মুই হইলুম আকুল।
ওফল খাইতুম যদি হইতুম নিমূল॥
শ্রীয়মন্ত বোলে বন্ধু না হইয় ফাফর।
এহারে খাইলে হএ সুরঙ্গ অধর॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে ভাবি মহামাএ।
হাসিয়া ডিঙ্গার লোক গড়াগড়ি যাএ[২]॥

কেদার রাগ।

শ্রীয়মন্তে বোলে ভাই খুলন কাণ্ডার।
নৃপ ভেটিবারে ভাই চালাঅ সম্ভার॥

ঘৃত মধু লও ভাই তৈল লক্ষ মণ।
রাজ যোগ্য চিনি লও বিচিত্র বসন॥
শর্করা সন্দেশ লও সাজাইয়া ভার।
লবঙ্গ বিরঙ্গ হিঙ্গ লও কৃষ্ণসার॥
জানিয়া গম্ভীরভেদী লও দন্তাবল।
হেম কুম্ভ ভরি লও নানা তীর্থের জল॥
কম্বু জিনিয়া লও করাইয়া সাজ।
শুক সারি পক্ষী লও আর ভৃঙ্গরাজ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

আহি রাগ।

অএ গুণধাম মাএর দুলাল শ্যাম
ও বেশ বানাও কত ফলে।
তোহ্মার সাজে অঙ্গের ছটা
জগমন ভোলে॥
বামেত টালিছ চূড়া বান্ধে এক ছান্দে।
রূপ হেরি রতিপতি হইল ব্যাকুলমতি
বিনাইয়া কান্দে॥
রামদেবে বোলে দেখিয়া পড়িল ভোলে
পহু করি পরিহার।
তিলেক না ছাড় দয়া দেহ পহু পদছায়া
পরাণি না লইয়রে রাধার॥ ধু॥

কাণ্ডার জানাইয়া সাধুর নন্দন।
নৃপ সম্ভাষিতে বেশ বানাঅ তখন॥
শিরের পাগ বান্ধে বিরাজিত ভালে।
যেন নব শশী শোভিছে ধবল কমলে॥

কনক বরণ অঙ্গে কুমকুমের ছটা।
চান্দ কপালে দিল চন্দনের ফোটা॥
কাঞ্চন আভরণ পৈরএ পরম উজ্জ্বল।
দুই কর্ণে পৈন্ধে মণি মকরকুণ্ডল॥
যখনে পৈরএ সাধু বিচিত্র কুণ্ডল।
শোভা করে ভুবনেতে ভৌমিক আখণ্ডল॥
যখনে পৈরএ সাধু বিচিত্র বসন।
মদনে অনঙ্গ বাদ ছাড়িল তখন॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

সুহি ভাটিয়াল রাগ।

সিংহলের পদ্মিনী যথ শিশু দেখি বিমোহিত
কুলভয় করিয়া নৈরাশ।
ঘনাইয়া যুবক নারী আধ ঢাকি কুচগিরি
রহে গিয়া সাধুর চারি পাশ॥
কেহো বোলে অয়ে সখী হেন রূপ নহি দেখি
এরূপ যৌবন মিছে অঙ্গে।
কেহো বোলে সরজনু আইল পীযূষ ভানু
অবনীতে ফিরে মনোরঙ্গে॥
কেহো বোলে রতিপতি দেহ ধরি ভ্রমে ক্ষিতি
ইকি কি বিধির নিরমাণ।
এক বুড়ি বেলে সখী আন্ধার জুড়াইল আখি
অবনী ধরাইতে নারি প্রাণ॥
সাধু মাএর নির্ব্বন্ধ যথ মনেতে রাখিয়া কথ
শিশুমতি ভাবে তত্ত্বজ্ঞান।
ধৈর্য্যেতে রহিয়া স্থির সম্ভ্রমে নোয়াইয়া শির
সম্ভাষিল জননী সমান॥

সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইয়া ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা॥

মল্লার রাগ।

চলিলা সাধুবর ভেটিতে দণ্ডধর
কোটায়াল চলে আগে আগে।
সাধু চলে সুখপালে চলিল যে কুতূহলে
কিঙ্কর চলিল আগে আগে॥
নানান উপায়ন চালাএ কতজন[১]
কেহো কেহো লএ হেম ঝারি।
তাল বৃন্ত বড় চামর সুশীতল
কেহো কেহো লএ তরাতরি[২]॥
বৈসএ স্থানে স্থানে সেবএ পরিজনে
সদাএ আনন্দ সাধু মন।
জানিয়া শুভকাল তুষিয়া দ্বারপাল
করিলেক রাজা দরশন॥
দেবীপদ দ্বন্দ্ব অতি মকরন্দ
কবিবিধুসুতের অভিলাষ।
ভাবএ মতিহীন কিবা রাত্রি কিবা দিন
শমন দমন প্রতিহাস॥

সিন্ধুড়া রাগ।

আনন্দে মজাইল মধুপুরী।
মুরুছাএ শ্যামরূপ হেরি॥
যত যদুকুল আনন্দে আকুল
হইল সারঙ্গধারী।

যে হেন কমল বিমল ভেল
উদিত যেন দিনমণি।
কবি বিধুসুত বোলে উল্লসিত
ধন্য ধন্য হইল মেদিনী॥ ধু॥

শ্রীয়মন্তে দেখি সভা প্রসন্ন বদন।
যেন শশী প্রকাশিত কৌরব কানন॥
হরিল রাজার চিত্ত সাধুর নন্দন।
দেহমাত্র ধরি রাজা দিলা সিংহাসন॥
উপায়ন দিয়া বন্দে নৃপশিরোমণি।
ভূমি জানু দিয়া বৈসে হৈয়া যুগপাঞি॥
তুরিতে যোগাএ সেবকগণে কাঞ্চন আসন॥
নৃপতি আদেশে বৈসে সাধুর নন্দন॥
দণ্ডধরে বোলে সাধু কহিবা সকল।
কোন হেতু আসিয়াছ দুরন্ত সিংহল॥
এহি মাত্র আজ্ঞা পাইয়া সাধুর নন্দন।
যুগপাঞি হৈয়া কহে আত্মনিবেদন॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

সারঙ্গ রাগ।

রাজা নিবেদন[১] কর অবধান।
তুহ্মি পাল অখিল ক্ষিতি স্বর্গে যেন সুরপতি
আহ্মি শিশুমতি কি কৈমু বাখান॥
তোহ্মার সচিবগণ যে অরবিন্দবন
সুর সম তোহ্মার প্রকাশ।
তব কীর্ত্তিলতাবলী গিয়াছে গগনপল্লী
রিপুকীর্ত্তি করিয়া বিনাশ॥

পারিজাত পুষ্পতরু বুদ্ধি জিনি সুরগুরু
বচনে নিন্দিছে জলধর।
লাবণ্যেতে সুধাকর নিন্দিয়াছে ফুলশর
তুয়া যশে পূর্ণিত সংসার॥
পিতা মোর ধনপতি করে উজানিতে বসতি
যার পুরী অমরা সমান[১]।
তথাএ রাজা গুণধাম বিক্রমকেশরী নাম
যাহার উপমা মঘবান॥
সে যে নৃপ শিরোমণি চামরে ছাইছে ছানি
মলয়াএ বান্ধিছে দেয়াল।
চামর চন্দন আশে আসিলুম[২] সিংহল দেশে
নিবেদন শুনহ ভূপাল॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইয়া ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা॥

শ্রী রাগ।

ভূপতিএ বোলে শুন সাধুর নন্দন।
যাহার তনয় তুহ্মি সাফল্য জীবন॥
ধন্য ধন্য বোলাইলা সিংহল[৩] নগর।
ধন্য সে জননী তোহ্মা ধরিল জঠর॥
জানিলুম দারুণ অতি তোর দণ্ডধর।
হেন শিশু পাঠাইয়াছে সিংহলনগর॥
বয়সে ছাওয়াল তুহ্মি বচনে সুসার।
বচনে পীযূষ হৃদ্রে সিঞ্চিলা আহ্মার॥
শিশুর কোমল তনু ননীর পুতলী।
এতদূরে কেন আইলা ভয় নাহি গণি॥

দারুণ নৃপতি তোহ্মার নিকরুণা ধরে।
হেন শিশু ভাসাইল জলধিসাগরে॥
দেখরে সচিবসভা অতি কুতূহল।
কি মতে তরিল শিশু জলধির জল॥
বিদ্যাতে প্রচুর শিশু বয়সে কোমল।
তরঙ্গ তরিলা কেমনে কহত সকল॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

সিন্ধুড়া রাগ।

দেখরে দেখ মোহন নন্দকিশোর।
ইকি কি মোহন হাসি বরিখে মুকুতা রাশি
ব্রজবর নন্দ কিশোর।
কথাতে কথাতে রত্নময় ভাষে
হেরিয়া হরিল চিত্ত মোর॥ ধু॥

দণ্ডধরে বোলে সাধুর কোঁয়র[১]।
কিরূপে তরিলা তুহ্মি অপার সাগর॥
কিরূপে বাহিলা তুহ্মি অগাধ জলধি।
শুনিতে সে সব কথা নাহিক অবধি॥
কোন স্থানে কি দেখিলা কহরে কারণ।
শুনিয়া তোহ্মার বাক্য জুড়াক পরাণ॥
শ্রীয়মন্তে বোলে প্রভু করম নিবেদন।
ভালই বিস্মৃতি যথা করাইলা স্মরণ॥
মগরাএ মজ্জিছিলাম শুন নৃপমণি।
দৈবযোগে বাচি আইলুম এ সপ্ত তরণী॥
প্রতিবাকে ভএ পাইলুম সাগরের জলে।
জলজন্তু পাইলে ডিঙ্গা গিলে অবহেলে॥
তাহাতে তারিল কাণ্ডার বুদ্ধির কৌশলে।
সঙ্কট তরিএ আইলুম কালিদহের জলে॥

প্রতি বাকে ভএ পাইলুম তাহা নাহি গণি।
কালিদহ জলধি কথা শুন নৃপমণি॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিন্দুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

সিন্ধুড়া মল্লার রাগ।

শুন শুন নরনাথ যে দেখিলুম অকস্মাৎ
একি কি বিধির নিরমান।
ও রূপ গঠন বিধি জিনি কোটি কলানিধি
হেরিতে হরল মতিজ্ঞান॥
গর্জ্জে রামা হুহুঙ্কারে করি রাখি বামকরে
অবহেলে সংহারে কুমারী।
রামা পড়িছে অরুণ পট্ট খেনে হাসে অট্ট অট্ট
খেনে করী গগনে উতারি॥
খেনে করিরাজ ধরে খেনে পাছারিয়া মারে
বদন পাতিয়া খেনে লএ।
খেনে কালা খেনে গোরা জিনিয়া জলদমালা
মহারাজ কি দেখিলুম কালিদহে॥
কালিদহ কমলদলে কমলিনী বসি হেলে
গজরাজে সংহারে কুমারী।
দেখিয়া পাইলুম ভএ শুন নৃপ মহাশএ
অত্যাশ্চর্য্য হইল আমারই॥
দ্বিজ রামদেবে গাএ ভাবিয়া সারদা পাএ
দুর্গা অধমে মাগম এহি ধন॥

তুড়ি সিন্ধুড়া রাগ।

সৈজানি মোরে কি আজ বিধি বাম।
গুরুর সমাজে পাইলুম কাল কালার নাম॥
সেই সুখ দুঃখ মুই গুরুতে নিবেদিলুম।
উঠিল কালিয়াএ মনে রাখিতে নারিলুম॥

কাল ননদিনী পাইয়া করিল ইঙ্গিত।
হাসিল গুরুর সভা হইলুম লজ্জিত॥
রামদেবে বোলে রাধা কিনা ভাব আর।
ডুবিলা কলিয়াজলে না জান সাঁতার॥ ধু॥

এহা শুনি চমকিত সিংহলের রাজ।
করতালি দিয়া হাসে সচিবসমাজ॥
কেহো কেহো বলে শুন সাধুর নন্দন।
জ্ঞানী হৈয়া বোল কেনে প্রলাপ বচন॥
রাজা বোলে শুন শিশু বচন আহ্মার।
এহা মিথ্যা হইলে বোল কি ফল তোহ্মার॥
শ্রীয়মন্তে বোলে রাজা যদি কহি ছলি।
দক্ষিণ মোসানে মোরে কাটি দিয় বলি॥
অবিচারে নেও মোর সপ্তডিঙ্গার ধন।
সত্য হৈলে আজ্ঞা হয় প্রতিজ্ঞা বচন[১]॥
রাজা বোলে কৈলুম সত্য সভা বিদ্যমান।
অর্দ্ধ রাজ্য সহিতে দুহিতা দিমু দান॥
শ্রীয়মন্তে বোলে প্রভু ব্যাজের কার্য্য নাই।
অবিলম্বে চল প্রভু নাওরা সাজাই॥
কালিদহ যাইতে রাজা পরি গেল সাড়া।
হরষিতে দাড়ি মাঝি সাজাএ নাওরা॥
ধ্বজছত্র পতকাএ আবরিল[১] বাট।
তরণীতে উঠে রাজা লৈয়া নিজ ঠাট॥
সঙ্গে করি লইলেক সাধুর নন্দন।
চৌকিঘাটা এড়ি নৌকা খেওয়াএ তখন॥
তখনে জানিল মাতা আইসে দণ্ডধর।
সখী সঙ্গে গেল দেবী কৈলাসশিখর॥
মহারঙ্গে যাএ রাজা সঙ্গেতে শ্রীপতি।
কালিদহ বাকে গিয়া হৈল উপনিতি॥

শ্রীয়মন্তে বোলে রাজা নিবেদন চরণে।
কমলেকামিনী দেখিলুম এইখানে ॥
সাধুর বচনে রাজা করি[১] তরাতরি।
কালিদহ জল দেখে নেহারি নেহারি ॥
কমলে কুমারী করী না দেখে প্রকাশ।
দেখাইতে নারি সাধু হইল হতাশ।
আকুল হইয়া চাহে[২] সাধুর নন্দন।
কান্দএ সাধুর বালা করুণা বচন ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

করুণা ভাটিয়াল রাগ।

হরি হরি এইখানে কুমারী করী দেখিলুম কমলে।
লুকাইয়া রহিল রামা মোর কর্ম্মফলে ॥
কমলেকুমারী নহে বুঝি দেখিলুম শমন।
হাসিতে হারাইলুম মুই প্রাণি হেন ধন ॥
জানিলুম জানিলুম মোরে বঞ্চিত ভগবান।
না শুনি কাণ্ডারবাক্য হারাইলুম প্রাণ ॥
সিংহলে আনিল বিধি করিতে[৩] নিধন।
রৈল এ দুঃখ পিতা সনে না হইল দরশন ॥
মোসানে দিবেক বলি ভয় নাই মনে।
প্রলাপি হইলুম মুই ভূপতি বিদ্যমানে ॥
পুনি বোলে শ্রীয়মন্ত করি জোড় হাত।
দণ্ড দুই ব্যাজ কর ধরণীর নাথ ॥
ভাটাসমে দেখিয়াছম কুমারীকমলে।
ভাটা আইলে পুনঃ দৃষ্টি হইব কমলে ॥
দ্বিজ রামাদেবে গাএ দেবীপদ সার।
সাধু কমলে কুমারী করী না দেখিবা আর ॥

গান্ধার রাগ।

কি মুই দেখিলুম অপরূপ।
কাল কালিন্দীর কুলে তরুয়া কদম্বমূলে
জলধর শ্যাম হেন রূপ। ধু

সাধুর বচন রাজা না করে অন্যথা।
দুই দণ্ড কুলে নায়রা চাপাই রহে তথা॥
জোয়ার বহিয়া গেল ভাটা হৈল সার।
কমলেকুমারী রাজা[১] না দেখে প্রচার॥
ইঙ্গিতে রক্ষক ছিল শ্রীয়পতি তরে।
শিশু সনে মহারাজ আইল কোপভরে॥
সিংহাসনে বৈসে রাজা কুপিত অন্তর।
কোটায়াল কোটায়াল ডাকে দণ্ডধর॥
কালুদণ্ড নামে কোটায়াল আইল দুর্ব্বার।
যুগপাণি হইয়া শুনে আদেশ রাজার॥
দণ্ডধরে বোলে কোটায়াল শুনরে কারণ।
শিশু নহে এহি বেটা উজানি টেটন॥
ভাল দণ্ডধারী মুই রাখিলুম ঘোষণা।
না বুঝি টেটনার বাক্য খাইলুম আপনা॥
রাজ্য লইতে আসিয়াছে হেন মনে লএ।
মন্ত্রণা করিয়া মোরে নিল কালিদএ॥
প্রাণমাত্র রাখ তার পাইক কাণ্ডার।
সাতডিঙ্গার ধন তার তোলনি ভাণ্ডার॥
প্রতিজ্ঞা করিল বেটাএ যদি কহে ছলি।
দক্ষিণ মোসানে তারে কাটি দিতে বলি॥
শ্রীয়মন্তে শুনে এহি আদেশ প্রকাশ।
দেহ ছাড়ি পঞ্চ প্রাণি উড়িল আকাশ।
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

মল্লার রাগ।

আদেশিল দণ্ডধর কোপে জ্বলে নিশিশ্বর
নিজ ঠাট লৈয়া তরাতরি।
জ্বলন্ত আনল[১] যেন দুই আখি জ্বলে তেন
কাপে গোপে করি ফরফরি।
ও তনু তিমির কালা জিনিয়া জলদমালা
আনল বরণ চাপ দাড়ি।
দশনে দশন ভিড়ি উঠে দিয়া দড়বড়ি
ধরা পৈরে ভিড়ি ভিড়ি॥
করে অসি তরোআল যেন ভয়ঙ্কর কাল
হেরি মুরুচিত সভাকার।
তরাতরি বান্দে পাগ ধর ধর পারে ডাক
ও ডাকে ধায়ত[২] পরিবার॥
কহে কবিচন্দ্রসুত দেবীপদে অবিরত
যদি সে তরাও ভবভএ।
তুয়াপদ অরবিন্দে মন অলি কত ছান্দে
ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেন রহে॥

ভাটিয়াল রাগ।

হরি বলরে ও হরি বল ভাই।
কৃষ্ণ নাম বিনে বন্ধু নাই॥ ধু॥

জ্বলিল রাজার কোটায়াল ক্রোধে হইল কাপ।
শ্রীয়মন্তে ধরে গিয়া দিয়া বাঘা ঝাপ॥
শ্রীয়মন্তে ধরে গিয়া ধাই নিশিশ্বর[৩]।
রাহুতে রুষিল যেন নব সুধাকর[৪]॥
কোটায়াল ধরিল যদি সাধুর নন্দন।
কাতর হইয়া চাহে তাহার বদন॥
ডাকিয়া আকুল কোটায়াল বোলে ধর ধর।
এহি মুখে আসিয়াছ সিংহলনগর॥

গলফাঁস দিয়া ধরে সাধুর কোঁয়র।
পাশটানে শ্রীয়মন্ত করে ধরফর॥
ধরিল রাজার কোটায়াল করল লাঞ্ছন।
কতনা বীরদাপে বোলএ বচন॥
এই মুখে আসিয়াছ সিংহল নগর।
মোরে দেখি ত্রাসযুক্ত হইয়াছ বর্ব্বর॥
আস্ফালন করি কহে হস্ত পাকাইয়া।
মিথ্যা কথা সভামধ্যে কইলি কি লাগিয়া॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুস্থতে ভণে রবিস্থতের ভএ॥

সুহি মল্লার রাগ।

যেমন গগনে সাচানগণে
বেড়ল কপোতপাল।
তেমন কোটায়াল হইয়া দুষ্ট কাল
মারএ সাধুর নন্দনে॥
শিশুর ভালে চন্দনের ফোটা[১] চান্দ জিনিয়া ছটা
কুণ্ডল পৃষ্ঠেতে দোলএ।
ছিড়ে গলার হার মুক্তামণি যার
গাথা সর্ব্ব মালে মালে॥
সাধুর আউলাইয়া পাগ নিলেন্ত সভাভাগ
ধূসর অঙ্গ ধুলাএ।
যে আছিল সঙ্গিগণ পলাএ তখন
ধাএ ত্রাস পাইয়া মনে॥
কান্দে সাধুরবালা কেহ মারে ঠেলা
আকুল নয়ান পানে।
দেবীর চরণ ভাবি অনুক্ষণ
রামদেবে এহ রস ভণে॥

করুণা ভাটিয়াল পয়ার

বন্ধনে পীড়িত হইয়া সাধুর নন্দন
কাতর হইয়া কহে জীবন কারণ ॥
শ্রীয়মন্তে বোলে প্রভু শুন দণ্ডধারী।
পরে বলি দিঅ বারেক জিজ্ঞাসা করি ॥
আপনা কুমতি ফলে খাইলুম আপনা।
রহিল অখ্যাতি মোর এ তিন ভুবন ॥
ঘুচাও ঘোষণা মোর করম নিবেদন।
মোসানে কাটিল করি মিথ্যার কারণ ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদএ চিন্তিয়া দুর্গার চরণকমল ॥

গান্ধার রাগ।

রাখরে দীনদয়ালের বন্ধুয়া।
কার ধার খাইছি কেনে লই যাএ বান্ধিয়া ॥
দারা সুতগণ বন্ধু পরিজন
সকলি কাহারে দিয়া।
কেবা নিয়া যাএ কথা বঞ্চিমু কি খাইয়া তথা
কে মোরে রাখিবে কাছে নিয়া ॥
কি মুই করিলুম পাপ তেকারণে এত তাপ
কেবা নিল অঙ্গের ভূষণ।
যে ছিল মনের আশা সকলি হইল মিছা
লইয়া যাইব শমনভবন।
কেবা দিবে ছায়া কে করিবে দয়া
লইব কাহার শরণ।
দ্বিজ রামদেবে মন অলিরূপে অনুক্ষণ
শ্রীগুরুর চরণে মজে মন ॥ ধু ॥

যখনে কুমারীকরী দেখিলুম কমলে।
কাণ্ডার যে সম্বোধিআ সাক্ষী কৈলুম বারে বারে ॥

ছিয়পতিবচনে রাজা হইল করুণ।
কর্ণধারে আনিবারে কহে পুনপুন॥
রাজার আদেশে চলে দুর্জ্জয় কোটায়াল।
লাঞ্ছন করিয়া আনে খুলন কাণ্ডার॥
দণ্ডধরে বোলে কাণ্ডার বাক্য শুন সার।
পরিণামে অবিনয় না লৈয় আপ্তার॥
সৈত্য হইলে জান সৈত্য লোকেত বসতি।
মিথ্যার কারণে ঘোর নরকের উৎপত্তি॥
তুঙ্কিত বাহিয়া আইলা কালিদএর জলে।
তুঙ্কিকি কুমারী করী দেখিলা কমলে॥
রাজার আদেসে কাণ্ডার সজল নয়ানে।
দণ্ডবত হইয়া কহে ভূপতির চরণে॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

পাহিড়া রাগ।

কান্দে কর্ণধারমণি হইয়া যুগপাণি
শুন প্রভু নরনারায়ণ।
লাভেরে সিংহলে আইলুম মুলধন হারাইলুম
মোর প্রভুমণি হেন ধন[১]॥
কমলে কুমারীকরী দেখি[২] প্রাণের বৈরী
সাক্ষী কৈল সাধুর নন্দন।
কর্ম্মেতে প্রবৃত্ত ছিলুম ত্বরাএ না চাহিলুম
না দেখিলুম এ পাপ নয়ানে॥
সাধু মোর ধর্ম্মসেতু ঠেকিল দৈবের হেতু
কদাপিহ নাহি কহে ছলি।
মহারাজ শিশুরে ক্ষেমিয়া দোষ খণ্ডাঅ মনের রোষ
মোসানেতে মোরে দেঅ বলি॥

ভাবিয়া দেবীর পাএ দ্বিজ রামদেবে গাএ
অধমে মাগম এহি ধন[১] ।
তুয়াগুণ বরণ অখিল গুণ ভাবন
চরণে চতুর হৌক মন[২] ॥

গান্ধার রাগ ।

সাধুরে ভাই সময়ে শমন দরযন ।
শ্রীগুরু শরণ বিনে নাই অন্য ধন ॥
ভরসা আছিল মনে আনে হৈব পার ।
না হইল আনের বলে শ্রীগুরু কাণ্ডার ॥ ধু ॥

এহি মাত্র কহে কাণ্ডার বচন প্রকাশ ।
শ্রীয়মন্তে শুনি হএ জীবন নৈরাশ ॥
দণ্ডধরে বোলে কোটায়াল কিনা ভাব আর ।
মোসানেতে লৈয়া যাঅ মিথ্যার ভাণ্ডার ॥
রাজার আদেশে কোটায়াল চলিল ত্বরাএ ।
দক্ষিণ মোসানে শিশু কাটিতে চালাএ ॥
উঠ উঠ বোলে কোটায়াল পাসে দিয়া টান ।
ঢেকায় ঢেকায় শিশুর বাহিরাএ প্রাণ ॥
আর না দেখিবা তুহ্মি উজানি নগর ।
নৃপতিরে নিলা কেনে কালিদহ সাগর ॥
কোটায়ালে বোলে বেটা পড় কেনে ছলে ।
কমলে কুমারীকরী না দেখাইলা জলে ॥
সঙ্গে সঙ্গে চলে তান কর্ণধারমণি ।
কান্দএ সাধুর বালা লোটাইয়া ধরণী ॥
খেনে ত্রাসভরে[৩] ডাকে সচিবপ্রধান ।
খেনে আর্ত্তনাদ করে ভূপতি বিদ্যমান ॥
এহা দেখি মহারাজ হইল করুণ ।
শ্রীয়মন্তে সম্বোধিয়া কহে পুনঃ পুন ॥

দণ্ডধরে বোলে শুন সাধুর নন্দন।
আহ্মার গোচরে এথ করিলা ভণ্ডন ॥
মিথ্যা কৈলা হেন কহ সভা বিত্তমান।
সপ্তডিঙ্গার ধন দিমু প্রাণ দিমু দান ॥
রাজার আদেশ পাইয়া সাধুর নন্দন।
জুগপাঞি হইয়া করে আত্মনিবেদন[১]
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবিপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

সুহি পাহিড়া রাগ।

মহারাজহে মহারাজ কিঙ্করে নিবেদম পাএ বাক্য মিথ্যা নয় ॥ ধু ॥

শুন দণ্ডধররাএ কিঙ্করে নিবেদম পাএ
বঞ্চিতে[২] না বোল এমন।
কমলেকুমারীকরী দেখিছম নয়ান ভরি
জীতে কি হইমু বিস্মরণ ॥
শুন প্রভু ধর্ম্ম সখা জানিলুম ললাটে লিখা
মৃত্যুযোগ দক্ষিণ মোসান।
যাহার নির্ব্বন্ধ[৩] যথা খণ্ডাইতে না পারে ধাতা
মিথ্যা মুই কৈমু কি কারণ ॥
ধর্ম্ম বহি সেহো যোগী জন্মে মরণ লাগি
তুহ্মি কি না জান দয়ামএ।
সুরাসুর নর যেবা মৃত্যুহীন আছে কেবা
মিথ্যা কহিমু মরণের ভএ ॥
নয়ানে অবার নীর ভএ প্রাণ নহে স্থির
ভূপতিরে কহে বারে বারে।
যেন প্রভাতের শশী অচল অন্তরে বসি
ঝর ঝর উগারে নেহরে[৪] ॥

দ্বিজ রামদেবে গাএ ভাবিয়া দেবীর পাএ
যদি সে তরাইবা ভবভয়।
তুয়া পদ অরবিন্দে মনঅলি বড় ছান্দে
ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেন রহে॥

রাজারে মহারাজ কিঙ্করে নিবেদন পাএ।
বাক্য মিথ্যা নাহি হএ॥ ধু॥

কমলে কুমারীকরী দেখিলুম নিশ্চএ।
সত্য দেখিছি রাজা মিথ্যা কভু নএ॥
ভবেতে জম্মিলে রাজা অবশ্য মরণ।
সত্য দেখিছি মিথ্যা কহিব কি কারণ॥
রাজা বোলে কোটায়াল শুনরে কারণ।
শিশুর কারণে তোর ঘনাইল জীবন॥
রাজার বচনে কোটায়াল হইয়া অস্থির।
ঢেকা মারি করে শিশু পুরীর বাহির॥
কোটায়ালে ধরিল শিশু ভএত বিকল।
দশ দিগে চাহে শিশু নাহি বুদ্ধি বল[১]॥
কোটায়াল চরণে পরে খুলন কাণ্ডার।
দূরে খেদাইল তারে করিয়া প্রহার॥
তথাপি খুলন কাণ্ডার সঙ্গী নাহি ছাড়ে।
ত্বরাএ নিলেক শিশু বাহির নগরে॥
কোটায়ালে ধরিছে শিশু ভয়েতে আকুল
কুরঙ্গ প্রধান যেন ধরিল শার্দ্দূল॥
বান্ধিয়া লৈই যাএ শিশু নগরের[২] পথে।
দেখিয়া নগরিলোক কান্দে শতে শতে॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

কামোদ রাগ।

নগরের নিবাসী[1] যথ শিশু দেখি বিমোহিত
কান্দে লোক নাহি সমাধান।
দেখরে সাধুর বালা জিনি সব শশিকলা
মোসানেত দিবেক বলি দান।
কোন বা করিল দোষ শিশুরে এমনি রোষ
কি তোর দারুণ নৃপরাএ।
যার যে বসতি ধন জীবন করিয়া পণ
রাখ শিশু ধরি নৃপরাএ॥
অভাগী জননী তার কেমনে বঞ্চিব আর
হেন পুত্র হইয়া বঞ্চিত।
কান্দে নগরী-নারী শিশুরে কিশোর হেরি
যুবা বৃদ্ধ শিশু সমোদিত॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইয়া ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা॥

আসোয়ারী রাগ।

অরে যাদব মাওনি আছে তোর।
কহ বাছা তুহ্মি কাহার কিশোর॥ ধু॥

বাহুতে বলয় মস্তকে মলয়
গলে গজমুক্তা হার।
ননীর পুতলি জিনি কমলকলি
ও তনু দেখিয়ে তোহ্মার॥
কোন স্থানে তোহ্মার ঘর যাদুয়া বাছা
কোন স্থানে তোহ্মার বাড়ী।

এমনি যাদুয়া বাছা কেমনি মায়ের
রাজদ্বারে দিছে ছাড়ি ॥
হাতে সোনার বেড়ি কোমরেতে দড়ি
দুই নয়ানে বহে ধারা ॥
এমনি সময়ে তার মা বাপে দেখিলে
না জানে কি করে তারা ॥
রামদেবে বোলে এমন সময় কালে
মা বাপ না থাকে কাছে ।
দ্বিগুরু রক্ষণে আপনা নিধনে
চলি যাইব কৈলাস বাসে ॥

সিন্ধুড়া রাগ ।

অএ বন্ধু নারায়ণ হরি নারায়ণ ।
দেহ পাইয়া না লৈলাম শরণ ॥ ধু ॥

নাগরিক লোকে যদি এমনি ক্রন্দন ।
দক্ষিণ মোসানে নিল সাধুর নন্দন ॥
দুর্জ্জন মোসান ভূমি ঘোর অন্ধকার ।
এহা দেখি মোহো পাএ সাধুর কুমার ॥
ঠাঠা শব্দে কেহ কেহ করে হানাহানি ।
নরমাংস লৈয়া পক্ষী করে টানাটানি ॥
সমুখে আসিয়া শিবাএ ডাকে উর্চ্চরোলে ।
শকুনি শ্রীকালি সদাএ ঘন ঘন রোলে ॥[১]
নরমুণ্ড গলে ধরি উকি দিয়া চাহে ।
রক্ত পানে কেহ কেহ মত্ত হৈয়া ধাএ ॥
ভয়ঙ্কর নানা মূর্ত্তি দেখিয়া তখন ।
করুণা বিলাপে কান্দে সাধুর নন্দন ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার ।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই মোর ॥

পাহিরা রাগ।

কান্দে শিশু ছিয়পতি লোটাইয়া মোসান ক্ষিতি
কে মোরে এমনি দিল গালি।
হইয়া উজানিবাসী সাজিয়া সিংহলে আসি
শিবারে দিবারে তনু ডালি ॥
জনম লভিলে তবে অবশ্য মরণ হৈবে
এথ বিধি লিখিল মোর লাগি।
না করিলুম দান ধ্যান অকালে[১] হারাইলুম প্রাণ
হইলুম মাএর বধভাগী ॥
শকুনি শ্রীকালি মেলা নিষ্কণ্টকে করি খেলা
খাইয়া রৌরবে যাইব চলি।
পিতা সনে না হইল দেখা এপাপ ললাটে লিখা
মোসানে কাটিয়া দিব বলি ॥
নয়ানে বহএ নীর তাই প্রাণ নহে স্থির
চমকিত মন ফেরুরোলে[২] ॥
উলটি পলটি চাএ দেখে কর্ণধার রাএ
ত্রাসভরে চাপি ধরে গলে ॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর[৩] পদ আশে মোহিত হইয়া ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা ॥

শ্রীরাগ।

শ্রীয়মন্ত বোলে ভাই খুলন কাণ্ডারী[৪]।
মরণ কালেতে তোহ্মা দেখি আখি ভরি[৫] ॥
জননী চরণে কৈহ মোর নমস্কার[৬]।
দক্ষিণ মোসানে হইল নিধন ছিরার[৭] ॥
প্রণতি জানাইয়া কৈহ যথ বন্ধুজনে।
মাএরে সপিলুম ভাই সমাইর চরণে ॥

নৃপতির চরণে কৈহ মোর নিবেদন।
মাতৃদ্বয় সপিলুম তাহার চরণ ॥
পতিসুতহীন হৈয়া আহ্মার জননী।
কাহার শরণ লইব হৈয়া অনাথিনী ॥
পিতা সনে না হৈল দেখা এ দুষ্ট কপাল।
পুত্র নহি মূত্র মুই জানিলুম ভাল ॥
মরণেহে মনে মোর এই সে দুঃখ রহিল।
পলটি মাএর সনে দেখা না হইল ॥
কি হইল পিতার গতি না হইল উদ্দেশ।
মরণে রহিল হৃদ্রে এহি বড় খেদ ॥
মোসানেত বন্ধু মোর শকুনি শ্রীকালি।
বারেক আহ্মার নামে দিয় জলাঞ্জলি ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদয়ে চিন্তিয়া দুর্গার চরণকমল ॥

মল্লার রাগ।

অএ গুণরাম মাএর দুলাল শ্যাম
তিলেক দেখিরে আখি ভরি।
শূন্য করি পুরী কেবা নিল প্রাণ হরি
অনাথ করি গোকুল নগরী।
ভবে জন্মিয়া গোবিন্দ না ভজিয়া
হৈল মোর জন্ম বৃথাএ ॥
দ্বিজ রামদেবের বাণী শুন শিশু সাধুমণি
অবশ্য তরিবা এহি দাএ ॥ ধু ॥

শ্রীয়মন্ত কোলে লইয়া কাণ্ডার খুলন।
দক্ষিণ মোসানে বসি করএ ক্রন্দন ॥
তর্জ্জে গর্জ্জে কালুদণ্ড তার বিদ্যমান।
শ্রীয়মন্ত ধরি তোলে পালে দিয়া টান ॥

কর্ণধারে বলে ছিরা কিনা ভাব আর।
তোহ্মার যে গতি হএ সে গতি আহ্মার ॥
এহা শুনি কালুদণ্ডে তাহারে প্রহারে।
তথাপি খুলন কাণ্ডার সঙ্গী নাহি ছাড়ে ॥
শ্রীয়মন্তে বোসে কোটায়াল করম নিবেদন।
দক্ষিণ মোসানে মোর তুহ্মি বন্ধুজন ॥
দক্ষিণ মোসানে দৈবে করিবা নিধন।
আদেশ পাইলে করোম স্নান তর্পণ ॥
কালুদণ্ডে বোলে বেটা মুখে নাহি লাজ।
তোর লাগি মোসানেত কে করিবে ব্যাজ ॥
মোসানে যাইবা কাটা হইব অধোগতি।
স্নান কৈলে স্বর্গ পাইবা শুন মূঢ়মতি ॥
তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া আজ্ঞা দিল কোটায়ালে।
তরাতরি নামে ছিরা তটিনীর জলে ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদএ চিন্তিয়া দুর্গার চরণকমল ॥

তর্পণ ॥ মালসী রাগ ॥

চতুর্দিগে[১] বেড়ি রহে কোটায়ালগণ।
স্নান করি শ্রীয়মন্ত করএ তর্পণ ॥
দ্বাদশ তিলক অঙ্গে দিয়া তরাতরি।
সজল নয়ানে সব্যে চরাএ উত্তরি ॥
দক্ষিণ মোসানে জানি আপনা নিধন।
জীবন থাকিতে করোম পিতার তর্পণ ॥
না পাইলুম পিতার বার্ত্তা আসিয়া সিংহল।
জিয়তে ছিরার জল তর্পণের জল ॥
আজু হোতে পুত্রহীনা আহ্মার জননী।
জিয়তে ছিরার লও তর্পণের পাত্রি ॥

আহ্মি পুত্র অকারণে মাএ ধরিলা জঠরে।
এহি দোষ আহ্মার ক্ষেমিবা বারে বারে॥
পিতামহ আদি করি যথ আদি অন্ত।
একে একে তর্পণ করিল শ্রীয়মন্ত॥
আহ্মি পুত্রে পুত্র বলি মাএ করিছ বাসনা।
তর্পণের জল লও বিমাতা লহনা।
শিশুকালে তুবা ধাত্রী পালিয়াছ জানি।
জিয়তে ছিরার লঅ তর্পণের পানি॥
বন্ধুহীন বন্ধু যথ মোর বংশ কুলে।
সমাইর তর্পণ করি যাম যমপুরে॥
তর্পণ করিয়া ছিরার জীবন নৈরাশ।
ধৌত বস্ত্র ত্যাগি পৈরে পরিধান বাস॥
উলটিয়া শিরপাগ বান্ধিবার কালে।
অষ্ট দূর্ব্বা খসিয়া পড়িল ভূমিতলে॥
মাএর নিরবন্ধ যথ হইল স্মরণ।
অষ্ট দূর্ব্বা লইয়া শিরে করিল বন্দন॥
শ্রীয়মন্তে বোলে ভাই খুলন কাণ্ডার।
চিন্তা পরিহর ভাই মৃত্যু নাহি আর॥
অষ্ট দূর্ব্বা পাইয়া ছিরা গেল অবসাদ।
গাইনকারে সভাকার দেয়ত প্রসাদ[১]॥
অষ্ট দূর্ব্বা পাই ছিরা হইল যুগপাণি।
চতিস অক্ষরে স্তবে সঙ্কটে ভবানী॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

গৌড়ী রাগ।

রাম শ্রীমধুস্থদন॥ ধু॥

নমো নমো নমো দেবী নমো নারায়ণী।
ভএত অভয়ারূপী[২] দিন উদ্ধারিণী॥

কএ কালিকা দেবী কৈলাসবাসিনী
কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে কমলবদনী ॥
কালরূপা কালরাত্রি করম অবধান।
কোন দোষে কিঙ্করেরে করাও নিধন ॥
খএ খরতরা দেবী খাবরধারিণী।
খণ্ডাইলা দেবের দুঃখ খড়্গ লইয়া পাণি ॥
খগেন্দ্র বাহিনী মাতা খঞ্জনগমনী।
খর্ব্বমতি কি বলিমু খাইলুম আপনি ॥
গএ গঙ্গারি[১] তুহ্মি গগনবাসিনী।
গুণময়ী গিরিসুতা গজেন্দ্রগামিনী ॥
গুণাধিক[২] মাতা তুহ্মি গাএ গুরুগণে।
গুরুতর ভএত রক্ষ গভীর গর্জ্জনে ॥
ঘএ ঘোর ঘণ্টা বাজে ঘোরতর রণে।
ঘনাঘাতে দৈত্য সংখ্যা ঘুচাইলা ভুবনে[৩] ॥
ঘোর ঘণ্টা লইবা মাতা ঘনাও আপনে[৪]।
ঘৃণা তেজি রক্ষ দাস ঘাটিলুম চরণে ॥
ঙএ উল্‌কারূপা মাতা হইয়া আপন।
উৎকট সঙ্কটে দেব উদ্ধারিয়া আন ॥
উলটি না যাইমু আর[৫] উজানি নগর।
উগ্রচণ্ডারূপে মাতা উদ্ধার কিঙ্কর ॥
চএ চণ্ডা চামুণ্ডা পরকাশ।
চণ্ড মুণ্ড অসুর আদি করিলা বিনাশ[৬] ॥
চন্দ্ররূপে চকোরনয়নী চন্দ্রাননা[৭]।
চারিবেদে জানাইয়াছ চাতুরী আপনা[৮] ॥
ছএ ছায়া শ্রীমুখমণ্ডল মনোহর।
ছলিয়াছ কালিদহে ছাওয়াল কিঙ্কর ॥
ছোক ছোক করে প্রাণি ছেদাইবে কায়া।
ছায়া দেঅ পদতলে ছাড়ি সর্ব্ব মায়া ॥
জএ জঠর ধর জগত রক্ষা হেতু[৯]।
জননী পূজিছি তোহ্মা জানি মোক্ষ[১০] সেতু ॥

জয় জয় জগতজননী সর্ব্বজয়া।
জ্বর জ্বর হৈলুম জীব রক্ষ মহামায়া ॥
ঝএ ঝঙ্কারিয়া শংখ ঝঞ্ঝাবাত রূপে।
ঝাপিলা অনঙ্গ হর ঝলমল রূপে ॥
ঝাটে তরাইয়া নেঅ ঝঞ্ঝাদি পবন।
ঝাকে ঝাকে ডাকে শিবা ঝুরএ নয়ান ॥
ঞএ নিশুম্ভঘাতিনীরূপা মা।
লীলাছলে নিয়ম করিলা মহামায়া ॥
নীলকণ্ঠ লীলাএ বশ কৈলা যেমনে।
নিদানে ঠেকিলুম মাতা নিস্তার[১] আপনে[২] ॥
টএ টঙ্কারিয়া ধনু টোন ভরি বাণে।
টলমল কৈলা মহী টান দিতে গুণে ॥
টঙ্করে কাটিয়া মুণ্ড টুটাইলা বৈরী।
টামনে কিঙ্কর বধে লোকে টিটকারি ॥
ঠএ ঠাট সংহারিলা ঠেলাঠেলিরণে।
ঠাই ঠাই সংহারিলা ঠাঠার গর্জ্জনে ॥
ঠাকুরাণী তুহ্মি মাতা ঠমকনয়নী।
ঠুলিতে ঠেকিলুম রক্ষ ঠমকগামিনী ॥
ডএ ডলিলা বৈরী ডাঙ্গ লৈয়া পাণি।
ডমরু ডিণ্ডিমি বাজে ডাকিনী যুগিনী ॥
ডিম্বসেবক আহ্মি ডরাইলুম সঙ্কটে।[৩]
ডুবাইলুম জলধি তরিয়া ডিঙ্গা তটে ॥
ঢএ ঢোল বাজে খড়্গ লইয়া পাণি।
ঢোকে ঢোকে পিলা রক্ত ঢঙ্গবিনাশিনী ॥
ঢেক্কাএ ঢেক্কাএ প্রাণ বাহিরাএ ছিরার।
ঢাকিয়া অঞ্চলে রাখ[৪] দাসীর কুমার ॥
ণএ আননেত বসি আনন্দদায়িনী।
আনাইয়া অনেক কথা কহাইলা আপনি ॥
আনিলা সিংহলে দাস আনে ধরি বধে।
অনাথ হইলুম দাস রক্ষ আন মতে ॥

তএ তারা ত্রৈলোক্যমোহিনী ত্রিনয়নী।
তাপসিন্ধু তরাইতে[১] তুহ্মি সে তরণী ॥
ত্রিভুবনে তোহ্মার তুলনা ধরে কে।
তরাসে তারিতে ডাকম তরাইয়া নে ॥
থএ হল সূক্ষ্ম নহি স্থাবরধারিণী[২]।
স্থাবর জঙ্গম যথ সৃজিলা আপনি ॥
স্থূলসূক্ষ্ম সৃষ্টি যত তোহ্মার প্রকাশ।
থর থর কাঁপি ভয়ে স্থির কর দাস।
দএ দুর্গা দারিদ্র্য দুর্গতি বিনাশিনী।
দানদয়াময়ী তুহ্মি বিঘাতিনী ॥
দারুণ সমরে কৈলা দুষ্টেরে সংহার।
দক্ষিণ মোসানে রাখ দাসীর কুমার ॥
ধএ ধূম্রঘাতিনী ধরণী ধন্যা মাএ।
ধাতা হরিহরে যারে ধ্যানে না পাএ ॥
ধৃতিরূপে ধবল ধরণী ধীর মাতা।
ধরিলুম চরণে রক্ষ ধরাধরসুতা ॥
নএ নন্দ নর্ম্মদা নরক নিবারণী।
নদীরূপে নীরে ভ্রম কমলবাসিনী ॥
নরসিংহ নগেন্দ্রনন্দিনী নারায়ণী।
নবদুর্গারূপে রক্ষ নগরবাসিনী ॥
পএ পরমাতা[৩] পর্ব্বতরাজসুতা।
পরিত্রাহি পঞ্চমবদনবিমোহিতা ॥
পতিতপাবনী নামে পালিছ সংসার।
পাতকী তরাইতে কেনে ঘৃণা বাস আর ॥
ফএ ফুল্লবদনী[৪] কমল ফণিকুলে।
ফুৎকার সহিতে নারে ধাতা হরিহরে ॥
ফরিঙ্গ পড়িছে যেন জ্বলন্ত আনলে।
ফাফর হইয়া ডাকে ফেরু ঘন ঘনরোলে ॥
বএ বহু-রূপা[৫] বরদা বরাননা।
বরাহরূপিণী মা বিস্তারি বিভূষণা ॥

বিরিঞ্চি গাহিছে যার বিক্রমপ্রকাশ।
বিকাইলুম রাতুল পদে বিঘ্ন কর নাশ॥
ভএ ভীমাক্ষী মাতা ভৈরবনাদিনী[১]।
ভ্রমরীরূপেতে ক্ষিতি ভ্রমিলা আপনি॥
ভবানী ভারতী ভবদুঃখবিনাশিনী।
ভবভএ ডাকি রক্ষ ভববিমোহিনী॥
মএ মেধামঙ্গল চণ্ডিকা মহামায়া।
মহিমা জানিয়া তোহ্মা লইছি পদছায়া[২]॥
মোরে বলিদানে যদি মোসান ভূমিত।
মায়ের করুণা পাছে হইবা চিন্তিত॥
যএ যদুবংশ শুম্ভ নিশুম্ভ ঘাতিনী।
যদুবংশ নিস্তারিলা যশোদানন্দিনী॥
যে তোহ্মার চরণ ভজে দুঃখ নাহি আর।
যথ দোষ ক্ষেমি দুর্গা রাখ এহিবার[৩]॥
রএ রম্ভারূপে মা রঞ্জিলা পশুপতি।
রক্তবীজ সংহারিয়া রাখিলা যে খ্যাতি॥
রুধির বদনে রিপু করএ বিনাশ।
রাজীবলোচনী মাতা রাখ নিজ দাস॥
লএ লম্বিত জিহ্বা ভীষণ ললনে।
লক্ষ মত্ত গজ মাগো লুকাইলা বদনে[৪]॥
লড়াইলা ভুবন বৈরী নামাইলা পাতাল।
লক্ষ্মীরূপে লক্ষ্মীহীনে রক্ষ এহিবার॥
বএ বিকট দুর্গা বিদিত সংসার।
বিমুখ হইবা যারে বিপদ তাহার॥
বারেক রাখিলা জলে করিয়া বাসনা[৫]।
বিপত্তি কালেতে মোরে না হইঅ বিমনা[৬]॥
শএ শিবা শিবদা শর্ব্বের শক্তিভূতা।
শাকম্ভরী শঙ্করমোহিনী শৈলসুতা॥
শিরে শশধর শোভে শুম্ভঘাতিনী।
সঙ্কটে সেবক রক্ষ শূল লইয়া পাণি॥

ষএ ষড়ানন মাতা ষষ্ঠী অবতারে।
ষাড়ঙ্গ[১] লইয়া পূজা ষষ্ঠম বাসরে॥
ষষ্ঠী উজাগর হেন লিখিছ কপালে[২]।
শঠহস্তে নিধন হইব শিশুকালে[৩]॥
সএ সর্ব্বসিদ্ধি সারদা সনাতনী।
স্থরেশ্বরী সংসার[৪] মোহিনী ত্রিনয়নী॥
সিংহলে আসিলুম দাস হইল সর্ব্বনাশ।
শমনে লঙ্ঘিাতে চাহে রক্ষ নিজদাস॥
হএ হরপ্রিয়া মাতা[৫] হরের ঘরিনী।
হরিপৃষ্ঠে আরোহিলা হেমন্তনন্দিনী॥
হরিষে সিংহলে আসি হারাইলুম কায়া।
হেলাএ হারাইলুম প্রাণ[৬] রক্ষ হরজায়া॥
ক্ষএ ক্ষেমঙ্করী ক্ষোম পট্ট পরিধান।
ক্ষুধারূপে ক্ষিতি করিলা ত্রিভুবন॥
ক্ষেমারূপ হইয়া মাতা কৈলা সুপ্রকাশ।
ক্ষেমিয়া সকল দোষ রাখ নিজ দাস॥
দক্ষিণ মোসানে এহি দেবীর স্তবন।
স্মরণে[৭] বিপদ খণ্ডে দুঃখ বিমোচন॥
রামদেবে ভণে দেবীর স্বপ্ন অনুমতি।
কালিকা সঙ্গিতা[৮] মতে রচাএ ভারতী॥

গান্ধার রাগ।[১]

মুই কাতরে ডাকম শমনের ভএ।
স্মরিতে অভয়াপদ দুঃখ দূর হএ॥ ধু॥

পিতা অন্বেষণে আইলুম সিংহল নগর।
না হইল পিতার দেখা হৈল অথান্তর॥
প্রাণ হৈতে ভএ মোর রাজা হৈল বৈরী।
বারেক তরাও মোরে হেমন্ত কুমারী॥

পতিত তরাও মাতা পতিত পাবনী ।
ত্রিভুবনে রহিবেক যশের কাহিনী ॥
দ্বিজ রামদেবে বোলে শুন সাধুবালা ।
সঙ্কট তরিতে ভজ শঙ্করকমলা ॥
এহি মতে শ্রীয়মন্তে করএ ক্রন্দন ।
অশ্রুবিন্দু পড়ে গিয়া দুর্গার চরণ ॥
চণ্ডিকাএ বোলে পদ্মা কহরে কারণ ।
কে মোরে সঙ্কটে পড়ি করএ স্মরণ ॥
এহিমাত্র শুনে পদ্মা চণ্ডিকার কথা ।
সেই খনে গণি চাহে জ্যোতির্ব্বেদ পোথা ॥
পদ্মাএ বোলেন মাতা চাহিলুম সকল ।
তোহ্মার প্রসাদে যে ত্রিভুবন কুশল ॥
সিংহলভূমিতে মাত্র নিবেদিএ আর[১] ।
দক্ষিণ মোসানে হএ নিধন ছিরার ॥
সিংহলে পাঠাইল পুত্র তোহ্মার ভরসে ।
কি বুলিয়া প্রবোধিবা খুলনিরে শেষে ॥
ভালহি ভুবনে পূজা করাইলা প্রচার ।
মোসানেত বলি দেহ দাসীর কুমার ॥
পদ্মার বচন শুনি জ্বলে নারায়ণী ।
ঝাটে আন সিংহরথ বোলে ত্রিনয়নী ॥
ধিক ধিক দশভুজা কেনে বহি ভার ।
মুঞি জীতে কাটে মোর দাসীর কুমার ॥
সাজরে প্রমথসৈন্য দানব অবধি ।
সিংহলে করিমু আজি রুধির জলধি ॥
কোপভরে শিথিল পিন্ধন পাট্ট শাড়ী ।
আউলাএ কবরী ভার নাহি বান্ধে ভিড়ি ॥
দুর্গার ইঙ্গিতে উঠে দিয়া বাহু ছাট ।
সিংহল নাশিতে চলে নবদুর্গার ঠাট ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ[২] ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ[৩] ॥

মল্লার রাগ।

সাজিল মহেশ্বরী[১] বৃষভে ত্রিশূল ধরি
ডম্বরু ডিণ্ডিমি শুনি দ্বারে।
শংখ চক্র গদাম্বুজে আরোহিয়া খগরাজে
বৈষ্ণবী সাজিল শংখপুরে॥
অক্ষসূত্র কমণ্ডলু দুই করে শোভে চারু
ব্রহ্মানি সাজিল হংসরথে।
ভুজঙ্গারি পৃষ্ঠদেশে বিরাজিত পীতবাসে[২]
কুমারী সাজিল শক্তি হাতে॥
কুলিশ নিনাদ শুনি কাপে সুরাসুর মুনি
ইন্দ্রাণী সাজিল গজরাজে।
বদন বিস্তারে অতি করিয়া যে ভাতি
নবরঙ্গে নারসিংহী সাজে[৩]॥
কৈলাসে দুন্দুমি[৪] বাজে বারাহী সমরে সাজে
দন্তাঘাতে পৃথিবী বিদারে।
সাজে দেবী চামুণ্ডা বিকট দশন তুণ্ডা
গজরাজে গরজে হুঙ্কারে॥
মোহচণ্ডা চামুণ্ডা উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা
সাজিলেন রথ আরোহণে।
খিল খিল শব্দ করি সদাএ বিকট হেরি
উল্টামুখা আর যক্ষগণে॥
শিবদূতী সাজে বাদে অট্ট অট্ট হাস্যনাদে
শিবা সহস্র জিনি ঘনরোলে।
দ্বিজ রামদেবের বাণী শমন দমন শুনি
শরণ শিবানী পদতলে॥

রাগ উদেয়াগি।

ভাল বীর রাম রাজা হএরে হএ॥ ধু॥

নব দুর্গা সাজি যদি বাহির হইল রণে।
তরাতরি সিংহরথ আনে সখিগণে॥

সিন্দূরিয়া[১] রথখান স্বর্ণ চাকাএ বহে।
মৃগমদ চন্দনে লেপিত অতিশএ॥
অরুণ চন্দনে ভালে দিআ আলিপনা।
রথের উপরে তোলে সিংহময়ী বানা॥
চারি দ্বারে লাঞ্ছিত[২] চামর গঙ্গাজল।
বিমানে বেষ্টিত করে অতি ঝলমল॥
মধু লোভে উড়িয়া ঘুরিয়া পরে ভৃঙ্গ।
রথের বাহন সাজে গোটা ষোল সিংহ॥
পঞ্চসখী সিংহরথ সাজাই দিল আনি[৩]।
সাজিয়া সমর বেশে চলে নারায়ণী[৪]॥
শুনিয়া নাচএ সভা আনন্দিত মন।
ভুবনে নামিমু আজু নবদুর্গাসন॥
কেহো নাচে কেহো গাহে হইয়া হরষিত।
চিরদিনে পীব আজি মনিস্য শোণিত॥
সাজিল প্রথম সৈন্য ভূত যক্ষগণ।
একে নাশিতে পারে এ চৌদ্দ ভুবন॥
দুন্দুমি পট্টস বাজে নব লৈক্ষ ঢাক।
জয়ঘণ্টা[৫] জয়শংখ বাজে লাখে লাখ॥
দানবে চালাএ রথ করি হুডাহুড়ি।
সসৈন্নে চলিল দুর্গা সিংহলনগরী॥
পঞ্চসখী শংখপুরে নাহি সমাধান।
দক্ষিণ মোসানে নামে দুর্গার বিমান।
চণ্ডিকাএ বোলে পুত্র দানব দুর্ব্বার॥
রাজসৈন্য মারি কর ছিরার উদ্ধার।
শ্রীয়মন্ত হএ মোর দাসীর কুমার।
বিনা দোষে রাজা তারে দিল কাটিবার।
তাহারে কাটিলে মোর হএ অপমান॥
মারিয়া রাজার সৈন্য সাধহ শ্মশান।
পদ্মাএ বোলেন মাতা নিবেদম পাএ।
দেবতাএ মনিস্যে রণ নাহি সর্ব্বথাএ॥

বৃদ্ধ বেশে গমন কর কোটায়াল সদন[১]।
তার স্থানে অগ্রে গিয়া ছিরা মাগ দান[২]॥
পদ্মার ইঙ্গিতে মাতা ক্রোধ পরিহরি।
বৃদ্ধবেশ ধরি চলে জগতঈশ্বরী॥
রামদেবে ভণে দেবীর[৩] স্বপ্ন অনুমতি।
কালিকা-সঙ্গিতা[৪] মতে রচাএ ভারতী॥

শ্রীরাগ॥

ধরিল জরতীর বেশ দেবী সারোদাএ।
চলিতে মোসান ভূমি উঝটি গড়াএ॥
চলিতে না পারে বুড়া বয়সে প্রচুর।
চলিতে চরণ কাপে করেতে লগুড়॥
স্খলিত দশন বুড়া আধ আধ বোলে।
কটির অঞ্চলে ঢাকি[৫] ছিরা লএ কোলে॥
চণ্ডিকাএ বোলে ছিরা আর ভাব কি।
তোরে উদ্ধারিতে আইলুম হেমন্তের ঝি॥
এহিমাত্র শুনি ছিরা সারদার বাণী।
অপার সাগরে যেন পাইল তরণী॥
নাহি মাতা নাহি পিতা নাহি বন্ধুজন।
অন্ধকার ভেদি যেন উদিল তপন॥
সারদাএ বোলে বাপু রাজ কোটায়াল।
ভূপতিবল্লভ হইঅ চিরকাল॥
নানা তীর্থ ভ্রমি কৈলুম[৬] সফল নয়ান।
তোহ্মা দেখিবারে আইলুম শুনি পুণ্যবান॥
নহি মাগম ধনজন নহি মাগম আন।
তোহ্মার পিতার পুণ্যে মোরে ছিরা দেঅ দান॥
এহি শিশু জান কোটায়াল আহ্মার পালন।
না কাট না কাট মোর দাসীর নন্দন[৭]॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদএ চিন্তিয়া দুর্গার চরণকমল॥

বসন্ত রাগ।

বুড়ীরে ভাই ঢেকা মারি নে॥ ধু॥

কথা হোতে আইল বুড়ী কহে অদ্ভুত।
উজানি নগরে সাধু বোলে দাসীসুত॥
মরিতে মোসান ভূমি করিল প্রবেশ।
কহরে মায়ানি বুড়ী বৈস কোন দেশ॥
মুকতা প্রবাল মণি মাগ দিমু সে।
জীবনের বাসনা কর[১] সাধু ছাড়ি দে॥
এ বলিয়া কালদণ্ড মারিলেক ঠেলা।
ভ্রূকুটি করিয়া চক্ষু কহিতে লাগিলা॥
ভাল কোটায়াল মোরে মারিছ ঠেলা।
সসৈন্য সহিতে আজি যমঘরে গেলা॥
না চিন আহ্মারে বেটা আহ্মি কোন জন।
উঝটে তারিতে পারি সিংহলভুবন॥
শ্রীয়মন্তে বোলে মাতা জগতঈশ্বরী।
তুহ্মি এড়ি গেলে মোরে কাটি দিব বলি॥
চণ্ডিকাএ বোলে ছিরা চিন্তা নাহি আর।
মোসান ভূমিতে আজ হৈব মহামার॥
দুর্গাবীজ পড়ি তুহ্মি রহ এহিথানে[২]।
তোহ্মা কাটিবারে পারে কাহার পরাণে॥
মঙ্গলচণ্ডিকা বীজ লিখে ছিরার গাএ।
দানব সমাজে[৩] চলি গেল মহামাএ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদএ চিন্তিয়া দুর্গার চরণকমল॥

ভৈরব রাগ।

তারিণী মাগো তরাইয়া নে।
তুহ্মি না তরাইলে ভব তরাইব কে॥

বিপদে পড়িয়া ডাকম শুন নারায়ণী।
এভব সাগর মাঝে তুহ্মি সে তারিণী ॥
মোসানেত নাই মোর আর বন্ধু ভাই।
তোহ্মার রাতুলপদ রহিছি ধেয়াই ॥
দ্বিজ রামদেবে কহে শুন সাধুমণি।
অবশ্য তোহ্মারে মুক্ত করিব ভবানী ॥ ধু ॥

কালুদণ্ডে বোলে ভাই ঘুচাঅ জঞ্জাল।
মোসানেত কাটি পেলাঅ সাধুর ছাওয়াল[১] ॥
কালুদণ্ডের বাক্যে সাধু অতি ভয় তরে।
ধেয়ান ভাবে রহে ভাবিয়া অন্তরে ॥
তর্জ্জি উঠে কালুদণ্ডে খড়্গ লৈয়া পাণি।
শ্রীয়মন্তের স্কন্ধে হানে দুই কর হানি ॥
শিশুপরশনে খড়্গ হৈল খান খান।
কালুদণ্ডে বোলে শিশু বজ্রের সমান ॥
খড়্গ বের্থ গেল যদি দুষ্ট কোটায়াল।
বাছিয়া আনিল অসি পত্র তরোয়াল ॥
তর্জ্জি গর্জ্জি কালুদণ্ডে তাহা লৈয়া পুনি।
শ্রীয়মন্তের স্কন্ধে মারে নিজ শক্তি হানি।
বের্থ গেল বিন্দিপাল কুপিত কোটায়াল।
নিজ পরিবার ডাকে আন তরোয়াল ॥
নিজ পরিবার ডাকি বোলে মার মার।
রাজ আজ্ঞায় মার শিশু ভয় কর কার ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

হরিরাম হরে ॥ ধু ॥

কথা হৈতে আইল বুড়ী করিল কুজ্ঞান।
যার যেই অস্ত্র আছে এক চাপে হান ॥

উঠিল কোটায়াল ঠাট যম দরশন।
শিশুর উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
পরশু পট্টিস ডাঙ্গ[১] শক্তি পাড়া[২]।
খড়্গ শেল বরিষয়ে ডাবুস ঝগড়া ॥
চণ্ডিকা চিন্তএ ছিরা মনে নাই আন।
অস্ত্র সর্ব্ব লাগে অঙ্গে কুসুম সমান ॥
কেহ শিরে টানে কেহো চরণেত ধরি[৩]।
পুনি খড়্গ ধরি উঠে ছিরার উপরি ॥
এহা দেখি নারায়ণী জ্বলিলা সত্বর।
দানব কটক ঠাটে বোলে মার ধর[৪] ॥
রামদেবে ভণে দেবী স্বপ্ন অনুমতি।
কালিকা-সঙ্গিতা[৫] মতে রচাএ ভারতী ॥

সুহি মল্লার রাগ

সমরে রুষিল সারদাএ।
নিজ সেবকের গাএ জ্বলিয়া অস্ত্রের ঘাএ
বেড় বেড় ডাকে মহামাএ ॥
জলদ নিনাদ শুনি গভীর গরজে পুনি
বায়ুবেগে চালাএ বিমান।
রাখিতে আপনা দাস[৬] রিপু করিতে নাশ
নিজ ঠাটে বেড়ল মোসান ॥
দগরে পড়িল কাঠি[৭] বেড়এ দানব কোটি
তারা সবে করে হুড়হুড়ি।
কাল জিহ্বা কালানন প্রবেশিল রণস্থল
সাধু[৮] ধরি পাড়ে হুড়াহুড়ি[৯] ॥
উল্কামুখা প্রাণহরা দানব নিশিখ চূড়া
ত্বরাএ বেড়ল লৈয়া ঠাট।
কর লক্ষ্য শুভদৃষ্টি[১০] যেগণে নাশএ সৃষ্টি
ডাকে মার ধর আর কাট ॥

গজমুখা বক্রদন্ত ভৈরব আদি বলবন্ত
যোধলোকে করে জোগান।
সমরভূমিতে লাপে উঠে দানব এক চাপে
পদভরে কাঁপএ মোসান॥
কার কেশপাশ ধরি ভ্রমাইয়া শিরপরি
কারে মারে দিয়া ঘাড়মোড়া।
ঘুরাই লেঙ্গুরে ধরে পাছারিয়া ক্ষিতিতলে
মাউত সমে পাছাড়ি মারে ঘোড়া॥
যোগিনী জুঝএ বন্ধে মাতুলি রুধির গন্ধে
উন্মত্ত হৈয়া রণমুখে।
উড়িয়া ঘুড়িয়া পড়ে রণস্থলে গিয়া ফাড়ে
রুধির পিয়এ বুকে[১]॥
কোটায়ালে ভয় ছাড়ে সৈন্যেরে ইঙ্গিত করে
আগু হৈয়া বোলে মার মার।
রুষিল দানববলে কেহ টান দিয়া চুলে
কেহো কান্দে হইয়া সওয়ার॥
চামুক লইয়া করে বয়ানে রুধির ঝরে।
নির্জ্জীব হইল নিশিশ্বর।
ভগ্ন পাইক এক ধাএ পাছু ফিরি নাহি চাহে
ত্বরাএ জানাএ দণ্ডধর॥
দ্বিজ রামদেবে গাএ ভাবিয়া দেবী পাএ
অধমে মাগম এহি ধন॥

করুণা ভাটিয়াল রাগ[২]।

শুন ধরণীনাথ করোম নিবেদন।
কালেরে কাটিতে নিলুম সাধুর নন্দন॥
কুমার কাটিতে মোরা হইলুম সাবধান।
অকস্মাৎ এক বুড়ী সাধু মাগে দান॥

ঠেলা খাই গেল বুড়ী মনে ক্রোধ করি।
বায়ুবেগে অকস্মাৎ আইল এক নারী ॥
দানবকটক লইয়া বেড়ে চারিভিত।
মারিল ভুর্জ্জয় কোটায়াল সৈন্য সমোদিত ॥
না জানি কি ললাটলিখন পুণ্যফলে[১]।
প্রাণ লইয়া আসিলুম তুয়া পদতলে ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদসার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

মল্লার রাগ।

দূত মুখে শুনি বাত জ্বলিল ধরণীনাথ
নিন্দিয়া নিদাঘ দিনকর।
হেন কি আছএ দেশে অবলাএ কটক নাশে
কি মুই সিংহলদণ্ডধর ॥
ভূপতির কোপভরে মহী কম্পে থরে থরে
ডাকি আনে সেনাপতি ভাগ।
সাজিল প্রচণ্ড চণ্ড রণভীমা প্রতাপদণ্ড
কুঞ্জর লড়িল লাখে লাখ ॥
নব লৈক্ষ বাজে ঢোল পাখোয়াজের নাহি ওর
শুন সবা জয় জয় ঢাক[২]।
ধূম্র ধর্ম্মাক্ষ চলে বিশালাক্ষ আগুসারে
রাজ্যেতে পড়ি গেল ডাক[৩] ॥
রণবাঘা বলবান খানমিরা স্থলতান
অশ্বপৃষ্ঠে সাজে অদ্ভুত।
চলিলেক তীরন্দাজ তূণ পৃষ্ঠে করি সাজ
রায়বাস্থা সাজিল বহুত ॥
কোরান হাতেতে করি ঘোড়ায় চাবুক মারি
তপসি জপিতে যেন যাএ।

পথিমধ্যে পাইয়া স্থিতি নামাজী গুজারি অতি
বিচালন করে জিকিরাএ ॥
সৈন্ধব বাল্মিকী জাতি যেন বায়ুগতি
লড়ে অশ্ব অজুতে অজুত[১]।
শঠ নিশঠ মল্লচূড়া খনখনি দিয়া ঝাড়া[২]
মল্লধরা কষে অদ্ভুত ॥
সাজে বীর লক্ষ কহিবারে অসমর্থ
সাজ সাজ পড়ি গেল সাড়া।
দামারোলে মহী ফাটে ব্যাকুলিত রাজার ঠাটে
কল্লোল হিন্দোল[৩] পাইক পাড়া ॥
ঘনরোলে বাদ্যকর কম্পাএ ধরণীধর
তোলপাড় দুর্জ্জয় সিংহল।
যার যে ধবল গজে লড়িল সমব মাঝে
সঙ্গে ধাএ চতুরঙ্গ বল ॥
রায়বাশ্যা[৪] ধানুকি চালি তুরগ সমরশালী
ধুলাএ গগন আন্ধিআর।
কুঞ্জরে গুঞ্জরে যেন মহীতে সঞ্চরে তেন
মহীখণ্ড করল অন্ধকার ॥
দ্বিজ রামদেবে গাএ ভাবিয়া দেবীর পাএ
অধমে মাগম এহি ধন ॥

ভাল বীর রাম রাজা অরে হএ ॥ ধু ॥

অবনী ঢাকিয়া যাএ ভূপতির বল।
পুরীর বাহির সেনা দেখে অমঙ্গল ॥
দক্ষিণে বসিয়া শিবা ডাকে উথরোলে[৫]।
মণ্ডলী করিয়া রহে ফণী ভয়ঙ্করে[৬] ॥
নগরে যাইতে শুনে ক্রন্দনের ধ্বনি।
ধ্বজের উপরে পড়ে বায়স শকুনী[৭] ॥
অবলা সহিতে রণ মনে করি হেলা।
সিংহনাদ করি সৈন্য রণভূমে গেলা[৮] ॥

পদ পরশনে শোভে জল তটিনীর।
জলপানে শুকাইল দিঘী সরোবর॥
ঢাকে গরাজিয়া উঠে পাইক লড়ালড়ি।
দক্ষিণ মোসান ভূমি বেড়ে তরাতরি॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদসার।
প্রথমে ধূম্রাক্ষ বীর করে মহামার॥
যুঝএ ধূম্রাক্ষ বীর নাহি করে ভএ।
দেখি যুদ্ধশালিগণ প্রমাদ গণএ॥
রাজসৈন্য বেড়িলেক দানব সৈন্যেরে।
মার কাট শব্দ করে নানা অস্ত্র এড়ে॥
কেহ মারে রায়বাশ কেহ মারে খাড়া।
তীরগুলি মারে কেহ ডাবুস ঝগড়া॥
অস্ত্রের আঘাতে স্রবে দানবশোণিত।
অসংখ্যক পড়ে অস্ত্র নাহি পড়ে ভূমিত॥
দানবে বোলএ দুর্গা আজ্ঞা দেও তুহ্মি।
পাড়িয়া সিংহল করম জলধির পানি॥
সমুদ্রে ডুবাই নতুবা শূন্যেত উড়াম।
নতুবা সিংহল ভূমি পাতালে ফেলাম॥
নরমাংস ভক্ষিবারে অতি অভিলাষ।
আজ্ঞা দেহ মহামায়া পুরাই মন আশ॥
এবমস্তু বলি দেবী বলে মার মার।
সিংহনখাঘাতে করে পাষাণ বিদার॥
বাঘাঝাপে মারে সৈন্য সহস্র হাজার।
ভঙ্গ দিল রাজসৈন্য না পাতএ আর॥
রুধিরে হইল নদী মাংসে হইল পঙ্ক।
আনন্দে সঞ্চারে তাহে শিবা গৃধ্র কঙ্ক॥
মনিস্ত খাইয়া দস্যু ভরল উদরে।
তাহা দেখি পদ্মাএ নিবেদে চণ্ডিকারে॥
সিংহলের রাজা মাতা তুয়া পরিজন।
সবংশে নাশহ তারে কিসের কারণ॥

সিংহলের রাজা হএ অভব্যভাজন।
তুয়া আগমন হৈল না জানে কখন ॥
তুয়া আগমন যদি সেই জানে।
তথনে পূজিব দুর্গা পূজিয়া চরণে ॥
পদ্মার ইঙ্গিতে দুর্গা খেমা করে রণ।
দানব সৈন্যেরে দুর্গা করএ নিবারণ ॥
দ্বিজ রামদেবে ভণে স্বপ্ন অনুমতি।
কালিকা-সঙ্গিতা[১] মতে রচাএ ভারতী ॥

সারঙ্গ রাগ।

মোসানে নাচতি কালী কেলির তরঙ্গে।
সংহারিয়া বৈরী ঘটা রুধিরে রঞ্জিয়া ছটা
অবগাহে রুধির তরঙ্গে ॥
তা তা তা ধ্রমিকি ধ্রমি ধ্রমিকি ধ্রমিকি ধ্রমি
গরজে মুরজ পাখোয়াজ।
রুধির জলধিজলে আন্দোলে ভুজবলে
তালে নাচে চরণসরোজ ॥
ভগ্ন পাইকে বার্ত্তা বএ কাপে রাজা পাইয়া ভএ
রণভূমি আসিল ত্বরাএ।
বসন বান্ধিয়া গলে দণ্ডবতে ভূমিতলে
কান্দে রাজা স্তবে মহামাএ ॥
তুহ্মি দেবী নারায়ণী ভবানী কমলা বাণী
তোহ্মাপদ পূজে সুরাসুর।
নিশুম্ভঘাতিনী যে তান মায়া বুঝে কে
কিঙ্কর বধিতে এতদূর ॥
এ বলিয়া দণ্ডধরে নানাবিধ উপহারে
পূজে রাজা চণ্ডিকাচরণ।
ধ্যান করে নৃপমণি সিংহরথে নারায়ণী
দেখে রাজা মেলিয়া নয়ান ॥

সুরাসুর মুনি সব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীপদ আশে মোহিত হইয়া ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা॥

তুড়ি ভাটিয়াল রাগ।

দীননাথ চরণে শরণ লইলুম।
তিল আধ না ভাজিয়া আপনা খাইলুম॥
আহ্মি অতি মূঢ়মতি না জানি ভকতি
না চিনি তোহ্মার পদ।
তুহ্মি দয়ার নিধি বিধাতার বিধি
তুহ্মি সে দিবারে পার অপার সম্পদ॥ ধু॥

চণ্ডিকা স্তবএ রাজা সঙ্কলিয়া পূজা।
প্রসন্ন হইল তানে দেবী দশভুজা॥
হাসিয়া বোলেন দেবী শুন দণ্ডধর।
সেবক জানিয়া দোষ ক্ষমিলুম তোর॥
সাবধানে একবাক্য শুনরে আহ্মার।
পড়িল কটক যথ জীবেক তোহ্মার॥
শ্রীয়মন্ত হএ মোর পুত্রের সমান।
অর্দ্ধ রাজ্য সহিতে ত্নহিতা কর[১] দান॥
সপ্তডিঙ্গা সাজাইয়া রমণী সহিত।
উজানি নগরে তারে[২] পাঠাও তুরিত॥
অভয়ার বাক্য শুনি পড়ে ভূমিতলে।
কটক জীআএ মাতা সুধাবৃষ্টি জলে॥
মেঘরাজ ডাকি মাতা বোলেন সত্বর।
মধুবিষ্টি কর রাজার সৈন্যের উপর॥
আজ্ঞামতে মেঘসৈন্য মধুবিষ্টি করে।
সিংহনাদে উঠে সৈন্য হাতে খড়্গ খাড়ে[৩]॥

কালুদণ্ড জীয়া উঠে বোলে মার মার।
কোথায় দারুণ বুড়ী করহ সংহার॥
রাজা বোলে সেই বুড়ী সৃষ্টি অধিপতি।
তান সঙ্গে যুদ্ধ করে কাহার শকতি॥
শুনিয়া রাজার বাণী সৈন্য পাইল ভএ।
উঠিয়া গেলেক সৈন্য আপনা নিলয়॥
তারপরে মহামায়া মায়ার কারণ।
হাসি হাসি কহে কালিদহের কথন॥
যাহা মিথ্যা বলি শিশু কাটিবারে চাহ।
দেখাইব সেই রূপ শক্ত হইয়া রহ॥
রুধির জলধি মধ্যে জগতজননী।
করিবর সংহারএ বসিয়া পদ্মিনী॥
কমলদলেতে বসি গিলে করিবর।
এহা দেখি মূৰ্চ্ছিত[১] হইল দণ্ডধর॥
শ্রীয়মন্তে মিথ্যা কইল না ভাবিয় মনে।
কমলে কুমারীকরী দেখিলা অখনে॥
চতুরঙ্গ বল জএ নাদে নৃপমণি।
শ্রীয়মন্ত সম্বোধিতে গেল নারায়ণী॥
চণ্ডিকায় বোলে ছিরা আর চিন্ত কি।
পরিণয় কর গিয়া ভূপতির ঝি॥
এহি মাত্র শুনি ছিরা সারদার বাণী।
চরযুগলে পড়ি লোটাএ ধরণী॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

আসোয়ারী রাগ[২]।

কৃপাময়ী[৩] তোহ্ম মতি না বুঝে রামদেবা।
এ শরীরে যাইমু শরীর গোয়াইমু
তুয়া পদ করিতে সেবা[৪]॥ ধু॥

শ্রীয়মন্ত বোলে মাতা করম পরিহার[১]।
পতিতপাবনী নাম ধরিলা সংসার ॥
না পাইলুম পিতার বার্ত্তা আসিয়া সিংহল
প্রাণদান দিয়া মোরে দিলা কিবা ফল[২] ॥
মরিমু কমলাপদে হৈয়া আত্মবধী।
পিতা অন্বেষিয়া দেঅ হেমন্তর ঝি ॥
চণ্ডিকাএ বলে ছিরা না বুলিয় আর।
কে জানে জনক তোর রহে[৩] কোথাকার ॥
বিদিত না হইল মোর ঘটের প্রভাব।
খুলনি কারণে রহে মনের সন্তাপ ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তুর্গার চরণকমল ॥

হরিরাম হরে[৪] ॥ ধু ॥

ছিরার করুণে মাতা রহিতে না পারে।
কহিলা আছএ সাধু বন্দীশালা ঘরে[৫] ॥
সসৈন্যে কৈলাসে গেল জগতঈশ্বরী।
হরিষে আসিল রাজা নিজ অন্তঃপুরী ॥
করিবর উপরে লইয়া সাধুর নন্দন।
আনিলেক রাজপুরে আনন্দিত মন ॥
কতদিন বঞ্চিল সাধু রাজ অন্তঃপুরে।
পিতার কারণে সাধু সদা চিন্তা করে ॥
শ্রীয়মন্তে বোলে রাজা করি পরিহার।
এক ভিক্ষা দেও[৬] মোরে বন্দী কারাগার ॥
রাজার অনুমতি পাইয়া সাধুর নন্দন।
কোটায়াল পাঠিয়া আনে যত বন্দীগণ ॥
কুলশীল নিবাস জিজ্ঞাসে জনেজন।
দেশেরে মেলানী দিল করিয়া মোচন ॥
পিতা না পাইয়া চিন্তা করেন শ্রীপতি।
মনে মনে চিন্তএ বঞ্চিল ভগবতী ॥

হেনকালে কোটায়াল আনে সদাগর।
অবিলম্বে আনিলেক[১] শ্রীপতি গোচর॥
চরণে রহিছে সাধুর লোহার নিগড়[২]।
মলিন বসন বেশ অতি দীর্ঘতর॥
শ্রীয়মন্ত তরে সাধু করে আশীর্ব্বাদ।
শ্রীয়পতির আগে কহে করি জোড়হাত॥
নয়ান মলিন দেখে বাম পদে স্থুল।
এহা দেখি সাধুসুত ভাবেতে ব্যাকুল[৩]॥
সজল নয়ানে সাধু বৈসএ তখন।
কুলশীল নাম গোত্র জিজ্ঞাসে তখন[৪]॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

কামোদ বড়াড়ী রাগ[৫]।

আরে বাপু নিবেদন শুন মহারাজ॥ ধু॥

শুন শুন রাজসুত নিবেদিএ দুঃখ যত
শুন মোর দুঃখের ভারতী[৬]।
শুন মোর আদিমূল গন্ধর্ব্ব বাণিক্যকুল
পিতা মোর রঘুপতি॥
তাহান তনএ আহ্মি জিজ্ঞাসিলা বাপু তুহ্মি
পাপমতি তাহার সন্ততি।
শুন বাপু গুণধাম ধনপতি মোর নাম
অদিষ্টে ধরিল হেন গতি॥
লহনা খুলনা রামা আহ্মার[৭] যে[৮] প্রাণসমা
বাস মোর[৯] উজানি[১০] গ্রাম।
চামর চন্দন আশে আসিলুম সিংহলদেশে
তাতে বিধি হইলেক বাম॥
আসিলুম সিংহলে এ পাপ কর্ম্মফলে
দুঃখ মোর শুন দয়াবান।

তোহ্মা যশ গাহিমু[1] নগরে মাগিয়া খাইমু[2]
দেঅ বাপু মোরে প্রাণদান ॥
সাধু কহে আদি অন্ত নিজ দুঃখ বৃত্তান্ত
কান্দে সাধু লোটাইয়া ধরণী ।
পত্রে দিল সাধু কর দেখে সাধু নিজাক্ষর
হরিষিতে পড়ে পত্র খানি ॥
পত্র ভাসে অশ্রুজলে ধরএ পিতার গলে
কান্দে দুই নাই সমাধান ।
সাধুর ক্রন্দনরোলে বালক পড়িল ভোলে
স্থির হইতে নারে মতিমান ॥
দুই কান্দে রবে পাষাণ দরবে
পশুপক্ষী ভোলে পড়ি গেল ।
সিংহল নগরী হইল উতরোলি
শুনিয়া আসিল মহীপাল ॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা ।
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইয়া ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা ॥

হরি রাম রে ॥ ধু ॥

পিতা পুত্রে পরিচয় হইয়া তখন ।
শ্রীয়মন্তের তরে কহে সর্ব্ব বিবরণ ॥
সেই কালে লজ্জিত হইল দণ্ডধারী ।
নিগড়[3] খসাএ[4] সাধু নিল অন্তঃপুরী ॥
বসনে ভূষণে সাধু করিল ভূষিত ।
যতন বচনে সাধু হইল বাধিত ॥
স্নান ভোজন করে সাধু তনয় সহিত ।
শ্রীয়মন্ত সনে সাধু হইল আনন্দিত ॥
কত দিন আনন্দে গোঞাইয়া রাজপুরী ।
রাজস্থানে থাকে সাধু কৌতুক আচরি ॥

আর কত দিনে করে মঙ্গল বিধান।
মহোৎসবে করিল রাজা সুশীলা কন্যাদান॥
শ্রীয়মন্তে বিহা করে রাজার কুমারী।
আনন্দে দুন্দুমি বাজে রাজার উয়ারি॥[১]
নানাবিধ মঙ্গল করিল নৃপরাএ।
নানা বাদ্য মহোৎসবে কন্যা বাহিরাএ॥
শ্রিপতিরে প্রশংসয়ে সীমন্তিনীগণ।
সুশীলাএ কৈল ভাল হর আরাধন॥
কেহ কেহ বোলে সখী হেন নাথ পাই।
ভুজলতাএ আবরিয়া হৃদএ মিশাই[২]॥
হররিপু স্মরে কহে বিচলিত মন[৩]।
নব সুধাকর যেন সাধুর নন্দন॥
এক বুড়ি বোলে মোর হেন লএ হিয়া।
ধন সর্ব্বস্ব বেচি নাতিনী দিমু বিহা[৪]॥
সিংহলের নারীগণ রূপে[৫] বিমোহিত।
কথ কথ নারীগণ ভোলে আচম্বিত॥
সেই কালে মহারাজ আনন্দ শরীর।
বরণ করিলা রাজা দিয়া অর্ঘ্যনীর[৬]॥
রতন ভূষণে দুই করাইয়া বেষ্টিত[৭]।
মহোৎসবে বরকন্যা নামাএ ভূমিত॥
বিবাহ করিল সাধু মনের হরিষে।
আনন্দ হিল্লোলে যেন মধুরসে[৭] ভাষে[৮]॥
অর্দ্ধ রাজ্য সহিত দুহিতা দিল দান।
নিজ অন্তঃপুরে রাজা করিল পয়ান॥
হুতাশন সমর্পিয়া রাজপুরোহিত।
গৃহে প্রবেশে রামা কুমার সহিত[৯]॥
ঢাক ঢোল দুন্দুভি[১০] বাজে ফুলের ফড়ফড়ি।
দোহরি মোহরি বাজে মৃদঙ্গ ঝাঝড়ি।
গভীর নিদাদে বাজে বাদে[১১] বিবাদে[১২]॥
রণবাঘা গরজাএ শীতল সুনাদে।

ঢেমসির বাদ্য বাজে ঢোলে পরে কাঠি ॥
তোলপাড়[১] করি চলে সিংহলের মাটি ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

আসোয়ারি রাগ।

আনন্দে রহল মধুপুরী।
আর না যাইব নন্দের উয়ারি।
পুনি পুনি কইলুম অক্রূর না নিঅ গোবিন্দ।
এহিখানে[২] থাকিলে হরি সদাএ আনন্দ ॥
কোটি জন্মে হরিরে ধেয়ানে না পাএ[৩]।
রামদেবে ভণে হরির ভবেত নাহি দাএ ॥ ধু ॥

শ্বশুর মন্দিরে সাধু করল[৪] ভোজন।
রমণী সহিত শোএ কুসুমশয়ন ॥
রতি জিনি রাজসুতা বিদগ্ধ কুমার।
ভ্রমেহো দেশেতে যাইতে মনে নাহি আর[৫] ॥
পরম সুন্দরী কৈন্যা কুমার মতিমান।
রতিরসে রহে দোহে নিশি জাগরণ ॥
পদ্মের উপরে যেন মধু পিএ অলি।
বৈশাখ মাসে যেন ফুটাএ বান্ধুলি ॥
নয়ানে বয়ান দিয়া আউলাইল[৬] খোপা।
মস্তক উপরে যেন বান্দিআছে চাপা[৭] ॥
মুখপদ্ম হেরি হেরি বচন মধুর।
চান্দের অমিয় যেন পিবএ চকোর ॥
রাজভোলে রহিল যদি সাধুর নন্দন।
খুলনা লইয়া কিছু শুনিবা কারণ ॥
রাম রাম রাম রাম রাম গুণ ধাম।
এহিখানে চণ্ডিকাগীত[৮] করল বিশ্রাম ॥
অথ মঙ্গলবারস্য পূর্ব্বাহ্লগীতং ॥

সিন্ধুড়া রাগ।

কতদিনে পাইব মুরারি।
মথুরাতে গেল হরি মাএরে অনাথ করি
আসিবে আসিবে হরি নেহরি নেহরি। ধু॥

সিংহলে গিয়াছে ছিরা হইল চিরদিন।
পন্থ নিরক্ষিয়া হইল নয়ান মলিন[১]॥
দাসীর অন্তর ক্লেশ জানি নারায়ণী।
শ্রীপতির শিয়রে স্বপ্ন কহে আপনি[২]॥
রামদেবে ভণে দেবীর স্বপ্ন অনুমতি।
কালিকা সঙ্গিতা[৩] মতে রচাএ ভারতী॥

হরিরাম॥ ধু॥

শুন শিশু শ্রীয়পতি নিজ দেশের কথা।
তোরে স্বপ্ন কহি তোর কুলের দেবতা॥
শুনরে অবুধ শিশু ধনপতির বালা।
রাজসুতা পাইয়া তুহ্মি সব পাসরিলা॥
তোরতরে বধ দিয়া মরে তোর মা।
সিংহলে রহিলি তোর জানা নেই সে গাঁ॥
তোহ্মার বিলম্ব দেখি কুপিত রাজন।
দাসদাসী আদি নিল ভাণ্ডারের ধন[৪]॥
এ বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলা নারায়ণী।
জাগিয়া কান্দএ ছিরা[৫] স্মরিয়া জননী॥
ক্ষণদা বহিয়া গেল উদিত দিনমণি।
নৃপস্থানে শ্রীয়মন্ত মাগএ[৬] মেলানী॥
মেলানী মাগিল সাধু নৃপতির পাত্র।
মহিষীর সদনে সাধু[৭] মাগিল বিদাএ॥
মহিষী বোলেন বাপু রাজ্য ভোগ এথা।
আনন্দে থাকহ বাপু না যাইঅ সর্ব্বদা[৮]॥

শ্রীয়মন্তে বোলে মাতা বলি পদতলে।
মায়ের কারণে মোর সদা প্রাণ জ্বলে॥
রহিতে না পারে মাতা মরিবে পরাণে।
মাও মৈলে সর্ব্ব মিথ্যা কিবা ধনে জনে॥
মহিষী বোলেন বাপু করিলা বঞ্চনা।
এসব মন্ত্রণা দিল ধনপতি কানা॥
উজানি টেটন সাধু জানি সর্ব্বথাএ।
নিজ কার্য্য উদ্ধারিলে ফিরিয়া না চাএ॥
শ্রীয়মন্ত বোলে মোরা যথার্থ টেটন[১]।
সাধু পাইলে প্রাণ বধি লই ধনজন[২]॥
শিশুর বচনে রাণীর লজ্জা উপজিল।
নমস্কার করে সাধু আশীর্ব্বাদ কৈল॥
মহিষী চরণে সাধু মাগি পরিহার।
ডিঙ্গা নামাইতে ডাকে পাইক কাণ্ডার॥
সুশীলাএ জানে পতি নিশ্চএ গমন।
মায়ের চরণে ধরি করএ ক্রন্দন॥
দ্বিজ রামদেবে কহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভব সিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

পাহিড়া রাগ।

কান্দে কন্যা রাজার দুহিতা
কান্দে কন্যা সুশীলা রাজার দুহিতা বালা
কান্দে মায়ের চরণেতে ধরি।
মায়ে আখি দিয়া রাখি মুখে মুখ দিয়া থাকি
ভুজপাশে রাখি তোহ্মা বেড়ি॥
মুই যে অভাগিনী রাজার নন্দিনী
পরিহরি তুয়া পদ আশ।
জন্ম লভি সিংহলে পাপ কর্ম্মের ফলে
উজানিতে করিমু নিবাস॥

মা মোর অতি সতী পিতা হএ সিংহলপতি
তিলমাত্র না দেখিলে মরি।
এহেন করিল বিধি দুঃখ রইল জন্মাবধি
মরিমুগী তুয়াপদ স্মরি॥
পিতারে কহগ আসি রাখুক যে পরদেশী
অহঙ্কার তেজি আপনার।
যদি বাপু আজ্ঞা করে প্রাণনাথ রাখিতে পারে
নহে প্রাণ তেজিমু আহ্মার॥
কান্দে যত পৌরবাসী মোহিত হইল মহিষী
দুহিতারে লইয়া নিজ কোলে।
কান্দে সর্ব্ব সহচরী সুশীলা কন্যারে বেড়ি
আর্ত্তনাদে অতি উতরোলে॥
কহিমু যে বারমাস মন দুঃখ বিনাশ
ধরিয়া মা তব পদতল।
দ্বিজ রামদেবে ভণে সুশীলার ক্রন্দনে
রাজধানী হইল বিকল॥

সুশীলার বারমাস

সারঙ্গ ভাটিআল রাগ।

সুশীলাএ বোলে মাতা করোম নিবেদন।
যে মাসে যে দুঃখ পাইমু শুন দিয়া মন॥
মাধবে ছাড়িব আহ্মি সিংহলনগরী।
মরিমু মনের দুঃখে তোহ্মা পরিহরি॥
মায়াবী সাধুর সুত মায়াতে মজিলা।
মায়ামোহ তেজি মোরে পরদেশে[১] দিলা॥
জননী গো মা তোহ্মারে কি বলিব আর।
মান মোহ তেজি রাখ সাধুর কুমার॥

জ্যৈষ্ঠে যন্ত্রণা পাইমু জলধি মাঝার।
জলজন্তু পাইলে ডিঙ্গা চাইব গিলিবার॥
জন্মান্তরে পাপ কৈলুম মুহি অভাগিনী।
জনকজননী ছাড়ি যাইমু উজানি॥
সরস রসাল রসে সব আনন্দিত[১]।
সদাএ তোহ্মার লাগি হইমু চিন্তিত[২]॥
শুচি মাসে সুখভোগ তেজিমু[৩] সকল।
শুখাইব শরীর মোর তেজি অন্নজল॥
শুভক্ষণে সদাগর আইল সিংহলে।
সত্যপাসে বান্ধে পিতা মোর কর্ম্মফলে॥
শ্রাবণে শ্রবিব মোর নয়ানের নীর।
শ্রবণে শুনিবা মাও তেজিমু শরীর॥
শ্রমযুক্ত হইলে দুঃখ কাহাতে কহিমু।
খুধা লাগিলে কিছু কাহাতে খুজিমু[৪]॥
ভাদ্রে ভদ্রতা দুঃখ স্রজিলেক বিধি[৫]।
ভগ্ন আশা হইয়া যাইমু ছাড়ি তুয়া নিধি॥
ভ্রমে মুই না জানিলুম বিদেশ গমন।
ভরমে কান্দম মাও ধরিয়া চরণ॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা অসীম উৎসব।
অপার আনন্দে ভাসে সীমন্তিনীসব॥
পিত্রালয় ছাড়িয়া মুই মন দুঃখী হৈয়া।
কি আনন্দ করিবাম তুয়া না দেখিয়া॥
আসিব জনকঘরে যার যে দুহিতা[৬]।
আহ্মার নয়ানের জল না ছাড়িব তথা[৭]॥
গিরিসুতাসুতমাসে মুই অভাগিনী।
কিরূপে বঞ্চিমু তেজি জনকজননী॥
জানিলুম জানিলুম বিধি হইল বিমন।
জলন্ত আনল মধ্যে করিলা অর্পণ[৮]॥
অগ্রহায়ণে সকল লোক আনন্দ অপার।
নানাসালি পরিপূর্ণ ভরিয়া ভাণ্ডার॥

সহিতে নারিমু দুঃখ তোহ্মার বিচ্ছেদে।
শরীর শুখাইব পিতার গুণ স্মরিতে॥
পৌষে প্রবল শীত হইব যখন।
ঐ শীতে কম্পিব অঙ্গ না দিব বসন॥
পরের পরুষ বাক্যে মোরে ছাড় দয়া[১]।
উন্মত্ত তরঙ্গ দেখি যাইব এই কায়া[২]॥
মকরে মনের দুঃখ শুন মন দিয়া।
মন শান্ত করি সাধু এথা রাখ কইয়া॥
মরিমু মনের দুঃখে গরল ভক্ষিয়া[৩]।
মনে না ভাব তথা গেলে আসিমু ফিরিয়া॥
ফাল্গুনে ফাগুর খেলা জগত উল্লাস।
ফাফর হইব আহ্মি ছাড়ি তুয়া পাশ॥
ফিরিয়া যদি সে বোল যাইতে উজানি।
ফাগু দুঃখ না ভাবিয়া তেজিমু পরাণি[৪]॥
চৈত্রে চকিত হইয়া ছাড়িমু নিশ্বাস।
চরণে ধরিয়া বোলম রাখ তুয়া পাশ॥
চন্দ্রাননে জল ধারা বহে অনিবার।
চরণে আচলে বিধু ঝরে সুধা ধার[৫]॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবি বিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

গান্ধার রাগ।

দয়ার বাশি কে নিল হরিয়া।
কার চুরি কৈলুম আহ্মা কে যাএ মারিয়া॥
ভূপতি হইয়া আহ্মি কার ধার ধারি।
কার লাগি পালিলাম সুতা[৬] কেবা নিল হরি॥ ধু॥

দুহিতা লইয়া কোলে কান্দে নরনাথ।
সঘন নয়ানজলে হএ অশ্রুপাত॥

সর্ব্বদাএ মা বলিয়া কাহারে বলিমু।
অন্তঃপুর মধ্যে মোর কৈন্যা না দেখিমু॥
রাজরানী রাজপুত্র সান্তাএ সকল।
শোকে রাজাধানী তথি হইল পাগল॥
দুহিতা জামাই দুই যাইতে না দিমু।
অভয়া হইব বাদী রাখিতে নারিমু॥
রাজকন্যা জামাই দেশে যাইতে না হএ।
অভয়াকারণে কৈন্যা দূরদেশে যাএ॥
সুশীলা জানিলা পতির নিশ্চয় গমন।
কান্দিতে লাগিল পতির ধরিয়া চরণ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর॥

শ্রীরাগ।

সুশীলাএ বোলে প্রভু না ছাড়িঅ দয়া।
ছাড়িমু সিংহল রাজ্য বাপ মাএর মায়া॥
সিংহের নন্দিনী আহ্মি হইমু কাতরিণী।
নগর উজানি যাইমু হইমু কুরঙ্গিণী॥
মনদুঃখ তুয়াপদে করি নিবেদন।
স্বধর্ম্ম পালিয়া মনে করিবা রক্ষণ:
শ্রীয়মন্তে বোলে প্রিয়া রাজার দুহিতা।
ভদ্রতা জানিবে ঘরে আছে মোর মাতা॥
কন্যা বোলে শুন প্রভু মোর নিবেদন।
সিংহল হইতে লও নানা রত্ন ধন॥
মণি মানিক্য লও যেই ইচ্ছা মন।
হেমাসন সজ্জা লও বিচিত্র বসন॥
চামর চন্দন লও যত ইচ্ছা কাজ।
শুকসারি পক্ষী লও আর ভৃঙ্গরাজ॥

সিংহল মধ্যেতে যত ধন মন লাগে।
যত ইচ্ছা লও প্রভু কহ পিতা আগে ॥
মাতাপিতা দেশে প্রভু না আসিমু আর।
নানান কামনা দ্রব্য না খুজিমু আর ॥
দাসদাসী লও যত না করিব মানা।
এবে সে ছাড়িলুম আহ্মি মা বাপের বাসনা ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভয়ে ॥

সুহি সিন্ধুড়া রাগ।

কান্দেরে সুশীলা রামা রাজার দুহিতা।
মায়ের দিকে দিয়া আখি মুখেত মুখ রাখি
ভুজপাশে ধরে গিয়া বেড়ি ॥
মুই অভাগিনী রাজার নন্দিনী
পরিহরি তুয়া পাশ।
মুই জন্মিয়া সিংহলে আইলুম কোন পাপফলে
উজানিতে করাইল নিবাস।
মোর নাহি আন আন বাড়াইছ প্রাণ প্রাণ
তিল আধ না দেখিলে মরি।
কি বলিমু আর দিলা মোরে সিন্ধুপার
হইলা এমন বৈরী ॥
হেন কি করিলা বিধি জনম অবধি
দুঃখে মরি তুয়া মুখ হেরি।
পরদেশী সাধু আসি রাখিলা পরদেশী
মনে দুঃখ রাখি পরিহরি ॥
দ্বিজ রামদেবে ভণে সুশীলার ক্রন্দনে
মোহে গেল মহিষীর প্রাণ ॥

তুড়ী রাগ।

যমুনাতীরে ধীরে চলেরে মাধব।
মধুপুরে মন্দ বেন্থ বাহেরে যাদব[১] ॥
শুনিয়া ব্রজের নারী ঘরে রইতে নারে।
গৃহকর্ম্ম ছাড়ি সর্ব্ব আসিল বাহিরে ॥
রামদেবে বোলে গোপী কিনা ভাব আর।
গিয়াছে রঙ্গের কানাই না আসিব আর ॥ ধু ॥

সপ্ত ডিঙ্গা সাজাইল সাধুর নন্দন।
যৌতুক লইল কথ ভাণ্ডারের ধন ॥
মণি মাণিক্য আর মুকুতা প্রবাল।
গজদন্তি শয্যা তোলে অতি স্থপ্রবল ॥
দাসদাসী কত তোলে নাহি ওরপার।
চামর চন্দন তোলে রাজ অঙ্গীকার ॥
নানান অভীষ্ট দ্রব্য তোলেন নৌকাতে।
যার যে বাঞ্ছিত দ্রব্য লএ সহসাতে ॥
দূরদেশে কৈন্যা দিয়া আকুল[২] দণ্ডধর।
রত্নশূন্য কৈল আজি সিংহলনগর ॥
সাধুর বাঞ্ছিত লইল পাটনসম্ভার।
যার যে নৌকাতে চড়ে পাইক কাণ্ডার ॥
ধনপতির ডিঙ্গাসহ অষ্ট ডিঙ্গা ভরি।
তুলিল যতেক বস্তু কত সংখ্যা তারই ॥
চণ্ডিকা স্মরিয়া শিশু হৈল হরষিত।
মধুকর আরোহিল রমণী সহিত ॥
সিংহলে[৩] সৌভাগ্যবতী দিল জয়ধ্বনি।
ধরিণী লোটাইয়া কান্দে রাজার মোহিনী[৪] ॥
রৈঘরে বসিয়া সাধু বোলে বাঅ বাঅ।
উজানিতে একে একে মেলে অষ্ট নাঅ ॥

আনন্দে গাবর পাইক বাহে এক চোটে।
দেশেতে চালাএ ডিঙ্গা তারা হেন ছুটে॥
রামদেবে বোলে তুর্গার স্বপ্ন অনুমতি।
উজানি উদ্দেশে ডিঙ্গা চালাএ শ্রীপতি॥

হরিরাম[১]॥

সিংহল চৌকির বাক এড়িল বাহিয়া।
কালিদহ বাকে সাধু উত্তরিল গিয়া॥
পিতাপুত্রে নেহারিএ কালিদহ তরঙ্গ[২]।
কমলেকুমারীকরী করিল প্রসঙ্গ[৩]॥
কালিদহ বিষম বাক তরি অবহেলে[৪]।
শংখ জলধির বাকে অষ্ট ডিঙ্গা মিলে॥
পিতা পুত্র তুই জনে যে শংখ কোপিল।
খনিয়া অসংখ্য শংখ ডিঙ্গাতে তুলিল॥
কৌড়িধ জলধি মধ্যে ডিঙ্গা চলি যাএ।
পিতাপুত্রে কুপে কৈড়িস্থান দেখা যাএ॥
ডোল ভরি কৈড়ি রাখে ডিঙ্গাব উপর।
পিতা পুত্রে চলি যাএ দামাঘাটা তর॥
খড়্গ বান্ধি দিল কাণ্ডার নৌকার আগাএ।
দাম কাটি অষ্ট ডিঙ্গা কাখরার বাকে যাএ॥
কাখরা দেখিয়া কাণ্ডার পোড়া মাংস ঢালে।
ডিঙ্গা তেজিয়া যাএ জন্তু মাংস গিয়া গিলে॥
প্রকাশ পাইয়া ডিঙ্গা বাহে তরাতরি।
জলৌকার বাকে ডিঙ্গা হয় অবতরি॥
জলৌকা উদ্দেশে চুণ ঢালিল কাণ্ডার।
জলৌকার বাক সাধু হইয়া গেল পার॥
সর্পমোড়ার সপ্তবাক এড়ে অবহেলে।
বায়ুবেগে গেল ডিঙ্গা মগরার জলে॥
ধনপতি বোলে বাপু শুনহ কারণ।
এহি বাকে[৫] ষষ্ঠ ডিঙ্গা হইল পতন॥

পিতার বচন শুনি স্থগিত[১] শ্রীপতি।
ডিঙ্গা ছাপাইয়া তথা পূজএ পার্ব্বতী ॥
সেবকের কাকুতি শুনি দেবী সারদাএ।
সেই কালে ষষ্ঠ ডিঙ্গা ভাসাএ মগরাএ ॥
তিল নাহি টুটে[২] ডিঙ্গা মায়া সারদার।
তেমনি সন্ধান পাইল পাইক কাণ্ডার ॥
ডিঙ্গা দেখি সাধুবর হরষিত মতি।
পিতা পুত্রের চৌদ্দ ডিঙ্গা চলে বায়ুগতি ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

আহি রাগ।

ডিঙ্গা বাহনারে গাবর ভাইয়ারে।
হরিবল বলিএ ডিঙ্গা বাহনারে ॥ ধু ॥

মগরা তরিয়া সাধু হরষিত মন।
নানান বিষম বাক এড়িল তখন ॥
অপার সাগরে ডিঙ্গা উপনীত হইল।
ডিম্ব তণ্ডুল দিয়া সাগর তোষিল ॥
জল বিনা স্থল নাই সাগর প্রবীণ।
নক্ষত্র দিশায় ডিঙ্গা বাহে বহুদিন ॥
উপনিতি হৈল ডিঙ্গা সাগরসঙ্গমে।
পিতা পুত্রে প্রণমিল গঙ্গার চরণে ॥
সাগরসঙ্গম সাধু এড়িল বাহিয়া।
ত্রিবেণী প্রয়াগ জলে উপনীত গিয়া ॥
তীর্থরাজে পিতাপুত্রে স্নানদান করি।
নানান নামীয় বাক বাহে ত্বরা করি ॥
সেই সকল বাক সাধু তরে অবহেলে।
কুমারহট্টর বাক বাহে কুতূহলে ॥

চক্রশালী বাক সাধু তরিয়া[১] হরিষে।
কমলাপুরের বাকে চৌদ্দ ডিঙ্গা আইসে॥
কমলাপুরের বাক বাহিয়া তরণী।
পিতা পুত্রে আইলেক নগর ইছানি॥
ভ্রমরার ঘাট সাধু দেখে অকস্মাৎ।
উজানি নগর দেখে হরষিত তাত॥
উজানিব বাকে সাধু হইয়া উপনিতি।
স্বনিশ্বাস এড়ে সাধু সাধুর সন্ততি॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীর আরতি।
পুত্র সনে দেশে আইল সাধুধনপতি॥

রাম মোর স্থন্দররে প্রাণনারে হএ॥ ধু॥

সঘন দগড়[২] বাজে সিঙ্গা দিল সান।
ধরণী কাপাইয়া ছোটে বিশাল কামান॥
চকিসৈন্য ত্বরাএ জানাএ দণ্ডধর।
চৌদ্দ ডিঙ্গা সমে আইল পর দল পর॥
সসৈন্যে সাজিয়া রাজা হইল বাহির।
ধনপতি আইল জানি হইলেক স্থির॥
ডিঙ্গা ছাপাইয়া লএ নানা উপায়ন।
পিতাপুত্রে মহারাজার বন্দিল চরণ॥
ভূপতি বন্দিল যদি সাধু দুই জনে।
বসিবারে আজ্ঞা দিল পাতান আসনে॥
সিংহলের বার্তা রাজা জিজ্ঞাসে তখন।
শ্রীপতি নিবেদে তার সর্ব্ব বিবরণ॥
যে যে থানে যেই মতে জলধি তরিল।
যেমতে মগরার বাকে তরঙ্গ[৩] তরিল॥
যেরূপে দেখিল কালিদহের মাঝার।
যেমতে মশান ভয়ে হইল উদ্ধার॥
যে কারণে পিতার সঙ্কট অথান্তর।
বন্দীশালে ছিল সাধু দ্বাদশ বৎসর॥

যেই মতে আপন পিতারে উদ্ধারিল।
যেই মতে রাজসুতা বিবাহ করিল ॥
বিস্তারি রাজার স্থানে কৈল নিবেদন।
শুনি হরষিত রাজা বাখানে তখন ॥
বাখান করিয়া রাজা সম্বিধান কৈল্ল[১]।
অর্দ্ধরাজ্য সমে রাজকন্যাদান দিল[২] ॥
কন্যা সমর্পিয়া রাজা শ্রীপতির করে[৩]।
প্রকার করিয়া রাজা তোষে সদাগরে[৪] ॥
বাদ্যধ্বনি উজানিতে আনন্দ বহুল।
সদাগরে করিলেন প্রশংসা বহুল ॥
বাদ্যশব্দে উজানি আনন্দ নাহি আটে।
ডিঙ্গা নিয়া ছাপাইল ভ্রমরার ঘাটে ॥
খুলনাএ বোলে দিদি করম নিবেদন।
বাম বাহু বাম আখি আস্ফানে ঘন ঘন ॥
স্বপনে আসিছে ছিরা জনক সহিত।
মহোৎসবে লোকসব হইয়াছে নন্দিত ॥
কহিতে হইল রামা সজল নয়ান।
লহনাএ বোলে ফল বুঝিমু এখুন ॥
বিরস বদনে রামা রহিছে বসিয়া।
হেনকালে একজন মিলিল আসিয়া ॥
নিবেদিলুম পদতলে শুন সমাচার।
জনক সহিতে আইল তনয় তোহ্মার ॥
এহিমাত্র শুনে রামা বচন প্রকাশ[৫]।
হস্ত বাড়াইতে যেন পাইল আকাশ[৬] ॥
অন্তরে হরিষ হইল খুলনা সুন্দরী।
প্রসাদ করিল তারে হেমের অঙ্গুরি ॥
আগে পাছে সহচরী কত সঙ্গে লড়ে।
জয়ধ্বনি করি চলে ভ্রমরার তীরে ॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ ॥

মল্লার রাগ।

খুলনা কামিনী লইয়া শ্রীমন্তিনী
মঙ্গলঘট লইয়া মাথে।
আনন্দ হিল্লোল বাজে জয়ঢোল
মঙ্গল দীপ করি হাতে॥
কনক খোরা ভরি হইয়া তরাতরি
অগুরু চন্দন স্তরে স্তরে।
লইয়া হেমঝারি সঙ্গে পরিবারি
যায় ধনি বাত্রি আনিবারে॥
সঙ্গে সর্ব্ব সখী লইয়া ইন্দুমুখী
আনন্দে নাহি আটে।
হইয়া কুতূহলী লহনা অনুশালী
আইল ভ্রমরার ঘটে॥
লইয়া সখিবর্গ ভোজ্যদানে অর্ঘ্য
পতিপদে জল ঢালে।
ছিরা পাইল সতী ভুজপাশে গাথি
আনন্দে লইল কোলে॥
ঢোলের বাজনি কাপায় মেদিনী
সঘন দেহি জয়ধ্বনি।
দুই বধূ সঙ্গে পিতাপুত্রে রঙ্গে
বাটী আইল সাধুমণি॥
দেবীর চরণ ভাবি অনুক্ষণ
দ্বিজ রামদেবে গাএ।
যে যাহারে ভাবে সে তাহারে পাবে
অদিষ্ট তাহা যোগাএ॥

গান্ধার রাগ।

আজু বড় আনন্দ হিল্লোলে।
শুনিতে আনন্দনাদ রঙ্গিণীরে ভোলে॥ ধু॥

গলাএ বসন দিয়া সাধুর নন্দন।
বিমাতা জননী কৈল চরণ বন্দন॥
ছিরার নয়ানে নয়ান রাখি বয়ানে বয়ান।
প্রেমে পুলক হইল দুহান জড়ান॥
পুত্র তেজিয়া দুই বধূ লএ কোলে।
বিবিধ মঙ্গল করে হরিষ অন্তরে॥
দুই বধূ সঙ্গে রামা পুত্র লএ কোলে।
জিজ্ঞাসে সিংহলবার্ত্তা মধুর মধুর বোলে॥
আদি অন্ত সর্ব্বকথা শিশু নিবেদিল।
মোসান সংবাদ শুনি অশ্রুপাত হইল॥
ধন জন বিবাহ ইত্যাদি যত কর্ম্ম।
পিতার উদ্দেশ আর নিজ ধর্ম্ম কর্ম্ম॥
সর্ব্বরক্ষা প্রাণরক্ষা কৈল্ল সারদাএ।
আসিলুম কুশলে মাতা তাহান কৃপাএ॥
জীবন থাকিতে তান না ছাড়িবা পূজা।
আপনে পূজিমু মাতা তান যত প্রজা॥
চৌদ্ধ ডিঙ্গা ধনে জনে পুরিল ভাণ্ডার।
নায়ক বান্ধয়ে মা এমনি কাণ্ডার॥
সুখে রাজ্য করে ছিরা গেল বহুকাল।
বৃদ্ধ হইল ধনপতি গেল যুবা কাল॥
মনেতে বাঞ্ছএ সাধু এমনি সময়।
স্বর্গগতি করি গুরু মনে ইচ্ছা হএ॥
সুখে রাজ্য করে ছিরা স্বহায় পার্ব্বতী।
ধনপতি লৈয়া কিছু রচাএ ভারতী॥
দেবীপদসরোজসৌরভ অতিশএ।
কবিবিধুসুতে ভণে রবিসুতের ভএ॥

এহিরূপে গেল যদি দিন পঞ্চদশ।
ব্যাধিএ পীড়িত সাধু হইলেক ত্রাস॥

দেখিয়া পতির দুঃখ বিকল খুলনা।
কার তরে নিবেদিমু এসব যন্ত্রণা॥
আর দিন মহাড়ম্বে খুলনা সুন্দরী।
পূজএ মঙ্গলচণ্ডী পূর্ণ করি বারি॥
অভয়া দেখিয়া ধনি করে নানাস্তুতি॥
চরণকমল ধরি করএ কাকুতি॥
তোহ্মার প্রসাদে মোর পূর্ণ হইল আশ।
সিংহলে গেছিল ছিরা আনি দিলা পাশ॥
বিবিধ বিধানে পূজে জগতঈশ্বরী।
নানারূপে স্তবে দুর্গা সাধুর সুন্দরী॥
সিন্দূরে মণ্ডিত গেহ পূজে দশভুজা।
প্রত্যক্ষ হইয়া মাতা লএ তান পূজা॥
অভয়াএ বোলেন আর কি চাহ কামিনী।
কি বর মাগিবা আর কহ সুবদনী॥
কম্বুকণ্ঠে বান্ধে রামা নেতের অঞ্চলে।
কান্দিয়া নিবেদে দুঃখ চরণকমলে॥
এহি নিবেদিলুম মাতা তোহ্মার চরণ।
ব্যাধিএ পীড়িত প্রভু ছাড়এ জীবন॥
অভয়াএ বোলে পুনি কি বোল এমন।
এবে নি বুঝিয়া পাইলা ঘটের কারণ॥
মুই অপরাধী যত তোহ্মার চরণ।
ক্ষেম অপরাধ পতি রাখহ জীবন॥
খুলনার বচনেত মুখে মৃদু হাস।
লইয়া অষ্টম পূজা ব্যাধি কৈলা নাশ॥
গলাএ বসন বান্ধি সাধু ধনপতি।
দণ্ডবত হৈয়া কত করিলা প্রণতি॥
তুহ্মি শিবা শিবদা সঙ্কটবিনাশিনী।
সর্ব্বরূপা সর্ব্বশক্তি শর্ব্বের ঘরিণী॥
মুই অপরাধী মাতা তুয়া পদতলে।
অপরাধ ক্ষেমি রাখ চরণকমলে॥

অভয়া বোলেন সাধু আর ভাব কি।
প্রসন্ন হইলুম তোরে হেমন্তের ঝি॥
শুনরে খুলনা রামা আহ্মার বচন।
অবনী রহিয়া তোরা নাহি প্রয়োজন॥
তিনি জন্ম বহি যাএ কৈলুম তোর পাশ।
আহ্মার বিমান চড়ি চলহ কৈলাস॥
অভয়াবচনে রামা সানন্দিত মন।
যত কিছু বিলাইল ভাণ্ডারের ধন॥
আজি সে হইল মোর জনম সফল।
মনের মানস পূর্ণ হইল সকল॥
জনমে জনমে তুয়া পদ করম সেবা।
রাঙ্গাপদ সেবি ফল না পাইছে কেবা।
শমনের ভএ করম তুয়াপদ সেবা।
তব কৃপে পড়ি কান্দে দ্বিজ রামদেবা॥

মালসী রাগ।

সাধুর সদনে হৈল আনন্দ অপার।
করিল অশেষ পূজা দেবী চণ্ডিকার॥
দেবী বোলে চল তোরা কৈলাসেতে যাই।
সিংহরথে চড় মনে কিছু ভএ নাই॥
ধরিয়া অভয়াকরে ভোলে সর্ব্বজন।
শংঘ ঘণ্টা দুন্দুভি বাজাএ ঘন ঘন॥
চলিলেক যমসৈন্য বিকটদশন।
যাহা দেখি জীব জন্তু ছাড়এ জীবন॥
সিন্দুরিয়া রথখান বায়ুবেগে চলে।
দেখিতে দেখিতে গেল গগনমণ্ডলে॥
জয় জয় জয় দুর্গা না ভাবিঅ আন।
স্বর্গ স্থানে চলি গেল দুর্গার বিমান॥
খুলনার স্বর্গবাস দেবী অগ্রগণ্য।
স্বর্গবাসী লোকে সব বলে ধন্য ধন্য॥

সানন্দে চলিল দুর্গা সঙ্গে ভূত যুত।
দৈবযোগে দেখা পাইল শমনের দূত ॥
সিংহময়ী বানা দেখি জানিলা কারণ।
রথে ধনপতি দেবী চমকিত মন ॥
মদগর্ব্ব করি দূত হইয়া আগুসার।
রহ রহ বলি রাখে রথ চণ্ডিকার ॥
গদাপাণি লৈয়া দূত অলক্ষ্যেতে চলে।
ধনপতি ধরিবারে চলে বাহুবলে ॥
ধর্ম্মরাজে জানাইব এসব কারণ।
সশরীরে নেঅ সাধু কৈলাস ভুবন ॥
এবে বুঝি না রহিল যমের অধিকার।
সাধু ছাড়ি দেঅ নহে করিব জঞ্জাল ॥
এহি বাক্য শুনি জ্বলে দেবী ত্রিনয়নী।
না জানিহ মোরে বেটা দৈত্য-সংহারিণী ॥
দানবে রুষিল আজ্ঞা দেবী চণ্ডিকার।
দূরে খেদাইল তারে করিয়া প্রহার ॥
লড়াই ধরিয়া কেহ মোচড়এ কাণ।
এহি মুখে হর তুহ্মি জীবের পরাণ ॥
এহা দেখি নারায়ণী অট্ট অউ হাস।
কেহ কেহ কাড়্রিয়া লইল গদা পাস ॥
প্রাণভএ যম দূত উঠি দিল লড়।
কান্দি কান্দি কহে ধর্ম্মরাজার গোচর ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাই আর ॥

কামোদ রাগ।

কহে প্রভু ধর্ম্মরাজ এবে ছাড় নিজ কাজ
শুন প্রভু করোম নিবেদন।
তুয়া আজ্ঞা অনুসারি জীবের জীবন হরি
আজু পাইলুম অশেষ লাঞ্ছন ॥

অতি পাপী ধনপতি চণ্ডিকার রথে গতি
সশরীরে কৈলাসেতে যাএ।
তাহারে ধরিতে গেলুম ক্রোধে পাছে না গণিলুম
দেখিয়া রুষিল মহামাএ॥
কিঙ্করে কি কৈমু আর ছাড়ি এহি অধিকার
চণ্ডিকার চরণ সেবগী।
অভয়াএ আহ্মারে মারি গদাপাস নিল কাড়ি
আপনি চাহগী যুদ্ধ করি॥
এমনি কহিল দুষ্টে ক্রোধে বোলে রবিসুতে
কি মুই জীবের অধিকার।
মহিষবাহনে চড়ে নিজ সৈন্য সঙ্গে লড়ে
কেহ কেহ ধাএ আগুসার॥
নাশিবারে বৈরী মুণ্ড তুলি লএ নিজ দণ্ড
বোলে সাজ চৌদ্দ শমন।
অন্তর্য্যামী ভগবতী চলিলেক সংহতি
টলমল ভেল ত্রিভুবন॥
সুরাসুর মুনিসব কোটি কমলভব
করিতে না পারে যছু সেবা।
সেই দেবীর পদ আশে মোহিত হইয়া ভাষে
কবিবিধুসুত রামদেবা॥

হরিরাম॥ ধু॥

চলিলেক ধর্ম্মরাজ সঙ্গে দূতগণ।
শুনিয়া কম্পিত হৈল যত ইতি জন॥
ধাএ সৈন্য উতরোলে করি লড়ালড়ি।
সাধু বান্ধিবারে কেহ লএ শণ দড়ি॥
ধর্ম্মরাজে বোলে তোরার ভএ নাই মন॥
অবিলম্বে দেবীর সঙ্গে দেঅ গিয়া রণ॥
কোপভরে ধর্ম্মরাজে কাপে থর থর।
অতি কোপে চলিল অভয়াগোচর॥

অভয়া জানিয়া যমে ক্রোধের প্রকাশ।
তখনে হইল দেবী অট্ট অট্ট হাস॥
ডাকি বোলে রবিসুত শুনরে ভবানী।
সাধু ছাড়ি দেঅ যদি রহিব পরাণি॥
দানবকটক লৈয়া যে করসি ভুর।
মোর সঙ্গে বাদ করি দর্প হৈব চূর॥
ক্রোধে জ্বলি নারায়ণী বোলে মার মার।
দুই সৈন্যে মহাযুদ্ধ হইল অনিবার॥
মদ গর্ব্ব কর বেটা অবোধ খেচর।
তোর শক্তি নিতে পারে আহ্মার কিঙ্কর॥
সগোত্রে সদারে তারে কৈলাসে লই যাই॥
কি করিতে পার তুহ্মি যে কর বড়াই॥
ফিরি যাঅ ধর্ম্মরাজ না পাইঅ লাজ।
সাধুরে দেখাইমু আজ অমরসমাজ॥
দানবে যমের দূতে হৈল হুড়াহুড়ি।
পদভরে কম্পিত হৈল সুরপুরী॥
ধর্ম্মরাজে বোলে তোরা কি চাহসি আর।
মারিয়া দানব সৈন্য পাঠাঅ তৎকাল॥
দুর্ব্বার দানবসৈন্য রণভূমি ফিরে।
লড়াএ যমের দূত লাপে ভূমি চিরে॥
উপনীত দুই বলে করে হানাহানি।
কেশপাশে ধরি কেহ করে টানাটানি॥
রুষিল দানবসৈন্য বাধা নাহি আর।
কাহার উপর করে প্রবল প্রহার॥
ঘোর অন্ধকার হৈল না দেখি শরীর।
পলাএ যমের সৈন্য কেহ নহে স্থির॥
এহা দেখি ধর্ম্মরাজে অতি কোপে জ্বলে।
সিংহ যেন গজরাজে যাএ কোপভরে॥
মারিয়া দানব সৈন্য পাঠাও তৎকাল।
লড়এ দানবসৈন্য গদা নিয়া পাণি।

সিংহরথে থাকিয়া দেখেন ভবানী ॥
মহিষে মারিল কেহ বুকে দিয়া শৃঙ্গ ।
তাহা দেখি অতি ক্রোধে জ্বলিলেক সিংহ ॥
সিংহ দেখি যমদূত উঠিয়া পলাএ ।
নখে বিদারিয়া সিংহ প্রাণ লৈয়া যাএ ॥
ঘোরতর মূর্ত্তিধরে দেখি লাগে ধন্দ ।
তাহা দেখি ধনপতি স্মরএ গোবিন্দ ॥
একি একি রূপ দেখি প্রাণ বাহিরাএ ।
দুই রামা রথ হোন্তে পড়িবারে চাএ ॥
তুলিয়া অভয় কর জগতজননী ।
কিছু ভএ না গণিহ লহনা খুলনি ॥
শ্রীপতি বোলেন দেবীর চরণেত ধরি ।
না জানি কিরূপ হএ যমের উয়ারি ॥
শ্রীপতির বাক্যে মাতা হাসিয়া তখন ।
দশভুজা মূর্ত্তি হৈয়া আবরে গগন ॥
না দেখি যমমূর্ত্তি শান্ত সাধুবর ।
কালীরূপ হৈয়া দেবী ডাকে ঘোরতর ॥
দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার ।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাহি আর ॥

আসোয়ারী রাগ ।

নারায়ণী চরণে স্মরণ দেঅ মোরে ।
তুয়া দয়া কে বলিব কেটা জন ভোলে ॥ ধু ॥

এহা দেখি ধর্ম্মরাজ চকিত নয়ান ।
দণ্ডবত হৈয়া পড়ে দুর্গার চরণ ॥
নমো নমো নমো দুর্গা জগতজননী ।
অপরাধ ক্ষেম শোধ অনন্তরূপিনী ॥

মুই মূঢ় তুয়াপদে কি বলিব আর।
বিধি বিরিঞ্চি অন্ত না পাএ যাহার ॥
সকলি তোহ্মার সৃষ্টি তুহ্মি সে কারণ।
যার মায়া না বুঝএ দেব ত্রিলোচন ॥
ধর্ম্মরাজে কৈল যদি অশেষ স্তবন।
কহিতে লাগিল দেবী কৃপা করি মন ॥
ক্ষেমিলুম সকল দোষ যাঅ নিজ ঘরে।
তুয়া প্রাণে কি করিব না পারে অসুরে।
প্রণতি করিয়া কহোম অভয়ার পাএ।
সলজ্জিতে সৈন্য সঙ্গে নিজপুরে যাএ ॥
আপনার নিজ গুণ করিয়া প্রকাশ।
সবান্ধবে শ্রীয়পতি গেলেন কৈলাস।
ইন্দু বাণ ঋষি বাণ বেদ সন জিত।
রচিলেক রামদেবে সারদা চরিত ॥

ইতি অষ্টমঙ্গলার জাগারণ সমাপ্ত ॥

পাঠান্তর।

পৃঃ ১—১। সূর্য বন্দনার পূর্ব্বে ক এবং খ পুঁথির পাঠভেদ-সমন্বিত অংশটুকু এইরূপ :—

ক' পুথি—

নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমং। দেবী
সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয় মুদীবয়েৎ॥
নমো বেদে রামায়ণঞ্চৈব পুরাণ ভারতস্তথা।
আদৌ চাস্তেচ মধ্যেচ হরি সর্ব্বত্র গীয়তে॥
নমো চণ্ডিকায়ৈ নমঃ॥ প্রথমতঃ মঙ্গলবারস্য পূর্ব্বাহ্ণ
গীতং লিখ্যতে। আদৌ সর্ব্ব পদারবিন্দ মণ্ডলং নর্থা সদা পার্ব্বতী
বাণী শ্রীহরি হরেশ্চ শ্রীকবিচন্দ্রস্থত সম্মতিমত সদরে হৃদি হরোপ
মঘদেব্যা সা গীয়তে॥ অনুদিন সূর্য্য বন্দনা প্রথম গায়নীয়।

খ' পুথি—

শ্রী নমো গণেশায় নমঃ॥ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ নমঃ। অথ মঙ্গল চণ্ডিকা পাঞ্চালি লিখ্যতে॥ আদৌ সর্ব্ব পদারবিন্দ মণ্ডল কৃত্বা সদা পার্ব্বতিঞ্চ বাণি শ্রী হরেশ্চ সুন্দর পদবন্দং শ্রী কবিচন্দ্র সুত মতি মতং॥ শ্রীরামদেবোদিত সাধনং হৃদি হার রূপ মঘদেব্যা সা গিয়তে॥ প্রথমং সূর্য্য বন্দনা গায়নিয়ং॥

২। সহস্র শির—ক, পুঃ। ৩। অরুণ সারথি প্রভু চলে বাজিবল—খ, পুঃ। ৪। বায়ুবেগে চলে অশ্ব চরণ অচল—খ পুঃ। পৃঃ ২—১। গুণ—খ, পুঃ। ২। ক, পুথিতে নাই, মনে হয় নকল করিবার সময় অনিচ্ছাকৃত ভাবে বাদ পড়িয়াছে। পৃঃ ৩—১। হৈল ক, পুঃ। ২। দুরন্ত—ক, পুঃ। পৃঃ ৪—১। গীত ক, পুঃ। ২। বিজয় ক, পুঃ। ৩। পরলোকে ক, পুঃ। ৪। ভণিতার পরবর্ত্তী পংক্তি গুলি ক, পুথিতে নাই, ৺ঘনশ্যাম শীলের পুথির লিপিকর শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ দাসমহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া পাঠভেদ সম্পর্কিত আলোচনায় জানিলাম যে তিনি চণ্ডীকাগীতিবিশ্রাম এবং আরম্ভন প্রসংগটুকু মূল পুথিতে থাকা সত্ত্বেও ইহাকে সর্ব্বত্র মূল কাব্যের আংগিক মনে করেন নাই। এতদতিরিক্ত মূল পুথির অনুলিপি কালে তিনি আধুনিক বানান পদ্ধতি

অবলম্বন করা ছাড়া পুথির অবিকল লিপিকরণে শৈথিল্য মানেন নাই।

পৃঃ ৫-১। ঘুরি ঘুরি—ক, পুঃ, ২। করিয়া মতিমন্ত—ক, পুঃ, ৩। অনন্ত ধরে ধ্যান—ক, পুঃ, ৪। দিবারে ক, পুঃ, ৫। বরদা দেবি ক,. পুঃ, পৃঃ ৬—১। চামুণ্ডা—ক, পুঃ, ২। চামুণ্ডা সতি—ক, পুঃ, ৩। নিবেদম—ক, পুঃ।

৪। দ্বিজ রামদেবে গাএ ভাবিয়া দেবির পাএ

অধমে মাগম এহি ধন।—ক, পুঃ!

পৃঃ ৭—১—২। এই দুই পংক্তি খ' পুথিতে নাই। ৩। দৈত্য বিনাশিলা নরসিংহ অবতারে ক, পুঃ, ৪। মর্ত্তঅন্তে খুইয়া বন্দম অমর সমাজ খ' পুঃ। পৃঃ ৮—১। মাধবাদি মূর্ত্তি বন্দম যত তীর্থধাম—খ' পুঃ। ২—৩। দাম দাম খ' পুঃ, ৪। গৌরী গান্ধার রাগের পূর্ব্বে ও ভণিতা অন্তে অথ স্থষ্টি-পত্তন কথাটি খ' পুথিতে নাই। উহা লিপিকর প্রমাদ বলিয়া মনে হয়, ৫—৬। ক পুথিতে নাই। পৃঃ ৯—১। জলময় ছিল স্থষ্টি ঘোর অন্ধকার—ক, পুঃ, ২। জান—ক' পুঃ, ৩। সহস্র যে শির—ক' পুঃ, ৪। এই পংক্তির পর ক পুথিতে অতিরিক্ত—

দুই ভাগে চারি মূর্ত্তি অবনী প্রচার।

পৃথগ্ ভাগেতে তিনি নারদ মহামুনি॥

—পংক্তিদ্বয় রহিয়াছে। ৫। শক্তি শক্ত—ক' পুঃ, ৬। জিব জন্তু স্থজে প্রভু জলন্ত পবন—খ, পুঃ, ৭। স্থষ্টি কৈলা নরলোকে নরের রাজন—খ, পুঃ, ৮। চরাচর আদি যত স্থূল সূক্ষ্মগণ খ' পুঃ, ৯—১০। এই পংক্তি কতিপয় খ' পুথিতে নাই। পৃঃ ১০—১। তিমির—খ' পুঃ,২। তখন—ক' পুঃ ৩—৪। ভণিতার দুই পংক্তি ক' পুথিতে ভিন্নরূপ—দ্বিজ রামদেবে গাহে ইত্যাদি, ৫। অরি ক' পুঃ, পৃঃ ১১—১। মৃত্যুহানি ক' পুঃ, ২। হেলায় জিন ত্রিঅবনী, ৩। পাইল—ক' পুঃ শব্দ স্থনি খ' পুঃ, ৪। পৃঃ ১২—১। সাজে সৈন্য সেনাপতি ক' পুঃ ২। রাজা—ক' পুঃ, ৩। করে—ক' পুঃ। পৃঃ ১৩—১। ভাংগিল নিকুঞ্জ কুঞ্জ না রাখিল শেষ—খ' পুঃ, ২। ভাঙ্গিল নিকুঞ্জ কুঞ্জ দেখে বহিদ্বারে—খ, পুঃ, ৩। কল্পতরু দেবদারু না রাখিল নাম ক' পুঃ, ৪। যেখানে যাএ পাএ দৈত্য করিছে নিধন—খ' পুঃ, ৫। এই পংক্তির পরে ও ভণিতার পূর্ব্বে ক' পুথিতে দুই পংক্তি অতিরিক্ত—

মন্দার ভাঙ্গিয়া নিল পাতালভুবন।

কি কর কি ক'র নাথ থাকিয়া ভুবন॥

৬। ক' পুথিতে ভণিতা দেবীপদে ইত্যাদি, ৭। সমাদ্বারী নাহএ কারণ—খ' পুঃ, পৃঃ১৪—১। ভুবন ক' পুঃ, ২। তুমুল বলে বজ্রধর ক' পুঃ, । হানিল ক' পুঃ, ৪। লামে ক' পু।

পৃঃ ১৫—১। মুই বড় কাতর হইলুম,

অপার ভবার্ণবতাপে[১] দারুণ শমন তাপে[০],

তিল মনে কৃষ্ণ না ভজিলুম। ধু ॥

২। সুররাজ পলাইয়া রণে দিল ভঙ্গ ক' পুঃ, ৩। করীন্দ্র ক' পুঃ, ৪। দেব ক' পুঃ, ৫। অষ্ট ক' পুঃ, ৬। ছায়া না দেখিয়া দেব ধরএ তখন খ' পুঃ। পৃঃ ১৬—১। মোর হইল এতেক দুর্গতি খ' পুঃ, ২। মহিমা তার কে বোঝে অ ব্রজরাএ ক' পুঃ। পৃঃ ১৭—১। ভুলিয়া করুণা রসে বোলে ভোলানাথ ক' পুঃ, ২। বধিতে নারিব আম্মি মঙ্গল অসুর—ক' পুঃ, ৩। কবিবিধুসুতে ভনে রবিসুতের ভএ ৪। ব্রহ্মা হরি হরে যার লইতে নারে ছায়া—ক' পুঃ। পৃঃ ১৯—১। অবলাএ ক' পুঃ, ২—৩। প্রহার প্রচুর—ক' পুঃ। পৃঃ ২০—১। গন্ধর্ব্ব পঞ্চম গাহে নাচএ বিদ্যাধরি ক' পুঃ, ২। দুর্গা—ক' পুঃ, ৩। সেবকের অভিষ্ট মাতা পুরাইবা বাঞ্ছিত—ক' পুঃ, ৪। মঙ্গল—ক' পুঃ। পৃঃ ২১—১। সভাসদের তরে করিবা কল্যান—খ' পুঃ, ২। বসন্তরাগ—ক' পুঃ, পৃঃ ২৩—১—২।—ইন্দ্রম্পদ তেজে শক্র মদে মত্ত অতি। গুরুদারা লজ্ঘিলি পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি—ক' পুঃ, ৩। ভোগ বিলাসেতে ভুলিল দেবরাএ—ক' পুঃ, পৃঃ ২৪—১। চারিযুগে—ক' পুঃ ২। আত্মজন পরজন নাই পরিচয়—ক' পুঃ, ৩। এ সকল বিধাতা যে জানি ধ্যান পথে—ক' পুঃ, ৪। শক্রের সভাতে ধাতা আসেন তুরিতে—ক' পুঃ, ইহার ক' পুথিতে এই চারি পংক্তি অতিরিক্ত—

বিচারিয়া দেখে ইন্দ্র বিপিনের মাঝে।
শোকেতে আকুল দেহ বিপিনে দেখিছে ॥
সেইখানে গিয়া ধাতা হৈলা উপনীত।
বিধিরে দেখিয়া শক্র হইল লজ্জিত ॥

পৃঃ ২৫—১। হইল—ক' পুঃ, ২। ক' পুথিতে নাই। ৩—৬। এই কয় পংক্তি খ' পুথিতে নাই, ৭। ভগাঙ্গ হইয়া দেখি চিন্তা পাঅ কি খ' পুঃ।

পৃঃ ২৬—১। পদ—ক পুঃ, ২। ইন্দ্র—খ পুঃ, ৩। গেলেন—ক পুঃ, ৪—৫। ক পুথিতে ভণিতা ভিন্নরূপ—

সারদার চরণ সরোজ মধুলোভে।
দ্বিজ রামদেবে তথি অলি হৈয়া রহে॥

পৃঃ ২৭—১। সহস্রিঙ্গ—খ পুঃ, ২। কারুবর—ক পুঃ। পৃঃ ২৮—১। নিজ ঠাঠ—ক পুঃ ২। কারুপতি ক পুঃ, ৩। গৃহ রচাইতে স্থল করে পরিসর, ৪। ভাবিয়া খ পুঃ, ৫। সারি সারি লাগাইল মুকুতা। ক পুঃ, ৬। লাগাএ ক পুঃ। পৃঃ ২৯—১। রচাএ তদ্রূপ মূর্ত্তি ঘটকের শোভা, কঃ পুঃ ২। দ্রুত মল্লার রাগ —ক পুঃ, ৩—৪। ধন্য ভেল—ক পুঃ, ৫। সুরধনি সমবারি ক পুঃ ৫। পৃঃ ৩০—১। ইন্দুবর—ক পুঃ, ২। মাঝে মাঝে—ক পুঃ ৩, লইয়া চাতক বংশ—ক পুঃ, ৪—৫। শোভে তরুতাল, ৬। হাস পরিহাস আর লাগে ঠেলাঠেলি—ক পুঃ, পৃঃ ৩১—১। ভাগ—ক পুঃ, ২। নাহি স্বরে—ক পুঃ, ৩। চরণ—খ পুঃ, ৪। মনে বিমর্ষিয়া চাহে যথার্থ বচন ক পুঃ। পৃঃ ৩২—১। সুহি রাগ—ক পুঃ, ২। রাজ—খ পুঃ, ৩। তবে প্রাণ হোক রসাতলী খ পুঃ, ৪। মোর জত রাজধানী, ৫। জল না পাইবে পিতৃলোক—খ পুঃ, ৬।

কানু হেন গুন নিধি বঞ্চিত করিল বিধি
ভাবিতে ভাবিতে মরিমু॥

ক পুঃ। পৃঃ ৩৩—১। রাজনীতি কিছু নাহি মন—ক পুঃ, ২। নিশি দিশি রাজনীতি কিছু—নাহি মন—ক পুঃ, ৩। ক—পুথিতে নাই, ৪। মনোরঙ্গে তবে মহামাএ ক পুঃ, ৫। এই পংক্তি খ পুথিতে নাই। পৃঃ ৩৪—১, ২। এই বর্ণনাংশ খ পুথিতে নাই, ৩। চতুর্দ্দিকে—ক' পুঃ। পৃঃ ৩৫—১। স্বপ্ন বিবরণ কহে শাণ্ডিল্য সন্তানে—ক' পুঃ, ২। যার—ক' পুঃ, ৩। মোর তরে কহিলেন জানাইয়া মহিমা—ক' পুঃ, ৪। মোর তরে সেই রামা জানাইল বিশেষ—ক' পুঃ, ৫। মঙ্গলচণ্ডিকা তানে না ভাবে আন ক' পুঃ, ৬। পূজার সম্ভার চালাএ তখন ক' পুঃ, ৭। পিন্ধে ক' পুঃ। পৃঃ ৩৬—১। হেমবাটি ক' পুঃ, ২। বস্ত্র ক' পুঃ

৩। হের গৌরীনাথ স্মরণ লইলুম আমি।
অখিল ভুবন ভরি তরাইলে হরি
পতিত তারিবারে তুহ্মি। ধু॥ ক' পুঃ,

৪। ভূত শুদ্ধ করিলেন যেমন বিধান। ক' পুঃ,

পৃঃ ৩৭—১। দশ দিকে শ্বেত সরিষা ক্ষেপএ তৎকাল॥ ক' পুঃ,

২। বিষ্ণু বলি খ' পুঃ, ৩। শ্বেত সূত্রে খ' পুঃ,

৪। পূজিয়া আসন স্থলি পুষ্প নির্ম্মঞ্জিআ ফেলি

পূজএ বসিয়া সাবধানে। খ' পুঃ।

৫। পুষ্প লৈয়া করে ধ্যান—ক' পুঃ।

৬। জটাজুট আদি যত পুজা করি ভক্তি মত

ধারাএ নয়ানে বহে নীর। ক' পুঃ,

পৃঃ ৩৮—১। যেই যে বিধির বিধি বিধি ভাবে নিরবধি ২০+০

বল তারে কি দিয়া পূজিমু॥ ক' পুঃ, ২। রূপ—ক' পুঃ,

৩। দক্ষিণে গণেশ ধাতা পূজে আদি অন্ত।

পূজে যে আপনা শক্তি রাজা মতি মন্ত॥—ক' পুঃ

৪। নাগ—ক' পুঃ, ৫। পদ্মার আসন—ক' পুঃ, ৬। বজ্রসুর—ক' পুঃ, ৭। লক্ষ লক্ষ ক' পুঃ, ৮। পূজে—ক' পুঃ, ৯। প্রত্যক্ষ সাক্ষাতে মাতা লএ রাজপূজা—ক' পুঃ, ইহার পর ক' পুথিতে দেবিপদ সরোজ ইত্যাদি ভণিতা আছে, কিন্তু খ' পুথিতে নাই। ১০। য়ভয়া দেখিয়া আখির বহে নীর—ক' পুঃ, ১১। দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে ভূমে পাতে শির—ক' পুঃ, ১২। হরিহরে—ক' পুঃ। পৃঃ ৩৯—১। মতি– ক' পুঃ, ২। পৃথিবীতে জন্মিমা মোর না হইল সন্ততি—ক' পুঃ, ৩। পুত্র জন্মিবেক তোর নৃপশিরোমণি—ক' পুঃ, ৪। করিল—ক' পুঃ, ৫। শক্রসুত লইয়া কিছু শুনহ প্রকাশ—ক' পুঃ, ৬। শিশু—ক' পুঃ, ৭। মিথ্যা মনে গর্ব্ব কর ইন্দ্রের কুঙর—ক' পুঃ, ৮। বলি--ক' পুঃ, ৯। তোর পিতৃগণ আদি কত ইন্দ্রচূড়—ক' পু, ১০। এমত শুনিল যদি ইন্দ্রের নন্দন—ক' পুঃ, ১১। গুরুর চরণে ধরি জিজ্ঞাসে কারণ ক' পুঃ, ১২—১৩

গুরুহ তেমনি কথা বলিল তাহারে।

তথাপি ইন্দ্রের সুত না বুঝে তাহারে॥ ক' পুঃ।

পৃঃ ৪০—১। গুরুর বচন শিশু মনে করি হেলা—ক' পুঃ, ২। বলি যে—ক' পুঃ, ৩। তপোবলে হও তুহ্মি বিধি সমসরে, ক' পুঃ ৪। পরবর্ত্তী পংক্তি—ভবন না সৃজি কেন বঞ্চ মুনিবর,—ক' পুথিতে অতিরিক্ত, ৫। শুনহ—ক' পুঃ ৬। কতকাল জিম করি বান্ধিমু ভবন ক' পুঃ,

৭।৮। দেবী পদে দ্বিজ রামদেবের ভকতি।

অন্তকালে রাঙ্গাপদে দিবা মোরে স্থিতি॥ ক' পুঃ।

পৃঃ ৪১—১। ভণিতায় ক' পুথিতে এই পাঠ বিভিন্নতা রহিয়াছে—

দ্বিজ রামদেবে গাএ ভাবিয়া দেবীর পাএ
অধমে মাগম এহি ধন।
দেবীর চরণ সেবি অনুক্ষণ
কবির বাঞ্ছাপূরণ ॥—ক' পুঃ।

২। নিম্নলিখিত ধুয়া খ পুথিতে নাই—

অহে হর বিশ্বম্ভর লইলুম স্মরণ।
তুহ্মি গুরু তুহ্মি ব্রহ্মা তুহ্মি সনাতন ॥
দেব দেব মহাদেব যোগ মৃত্যুঞ্জএ।
দুর্গা দেহি গঙ্গা বারি হয় পাপাশএ ॥
দ্বিজ রামদেব বলে এই তন্ত্রসার।
গুরু বিনা ভবার্ণবে বন্ধু নাহি আর ॥ ধু ॥ ক' পুঃ,

৩। হরের চরণে শিশু করে পরিহার—ক' পুঃ। ৪। কুসুম যোগায় নিত্য বাসব কুমার—ক' পুঃ,। পৃঃ ৪২—১। অরুণ—ক' পুঃ, ২। সেই ত শিখর—ক' পুঃ, ৩। মৃগ বধে ব্যাধসুত লইয়া গণ্ডীশর—ক পুঃ, ৪। ভণিতায় পাঠান্তর দেবিপদ সরোজ ইত্যাদি ক' পুঃ, ৫। মজি গেল—ক' পুঃ, ৬। হইল—ক' পুঃ ৭। তপন—ক' পুঃ ৮। বেলা দেখি সকম্পিত ইন্দ্রের নন্দন ক' পুঃ ৯। পুষ্পতোলে শক্রসুত ভয়াকুল মন, ক' পুঃ ১০। নিয়া কঃ পুঃ।

পৃঃ ৪৩—১। ধ্যানেতে জানিলা প্রভু সমস্ত কারণ, ২। লীলাম্বর সম্বোধিয়া বলিল বচন—ক' পুঃ, ৩। হর—ক' পুঃ, ৪—৫। দেখিলেন ক' পুঃ, ৬। ধরিতে ক' পুঃ, ৭। ক্রোধে হইল গঙ্গাধর অগ্নি সমসর—ক' পুঃ, ক' পুথিতে ইহার পর দুই পংক্তি অতিরিক্ত—

পার্ব্বতী বোলেন প্রভুর ধরিআ চরণ।
তোহ্মা কোপে নষ্ট হএ ব্রহ্মার সৃজন ॥

৮। মরম—ক' পুঃ, ৯। ভূমে জানু দিয়া শিশু পড়িল চরণ ক' পুঃ, ১০। ক্ষমিতে উচিত হএ শিশুর কারণ ক' পুঃ, ১১। ভস্মসাৎ করিবাম সাপিয়া তাহারে—ক' পুঃ, ১২। হউক—ক' পুঃ, ১৩। সাপিতে হইল যদি শিশু লীলাম্বর—ক' পুঃ, ১৪। তাহারে—ক' পুঃ। পৃঃ ৪৪—১। ত্রিদেশ ক' পুঃ, ২। করিতে না পারে সেবা ক' পুঃ, ৩। ইন্দ্র আখি জলধারা বহএ—খ' পুঃ, ৪। কান্দিয়ে—ক' পুঃ, ৫। আর—ক' পুঃ, ৬। করুণা—ক' পুঃ,

৭। শুনি ক' পুঃ, ৮। প্রভু—ক' পুঃ, ৯। তোর—খ' পুঃ। পৃঃ ৪৫—১। হরপদে লীলাম্বর হইয়া বিদাএ ক' পুঃ, ২। লীলাম্বর লইয়া ইন্দ্র চলে নিজ ঘর ক' পুঃ, ৩। এই পংক্তি ক' পুথিতে নাই, ৪। হরসাপে ভ্রষ্ট হইল শিশু লীলাম্বর—ক পুঃ। ইহার পর আরও এক পংক্তি অতিরিক্ত—মর্ত্ত্যেতে জন্মিব হৈয়া ব্যাধের কোঙর, ৫। পতিমুখে শুনি শচি এতেক বচন—ক' পুঃ, ৬। বৎসরে—ক' পুঃ ৭। আপনা মন্দিরে রামা মিলিল সত্বরে—ক' পুঃ, ৮। এখন পশুবধি—ক পুঃ। পৃঃ ৪৬—১। অনাথ হইব আহ্মি—ক পুঃ, ২। না দেখি গোবৎস শিশু তোহ্মা হেরি কান্দে—খ পুঃ, ৩। না দেখি বরজভাগ তোমা হেরি কান্দে—খ পুঃ, ৪। নাদে রামা ক পুঃ ৫। শচী শব্দ ক' পুথিতে নাই, ৬—৭—৮। এই কয় পংক্তি খ পুথিতে নাই। পৃঃ ৪৭—১। কারণ—খ পুঃ, ২। মৃগ মাংসে প্রভু মজিয়াছে মন—ক পুঃ, ৩। রান্ধে ক পুঃ, ৪। বচনে ক পুঃ, ৫। বঞ্চিয়া ক পুঃ, ৬। রজনী ক পুঃ, ৭। লইয়া ক পুঃ, ৮—৯। দক্ষিন হস্তেতে—ক পুঃ, ১০। পুতান খ পুঃ, ১১। বিধি ভোগে—ক পুঃ, ১২। রাজপন্থে—খ' পুঃ, ১৩। ত্বরা খ পুঃ, ১৪। জন্ম—ক পুঃ। পৃঃ ৪৮—১। লাগিল খ পুঃ, ২। বীরবর খ পুঃ, ৩। হস্তে ক পুঃ, ৪। পশুবধ শিক্ষা করে আর কত খেলা—খ পুঃ, ৫। কালকেতু না হএ কেবল পশুর সমন—খ' পুঃ, ৬। তরুডাল ক' পুঃ, ৭। জাল ক' পুঃ, ৮। পশুসব সুতাসুত সমে—ক পুঃ, ৯। যার যেই বিভাবরী সমে ক পুঃ,—১০। মারে ক পুঃ, ১১। স্বস্থানে না পারে রহিতে খ পুঃ, ১২। কেতু হএ পশুরসমন খ' পুঃ, ১৩। যে পশু পাইয়া ভএ—ক পুঃ, ১৪। অগাধ বনেতে রএ—ক পুঃ। পৃঃ ৪৯—১। গুল্লি খ পুঃ, ২। তখন—ক' পুঃ, ৩। শুন ব্যাধবীর খ পুঃ, ৪। প্রিয়ার বচনে কেতু হরসিত মন—ক পুঃ, ৫। ডাক দিয়া আনিলেক আপনা ব্রাহ্মণ ক পুঃ, ৬। করহ—ক পুঃ, ৭। গমন ক পুঃ, ৮—৯।

বিবাহ করাইমু পুত্র কহিলাম নিশ্চিত।
তার ঘরে আছে কন্যা অতি সুলক্ষণ॥ খ পুঃ।

১০। শীঘ্র করি ক পুঃ। পৃঃ ৫০—১। বিশেষিলা খ পুঃ, ২—৩। তোহ্মার সঙ্গে—খ পুঃ, ৪। নিবেদিতে ক পুঃ, ৫। বিপাক ক পুঃ, ৬। তাএ—ক পুঃ। পৃঃ ৫২—১। বল, ক পৃঃ, ৫৩—১। বাড়ি খ পুঃ।

২। তটিনীর তটে রমো হুতাশন জ্বালি।
পতিদেহ অনুসারী পাবকে প্রবেশে॥ ক' পুঃ

৩। প্রেত কার্য্য করিলেক যে হএ উচিত, ৪। করুণ ভাটিয়াল রাগ—ক পুঃ, ৫। ধরিমু ক পুঃ। পৃঃ ৫৪—১। শোকে প্রাণ খ পুঃ, ২। শ্যেক প্রাণ বাহিরাএ আন্ধার—ক পুঃ, ৩। এই সে ক পুঃ, ৪। ঘাড় ক পুঃ। পৃঃ ৫৫—১। জননী জয়স্তি। পৃঃ ৫৬—১। কেশরী ক পুঃ ২। আসোয়ারী রাগের পর ক পুথিতেধু—

আজু শুভদিন শুভদিন রে ভাই।
গনিয়া চাহিল শুন কেতু ভাই ॥

৩। এই পংক্তিসহ চৌদ্দ পংক্তি খ' পুথিতে নাই, ৪। এই আট পংক্তি ও খ পুথিতে নাই। ৫। কিনা বলে বঞ্চি মাত্র তুই পৃঃ ৫৭—১। ক পুঃ, ২। মহাবীর, ক পুঃ, ৩। পত্র ক পুঃ, ৪। খ পুথিতে নাই, পৃঃ ৫৮—১। এই বর্ণনাংশ খ পুথিতে নাই, ২—৩। এই দুই পংক্তি খ, পুথিতে নাই। পৃঃ ৫৯—১। ওকি গুণনিধি খ পুঃ, ২। এই পংক্তি খ পুথিতে নাই, ৩। মৃগ পাছে পাছে ধাএ কেতু ক পুঃ, ৪। রৈল ক পুঃ, ৫। চাহে—ক পুঃ। ৬০—১। খ পুথিতে নাই। ২। এই চার পংক্তি খ পুথিতে নাই। পৃঃ ৬১—১। পাইলাম—ক পুঃ, ২। এক্ষণে ক পুঃ, ৩। তুরন্ত খ পুঃ, ৪। হস্তপদে ক পুঃ, ৫। কোদণ্ড কণ্ঠেত দিয়া তুলি লএ স্কন্ধে—ক পুঃ, ৬—৭। খ পুথিতে নাই, ৮। সদক্ষিণে পাণি তুলে—ক পুঃ, ৯। হোঁচট্ ক পুঃ। পৃঃ ৬২—১। প্রচণ্ড দিবস নাথ ক পুঃ, ২। দহন রবির তাত—ক পুঃ, ৩। চর্ম্ম—ক পুঃ, ৪। জেবা—ক পুঃ, ৫। সুবতী ক পুঃ। পৃঃ ৬৩—১। ইহার পরবর্ত্তী দশ পংক্তি খ পুথিতে নাই, ২—৩। খ পুথিতে নাই। পৃঃ ৬৪—১। ভণিতা ক পুথিতে—সুরাসুর মুনিসব' ইত্যাদি, ২। বিশ্বকর্ম্মা ডাকি মাতা আনে শীঘ্র করি—ক পুঃ। পৃঃ ৬৫—১। হরি রাম হরে ক পুঃ। পৃঃ ৬৬—১। কহলো ক' পুঃ। পৃঃ ৬৮—১। এ সুখের লাগিয়া তুমি হইলা ব্যাধের নারী—ক' পুঃ, ২। ললাটে—ক পুঃ, ৩। পরে ক পুঃ, ৪। দুঃখ হইতে খ পুঃ। পৃঃ ৬৯—১। পট মল্লার রাগ—ক পুঃ। পৃঃ ৭০—১। ভরমে না ভাব এতদুর—ক' পুঃ, ২। খ পুথিতে ইহা হইতে সাত পংক্তি নাই। পৃঃ ৭১—১। মধ্যে ক' পুঃ, ২। শ্রীরাগ ভাটিয়াল ক' পুঃ, ৩। লোভে ক পুঃ, ৪। মানুষী—ক পুঃ। পৃঃ ৭২—১। খেমা কর—ক' পুঃ, ২। বোলে কেতু একি হএ—ক' পুঃ, ৩। অনিবার—ক পুঃ, ৪। মায়াখ পুঃ, পৃঃ ৭৩—১। গণ্ডীশর না ধরিতে কহেলি মহামায়া—ক পুঃ। ২। মারিমু ক পুঃ, ৩। হস্তের ক' পুঃ, ৪। ফল ক' পুঃ, ৫। ধনবাদে দণ্ড হৈলে কে মোর সহাএ' খ' পুঃ,

৬। গঠি ক পুঃ, ৭। দেঅ ক পুঃ, পৃঃ ৭৪—১—২। বণিক্য গোচরে ক পুঃ। পৃঃ ৭৫—১ মূর্খ পাত্র করিবেক তোহ্মা দণ্ডধর ক পুঃ, পৃঃ ৭৬—১। ভেটিল বীরবরে গিয়া করিয়া প্রণতি—খ পুঃ, ২। মল্লার রাগ—ক পুঃ। পৃঃ ৭৮—১। রাজা ক পুঃ, ২—৩। করে অপেক্ষণ। পৃঃ ৮১—১। নহে খ পুঃ, ২। তোরে করিতে ক পুঃ। পৃঃ ৮২—১-২। দিল দরশন ক পুঃ। পৃঃ ৮৩—১। দিবাম ক পুঃ,২। অখন ক পুঃ, ৩। বিকিতে বসিছে ধীবর আন কথ চাএ—খ পুঃ, ৪। ধীবর সহিতে ভারু করি ধরাধরি ক পুঃ। পৃঃ ৮৪—১। ভণিতা ক' পুথিতে ভিন্নরূপ—

দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদ সার।
তারিতে এ ভবসিন্ধু বন্ধু নাহি আর॥

২। সমাধান ক পুঃ, ৩। সভাতে ক পুঃ। পৃঃ ৮৭—১। ইহার পরবর্ত্তী তিন চরণ খ পুথিতে নাই। পৃঃ ৮৯—১। পরিহর ক' পুঃ। পৃঃ ৯০—১। জীবে ক পুঃ, ২। ভণিতা ক পুথিতে দ্বিজ রামদেবে গাহে ইত্যাদি। ৩। শ্রীরাগ খ পুঃ, ৪। লক্ষে লক্ষে জুড়িল কুঞ্জর ক পুঃ। পৃঃ ৯১—১। ধরল ক পুঃ, ২। রাগে ক পুঃ। পৃঃ ৯৩—১। বন্দুকসী ক পুঃ, ২। শিখর খ' পুঃ ৩। হানাহানি খ' পুঃ ৪। ঠেলাঠেলি ক' পুঃ। পৃঃ ৯৪—১। তুরঙ্গবল —খ পুঃ। পৃঃ ৯৫—১। দেবায় ডুবায় সঙ্গে পুষ্প কেতুর ভাইয়া খ পুঃ পৃঃ ৯৬—১। শড়বৃষ্টি আবরিল সমরের স্থল ক পুঃ। পৃঃ ৯৮—১, ২। সেনাপতি ক পুঃ, ৩। মোরে মন্দ বোলে বেটা কুলে অতিহীন ক' পুঃ ৪। সত্বর, ক পুঃ। পৃঃ ১০১—১। বীর ধর হইয়াছে এই শুভক্ষণ —ক পুঃ, ২। মূঢ় জজাই খ পুঃ, ৩। ভাটিয়াল পট মঞ্জরী রাগ। পৃঃ ১০২—১। বন্ধনে পীড়িত বীরের গাএ। ব্যাধের চরণে ধরি কান্দে ফুলরাএ॥ খ' পুঃ, ২। খ পুথিতে ভণিতা নাই, ৩। তুহ্মি ক পুঃ। পৃঃ ১০৩—১। ভাবে বীর অনুক্ষণ ক পুঃ, ২। নহে স্থির রথী ক পুঃ। পৃঃ ১০৪—১। বিলাপয়তি ক পুঃ, ২। রচয়তি খ' পুঃ ৩। নিসঙ্গে খ পুঃ। পৃঃ ১০৫—১। পহু খ পুঃ, ২। গাএ কঃ পুঃ, ৩। রিপু ভাবে খ পুঃ, ৪। অংকারে অংকারময়ী অংকবিনাশিনী ক পুঃ, ৫। অঙ্গীকারে রাখ দাস অনঙ্গ মোহিনী। পৃঃ ১০৬—১। গৌরীলোকে ক পুঃ। পৃঃ ১০৭—১। তারে ক পুঃ ২। পৈরণ ক পুঃ। পৃঃ ১০৮—১। নাচয়ন্তি কোদণ্ড ক পুঃ, ২। লোল ওষ্ঠ করিয়া বিস্তার ক পুঃ, ৩। ললন বিশিক জিহ্বা ক পুঃ, ৪। খাবর খ পুঃ,

৫। গুরুতে না পারে তোন খঃ পুঃ, ৬। ওরূপে কম্পে নৃপরায় ক পুঃ।
পৃঃ ১০৯—১। এই চরণ ক পুথিতে নাই। পৃঃ ১১০—১। তবেত ক পুঃ।
২। এই পংক্তির পর ক' পুঁথিতে অতিরিক্ত—

গৌরবর্ণ শাণ্ডিল্যসুত বসিল সাক্ষাৎ
নিবেদে স্বপ্নের কথা তাহান সাক্ষাৎ॥

৩। দেখিলাম রামা এক শিয়রে বসিয়া ক' পুঃ, ৪। মোর তরে স্বপ্ন কহে ঘোর মুর্ত্তি হইয়া—ক পুঃ, ৫। গোধেয় অন্তরে কহে স্বপ্নের বাখান—ক পুঃ। পৃঃ ১১১—১। পড়িলেক ক—পুঃ, ২, ৩, ৪, ৫ এই চারি পংক্তি ক পুথিতে নাই। পৃঃ ১১২—১। সাক্ষ্য ক পুঃ, ২। চির ক পুঃ। পৃঃ ১১৪—১। থন ক পুঃ, ২। বীরবর—ক পুঃ, ৩। তোহ্মারে স্মরণ করিছে গঙ্গাধর—ক পুঃ। পৃঃ ১১৫—১। শাপমুক্ত হইল মোর এ দ্বাদশ বৎসর ক' পুঃ, ২। মোরে স্মরণ করিল গঙ্গাধর—ক' পুঃ, ৩। বলে কেতুরাএ—ক পুঃ, ৪। কান্দে প্রজা ধরি কেতুর পাএ—ক পুঃ, ৫। গান্ধার রাগ—ক' পুঃ, ৬। সেই কালে প্রদক্ষিণ করিয়া হুতাশন ক পুঃ, ৭। হরহর করি বীর প্রবেশে দাহন—ক' পুঃ। পৃঃ ১১৬—১। মনের—ক' পুঃ। ২। রাগের উল্লেখ ক পুথিতে নাই। ধুয়া অতিরিক্ত—

যাহার কারণে নিদ্রা নাহি রাত্রি দিনে
উপস্থিত হইল কলেবর॥ ধু॥

২। যেই সব সিদ্ধি জানি আমি যোগাশএ।—ক' পুঃ। পৃঃ ১১৯—১। রচাইয়া বন সারি সারি—খ পুঃ। পৃঃ ১২৩—১। নির্ব্বান খ পুঃ, ২। পাইয়া সাধুবরে খঃ পুঃ।

৩। সানন্দে চলিয়া গেল আপন মন্দিরে

পৃঃ ১২৫—১। সিত বাস—খঃ পুঃ। ১২৬—১। বদনে নিন্দিত ইন্দু হইলা উল্লাস—খ পুঃ, ২। নিলগ্রিব রাখীছিল তারা তুই সতী—খ পুঃ, ৩। পরদারা ঘটাইবারে রহাইল পতি। ৪। মানিনি খ পুঃ, পৃঃ ১২৭—১। সাধু বস অবসর পাইয়া খ পুঃ, ২। ভাল সমে করিছে প্রকাশ ক পুঃ। পৃঃ ১৩২—১। প্রণতি করএ কিরি, ২। তুয়া গানে কুতুহলী কমলে করতালি—ক পুঃ। ৩। আগে দেও সর্ব্ববেঢ়ি। পৃঃ ১৩৪—১। ষট গীত নাট ধরা—ক' পুঃ। পৃঃ ১৩৫—১। বাটোআরগণ, ২। রহ ২ বলি সাধু কহএ তথন খ, পুঃ, ৩। পেল খ পুঃ।

পৃঃ ১৩৬—১। মধুভাণ্ড দেও যদি বড় সুখে খাই—ক পুঃ, পৃঃ। ১৩৮—১। কুঙ্কম ক পুঃ। পৃঃ ১৩৮—১। হস্তের কঙ্কন দিল বাহুতে তরঙ্গ ক পুঃ। পৃঃ ১৩৯—১। সিন্দুর খ পুঃ ২। নেহরি পরিধান ক পুঃ। পৃঃ ১৪১—১। চারিভিত—খ পুঃ। ১—৫

কুশহস্তে বেদাচারে বেদের আচার করে
বেদধ্বনি করে চারিভিত॥
জ্বালিয়া মহানল কুশহস্তে জলস্থল
বন্দে বিপ্র কুশ অগ্রদলে॥
জামাতা কৈন্যার কর রাখে হেম ঘটপর
মন্ত্রপাঠে—করল কন্যা দান॥ ক পুঃ।

পৃঃ ১৪৪—১। কি মুই করিমু কি রূপে বঞ্চিমু
তোহ্মা না দেখিআ চরণ॥ খ পুঃ।
২। ধনি সপত্নির ভএ ভাবিয়া মূৰ্চ্ছিতা হএ
এই সে মনেতে হইল জান॥ ক পুঃ।
৩। দুই পাএ—খ পুঃ। ৪। তুহ্মি বিনে খ পুঃ।
৫। হেন নাকি ভাব কথা গেলে প্রাণ রাখিমু তথা
সতার ভয়ে না রৈবে জীবন॥ ক পুঃ।

পৃঃ ১৪৬—১। নৃপতির গ্রহ দোষে—খ পুঃ, ২। মোরারে ধরিয়া রোষে খ পুঃ, পৃঃ ১৪৭—১। মোরা হইলাম দেশান্তরি খ পুঃ। পৃঃ ১৫২—১। সুমতি খ পুঃ। পৃঃ ১৫৭—১। লোক ভরে—ক পুঃ, ২। গিয়া দিল দরশন খ পুঃ। পৃঃ ১৫৯—১। তখন—ক পুঃ, ২। লহনার গোচরে গিয়া জানাএ কারণ—ক পুঃ, ৩। লহনাগো রামা কহে ডাক দিয়া—ক পুঃ। পৃঃ ১৬১—১। রহে—খ পুঃ, ২। ধরণী ধরিআ থেনে করএ ক্রন্দন—খ পুঃ, ৩। ঘনঘন—খ পুঃ, ৪। লহনা জাগিয়া বৈসে শয্যাএ তখন, খ' পুঃ। পৃঃ ১৬২—১। ঠেলি—খ পুঃ, পৃঃ ১৬৩—১—২। মায়েরে জানাইয়া, ও দুঃখ দেখসিআ—খ পুঃ। পৃঃ ১৬৪—১। বহুল কুপিয়া—ক পুঃ, ২। করএ ক্রন্দন—ক পুঃ। পৃঃ ১৬৬—১। উজানি জাইতে ক্রোধ হইয়া মন—ক পুঃ। পৃঃ ১৭৫—১। নিহার খ পুঃ, ২। সতার—খ পুঃ, ৩। সিন্ধুসুতা সুতরিপু—খ পুঃ। পৃঃ ১৮১—১। মৃত্তিকা মুর্ত্তিগঠি—ক পুঃ, ২। সাবনি খ পুঃ। পৃঃ ১৮২—১। আদেশ খ পুঃ, ২। পড়ি পট্টবাস খ পুঃ, ৩। সরঙ্গ চন্দন ঘসি কেহ ভরে

বাটি—খ পুঃ। পৃঃ ১৮৪—১। সির—খ পুঃ। ২। তুলিয়া ক পুঃ, ৩। দড়বড়ি খ পুঃ। পৃঃ ১৮৫—১। কাননে বিচরে রামা হইয়া ব্যাকুল—খ পুঃ। পৃঃ ১৮৬—১। রামদেবের ভণিতার পরিবর্ত্তে— কহে গোবিন্দ দ্বিজে তেরি হইল কাজ। চারি মুখ শত যুগে না পাইবা লাজ॥

খ পুঃ, ২। অবুধ খ পুঃ, পৃঃ ১৮৮—১। যেন খ পুঃ, ২। নাই প্রণেশ্বর—ক পুঃ, ৩। কিবা গৌর ফুল ধন্থ না ধরে মদন—ক পুঃ, পৃঃ ১৮৯—১। ষষ্ঠ ক পুঃ। পৃঃ ১৯০—১। গিয়া রহিল স্থন্দরী ক পুঃ। পৃঃ ১৯১—১। প্রীত্যর্থে ক পুঃ, ২। পাইলুম ক পুঃ, ৩। পালি খ পুঃ, ৪। খাইয়া আপনী খ পুঃ। পৃঃ ১৯২—কুচার্য্য বাড়ি নিতে খ পুঃ। পৃঃ ১৯৩—১। দেহে। পৃঃ ১৯৬—১। পাপ স্থরানিধি ২। আদ্রখণ্ড খ পুঃ, পৃঃ ১৯৭—১। রহে গুড় জাল খ পুঃ। পৃঃ ১৯৯—১। টাঙ্গ টাঙ্গ খ পুঃ, ২। সেবিয়া আনএ পাতি, ৩। পরে পরে স্থকলাত, পৃঃ ২০০—১। সেবকের গণ পৃঃ ২০১—১। শ্রীরাগ খ পুঃ ২। ভেলোয়ার ক পুঃ। পৃঃ ২০২—১। ধনি ক পুঃ। ২। সর্ব্বদাএ খ পুঃ, ৩। তোরে দেখি ধনপতি পাসরে আপনা—ক পুঃ, ৪। মুখেও, খ পুঃ। পৃঃ ২০৪—১। সপত্নী লহনা আসি দেখে আচম্বিত ক পুঃ, ২। ক পুথিতে নাই।

পৃঃ ২০৭—১—২। ভাবিয়া চিন্তিয়া চাহিলা বড়ই প্রমাদে।
কি কহিমু কি বলিমু জানাইয়া দে॥—খঃ পুঃ

পৃঃ ২০৮—১। শিরেতে বসন ছলে—খ পুঃ। পৃঃ ২০৯—১। অনঙ্গ সমর যানি রাধে খ পুঃ, ২।—ভর মহানাদ গভীর—খ পুঃ। পৃঃ ২১১—১। মধুমএ —খ পুঃ। পৃঃ ২১৩—১। কিহেতু তাহারে হার—খ পুঃ।

২। কি তুহ্মি নাগর বার।—খ পুঃ।

৩। স্থন্দরী জএ ধ্বনি—খ পুঃ,

পৃঃ ২১৪—১। কি আর বলিমু নাগর কি আর বোল।
যে জানে তোহ্মার পিরিতি তারে বোলহিয়া চল॥
তিলে তিলে বাড় সে বনাইয়া দিব সে
দণ্ডে শতবার আইলে।
কুল লজ্জা কি আনে খলের পিরিতি জানে
কপটে নিধন কৈলে॥

বোলাইলে না বোলে ও না চাহিলে
না চাহ যতনে আইস।
যাহারে পাইয়া বিসরিলা পাইয়া
কি কহিমু রূপ বেশ ॥
আর নারি করি তোহ্মার চাতূরী
চলরে আপনা ঘরে।
কবিবল্লভ কহে অন্ধাব কেশ পাএ জোড়ে ॥—খঃ পুঃ।

২।৩। এই সত্যবাপী ক' পুঃ

পৃঃ ২১৫—১। শ্রীগান্ধার রাগ, ক পুঃ ২। কোঠরে ক পুঃ। পৃঃ ২১৬—১। ঝিমানি, ২। পোড়া অন্ন লইআ সতা করএ গর্জ্জন, ৩। গুণনিধি, ৪। এ পাপ কপালে দুঃখ লিখে পাপ বিধি—ক পুঃ। পৃঃ ২১৮—১। জ্যোতি—খ পুঃ। পৃঃ ২১৯—১। এমনি ভাড়িআ যাও প্রাণনাথের আগে—খ পুঃ। পৃঃ ২২০—১। মল্লার রাগ—খ পুঃ। পৃঃ ২২১—১। মুখচঞ্চুঘাতে যেন ভেল বিম্বফল—খ পুঃ। পৃঃ ২২২—১। সমর—খ পুঃ, ২। ধাতু—খ পুঃ। পৃঃ ২২৩—১। হেন নারী, ২। কুপিত করি—খ পুঃ। ৩। পদ্মের ডালেতে ফিরে—খ পুঃ, ৪। দিশি দিশি কুহরে গভীর—ক পুঃ, ৫। মোর জানু সানুসম দেহ লভে ভার—খ পুঃ। পৃঃ ২২৭—১। ঢালি ঢালি মঙ্গল করে ক পুঃ, ২। খেলাএ নানান বাদ্য বাজে—খ পুঃ, ধুয়ার পঞ্চম পংক্তি খ পুথিতে আছে—আর নহিয়ন দেহু নারি। পৃঃ ২৩০—১। পুনর্বিবাহ

২। শ্রীহট্ট মেলানি দিয়া ধরাধর জানাইয়া
প্রবেশিঅ আবির নগর।—খ পুঃ।

৩। আজু মাঠে চরাইয়া গোধন—খ পুঃ। পৃঃ ২৩২—১। তাজিয়াই রাখি ঘোড়া—খপুঃ। পৃঃ ২৩৩—১। বোল দেখি ধনপতির কিবা ছিদ্র আছে ক—পুঃ, ২। কহে খ পুঃ, ৩। ধনপতির যেই অখ্যাতি—খ পুঃ। পৃঃ ২৩৪—১। ঘনাইল লও খ পুঃ। পৃঃ ২৩৫—১। পাক—খ পুঃ ২। ভাটির খ পুঃ। পৃঃ ২৩৬—১। লও—খ পুঃ, ২। পতির—খ পুঃ ৩। উদিত খ পুঃ। পৃঃ ২৩৭—১। প্রসন্ন হও রে তুহ্মি—খ পুঃ। পৃঃ ২৩৯—১। অবশ্য জানামুগিয়া নৃপতির গোচর—খ পুঃ, ২। কহিমু সকল কথা বণিক্যের তর খ পুঃ, ৩। ভুবন—ক পুঃ, ৪। মনোরথ—খ পুঃ, ৫। কুলশীল কে চাহে—ক পুঃ, ৬। ধৈর্যেতে—খ পুঃ। পৃঃ ২৪১—১। সহসাত—খ পুঃ, ২। কেবল খ পুঃ। পৃঃ ২৪২—১।

রাঘব দত্ত বোলে ভাই বিষ বৈদ্য তুই—খ পুঃ। ২। তোলে জিহ্বা জ্বালন সমান—খ পুঃ। পৃঃ ২৪৩—১। খুলনা পরম সতী জানি নাগগন—খ পুঃ, ২। পৃঃ ২৪৪—১। ঢঙ্গের সাধু সতগুণে ঢঙ্গ—খ পুঃ, ২। রাঘবে ভাড়াইব এমনি প্রসঙ্গ খ পুঃ, ৩। ধৌত করি—ক পুঃ, ৪। যাত্রা করি খড়্গ পাতিল ভূমিতলে খ পুঃ।

পৃঃ ২৪৫—১—২। খড়্গাধারে গতাগতি করিয়া সত্বর।
সতীর পরশে খড়্গ হইল থোথর—খ পুঃ।

পৃঃ ২৪৬—১। সুসার দারু। পৃঃ ২৪৭—১। স্মরএ—খ পুঃ। পৃঃ ২৫০—১। পৈরন—ক পুঃ, ২। খ পুথিতে নাই। পৃঃ ২৫১—১। খ পুথিতে রাগের উল্লেখ নাই। আছে— গরজে মুরজ ঢাক বাজে লাখে লাখ
কাসি বাসি শব্দে করে আর করতাল,
দড়ি মহেরী ভেরি কাড়া বাজে সারি সারি
দোঃ দমা বাজে তথি দেখি সারি সারি।

২। ধনপতি বলে প্রিয়া কেন কহগো নিপুন—খ পুঃ। পৃঃ ২৫৫—১। চপল নয়ান—ক পুঃ। পৃঃ ২৫৭—১। সন্নিদান—খ পুঃ। পৃঃ ২৫৯—১। সদাএ আনন্দ সাধুমন খ পুঃ। পৃঃ ২৬০—১। ভ্রমে সর্ব্বত্র মহিমণ্ডল—খ পুঃ। পৃঃ ২৬১—১। নামভেদে খ পুঃ, ২। তরে খ পুঃ। পৃঃ ২৬২—১। প্রভু খ পুঃ। পৃঃ ২৬৬—১। কর—খ পুঃ। পৃঃ ২৬৭—১। তুই না পঠিছ যেন কিছু মনে লএ—খ পুঃ, ২। যে কথা দংশন সইলুম মুই—ক পুঃ। পৃঃ ২৬৮—১। প্রাণ নাথ রহ মধুপুরী খ পুঃ। পৃঃ ২৬৯—১। ডাহিনি খ পুঃ, ২। হাসিতে চলিতে খ পুঃ, ৩। বুশ্চ খ পুঃ, ৩। পৃঃ ২৭১—১। হরের বচন সার ভাল আহ্মি জানি—খ পুঃ, ২। হর নিবেদিতে নাহি মান অপমান—খ পুঃ। ৩। অতিরিক্ত—সাধুর আদেশে রামা রহিতে না পারে। চিন্তিত হইয়া গেল ভ্রমরার তীরে॥ খ পুঃ। ৪। সিন্ধুরা রাগ ক পুঃ। পৃঃ ২৭২—১। সপ্তবার সপ্তডিঙ্গা করিয়া প্রণাম খ পুঃ, ২। বুশ্চ খ পুঃ। পৃঃ ২৭৩—১। সুষি খ পুঃ। পৃঃ ২৭৭—১। রাধারে চাতুরী করি জীবন আপনা—ক পুঃ। পৃঃ ২৭৮—১। বিস্বর্ত্ত—খ পুঃ, ২। হারিয়া—খ পুঃ। পৃঃ ২৭৯—১। ভাসালই, খ' পুঃ। ২। গতি খ পুঃ, ৩। মকরা—ক পুঃ। পৃঃ ২৮০—১। এহা খ পুঃ, ২। তরঙ্গে ক পুঃ। ৩। দোল, খ' পুঃ। পৃঃ ২৮১—১। না ভজিয়া হরি ক পুঃ, ২। মজাইলুম খ পুঃ, পৃঃ ২৮২—১। কূলেতে বসিয়া সাধু কান্দিয়া হুতাশ—খ পুঃ, ২। ভঙ্গ পাইকে কুলে উঠে

বুকে হাটি হাটি খ পুঃ। পৃঃ ২৮৩—১। গরাসে খ পুঃ, ২—৩ ছাগল রুসিয়া ধরিল—খ পুঃ। ৪। তরাতরি বাহিয়া ফুটিল মধুকর খ পুঃ, ৫। এহা দেখি সদাগর হইল হতাশ—ক পুঃ। পৃঃ ২৮৪—১। খনে—ক পুঃ, ২। পানি—খ পুঃ। পৃঃ ২৮৫—১। পেথি মন পরে ভয় ভঙ্গে—খ পুঃ। পৃঃ ২৮৭—১। কহি খ পুঃ, ২। সাধু বোলে দণ্ডধরে মিথ্যা নহে শুন নৃপমণি—ক পুঃ। পৃঃ ২৮৮—১। তারে পুনি—ক পুঃ, ২। সুখে ক পুঃ, ৩। আপনে চলিতে সঙ্গে চলে পরিবার। ৪। ত্রাস পাইয়া কান্দে সাধু বন্দি তুই কর—খ পুঃ, পৃঃ ২৮৯—১। বাথুয়া ক পুঃ, ২। অলাবু ঘনক তুলি—খ পুঃ, ৩। বনকাছি খ পুঃ। পৃঃ ২৯০—১। প্রচুর খ পুঃ। ২। উল্লাস ক পুঃ। পৃঃ ২৯১—১। ২। তেজি শূলপাণি—খ পুঃ। পৃঃ ২৯২—১। শ্যামা—ক পুঃ। পৃঃ ২৯৩ —১। ইহার পর খ পুথিতে মাত্র ২ পংক্তি ত্রইরূপ—

সেইকালে জননী আনন্দ বিশেষ।
দেখিআ শিশুর মনে খেল সর্ব্ব ক্লেষ।

পৃঃ ২৯৫—১।

দ্বিজ রামদেবে গায় ভাবিয়া দেবীর পায়
যদি সে তরাও ভবভয়।
তুয়াপদেতে মন অলি হইয়া সর্ব্বক্ষণ
ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেন রহে ॥ খ পুঃ।

পৃঃ ২৯৬—১। ছড়ি ক' পুঃ। ২। খেলাও জে ছাড়ি—খ পুঃ। পৃঃ ২৯৭—১। ছিরার বচনে রামা আখি মোছে জলে—ক পুঃ। ২। সিন্দুরা রাগ—খ পুঃ, ৩। দুবলার বিক্য শুনি লহনা খুলনা। পৃঃ ২৯৮—১। তোম্মাএ মারিনে মুঞি না খেলিয় লেখা ২। কুমে গুন দিয়া শিশু করএ পণ্ডিত খ পুঃ। ৩। দুবলার বাক্য শুনি লহনা খুলনা—ক পুঃ। পৃঃ ২৯৯—১। কাওলা সিদ্ধাদি দেখি ক পুঃ, ২। যাত্রারস—ক পুঃ। পৃঃ ৩০০—১। চাতর খ পৃঃ পৃঃ ৩০২—১। প্রতি জনে জনে খ, পুঃ। পৃঃ ৩০৩—১। যুবকনারী ক পুঃ। পৃঃ ৩০৫—১। বারে বার খ পুঃ। পৃঃ ৩০৪—১। দ্বিগুণ—খ পুঃ, যত—খ পুঃ, ২। আসিতে খ পুঃ। ৩। চোক চোক করে খ পুঃ। ৪। খেলিতে খ পুঃ পৃঃ ৩০৬—১। বিমুখ ক পুঃ, ২। করে ক পুঃ, পৃঃ ৩০৭—৫। প্রসিমু—খ পুঃ, ২। উপনীতে সাধুর প্রধান—ক পুঃ। পৃঃ ৩০৮—১ দিখি বিদরে বুক—খ পুঃ।

২। খ পুথিতে দুই পংক্তি এইরূপ—

কারে বিচারিমু সাক্ষী তবে আহ্মি প্রাণ রাখি

তখনে পিতার মর্ম্ম পাই॥ খ পুঃ।

৩। কেদার রাগ পৃঃ ৩ ০—১।

শুন পুত্র শ্রীয়মন্ত জীবনে বধিলা।

নির্ব্বান আগুন মোর জ্বালাইয়া দিলা॥ ক পুঃ।

৩। শিশু হাসিতে হাসিতে পত্র লইলা করে। খ পুঃ। ৪। উদ্দেশ—খ পুঃ, ৫। শেষ কর পংক্তি খুলিতে নাই। পৃঃ ৩১০—১। পরদেশে খ পুঃ, ২। কি সুখে ভোবনে রইছম খাইয়া আপনা—খ পুঃ। ৩। দুগ্ধের বালক শিশু অতিশয় কোমল ক পুঃ। ১। পৃঃ ৩১২—১। পাইক কাণ্ডার খ পুঃ। পৃঃ ৩১৩—১। বিশ্বম্ভর ক পুঃ। ২। চাহিয়া খ পুঃ। ৩। গুয়া—খ পুঃ। ৪। অপরূপ এক সাজে খ পুঃ। ৫। সোলার ক, পুঃ। পৃঃ ৩১৪—১। সোনার বৈঘব তবে দেব মনোহর—ক পুঃ ২। সত্বর খ পুঃ ৩। পরবর্ত্তী অংশ পুঃ, খ পুংক্তিতে নাই। পৃঃ ৩১৫—১। স্থানে স্থানে দেখে নৌকা নেহরি নেহরি খ পুঃ। পৃঃ ৩১৬—১। যুগপাণি হইয়া শিশু করে আত্ম নিবেদন খ পুঃ। পৃঃ ২। মন্দার রাগ খ পুঃ ৩। আপন খ পুঃ। পৃঃ ৩১৮—১। মোহশ্চিত ক পুঃ। ২। বুদ্ধিতে নিপুন অতি বলে বলোয়ার খ পুঃ। পৃঃ ৩১৯—১। দৈবজ্ঞে—খ পুঃ, ২। হরিষ, ৩। বিশেষ—ক পুঃ, ৪। কাণ্ডারের তরে সাধু করিল আদেশ—ক পুঃ। পৃঃ ৩২০—১। জয়ন্তী খ পুঃ। ২। জয়পত্রী খ পুঃ। ৩ ডাকুস খ পুঃ ৪। ঘসি—ক পুঃ। ৩২১—১। কহে ক পুঃ ২। প্রসন্ন—খ পুঃ ৩। য়মন্ত অভয় শ্রীজন তোহ্মার খ পুঃ। পৃঃ ৩২২—১। ধনি এহি নিবেদিয়া লোটাইয়া ধরনী, ২। তুলিয়া অভয়া কর বোলা নারায়ণী ক পুঃ, পৃঃ ২২৪—১। অতিজিত খ পুঃ ২। মাহুতে চালাইয়া আইসে মত্ত করিবর ক পুঃ, তুলি রাম পাণি খ পুঃ। পৃঃ ৩২৫—১—৪। খ,পুথিতে নাই। ৫। মুহাইতে খ পুঃ। পৃঃ ৩২৭—১। দিয়া খ পুঃ, ২। বিমতি ক পুঃ, ৩। ছিরা মোর হইল পরবাসী। পৃঃ ৩২৮—১। কাঢাতে পড়িল বাড়ি সাজে পঞ্চ সাড়া খ, পুঃ। ২। বাহ বাহ বলি পাইকের বাহু ঝাড়া খ পুঃ। ৩। তরাতরি সপ্ত ডিঙ্গা জলেতে ভাসাই ক পুঃ। ৪। সর্ব্বধর। ৫। মহি মণ্ডল খ পুঃ। পৃঃ ৩২৯—১। মোসান খ পুঃ। পৃঃ ৩৩১—১—১৩। খ পুথিতে নাই ১৪। শুনরে জগত বড়ি কুতুহল খ পুঃ। পৃঃ ৩৩২—১। কি মতে খ পুঃ। ২। তিরে বৈয়া মাত্র মেঘ করিল স্মরণ খ পুঃ। ৩। বুঝিলাম খ পুঃ।

পৃঃ ৩৩৩—১। ভগবান ক পুঃ। ২। ছুর্দ্দিন দিনে ক পুঃ। ৩। ভাসিয়া খ পুঃ। ৪। পরবর্ত্তী ছয় পংক্তি খ পুংক্তিতে নাই। ৫। উঝটা—ক পুঃ। পৃঃ ৩৩৪—১। কত—ক পুঃ, ২। সপ্ত ডিঙ্গা জলোকা রুসিল খরতর ক পুঃ, ৩। চাপিল—ক পুঃ। পৃঃ ৩৩৫—১। উপসম খ পুঃ। ২। ডিঙ্গার অগ্রধারে ক পুঃ। পৃঃ ৩৩৬—১। সংকদ—খ পুঃ। ২। ঘাটা খ পুঃ। ৩। মুহিত খ পুঃ পৃঃ ৩৩৭—১। অবহেলে ২। ইকি খ পুঃ। পৃঃ ৩৩৮—১। তছু খ পুঃ। ২। ধূয়া পদটি খ পুথিতে নাই ৩। হইয়া ক পুঃ। পৃঃ ৩৩৯—১। মুখ্য—খ পুঃ। ৩। পৃঃ ৩৪০—১। সৌরভে মাতিয়া খ পুঃ। ২। অলিরাজ খ পুঃ। ৩। জানি—খ পুঃ। ৪। চলে খ পুঃ। ৫। অকস্মাত রাজকোটাল আসিল একজন খ পুঃ। পৃঃ পৃঃ ৩৪১—১। জত সাধ্য খ পুঃ। ২। অবনী গড়ায় খ পুঃ। পৃঃ ৩৪৪—১। তখন খ পুঃ। ২। কেহো কেহো লএ হাত করি ক পুঃ। পৃঃ ৩৪৫—১। নিবেদহু খ পুঃ। পৃঃ ৩৪৬—১। প্রসংসা যার অমরা সমান—খ পুঃ, ২। আসিছি খ পুঃ ৩। উজানি—খ পুঃ। পৃঃ ৩৪৭—১। দণ্ডধরে বোলে সাধুবর খ পুঃ। পৃ ৩৪৯—১। সত্য হৈলে বোল প্রতিজ্ঞা বচন খ পুঃ। ২। ভরিলেক খ পুঃ। পৃঃ ৩৫০—১। দিয়া খ পুঃ। ২। তবে ক পুঃ। ৩। করাইতে খ পুঃ। পৃঃ ৩৫১—১। ক পুথিতে নাই। পৃঃ ৩৫২—১। অঙ্গার ক পুঃ। ২। ধাইছে খ পুঃ। ৩। ধরল সাধুর বালা ধাইয়া নিসিশ্বরে ক পুঃঃ। রাহুগ্রহে রোষে যেন পূর্ণ শশধর—ক পুঃ। পৃঃ ৩৫৩—১। সাধুর কপালে চন্দনের ফোঁটা খ পুঃ। পৃঃ। ৩৫৫—১। প্রভু মোর সাধুর নন্দন—খ পুঃ। ২। খ পুথিতে নাই। পৃঃ ৩৫৬—১—২।

শুন প্রভু মহারাজ সেবকে নিবেদম কাজ
প্রভুতরে দিমু প্রাণধন।
ভাবিয়া দেবীর পাএ দ্বিজ রামদেবে গাএ
দুর্গা অধমে মাগম এহি ধন॥ ক পুঃ।

৩। ত্রাসিও ভয়—খ পুঃ। পৃঃ ৩৫৭—১। করুণা বচন খ পুঃ। ২। বঞ্চি মোরে—ক পুঃ। ৩। নিধন খ পুঃ। ৪।

যেন প্রভাতের চরম চলিত বসি
ঝর ঝর উপরে নেহরি। খ পুঃ।

পৃঃ ৩৫৮—১। দস দিগে নেহারে শিশু হইয়া কাতর খ পুঃ। ২। সাগরের খ পুঃ। পৃঃ ৩৫৯—১। নাগরি ক পুঃ। পৃঃ ৩৬০—১। শ্রীকালি সকুনি

বেড়াএ ঘনরোলে খ পুঃ। পৃঃ ৩৬১—১। সৈসবে খ পুঃ। ২। চকিত লইয়া ফেরত রোলে খ পুঃ। ৩। দেবি—খ পুঃ ৪।—৭।

মোরে বল না দেও ভাইরে কাণ্ডার খুলন।
পলাট এই ভবে আর নাই দরশন ॥
দেশে না মেলানি কর আাক্ষ পরিহরি।
মরণ সময়ে ভাইরে দেখম নয়ন ভরি ॥ ক পুঃ।

পৃঃ ৩৬২—১। দশদিনে—ক পুঃ। পৃঃ ৩৬৪—১। এমনি সভার তরে দেঅত প্রসাদ খ পুঃ, ২। অভয়ারূপা ক পুঃ, ৩। খঞ্জননয়নি খ পুঃ। পৃঃ ৩৬৫—১। গঙ্গাদেবি খ পুঃ, ২। গুণাধিপ ক পুঃ, ৩। ঘনাঘাতে দৈত্য সব সংহারিলা ত্রিভুবনে—ক পুঃ, ৪। ঘনঘণ্টা জিনি তনু ঘানাও আপনি খ পুঃ, ৫। বুঝি ক পুঃ, ৬। চামরচিকুর অঙ্গে চণ্ডমুণ্ড নাশ—ক পুঃ, ৭—৮। চন্দ্রাবলি মাতা কি বলিব আর। চামুণ্ডাএ মাত্র মোরে রক্ষ এইবার ॥ খঃ পুঃ, ৯। জত্র জর্ম্ম জঠোর জগত রক্ষা হেতু—খ পুঃ। ১০। ধর্ম্ম ক পুঃ। পৃঃ ৩৬৬—১। নিস্তারিয়া, ২। নে—খ পুঃ, ৩। ডিম্ব সেবকের মাতা ডরাইলুম সংকটে খ পুঃ, ৪। রক্ষ—ক পুঃ। পৃঃ ৩৬৭—১। তরাইবারে খ পুঃ, ২। শিবের ঘরনি—খ পুঃ, ৩। পরাভব মা খ পুঃ, ৪। ফুল্লবদনা ক পুঃ, ৫। বন্ধুরূপ ক পুঃ। পৃঃ ৩৬৮—১। ভয়ে ভিমাক্ষি ভৈরব নিনাদিনী খ পুঃ, ২। মহিমা জানিয়া মাগো লইলুম পদছায়া ক পুঃ, ৩। যতদোষ খেমি মোরে রাখ এহিবার খ পুঃ, ৪। লাখে লাখে মত্ত গজ লুকাইলা বদনে খ পুঃ, ৫। বারেক রাখিবা মাএ মোরে করিয়া বাসনা খ পুঃ, ৬। বিপদে পড়িলুম এখন না হইঅ বিমনা—ক পুঃ। পৃঃ ৩৬৯—১। ষরঙ্গে—খ পুঃ, ২। ষষ্টি জগরণে হেন লিখিছে কপালে খ পুঃ, ৩। ষষ্টের হাতে নিধন হইব শিশুকালে খ পুঃ, ৪। শঙ্কর খ পুঃ। ৫। তুঙ্ঘি—খ পুঃ, ৬। কায়া—ক পুঃ, ৭। শ্রবণে খ পুঃ, ৮। সঙ্গীত ক পুঃ, ৯। শ্রীরাগ—খ পুঃ। পৃঃ ৩৭০—১। সিংহল লইআ মাএ নিবেদিমু আর—খ পুঃ। ২।—৩। দ্বিজ রামদেবে গাহে অভয়ামঙ্গল। হৃদয়ে চিন্তিয়া দুর্গার চরণকমল ॥ খ পুঃ। পৃঃ ৩৭১—১। ত্রিপুরারি ক পুঃ, ২। বিরাজিত পিতবাসে—খ পুঃ।

৩। গর্জ্জিয়া কাপত্র ছটা ছিন্ন ভিন্ন উরু ঘটা
নব রঙ্গে নরসিংহ সাজে—খ পুঃ।

৪। দুন্দুভি—ক পুঃ। পৃঃ ৩৭২—১। লেপিআ—খ, পুঃ। ২। রঞ্জিত ক পুঃ ৩। পঞ্চসতি সিংহ হ্রদের উপরে বান্দে—খ পুঃ, ৪। ডাকিনি যোগিনি চলে দুর্গার বিমানে—খ পুঃ, ৫। চণ্ডমুণ্ড—খ পুঃ। পৃঃ ৩৭৩—১। বৃদ্ধ বেশ ধরিয়া তথা করহ পয়ান—খ পুঃ, ২। কোটাআলের তরে গিআ ছিরা মাগ দান—খ পুঃ, ৩। দেবির—ক পুঃ, ৪। সঙ্গীত—ক পুঃ, ৫। ধরি—ক পুঃ, ৬। হও—ক পুঃ। ৭। না মার না মার মোর দাসীর নন্দন—ক পুঃ, পৃঃ ৩৭৪—১। রাখ খ পুঃ, ২। এই স্থানে খ পুঃ। ৩। কটক—ক পুঃ। পৃঃ ৩৭৫—১। কাটি দেঅ সাধুর ছাওয়াল—খ পুঃ। পৃঃ ৩৭৬—১। ডাঙ্গি—খ পুঃ। ২। পড়া—খ পুঃ। ৩। কেহ শিরে ধরি টানে কেহ পদে ধরি—ক পুঃ, ৪। দানব কটকে পাছে বোলে মারধর খ পুঃ, ৫। সঙ্গীত—ক পুঃ, ৬। যশ—ক পুঃ, ৭। দগরেতে গরে কাঠি খঃ পুঃ, ৮। শিশু ক, পুঃ, ৯। যাও থাক করে দরবড়ি—খ পুঃ ১০। ভস্মদৃষ্টি, খ পুঃ।

পৃঃ ৩৭৭—১। আবেষে আউদল জটা সেনাপতি আবরি ঘটা
রুধির পিয়নি বসি বুকে। খ পুঃ

২। কামোদ রাগ খ পুঃ। পৃঃ ৩৭৮—১। না জান ললাট লিঘা পূণ্য ফলে—খ পুঃ।

২—৩।—নবলৈক্ষ ঢোল বাজে বির স্বরজ পাখেয়াজে
যোল শত বাজাএ কাড়া।
ধুর্ম্ম ধুমাক্ষ রাজ্য মহিতে
পড়ি গেল সাড়া। খ পুঃ ॥

পৃঃ ৩৭৯—১। নিযুতে নিযুতে—ক পুঃ, ২। উড়া—খ পুঃ, ৩। হিন্দুল খ পুঃ। ৪। রায় বাসি—খ পুঃ।

৫—৬। ডাইনে বসিয়া শিবা ভয়ঙ্কর রবে।
মণ্ডলি পাতিয়া ফনি ফুকয়ে সবে ॥ খ পুঃ।

৭। ধ্বজেতে ছুপিয়া পড়ে বায়স সকুনি—খ পুঃ ৮। সিংহনাদ করি রণে দিল মেলা। পৃঃ ৩৮১—১। কালিকা সঙ্গীত—ক পুঃ। পৃঃ ৩৮২—১। দিবা খ পুঃ। ২। পুত্র ক পুঃ। ৩। খড়্গ ডাল—খ পুঃ। পৃঃ ৩৮৩—১। মোহিত খ পুঃ, ২। সিন্দুরা রাগ—ক পুঃ,৩। কৃপা মহি তছু মহিমা ধুঝ স্বরদেবা—খ পুঃ,

৪। সে যে শরীরে যেন জনম গোঞিলুম
তুয়া পদ করি সেবা ॥ খ পুঃ

পৃঃ ৩৮৪—১। করি নিবেদন ক পুঃ, ২। প্রাণ দিয়া মোরে কিছু নহে ফল—ক পুঃ, ৩। মইল খ পুঃ, ৪। হরি রাম রে হএ খ—পুঃ, ৫। ইঙ্গিতে কহিয়া গেল বন্দি কারাগারে—খ পুঃ, ৬। দিবা খ পুঃ, পৃঃ ৩৮৫—১। খুল নিয়া খ পুঃ, ২। চরণে আছয়ে সাধুর শিকল লোহার—ক পুঃ, ৩। এহা দেখী শ্রীয়মন্ত হইল আকুল—খপুঃ, ৪—কারণ—খ পুঃ। ৫। সুহি সিন্দুরা রাগ—খ পুঃ, ৬। শুণ শুণ আমার দুর্গতি। ৭—৮। মোর খ পুঃ, ৯। বসতি, ১০। জে—খ পুঃ। পৃঃ ৩৮৬—১। তোহ্মা জস গাহিয়া, খ পুঃ, ২। নগরে খাইমু মাগিয়া, ৩। শিকল, ৪। কাটাএ—ক পুঃ, পৃঃ ৩৮৭—১। আনন্দে পূণিত হৈল সিংহল নগরী—ক পুঃ, ২। জুড়াই ক পুঃ, ৩। মন ক পুঃ। ৪। ধনজন বেচি নাতিনী করি সমর্পণ কঃ পুঃ, ৫। দেখি—কঃ পুঃ, ৬। বরণে বরিল বর দিয়া অর্ঘ্য নির ক পুঃ, ৭। রতনে জামাতা কন্যা করিয়া ভূষিত, ৭। মধুর, ৮। বরিসে—খ পুঃ, ৯। গৃহে প্রবেশে সাধু পত্নী সহিত। ১০। ঢাক দুন্দুভি—ক পুঃ। ১১—১২। শীতল সুনাদে—ক পুঃ, পৃঃ ৩৮৮—১। তোলপাল খ পুঃ। ২। এহিক্ষণে—খ পুঃ, ৩। কোটি জন্ম আরাধিলে নাগ নাহি পায়—ক পুঃ, ৪। করিলা গ পুঃ, ৫। নানা রসে ক্রীড়া করে সাধুর কুমার—ক পুঃ, ৬। আউলাইয়া ক পুঃ, ৭। খোপা—ক পুঃ, ৮। গীতি—খ পুঃ। পৃঃ ৩৮৯—১। পথ নিরক্ষিতে মাএর নয়ান মলিন—খ পুঃ, ৩। কালিকা সঙ্গীত—ক পুঃ। ৪। দাসদাসি নিল জথ ভাণ্ডারের ধন—খ পুঃ। ৫। শিশু—ক পুঃ। ৬। মাগিল—খ পুঃ। ৭। শিশু—ক পুঃ। ৮। গ্রাম সঙ্গে আহ্মি তোহ্মারে দিমু এখা খ পুঃ। পৃঃ ৩৯০—১। শ্রীয়মন্ত বোনে মাতা যথার্থ বচন—ক পুঃ, ২। সাধু লোক হওনে পিতা লুটি রাখে ধন—ক পুঃ। পৃঃ ৩৯১—১। দূরদেশে ক পুঃ। পৃঃ ৩৯২—১—২। এই দুই পংক্তি ক পুথিতে নাই। ৩। জাড়িমু খ পুঃ, ৪। ক্ষুধাযুক্ত হইয়া ভক্ষ্য কাহাতে খুজিমু—ক পুঃ, ৫। ভাদ্রমাসে বহু দুঃখ নিদারুণ বিধি—খ পুঃ, ৬। আনন্দ করে—ক পুঃ, ৭—৮। খ পুথিতে নাই। পৃঃ ৩৯৩—১। পর পুরুষের বাক্যে ছাড়িব দয়া—ক পুঃ ২। প্রবল তরঙ্গ মাঝে জাইব মোর কায়া—ক পুঃ, ৩। মরিমু তোহ্মার আগে গরল ভক্ষিয়া—ক পুঃ, ৪। ফাগু দুঃখ উঠি মনে জাইব পরানি—ক পুঃ, ৫। ক পুথিতে নাই, ৬। সুয়া—ক পুঃ। পৃঃ ৩৯৬—১। মন্দ মধুর বেনু বাজায়রে যাদব—খ পুঃ, ২। ব্যস্ত—ক পুঃ, ৩। তখনে

—খ পুঃ, ৪। রাণী—ক পুঃ, পৃঃ ৩৯৭—১। হরি রাম হরে—ক পুঃ। ২। পিতাপুত্রে দুইজনে কালিদহ রঙ্গ, ৩। কমলে কুমারি করি না দেখে প্রসঙ্গ—খ পুঃ, ৪। কালিদহ বাহি ডিঙ্গা নিল অবহেলে ক পুঃ, ৫। খানে—খ পুঃ। ৩৯৮—১। সুমতি খ পুঃ, ২। হিলে—খ পুঃ। পৃঃ ৩৯৯—১। তরিলা খ পুঃ, ২। দুন্দুভি—খ পুঃ, (·········)

হরসিত হৈয়া রাজা করি সন্নিধান।
শ্রীপতিরে প্রসাদ করিল কন্যাদান॥
অর্দ্ধরাজ্য দিয়া বর তুষিল জৌতুকে।
মন্দিরে চালাইয়া দিল পরম কৌতুকে॥ খ—পুঃ।
পৃঃ ৪০৭—১ পরবর্ত্তী অংশটুকু ক পুথিতে বিভিন্ন ঃ—
রূসিলেক যম রাজ সমরে প্রখর।
এক চাপে বরিষএ মুসল মুদ্গর॥
আপনি রণের মুখে দেবী মহামাএ।
বিমুখ হইয়া সৈন্য অন্যভিতে জাএ॥
তাহা দেখী যমরাজ আনল সমান।
কালদণ্ড এড়ে যম কাটিতে বিমান॥
বের্থ গেল কালদণ্ড কোপেত প্রচণ্ড।
হাসিয়া জগতমাতা লৈল শূলদণ্ড॥
এড়িলেন বাণদণ্ড হুহুঙ্কারে যাএ।
অর্দ্ধপথে যমদণ্ড কাটিয়া ফেলাএ॥
কিলি কিলি শব্দ করে পিশাচর গণ।
যম সৈন্য আজি মোরা করিমু ভক্ষণ॥
কেহ বাজাএ বীণা যন্ত্র কেহ গাহে গীত।
অস্ত্র লইয়া কেহ কেহ বেড়ে চারিভিত॥
শব্দ করি কেহ বাণ এড়ে তরাতরি।
যমসৈন্য সনে তারা করে মারামারি॥
চতুর্ভুজা চামুণ্ডা হইল নারায়ণী।
গুরুবেগে কত সৈন্য সংহারে পদ্মিনী॥
কাহার মুণ্ডেতে মারে জগতজননী।
বক্রভাবে দেখ কেহ চামুণ্ডারূপিনী॥

করালবদনী দেখে কাপে সৈন্য অঙ্গ।
বদন দেখএ তান কবলিত রঙ্গ ॥
যমরাজে দেখি তাহে গড়াগড়ি যায়।
মোহিত হইল ধর্ম্মরাজ সব্য নাহি গায় ॥
ধরিয়া জগতমাতা আপনি বসাএ।
স্তব্ধ হইল যমরাজ দিসা নাহি পাএ ॥
যমরাজ দেখি দুর্গা অট্ট অট্ট হাসে।
সারদা সহিতে সাধু যাএন কৈলাসে ॥
সদারাপত্যেতে সাধু হৈল কৈলাসবাসী।
অখণ্ড হইল সবে স্বর্গের নিবাসী ॥
সর্ব্বদাএ সেবে হরগৌরীর চরণ।
দাস হৈয়া রহে সাধু সারদা চরণ ॥
সারদার গুণগীত গাহে যেইজন।
কদাচিত না যাইব শমন ভুবন ॥
এমত পুস্তক রাখে যার ঘরে।
সর্ব্বত্র মঙ্গল তার সারদার বরে ॥
ধনধান্য পুত্র পৌত্রে হইব কল্যাণ।
অতএব শুনসভা জানিও কল্যাণ ॥
সারদার লীলাগীত যেইজন লিখে।
অখণ্ডমণ্ডলাকারে সেইজন দেখে ॥
সেইরূপ দেখিলে আর পুনর্জন্ম নাই ॥
দুর্গাপদে হরি হরি বল সর্ব্ব ভাই।

পরিশিষ্ট।

১। তোর লীলা কে জানে ও ব্রজরাএ।
যোগী পরম সমাধি ভাবই অন্ত না পাএ॥

২। দয়াল মোরে এমনি করিলা।
বান্ধিয়া কুমতিপাশে জলধি ডুবাইলা॥

৩। দেখরে কানাইর রূপের সাজনি।
কত ছান্দে বান্ধে চূড়া ভুলাইতে রমণী॥
নটবর বেশ হেরি আপনে গুনিয়া মরি
মন নিল চূড়ার টালনী॥

৪। বল মোরে কি বুদ্ধি করিমু।
কালা গুণনিধি বঞ্চিলেক বিধি
ভাবিতে ভাবিতে মরিলুম॥
পাপ গৃহ কাজে মরি মুই সকলি বিস্মরি
গুরুর গঞ্জনা শুনি।
নব জলধর দেখি মনোহর
ধরাইতে না পারোম পরাণি॥
বারিলে বারণ না যাএ জীবন
কি মোরে করিল হরি।
জয়দেববাণী রাধা ঠাকুরাণী
গুণ গাও মুখ ভরি।

৫। বন্ধু মোর কালারে মাণিক।
কাঁচা ঘুমে ভাড়ি গেলা না রহিলা খানিক॥
অঙ্গে অঙ্গ মিশাইলুম বয়ানে বয়ান।
ভুজে ভুজ আরোপিলুম নয়ানে নয়ান॥

শয়নে স্বপনে বন্ধু গলাএ বনমালা।
নিশ্চয় জানিলুম মোরে নিঠুর হইল কালা॥
ভাবিতে ভাবিতে প্রাণ না রহে মোর।
ভুরুর ভঙ্গিমায় প্রাণ হরিল রাধার॥

৬। হরিপদ কিরূপে ভজিমু।
যে হয় বিধির বিধি কি দিয়া পূজিমু॥

৭। দয়ার নিধি এবে সে জানিলুম।
ধনজন যৌবন গরবে ভুলিয়া
মিছা রঙ্গে জনম গোয়াইলুম॥

৮। অএ হরি তুহ্মি কি দয়ার নিধি।
এ তিন ভুবন মাঝে মুইসে অপরাধী॥

৯। যাদুরে মুই কার ঘরে দিমু।
চান্দ মুখের মুধুর বাণী আর না শুনিমু॥
মথুরা না যাইঅ বাপু রহামু অক্রুর।
না দেখি কান্দয়ে নন্দ গকুল আকুল॥
যতেক গোপত শিশু না দেখিলে কান্দে।
না দেখি বরজভাগ কেশ নাহি বান্ধে॥

১০। ভাইরে মধুবনে আর ভয় নাই।
আনন্দে বিহরে তথা রামকানাই॥
আজু আপনি মাঠেতে আইলে নন্দের দুলাল।
না ধাইঅ ধাইঅ রঙ্গিয়া রাখোয়াল॥
দেখনা কদম্বতলে ও দীনদয়াল।
আনন্দে বিহরে রঙ্গে নন্দের দুলাল॥
রামদেবে বোলে আজু ধন্য ধন্য ক্ষিতি।
গোধন রাখিতে আইল গোলকের পতি॥

১১। কালিন্দীকুলে কি লাগি আইলুম।
সজল শ্যাম বারেক না দেখিলুম॥
দেখিব দেখিব কালা মনে ছিল আশা।
কালিন্দীর কূলে আসি হইলুম নিরাশা॥
রামদেবে বলে আশা মনে মাত্র সার।
আশারে ভরসা কার সকলি সংসার॥

১২। নাগর বড় ত্রিভঙ্গের ভঙ্গিমা
কোটি শশী জিনি রূপ লাবণ্যের নাই সীমা॥

১৩। দেখ আসি নিকুঞ্জ মন্দির মাঝ।
কোটি পূর্ণ ইন্দু জিনি নলিনীনৈরাশ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণে যে পদ ধেয়াএ
সে পদ ভূমেতে পড়ি গড়াগড়ি যাএ॥
এমনি বিধির লীলা দৈবের গঠন।
বিনা মুল্যে বিক্রি হয় অমূল্য রতন॥
রামদেবে বোলে ক্ষিতি ধন্য ধন্য মানি।
যে স্থানে উদয় হইল জগতজননী॥

১৪। ভালি ভালি নাচে গৌররাএ॥
কনক নূপুর পাএ ও বেশ বনাইছে মাএ
ডগমগ হরে গোরার গাএ।
কপালে কনক চূড়া মাণিক্য মালতী বেড়া
ঝলমল করে গোরার গাএ॥

১৫। দেখ গোরাচান্দের বাজার।
স্থরধনি নদীতীরে নীলগিরি উপরে
প্রেম মেহু রতন পসার॥

১৬। আল রাই কি ক্ষণে যমুনায় আইলুম।
নন্দের নন্দন শ্রীমধুস্থদন
কদম্বতলাতে দেখিলুম॥

সব গোয়ালিনী পঙ্কবিরাজিনী
কৌতুকে যমুনায় গেলুম।
মুখ দরশনে কমল মুদিত
ভ্রমর দংশনে মইলুম ॥

১৭। কে যাইবা কালিন্দীকূলে দেখিতে মোহন শ্যাম।
শ্যাম বিনোদিয়া ওরূপ হেরিয়া
ধরাইতে না পারি প্রাণ ॥
মধুর বাশী মধুর হাসি
মধুর মধুর গান।
মধুর আখি মধুর ঠমকে
হরিয়া নিল প্রাণ ॥
যাইব যাইব ওরূপ হেরিব
দৈবে বাচে রাধার প্রাণ।
দেখিতে দেখিতে প্রাণি হরি নিব
না গেলে বুঝে না মন ॥
শুনি বাশীর তান আকুল হইল প্রাণ
মরণ জিয়ন কানু পানে।
দ্বিজ রামদেবে ভণে সেই বাশীর সনে
না গেলে বাচেনা প্রাণ ॥

১৮। কি শুনিলুম কদম্ববিপিনে বাশীর তান।
কি মোর বসতি কাজ কুলশীল লাজ
মনে মোর না লও আন ॥

১৯। কি বুদ্ধি করিমু কোথায় যাইমু
কাহার শরণ লইমু।
যে মোর প্রাণের বান্ধবে রাখিব
তার দাসী হইমু ॥

রামদেবে বোলে এ ভূমিমণ্ডলে
গুরু বিনা আর বন্ধু নাই।
বন্ধনে পীড়িত কেতু ব্যাধসুত
সারদা লইবেন তরাই॥

২০। মুই কাতরে ডাকম শমনের ভএ।
স্মরিতে হেরিতে মুই নারম সদাএ॥
নিমিষে নিমিষে পাপ করিলুম বহুল।
ডুবিলুম ডুবিলুম ভবে না দেখিএ কুল॥
পতিতপাবনী নাম আছিল ভরসা।
শিয়রে শমন দেখি লাগিছে তরাসা॥
কহে গোবিন্দদ্বিজে বিধাতার বিধি।
পতিত তারিয়া নাম ধর গুণনিধি॥

২১। জানহু হরিপদ সার।
যহু তহু এ তুই নয়ান মুদি রই
জ্যোতি বিনে সব আন্ধিয়ার॥
কাহে গয়া জননী জনক সহোদরা
কাহে গি রহল আন আন॥

২২। দীননাথ কি জানি ঘাটিলুম রাঙ্গা পাএ।
তোহ্মার কৃপার হেতু ভুলিআ রহিলুম
এবে বোল কি হইবে উপাএ॥

২৩। সৈজানি ল জাননি ওহার নাম কি।
হেন লএ মোর মন কুলশীল প্রাণধন
যাচিআ বন্ধুরে দিমু দান।

২৪। প্রিয়া সৌজনি কি আর পুছসি মোরে।
যে বন্ধুর লাগিয়া স্মরণ লইলুম সেহ ছাড়ে মোরে॥

পুরুষ কঠিন জাতি হীরার কাটারী।
একেতে মজিলে মন অন্য যায় ফিরি॥
অবলা অধম জাতি পদে পদে অপরাধ।
একেতে শরণ পাইলে অন্যতে বিবাদ॥
রামদেবে বোলে সাউদাইন খেদ কি লাগিয়া।
বিধাতা নির্ব্বন্ধ সাধুর হইব পুন বিয়া

২৫। মানিনী তত্ত্ব শুনিলুম তোর।
কানু কমলএ সকলি গুণালএ
হেরি না হেরসি তোরা॥
কিএ মুখচন্দ্র মন্দ কি মোর শিখি ছন্দ
নাই আবরণ সাজ।
রঙ্গিত রঙ্গিম ভুরুর ভঙ্গিম
কিএ লোচন সাজ॥
কিএ নহি দেবরাজ ধনু সুন্দর সিন্দূর
চিকুর পরকাশ।
কিএ নাহি হাস ভাষ মধুর সুকল
কিএ নহি দুকূল বিনাশ॥
ছলি তুহ মান আন ভেল দুঃখ মইল
জীবন অভিমান।
চিরদিন চান্দ অঙ্গে ভয় আছেল
আজু পরকাশ আন॥

২৬। দেখ সখি মুরলী বাজায় কাহ্নু।
যখনে শ্যামরাএ হাসি বাশি বাহাএ
দরবহে দারুণ পাষাণ॥

২৭। কি আর কুল লাজে সৈ কি আর কুল লাজে।
শ্রবণ নয়ান সব জীবন যৌবন ধন
সকলি হরল ব্রজরাজে॥

শ্রবণ নিরোধ রাখি   কতবার মুদি আখি
কত শত কাজে মন বান্ধি।
বন্ধুর নিরস বাশী   এমন সরস ভাষী
শুনি প্রাণ ধায় কান্দি কান্দি ॥
বারিলে বারণ না হয়   কত আর পরাণে সহয়
নিবারিলে ধায় শতগুণে।
দিল বা না দিল দেখা   না ছিল ললাটে শিখা
জগত ভরল চান্দ মুখের টানে ॥
গোবিন্দদ্বিজে কহে   দেখি পহু শ্যামরায়
কেমনে ত্যজিয়া আইলা ঘরে।
সেই পহু গুণনিধি   হেলায় মিলাইছে যদি
কুল লাজ কি করব তোরে ॥

২৮। আল রাই আজু বড়ই আনন্দ অপার ॥

২৯। মুরলী আজু ঘন ঘন বাজে।
না জানি কালিয়া চান্দ কার তরে সাজে ॥
সঘন গভীর নিশি জলদ ডাকে ঘোর।
রাধার মন্দিরে আজি সুখের নাই ওর ॥

৩০। ও কি ফিরত মোহন শ্যামরাএ।
একি কি পুরত বেণু   জলদ ও নীল তনু
আকুল করিল পরাণ ॥
মধুর বাদ   মধুর লোভে
খেলত মালতী কোর।
চকমন চিকুর   চিকন চারু চন্দ্রক
গুঞ্জা পুঞ্জর জোড় ॥

৩১। ভাল রাধা সোহাগে আগলি
ধনি ধনি ওনা রাইকানাই ॥
মোহিত বেশ ধরে লাল ॥

দুই কূল আকুল হইয়া শিরে কত ছান্দে।
কুলবধূ রতি সতী রূপ হেরি চান্দে॥
দ্বিজ রামদেবে বোলে মদনের বানা।
যাক দেখি শ্যাম পাশরে আপনা॥

৩২। দেখ পহু আওত নন্দকিশোর।
ও রূপ হেরি হেরি অভিনব নাগরী
কুলের ধরম দেহু তোর॥
শ্যামতনু চুমি অংস অবলম্বিত
দোলএ মণিময় হার।
যখনে বারি বারি হেরিয়া রঙ্গিণী
খেলত সুরধনি ধার॥
ভাল ভাল চোহত চন্দন করিয়া সাজন
তিল বিন্দু সম বারি।
ও মুখ চান্দ অলি কুসুম বয়ান ধরি
কো বিধি করিল বিচারি।
করে ধরিয়া কেলে কমল ধুলাতে ভেলে
পুরত বেণু বিশাল।
রামদেব কহে এহি অখিল হএ
ভেটত নন্দদুলাল।

৩৩। আরে শ্যাম কি আর বসিছ বৃক্ষমূলে।
কতনা করিছ বেশ কদম্বের ফুলে॥
সাজিছে রঙ্গিণী রাই কত পরি পাটি।
ওবেশে পৈত্রাইছে রেখা রাখ হিয়া ধাটি॥
খড়্গার ধার রাধা রাঙ্গা আখির কোণে।
আজু শ্যামতনু ভেদিবেক বিষম সন্ধানে॥
দ্বিজরামদেবে বোলে কেনে দেয় ভএ।
আপনা পাশরে রাধা দেখি শ্যামমএ।

৩৪। বাধা কানু নিকুঞ্জ মন্দির মাঝ।
চৌদিগে কুলবধূ মঙ্গল গায়ত
ত্যাজিয়া কুল ভয় লাজ॥

৩৫। দেখ সখী কামিনী মদন।
হেরিলে পাইবা কামধন॥

৩৬। সৈল তুহ্মি না বোল আপনে।
আরাধিয়া বিধি পাইআছি কালানিধি
তাহে ছাড়িমু কেমনে॥
যাকে পরিহরি তিল আধ না দেখিলে মরি
তুহ্মি কি বুঝাঅ আহ্মারে।
মোর বন্ধু আপনা আঞ্চলের সোনা
সপিমু কাহারে।
বন্ধু যাএ যথা মুই যাইমু তথা
রহে রহুক ঘোষণা।
রামদেবে বোলে কমলাবতী
ছাড় সে বাসনা॥

৩৭। ও না দুঃখ না ধরে পরাণ।
মুই জিতে প্রাণে বন্ধু চাহিল আনের প্রাণ॥

৩৮। সৌজানি সে বিষম কালিআর থানা।
দেখিতে দেখিতে রাধার জীবনে দিল হানা॥

৩৯। আল সই নারিমু ঘরে রহিতে।
জাতি কুল নিল কালার ভুরুর ভঙ্গিতে॥
ছাড়িলুম বসতি রসকানাই হইল বৈরী।
কালার ভাবেতে মুই হইলুম বনচারী॥
রামদেবে বোলে রাই আর ভাব কি।
জীবনকানাইয়ার ভাবে কুল শীল দি॥

৪০। জানিলুম সৈ বিধি মোরে বাম।
গকুল ছাড়িয়া মধুপুরে গেল শ্যাম॥
কালার ভাবেতে চিত্ত মজিল রাধার।
রামদেবে বোলে সুখভাবে মজে মন।
সুখ বিরহিত হইলে সর্ব্বদে নিধন॥

৪১। ভাইরে আজু গোঠের পয়ান॥
হইয়া কলকলি গগনে ঝাপএ ধুলি
দিনমণি করিল মইলান।
পাছু পাএ নাহি দেখে সঘনে ঝাপে সম্মুখে
রামদেবে করিল গায়ন॥

৪২। ধেনু বৎস লাখে লাখ কতনা লইল পাক
লড়লড়ি করে হানাহানি।
দিনমণি যামিনী কারে কেহ নাহি চিহ্নি
বোলানে আপনা পর জানি।
বলাই কানাইর বীর পাপে পগন পরশি লাপে
মল্লছাট করে ঘন ঘন ডাক॥
অনস্তে না সহে ভার মেদিনী যাএ ফার
যাইতে চাহে রসাতল বাট।
প্রাণ ভাইয়া বলি আনন্দে ঝাপয় ধুলি
দাপনি মাজিলে উজ্জ্বল।
গোবিন্দ দ্বিজে বোলে কালিন্দী কদম্বতলে
চান্দ বেঢ়ি মিলিল সকল।

৪৩। দেখরে দেখরে কানাইর রূপের সাজনি।
কতনা করিছে বেশ ভুলাইতে রমণী॥
সর্ব্ব সখী আগে কানু গুণনিধি।
ওরূপ গঠিছে বিধি বিধাতার বিধি॥
হেন রূপ দেখিআ জগতে কেনা তোলে।
স্বয়ং ব্রহ্মরূপ সেই রামদেবে বোলে॥

৪৪। আজু বনে আকুল নন্দকিশোর।
সঙ্গের বালক হেরি জিজ্ঞাসএ ফিরি ফিরি
তোমরানি দেখিছ ধেনু মোর॥
মায়ের মারণ ডরে কাপে গোপাল থরে থরে
কমল নয়ানে বহে ধার।
বোলে না যাইমু ঘরে কি কহিমু মায়ের তরে
খেলাএ হারাইলুম ধেনু মোর॥
ধাএ হারাইয়া ধেনু পড়িল পাচনি বেনু
খসিল পিন্ধন পীতবাস।
ঘুচিল মোহন বেশ আউলাইল চাচর কেশ
চান্দ মুখের গেল মধু হাস॥
খেনে বৈসে খেনে ধাএ খেনে চমকিআ চাহাএ
খেনে পহু কান্দিআ গড়াএ।
দ্বিজ রামদেবে কহু ধেনু হারাইয়া পহু
না জানি কি আজু করে মাএ॥

৪৫। সৌজানি সৈ কহিলুম তোহ্মারে।
আর বন্ধু নাই মোর এ ভবসংসারে॥
যার শরণ লইলুম সকলি পরিহরি।
সে বন্ধু ছাড়িয়া গেল না চাহিল ফিরি॥
জীবন যৌবন মোর সকলি লাগে ভার।
কালার অভাবে মোর দিবস আন্ধার॥
দ্বিজ রামদেবে বোলে রাই কানাই পরদেশ।
ও দুঃখ সাগরে তোহ্মার তনু হৈল শেষ॥

৪৬। চলে ঘরে আহ্মি পরিহরি।
কালিআ কালার সনে হইমু বনচারী॥
মধুকর বধূরে করিমু সখিগণ।
বিপিনের তরুলতা মোর বন্ধুগণ॥
কমলকোমলদলে সেই খাটে শুইআ।
গোআইমু দিবস রাত্রি বন্ধু কোলে লৈআ॥

রামদেবে বোলে ধনি না করিও খেদ।
দুঃখ দশা দূরে গেল সুখের প্রবেশ ॥

৪৭। মুই কালার সনে মথুরা না গেলুম।
মধু পীএ ভ্রমরা নাচে বিরহের জ্বালায় মইলুম ॥
জাতি যুতি লাগাইলুম লবঙ্গ মালতী।
ফুলের সৌরভ দিল গেল কালিআ নিঠুর জাতি ॥
চান্দ মুখ হেরি হেরি হাসিতে খেলিতে।
কান্ধে দধির ভার নাচিতে গাহিতে ॥
কহে গোবিন্দদ্বিজে তুহ্মি কুলবতী।
কিমতে যাইতে পার কানাইআ সংহতি ॥

৪৮। ভুবন মোহন চিকন কালানি সে।
মুই বরিআ মরিআ ছিলুম গেহে ॥
লইতে না পারিলুম সৈ চিকন কালার কেশ।
মোর পাশে আসিআ সৈ প্রাণ কৈল শেষ ॥
দ্বিজ রামদেবে বোলে রাই না জান তার নাম।
নিকুঞ্জ বসিয়া রমণী নাশিআ।
তোহ্মার বন্ধু নাম শ্যাম ॥

৪৯। কি কহিমু আরে সখী আনন্দের ওর।
চির দিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥
পরদেশে মোরে এত দুঃখ দে।
চান্দ মুখ দরশনে সব দুঃখ দূরে গে ॥

৫০। একে বন্ধু মরি যাই মুখের ছান্দে।
একি মুই ঠেকিয়া রইলুম আখির কোণে
একি বন্ধু চলি যাইতে রাজপথে।
এইরূপ হেরিআ মোর প্রাণ কান্দে ॥
দেখ বন্ধু কালিআ চলিছে রাজপথে।
এহ ভণে রামদেব কবিবিধুসুতে ॥

৫১। আজু ভয়েতে ভঞ্জন হইল কমলিনীর মান।
ভয়েতে অনঙ্গ মাতে এ কিরে সন্ধান ॥

৫২। যাইতে যাইতে না বোল মোরে।
নব নব নীপ দীপ মধু মারুত
মদন কোকিল পুরে ॥
সুললিত অঞ্জন তনুঘন গঞ্জন
পেখন লোচন আধে।
আপন দেহগেহ পতির চরণেহ
মাথে হাত কহে রাধে ॥
চল আধ আধ বিধু পাটির বেঢ়ন
নহিয়ন রহি ফান্দে।
মনমথ বীরভানু ধনু ঝাকিএ
রাখহ ছিরিমুখ চান্দে ॥
কুণ্ডল পাড়ি গাথি যুতি মালতি
হাছতি জলে বিধু বেড়ি।
কত বা সখী পাখি পুচ্ছ চন্দ্রম পাএল
অলিকুল তেরি ॥
পিতলি ছোল ছোহো কদম্ব
ঠেলি রহে তিন ভঙ্গত ধারী।
পুরুত বংশ যংষ মণিকুণ্ড
দ্বিজ গোবিন্দসুত মনোহারী ॥

৫৩। কহিয় কানাইরে সখী কোপ যেন না করে।
গমন বিরোধ মোর কৈল শশধরে ॥
গুরুজন সেবা করিল বহুভাতি।
পরিজন নিবারিতে গেল আধ রাতি ॥
যখনে অভাগী রাধা পাইলুম পরকাশ।
তখনে দারুণ চান্দ উদিত আকাশ ॥
অএরে দারুণ চান্দ তোর লাগ পাম।
কাটাইরে কাটিয়া চান্দ হৃদএ জুড়াম ॥

৫৪। লহু লহু গমনে যে যাঅথ তছু পাশ।
পরিণামে তালমন্দ না পুছএ প্রকাশ ॥

৫৫। সরস বসন্ত সুধা বকুল রসাল।
রসের মালতীলতা মদনগোপাল ॥

৫৬। কি আর আহ্মারে বোলরে নাগর কি আর আহ্মারে বোল।
যে জানে তোহ্মার পীরিতি তারে বেলাইয়া চল।
তিলে তিলে বাড়ে রস দণ্ডে শতবার আইলে ॥
কুল লজ্জা কি জানি শঠে কপটে নিধন কৈলে।

৫৭। জানিলুম নিষ্ঠুর ভেল মোরেরে।
বন্ধু জানিলুম নিষ্ঠুর ভেল মোরে ॥
মুই যদি জানিতুম কালা যাইবে আনের ঘরে।
কভো না এথ বেশ করাইতুম তোরে ॥
মুই জানো মোর বন্ধু নাহি মুই বিনে।
এথ না সন্ধান তান জানিআছ কেনে ॥
রামদেবে বোলে রাই ছাড় সে বাসনা।
চতুরে হরিআ নিল অঞ্চলের সোনা ॥

৫৮। নাগর বন্ধু ল বোল দেখি আজু কি লাগি বিমন।
পরাণী পোড়এ দেখি এ মলিন চান্দ বদন ॥
এক তনু হইয়া পতি করল শয়ন।
তিলে তিলে ননদী জাগাএ গুরুজন ॥
এ মেঘ আন্ধার রাতি গহন প্রবেশ।
হাতে প্রাণি লৈয়া আইলুম কি কার্য্য বিশেষ ॥
দিগ্‌বিদিগ নাহি চলি পদ অনুসারে।
নির্ঝরে পিছলে পথ ভুজঙ্গ ফুকারে ॥
যূথে যূথে গজরাজ মৃগেন্দ্র লড়াএ।
ও দুঃখের দুঃখিনী দেখি বনের বাঘ ধাএ ॥

কহে গোবিন্দদ্বিজ শুন ব্রজরাএ।
রাধে হাসিয়া বোলন দিলে সব দুঃখ যাএ॥

৫৯। কালা কলাপতি খেলত কুঞ্জে।
শ্যাম তনু বরণ অরুণ তনু তিমির
মণিময় কর মিহির করপুঞ্জে

৬০। অয়ে রাই কি কাজ করিলি রাই।
কি কাজ করিলি তুই কেহ্নে আইলি
যমুনার জলে।
নাজান খাটুয়া কান কদম্বের তলে॥
পথে পাইলে ধরে দোহাইয়া মারে
যুবতী না যাএ তার ঘাটে।
এথ করিলা বেশ লাজের করিলা শেষ
তবো আইলি যমুনার ঘাটে।
না না না করিলুম মুই যৌবন পাগলী তুই
আইলে জল ভরিবার ছলে।
অথনে বোলসি বড়াই আউগ বারে বারে
কানাই ধরিল যদি বলে॥
ওমা ওমা তূই নারী চরিত্র বুঝিতে নারি
আর না আসিঅ মোর সনে॥
যৌবন জলের ফোটা কুলের রখিলি খোঁটা
দ্বিজ রামদেবে এহ ভণে॥

৬১। আহ্মারি অম্বর দেহ মুরারি।
অপহরি চির কদম্ব চড়ি বৈঠল।
আজু যমুনার মাঝে উপরি॥
অত্র টিট্‌মিট মুই চঞ্চল
আর নহি ন দেখহু নারী॥
দেহি অম্বর লাজ মোর সম্বর
তেরি পদে করহু গোহারি॥

৬২। আল সই চল যাই যমুনার জলে।

আনিমু যমুনার জল দেখিমু বরজবর
কুসুমিত কদম্বের ডালে॥
সব সখী কুতুহলে যাইমু যমুনার জলে
কলসী তুলিমু মনোরঙ্গে।
মধুর মধুর হাসে কানাই ঘনাইআ পাশে
জল ছিটি দিমু শ্যাম অঙ্গে॥
এক সখী বোলে রাই আহ্মার গমন নাই
কানাইয়াএ দেখিলে কি বোল বলি।
দ্বিজ রামদেবের বানী শুনরে রমণী ধনি
রাধারে সাজাইয়া দেঅ আসি॥

৬৩। আজু বড় আনন্দ হিল্লোল নন্দের ভুবন।
গোধন চালাইআ ঘরে আইল নারায়ণ॥
সবল ধবল গোপাল পরিচএ নাই।
কেমনে ধরিব প্রাণ ছাওয়াল কানাই॥

৬৪। একি বন্ধু তোহ্মারে বোলে কালা।
ভুবন মাঝারে কারে বলি ভালা॥
যে বোল বলুক লোকে যার মনে যেই দেখে
মনেত নাহিক মোর শঙ্কা।
কালার ভাবেতে থাকি কালা বিনে নাহি দেখি
দেহ মোর কেবল আশঙ্কা॥
মোর নাম যদি রাধা কানু প্রতি নাই বাধা
সেই বিনে আন পরিবাদ।
দ্বিজ রামদেবে বোলে গঙ্গাজল যার স্থলে
অন্য জলে কেন হইব সধে॥

৬৫। মোরে ধরত ধরণী ধরাধর ডুবিলুম ভবসিন্ধু।
আপনি ধরিতে যদি ঘৃণা বাস উপাএ বোল দীনবন্ধু॥

গেলে বয়স নাহি দুঃখ লেশ প্রতি দুঃখভার।
তত্র সুখী হইয়া ভুলিয়া রহিলুম এইবার মূঢ় গোয়ার॥
দ্বিজ অজামিল এক উদ্ধারি পতিত-পাবন-নামা।
গোবিন্দদ্বিজে কহে আমি উদ্ধারিলে তোমার কোটিগুণ মহিমা।

৬৬। অয়ে বন্ধু গোপাল দীনদয়াল এইবার উদ্ধার কর মোরে।
মুই ডুবিলুম ডুবিলুম এ ভব সায়রে॥
রাতুল চরণ করহ প্রকাশ।
ইন্দ্র আদি দেবগণের পুরাইছ আশ॥
কহে মনোহর দ্বিজে প্রভু সদয় নাহএ কারে।
মুই অভাগা রহিলুম ডুবিআ সংসারে।

৬৭। কি মতে জীবন রহিব কানাই না দেখিয়া।
মরিমু আনল মাঝে মুই ঝাপ দিআ॥
আখির আড় হইলে বন্ধু পরাণ বিদরে।
সে বন্ধু হইল মোর স্বপ্নের অন্তরে॥
রামদেবে বোলে শুন রাধা ঠাকুরাণী।
অবশ্য আসিবে প্রভু প্রভাত রজনী॥

৬৮। তুমি যাও আমি যাইব না।
নন্দের নন্দন বিনে জীব না॥

৬৯। শ্যাম বন্ধু না বোল আহ্মারে।
আছোক যাইবা শুনি পরাণ বিদরে॥
চান্দ বিনে কুমুদিনী না জীএ রজনী।
নলিনী প্রকাশ নাই বিনা দিনমণি॥
জলদ বিনে না জীএ চাতক পাখিনী।
তুহ্মি বিনে জীতে নারোম মুই অভাগিনী॥
কহে গোবিন্দদ্বিজে বড়ি পরমাদ।
কুলিশ নিপাত হোতে কুলিশ নিনাদ॥

৭০। শ্যাম বন্ধু কি হইব আহ্মারের।
দঢ়কি আহ্মা ছাড়ি যাইবা মধুপুরে॥
যদিসে ছাড়িবা বন্ধু অভাগী রাধারে।
তবে কেনে ডুবাইলা পীরিতি সাগরে॥

৭১। কালা বন্ধু করোম নিবেদন।
দঢ়াইয়া কহ কবে হবে দরশন॥
কালা মোরে না যাইঅ ছাড়িআ।
তুহ্মি তরু আহ্মি লতা থাকিমু জড়িয়া॥
প্রাণনাথ তোহ্মার লাগিআ।
একাকিনী বৃন্দাবনে রহিমু জাগিআ॥
রামদেবে বোলে কালা যাইবে ছাড়িয়া।
দরশন হইবে বহু দুঃখ ভুগিয়া॥

৭২। বাণিজ্যে ভেল মোর গোবিন্দের নাম।
পাইবা পরম পদ রহ এক ঠাম॥
আরের বাণিজ্যে ভাই লবঙ্গ সুপারী।
আহ্মার বাণিজ্যে বোল হরি হরি॥
যো বনে সিংহ বাঘ বাটোআর।
ছো বনে রাম নাম রাখোয়ার॥
কহে কবি রামদেবে রাম নাম সাথী।
আওত যাওত না পুছ জগাতি॥

৭৩। আরে প্রাণের নাথ না যাইঅ রহ মধুপুরী।
গেলে পুনি না আসিবা প্রাণনাথ ফিরি॥

চান্দ মুখ হেরি হেরি কান্দে রাধা সোহাগে আগলি
কেহ কান্দে ভুমি দিয়া গড়ি।
সঘন করুণ নাদে গোকুলসমাজ কান্দে
কেহ কান্দে চরণেতে ধরি॥

রথ ঝাপে কোন সখী বন্ধুরে তিলেক দেখি
কেহ কান্দে পাছে পাছে ধাএ।
ফিরিয়া না চাহে বঁধূ কান্দে যত ব্রজবধূ
কেহ কেহ পড়ে গিআ পাএ ॥
বাছুরে না পীএ থির না চলে যমুনা নীর
কান্দে ধেনু তৃণ নাহি খাএ।
বন্ধুর গমন নহে বাধা দৈবে মরিব রাধা
দ্বিজ রামদেবে এহ গাএ ॥

৭৪। করোম নিবেদন শ্যাম বন্ধু করোম নিবেদন।
তুহ্মি বিনে আহ্মিসবের শমন শরণ ॥
গগনেতে বরিখএ স্থরধনি ধার।
জগত করিলা বৈরী পীরিতি তোহ্মার ॥
অনুক্ষণ মনে মোর করে সব জ্বালা।
তোহ্মার বিচ্ছেদে রাধা জীমু কতকাল ॥
গোবিন্দদ্বিজে বোলে রাধা কেনে বাস ভএ।
প্রকাশ করিব কালাচান্দের ওদএ ॥

৭৫। যাইবা যাইবা কালা কেবা দিব বাধা।
দৈবে মরিব আহ্মি অভাগিণী রাধা ॥
মথুরাএ যাইবা বন্ধু না আসিবা আর।
রাধার হইল কেবল দিবস আন্ধার ॥
নেত্র বৰ্ত্তমানে রাধা হইল অন্ধল।
পাপিষ্ঠ কপালে মোর এই ছিল ফল ॥
দ্বিজ রামদেবে বোলে রাধা ঠাকুরাণী।
যাইব মথুরায় কালা কেবা দিব আনি ॥

৭৬। পাপে লেপিত ভেল অঙ্গা।
নয়ানে না দেখিলুম গঙ্গা ॥
হরিপদে মন তেরি বঙ্কা।
নিকট হইল শমন শঙ্কা ॥

৭৭। বিনোন্দবাসী কি বলিব আর।
কুলশীল নিয়া রাখ জীবন রাধার।
গকুলের মাঝে কার পরাণে দিছ হানা।
রাধার জীবন বধে চাতুরি আপনা॥
কহিলে করুণা নাহি ভজিলে নাহি ওর
দ্বিজ রামাদেব বোলে একি দৈব তোর॥

৭৮। কি আর বলিব মুই কেবা নিব তারি।
ডুবিলুম ডুবিলুম ভবে না ভজিলুম হরি॥
দেহ পাইয়া মর্ত্ত্য সুখে ভুলিয়া রহিলুম।
জলধি ভরিয়া ঘাটে ডিঙ্গা ডুবাইলুম॥
রামদেবে বোলে ভাই শুনরে বাসনা।
অখনে ভাবসি কেনে খাইছ আপনা॥

৭৯। মোর মোর করিলুম কিসের লাগিয়া।
না ভজিলুম হরিপদে আপনা খাইয়া।
সময় থাকিতে ভাই মনে না ধরিল।
অসময়ে কার্য্যনাশ মূলে হারাইল॥

৮০। কিনা হইবে মোর সই কিনা হইবে মোর
যাদবের আগুনি মোর না সহে শরীরে।
ঘৃত ননী দধি দুগ্ধ ছিকা সাজাইয়া।
নীর ভরিবারে গেলুম কাখে কুম্ভ লইয়া॥
খীর নবনী খাইয়া মাঠেতে গমন।
দিনান্তে না আসে ঘরে এথ বিড়ম্বন।
আসিবা যাদব ঘরে না কহে কোন কথা।
তাতে বোলে নরলোকে এতেক অবস্থা॥
রামদেবে বোলে মাও এহা মিথ্য নয়।
বৃন্দাবনে কানাই রাজা জানিবা নিশ্চয়॥

৮১। না কান্দ মায়ের প্রাণ ফাটে ফাটে।

যাদুয়ার মাথার ঝুরি কোনে বা করিল চুরি
কার সনে গিয়াছিলা মাঠে ॥
এই যে মোহন চূড়া রতনে গঠিত ধড়া
রাখিবারে কার সাধ্য বলি।
দ্বিজ রামদেবে বোলে চূড়াতে মাণিক্য জ্বলে
চূড়া নহে মায়ার পুতলি ॥

৮২। তোহ্মারা নি আহ্মার যাদবে
এই পন্থে দেখিছ যাইতে।
মুঞি অভাগিনী ও দুঃখ তাপিনী
না মারিছম নবনী খাইতে ॥
ভাণ্ডেত রহিল ননী কথা গেল নীলমণি
মাএর পরাণি ধন।
দিনান্তে না আইল ঘরে রইল বাছা কার ঘরে
বল মুই কি করিমু এখন ॥
দারুণ কংস বৈরী নিলেক বাছারে হরি
বুঝি বাছা না দেখিমু আর।
দ্বিজ রামদেবে গাএ শুনহে যশোদা মাএ
বাছা না গিয়াছে কংসদ্বার ॥

৮৩। হেররে আইসে দুগ্ধের যাদব ॥

কোথায় ছিলা যাদুয়া মায়েরে দুঃখ দিয়া
জুড়াঅ মায়ের বুক।
তোহ্মা না দেখিয়া বিদরে মায়ের হিয়া
জল নাহি মায়ের যে মুখ ॥
কার সনে যাও কার সনে ধাও
কার সনে কেলি খেলাও।
পাপ নিশাচর ফিরে নিরন্তর
না জানি কি ফল ধরাও ॥

না যাইয় দূরে ছাড়িয়া মায়েরে
কণ্ঠাগত মায়ের প্রাণ।
দ্বিজ রামদেবে কহি শুনহে যশোদামায়ী
যাদব মথুরাএ করিব পয়ান॥

৮৪। কি মোর সান্থাও বারে বারে।
ঝাপ দিমু জলধি মাঝারে॥
নিন্দিত শরীর হএ যার।
প্রাণ রাখি কি ফল তাহার।
তুয়া নিবেদিমু কোন মুখে।
মরিমু যে সব মন দুঃখে॥

৮৫। কোন দিনে মিলাইব মুরারি।
রহিছি পন্থ নেহারি আসিব আসিব করি
প্রাণনাথ রইল মধুপুরী॥

৮৬। বাছা গৌর গহন বনে যাইয়না।
অভাগী মায়ের প্রাণ লইয় না॥
বাছা তুমি যদি যাঅ বনে কত উঠে মায়ের মনে
গৃহে থাকি করি কত তারণা।
মায়ের পরশমণি আখির আর হইলে তুমি
বাছা হারাইলে তোহ্মা বুঝি পাবনা॥
দ্বিজ রামদেবের বাণী শুন মাতা শোচীরাণী
বাছা যাইবার কালে তোমায় জিজ্ঞাসিব না

৮৭। ওকি ওকি মোহন গোপাল।
হইয়া উতরোলি গগনে ঝাপএ ধুলি
ব্রজবর নন্দদুলাল॥

৮৮। বাণিজ্যে ভেল আহ্মার গোবিন্দের নাম।
পাইবা পরমপদ রহ এই ঠাম॥
আরের বাণিজ্যে ভাই লবঙ্গ সুপারি।
আহ্মার বাণিজ্যে কেবল বোল হরি হরি॥

৯৮। মায়ের যাদব তিলেক দেখম আখি ভরি।
রহাইমু অক্রুরের চরণেত ধরি ॥
অক্রুরের সাথে যাদব করিল গমন।
আসিব বলি না চাএ মায়ের বদন ॥
আসে কিনা আসে যাদব মনে না বুঝএ।
অভাগী মায়ের প্রাণ কি প্রকারে রএ ॥
রামদেবে বোলে মাই বল হরি হরি।
মথুরাএ যাদব যাইব না আনিব ফিরি ॥

৯০। আহ্মার নি এমন দিন হৈবে ॥
গঙ্গা জলে গিয়া এ পাপ তনু মজাইয়া
হরি বল বলিতে প্রাণী যাইবে ॥
রামদেবে বোলে এমন দিন যার।
ভবার্ণবে পুনর্জন্ম না হইবে তার ॥

৯১। লীলা তোর কে জানে ও ব্রজরাএ।
যোগী পরম সমাধি ভাবই অন্ত না পাএ ॥

৯২। তুহ্মি দীনবন্ধুরে নাথ তুহ্মি দীনবন্ধু।
তুহ্মি লীলাএ তরাইতে গার অপার ভবসিন্ধু ॥
অধম তরাঅরে নাথ কার কিবা পাইবা।
ভবসিন্ধু দিছি খেওয়া হরিগুণ গাইয়া ॥

৯৩। হায় মরি মরি কালিদহ বারি
জলদবরণ কালিয়ারে।
কিরূপ দেখিলুম আশ্চর্য্য হইলুম
প্রাণ নিল মোর হরিআরে ॥
আর বেদ ঋতু রত্রি নাশয়ে যাহাতি
তাহাতি দেখি লক্ষ্য ভরিয়ারে।
লক্ষ্যের উপর লক্ষ্য লইতেছে
এহাও আশ্চর্য্য বরিয়ারে ॥

বলে দাস উমাকান্ত ভাবএ একান্ত
কর্ম্মে দর্শাইল কপালিয়ারে।
যদি আহ্মার ললাটে হেন দিষ্টি ঘটে
সার্থক জানিতুম মরিয়ারে॥

৯৪। কি দেখিলুম কালিন্দীর তীরে।
যমুনার জল কালা সজল জলদমালা
মুরলী ধরএ তরুমূলে॥

৯৫। হেররে বিনোদরায় কথার সাজনি॥
কত ছান্দে বান্ধে চূড়া ভোলাতে রমণী॥
কোন কলাবতী গাথি যুতি যাতি
বনাইছে চূড়ার সাজনি।
সৌরভে ভুলিয়া উড়িয়া ঘুরিয়া
তাহাতে পড়এ ভৃঙ্গরাজ॥
রামদেবের বাণী ওরূপ সাজনি
নিছনি যাউক কাম।
গোলোক ছাড়িয়া রাধার লাগিয়া
বিপিনে বিহরএ শ্যাম।

৯৬। অএ গুণধাম মাএর দুলাল শ্যাম
ওবেশ বানাও কত ফলে।
তোহ্মার সাজে অঙ্গের ছটা
জগ-মন ভোলে॥
বামেত টানিছ চূড়া বান্ধে এক ছান্দে।
রূপ হেরি রতিপতি হইল ব্যাকুলমতি
বিনাইয়া কান্দে॥
রামদেবে বোলে দেখিয়া পড়িল ভোলে
পহু করি পরিহার।
তিলেক না ছাড় দয়া দেহ পহু পদছায়া
পরাণি না লইয়রে রাধার॥

৯৭। আনন্দে মজাইলা মধুপুরী ॥
মুরুছাএ শ্যামরূপ হেরি।
যত যদুকুল আনন্দে আকুল
হইল সারঙ্গধারী ॥
যেহেন কমল বিমল ভেল
উদিত যেন দিনমণি।
কবিবিধুসুত বোলে উল্লসিত
ধন্য ধন্য হইল মেদিনী ॥

৯৮। দেখরে দেখ মোহন নন্দকিশোর ॥
ইকি কি মোহন হাসি বরিখে মুকুতা রাশি
ব্রজবর নন্দকিশোর।
কথাতে কথাতে রত্নময় ভাষে
হেরিয়া হরিল চিত্ত মোর ॥

৯৯। সৈজানি মোরে কি আজ বিধি বাম।
গুরুর সমাজে পাইলুম কাল কালার নাম ॥
সেই সুখ দুঃখ মুই গুরুতে নিবেদিলুম।
উঠিল কালিয়াএ মনে রাখিতে নারিলুম ॥
কাল ননদিনী পাইয়া করিল ইঙ্গিত।
হাসিল গুরুর সভা হইলুম লজ্জিত ॥
রামদেবে বোলে রাধা কিনা ভাব আর।
ডুবিলা কালিয়া জলে না জান সাঁতার ॥

১০০। কি মুই দেখিলুম অপরূপ।
কাল কালিন্দীর কূলে তরুয়া কদম্বমূলে
জলধর শ্যাম হেন রূপ ॥

১০১। হরি বলরে ও হরি বল ভাই।
কৃষ্ণ নাম বিনে বন্ধু নাই ॥

১০২। রাখরে দীনদয়ালের বন্ধুয়া।
কার ধার খাইছি কোনে লই যাএ বান্ধিয়া॥
দারা সুতগণ বন্ধু পরিজন
সকলি কাহারে দিয়া।
কেবা নিয়া যাএ কোথা বঞ্চিমু কি খাইয়া তথা
কে মোরে রাখিব কাছে নিয়া॥
কি মুই করিলুম পাপ তে কারণে এত তাপ
কেবা নিল অঙ্গের ভূষণ।
যে ছিল মনের আশা সজনি হইল মিছা
লইয়া যাইব শমন ভবন॥
কেবা দিবে ছায়া কে করিবে দয়া
লইব কাহার শরণ।
দ্বিজ রামদেবের মন অলিরূপে অনুক্ষণ
শ্রীগুরুর চরণে মজে মন॥

১০৩। অরে যাদব মাওনি আছে তোর।
কহ বাছা তুহ্মি কাহার কিশোর॥

১০৪। অয়ে বন্ধু নারায়ণ হরিনারায়ণ।
দেহ পাইয়া না লৈলাম শরণ॥

১০৫। অয়ে গুণরাম মায়ের দুলাল শ্যাম
তিলেক দেখিরে আখি ভরি।
শূন্য করি পুরী কেবা নিল প্রাণ হরি
অনাথ করি গোকুল নগরী॥
ভবে জন্মিয়া গোবিন্দ না ভজিয়া
হৈল মোর জন্ম বৃথাএ।
দ্বিজ রামদেবের বাণী শুন শিশু সাধুমণি
অবশ্য তরিবা এহি দাএ॥

১০৬। দীননাথ চরণে শরণ লইলুম।
তিল আধ না ভজিয়া আপনা খাইলুম ॥
আহ্মি অতি মূঢ়মতি না জানি ভকতি
না চিনি তোহ্মার পদ।
তুহ্মি দয়ার নিধি বিধাতার বিধি
তুহ্মি সে দিবারে পার অপার সম্পদ ॥

১০৭। কৃপাময়ী তোহ্মা মতি না বুঝে রামদেবা।
এ শরীরে যাইমু শরীর গোয়াইমু
তুয়া পদ করি সেবা ॥

১০৮। আনন্দে রহল মধুপুরী।
আর না যাইও নন্দের উয়ারি ॥
পুনি পুনি কইলুম অক্রূর না নিঅ গোবিন্দ।
এহিখানে থাকিলে হরি সদাএ আনন্দ ॥
কোটি জন্ম হরিরে ধেয়ানে না পাএ।
রামদেবে ভণে হরির ভাবেত নাহি দাএ ॥

১০৯। কত দিনে পাইব মুরারি।
মথুরাতে গেল হরি মায়েরে অনাথ করি
আসিবে আসিবে হরি নেহরি নেহরি ॥

১১০। দয়ার বাশি কে নিল হরিয়া।
কার চুরি কৈলুম আহ্মাকে কে যাএ মারিয়া ॥
ভূপতি হইয়া আহ্মি কার ধার ধারি।
কার লাগি পালিলাম সুতা কে নিল হরি ॥

১১১। যমুনার তীরে ধীরে চলেরে মাধব।
মধুপুরে মন্দ বেণু বাহেরে যাদব ॥
শুনিয়া ব্রজের নারী ঘরে রইতে নারে।
গৃহ কর্ম্ম ছাড়ি সর্ব্ব আসিল বাহিরে ॥
রামদেবে বোলে গোপী কিনা ভাব আর।
গিয়াছে রঙ্গের কানাই না আসিব আর ॥

১১২। বাঘবহে কে তোহ্মারে বোলে দয়ামএ।

জানকী জীবন ধন দহন করল পণ

অবকি ভরম দূর নএ॥

কৃপা কর রঘুমণি পতিত তরাইবে জানি

অবোধে ঝুরএ তুয়া পদ আশে।

তুয়া বিনে আর মনে নাহি ভাবি রাত্রি দিনে

কৃপা কর পড়িয়াছি ত্রাসে॥

হইয়া করুণা মতি তুহ্মি নিদারুণ অতি

রঘুপদে রহুক মোর সেবা।

ত্রিগুণ ধরিছ তুহ্মি চরণে ধরিলুম আহ্মি

কিনা হবে দ্বিজ রামদেবা॥

১১৩। পতিতপাবনী জাহ্নবী গঙ্গে।

আর পুনরপি না যামু বঙ্গে॥

গঙ্গার স্নানে লোক যাএ যুতে যুতে।

ভগীরথে আনে গঙ্গা পাতকী তরাইতে॥

স্থানে স্থানে গঙ্গাদেবী গহেন গভীর।

গলাএ পাথর বান্ধি ভাসাএ কবীর॥

শব্দটীকা

অগ্রধারে ৩২৯ সম্মুখদিকে
অঘোর ২৩৫ অন্ধকার, ঘোর
অঙ্গুরি ২৬১ অঙ্গুরীয়
অঙ্গা ২৭৪ অঙ্গ
অঙ্গদগ ১০৫ লিপিকর প্রমাদ অঙ্গদ, বাজু।
অঙ্গুসে ৯১ অঙ্কুশে
অদিবাস ৩৫ অধিবাস
অদিষ্ট ৩৮৫ অদৃষ্ট
অধমুখী ২৩৮ অধোমুখী
অনুশালী ৪০১ অনুশীলনকারী
অন্তপুর ৫৩ অন্তঃপুর।
অন্ধল ২৭২ অন্ধ
অবুধ ১৭১ অবোধ, নির্ব্বোধ।
অব্যায়তি ৯২২, অভ্যাঅতি ১৯ (আঞ্চলিক প্রয়োগ) ঝটিতি
অভব্যভাজন ৩৮১ বিবেচনাহীনা
অভিজিত ৩৩৪ দুইটি তারা-বিশিষ্ট নক্ষত্র বিশেষ, দেখিতে সিঙ্গারার মত, ব্রহ্মা ইহার অধিপতি।
অশ্ববর ৯৯ উৎকৃষ্ট অশ্ব।
আইসক ৬৯ আসুক
আউগ ২২৪ অগ্রসর হও
আউদাল ১৮৫ আলুলায়িত।
আখি ১৫০ আঁখি, চোখ
আগশিরে ২৮৩ সম্মুখ ভাগে।
আগুবাড়ি ২৩২ অগ্রসর হইয়া।
আগুসার ৯৪ অগ্রসর
আচার্য্য ৪৬ দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ
আছুক পুড়িব তনু ২৪০ শরীর পোড়াত দূরের কথা
আঞ্চলে ২৮৯ অঞ্চলে, আঁচলে
অঞ্চলের সোনা ২২০ একান্ত প্রিয়বস্তু।
আটি ৯২ আঁটি।
আটি ১৪২ আঁটিয়া উঠি, পারি
আনন্দ কন্দ ৪১ আনন্দের মেঘ
আনল ২৪২ অনল
আনল বরণ ২৫২ অগ্নিচ্ছটা বিশিষ্ট।
আন্তস্পুরে ৩০৫ অন্তঃপুরে (লিপিকর প্রমাদ—অন্তস্পুর)
আবরে ৩০৮ ঢাকে
আবরি ৪৮ জড়াইয়া ধরিয়া
আমাগো ১৪৬ আমাদের
আবাল ২৬৬ শিশু, বালক।
আর নি ১১৫ আর কিনা
আলস্যতা ২৭ আলস্য
আহ্মি সব ২০১ আমরা
ইন্দ্রস্পদ ৭৩ ইন্দ্রপদ (গোস্পদ শব্দের প্রভাবে লিপিকর প্রমাদ)
ইসিত ৩৩২ ঈষৎ
উকী ১২৩ ইহা কি
উচ্ছবে ২২২ উৎসবে
উঝটে ২৮৫ পদাঘাত, (আঞ্চলিক ও চট্টঃ প্রতিশব্দ—'উষ্ঠা')
উতরোলি ৩৮৬ কোলাহল
উতরোলে ৩৯১ আকুল হইয়া
উধার ধার ৮১ (আঞ্চলিক প্রয়োগ) দেনা-পাওনা মূলক আদান-প্রদান, হাওলাত।

শব্দ	পৃষ্ঠা	অর্থ
উন্দুরের	১৫০	ইন্দুরের
উপনিতি	৮৩	উপনীত, উপস্থিত
উপায়ন	৮৬	উপকরণ
উমাইতে	৩২৫	বাস করিতে
উতনু	১৮৪	ও দেহ
উতারি	৩৪৮	ছুড়িয়া
উয়ারি	৩৮৮	আলয়
উর্দ্ধশির	৭	আহিতাগ্নি সাধক
ঋক্ষেশ	২২	চন্দ্র, ধাতু, ব্রহ্মার মানস-পুত্র অত্রি তিন হাজার দিব্য বৎসর তপস্যান্তে তাঁহার রেতঃ সোমরূপে পরিণত ও উর্দ্ধগামা হইয়া দশ দিক আলোকিত করিয়া ঝরিতে আরম্ভ করে। বিধাতার আদেশে দশটি দেবী সেই রেতঃ ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়া গর্ভধারণ করিতে অসমর্থ হন। (কাশী খণ্ড।)
ঋষিক	১০৫	ঋষিক, ঋষীক, গর্ভোৎপন্ন ঋষিপুত্র
একরথে	১১	একার শক্তিতে।
একশ্বর	৯৭	একলা। (তুঃ চট্টঃ অঁস্‌সর)
একাশ্বর	৫৭	একলা
এবেনি	১৯২	এখন কিনা।
এহাথু	৬৮	ইহা হইতে।
এহার	৪	ইহার।
ওদয়ে	৭৬	উদয়ে
ওর	২৩৯	ওড়না, কাপড়।
ওর	৩৭৮	সীমা
ওহার	১২৩	উহার
ঔৎপাতিক	১০৫	উৎপাতজনিত
ঔর্দ্ধদেহিক	৫৩	আভ্যুদিক
কঙ্কে	৩০	কাকে
কঙ্কামুখী	৩১৪	কঙ্কমুখী, সাঁড়াশীর মত মুখ, কুৎসিৎ।
কচালি	১৩২	কচলাইয়া, রগড়াইয়া
কটক	৯৫	সৈন্য
কতুকে	৮৯, ১২৬	কৌতুকে
কতূহল	৩১৮	কৌতূহল,
কথা	৩৭৫	কোথা
কবর্দ্ধ	৫৮	কপর্দ্দক, কড়ি
কমু	২৪০	কহিমু
করিবর	৩৮৩	বড় হস্তী
করিবাম	৩৪৫	করিব।
কর্ব্বুর	৭	দৈত্য
কাইল	১০১	কল্য
কাউয়ার	১৫০	কাকের
কাকমাছি	২৮৯	(লিপিকর প্রমাদ) কাকমাচী, ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ, গুরু কামাই, কাসতে, মাধুনীও বলা হয়। দেখিতে লঙ্কা গাছের মত। ফুল—লঙ্কারফুলের মত। ফল—মটরের মত।
কাথরার	৩৩৫	কাঁকড়ার
কাঞ্চনভাজন	২৩৫	বিশিষ্ট ধনী।
কাঢ়াতে	৩২৮	কাড়াতে
কান্দনে	২৬৪	ক্রন্দনে।
কাপাই	২৭৯	কাপড়

কাপাএ ১৮৪ কাঁপায়
কাপে ১০৮ কাঁপে
কামলা ১৮১ ঘরামি জন, ঘর মেরামতকারী
কালা ৩৩৮ কাল
কাড়্‌আ ১৫৪ কাড়িয়া
কীর্ত্তিবাস ১৪ কৃত্তিবাস, মহাদেব
কোটিতে ৬১ আগাতে
কিনা ২৪৭ কেনা, ক্রীত
কিনা ভাব ২৭৯ কি আর চিন্তা কর, কেনই বা চিন্তা কর
কুকুড়া ১৪৭ মোরগ
কুতূহলী ১৩২ কৌতুহলী
কুলেতে ৯২ (আঞ্চলিক প্রয়োগ) পক্ষে।
কেটা ৪০৮ (আঞ্চলিক প্রয়োগ) কে, কোন্।
কেমতে ২৮৬ কেমনে
কৈড়ি ৮৩ কড়ি।
কৈতর ১২২ পারাবত
কৈন্যা ১২৫ কন্যা
কৈহ ৩৬২ কহিও
কৈহা ১০৭ কহিয়া
কোটের ৯৪ দুর্গের
কোর ১৫৫ (চট্টঃ শব্দ) নিকট
ক্ষণদা ৩৪ ঊষা।
খগেন্দ্রবাহন ৭ বিষ্ণু
খচড়া ১৭১ (আঞ্চলিক প্রয়োগ, চট্টঃ প্রতিশব্দ—ফাতরা) যাহার কথার মূল্য নাই, অমূলক বাক্য-বিলাসী।
খজোই ১৫০ (আঞ্চলিক প্রয়োগ) চট্টঃ প্রতিশব্দ বাতি, ছোট।
খনে ৩৭০ ক্ষণে, সময়ে
খরগর ১৪০ খড়্গের
খাটুনি ১৩৩ (আঞ্চলিক প্রয়োগ) টাঙ্গা।
খাটুয়া ২২৪ শ্মশান চণ্ডাল, দুর্দ্দান্ত।
খাপে ৯৬ আড়ালে
খাবরি ১০৮ মরার মাথার খুলি
খাবাইছি ১৯৩ খাওয়াইয়াছি
খারা ৩০৯ অঙ্কিত
খাকার ১৬৩ কলঙ্ক
খারুআ ১৪৩ (আঞ্চলিক শব্দ চট্টঃ প্রতিশব্দ—কাঁআরী) পাল্কী-বাহক।
খিন ২৪৮ ক্ষীণ
খীর ২৯৫ ক্ষীর
খুজিমু ৩৯২ তল্লাস করিব।
খুদাএ ১৬১ ক্ষুধায়
খুধাএ ২৬১ ক্ষুধায়
খুর ১১৩ ক্ষুর
খেচর ৩৫৭ (আঞ্চলিক প্রয়োগে) ঘৃণ্য
খেন ৩১৯ সময়
খেমা ৩৮১ ক্ষান্ত
খোজ খোঁজ
খোরা ৪০১ বাটি
খোঁটা ২২৪ কলঙ্ক, দুর্নাম।
গর্ভর গর্ভ, গহ্বর
গমোন্তে ৯৬ গম্ভীর নাদে
গরাসে ৩৩৫ গ্রাস করে।
গহেন ১৬৪ গহন
গাবর ২৬৭ চাকর (অধুনা চট্টঃ শব্দ-'গঅর')

গিছে	২৬৫	গিয়াছে
গুজরাতে	৯৪	গুজরাটে।
গুজারে	৮৩	গুরান্ (পারশী), কাল কাটান, অতিবাহিত করা।
গুধিকা	...	গোধিকা (আঞ্চলিক উচ্চারণে ওকারের স্থলে উকার যেমন যোগী স্থলে যুগী)
গুলন্তাজ	৭৯	গোলন্দাজ
গুড়া	৩১৩	গুড়া কাঠ
গে	১৯৬	গেল
গ্যেয়ান	১৫০	তন্ত্রমন্ত্র সম্বন্ধিত ঝারফুক
গোদোহ	৩৫	গো দোহন করিতে করিতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ। "ততো গোদাহ মাত্রং তু কালং তিষ্টেদ্ গৃহাঙ্গনে।" —বিষ্ণুপুরাণ।
গোপ	৭৮	গো। বৈদ্য,গোয়ালা
গোপ	২৮৮	গোঁপ
গোরা	৩৪৮	গৌরবর্ণ
গোস্থত	২১৩	পৃথিবীর প্রাণী
গোয়াইতে	১৪২	গোঁয়াইতে
গোয়ার ২৭১,	৩০০	গোঁয়ার
গ্রহযাগ	২৫৭	গ্রহ পূজা।
ঘনাইল	৩৫৮	নিকটবর্ত্তী হইল
ঘাটি	৩৪০	ঘণ্টি
ঘাটিলুম	১২০	অপরাধ করিলুম।
ঘাড়াঘাড়ি	২৩৫	ঘাড় নাড়িয়া একে অপরকে ইঙ্গিত করা।

চান্দোআ	১৩২	চান্দোয়া, চন্দ্রাতপ
চামুকি	৯১	সৈন্যব্যূহ
চিরব্যাজে	১১০	বহু বিলম্বে
চিহ্নআ	১১৬	চিনিয়া, দেখিয়া,
চিহ্নিবা	৮২	চিনিবে
চূড়ার সাজনি	৩৪০	চূড়ার সাজসজ্জা
চেলাএ	১০৮	জাগায়
চোটে	৯৭	প্রচণ্ডতার সহিত
চোপড় চাপড়	৮৩	চড়
ছএ	৭৩	ছয়
ছান্দে	১৭৭	প্রকারে
ছালাছালা	২২৫	বস্তা বস্তা
ছাড়ি দে	৩৭	ছাড়িয়া দাও
ছিকল	২৮০	শৃঙ্খল
ছিকা	২৯৫	সিকা
ছিদ্র	২২৮	রন্ধ্র,
ছিরাএ	৩৩৭	শ্রীপতি
ছিয়মন্তে	৩১১	শ্রীমন্তে
ছোটিলাম	৭৫	ছাটিলাম
ছুপিতে	৯১	ছুঁইতে
ছেল	৩১০	শেল
ছেলি	১৪৬	ছাগলী, ছাগল,
ছোক ছোক-করে	৩৬৫	উৎকণ্ঠিত হয় ছাৎকরিয়া উঠে।
ছোহ	২০১	সোহ, সেও
ছোহন	২০৯	ছোঁয়া, স্পর্শ
জগতের আই	১০০	জগন্মাতা
জগাত	১৩৬	দান
জম্পকম্প	১১০	ভীতিপ্রদ দৃশ্য
জলধারাধরে	৮৫	মেঘে
জরকে	১৩৭	জরদ রং বিশেষ
জলমল	২৯	ঝলমল
জ্বলাজালে	৬২	উত্তপ্ত কিরণ রাশিতে
জ্বলিআ	১৫৩	জ্বলিয়া, উজ্জ্বল করিয়া,

জাতপাতি	২৯৩	জন্মপত্রিকা, ঠিকুজী
যাহুরে	৪৫	হে বাছা
যাহুয়া	৩০৫	প্রিয়পুত্র
জানাইঅ	২৩০	জানাইও
জানিবাম	২৩৬	জানিব
জাবরাইয়া ধরে	৫৪	চাপিয়া ধরে
জাবরাএ	৮২	মাখে
জাম	৩৬৪	যাইব
জামুকী	১৫৫	জম্বুকী
জারুয়া	৩০০	জারজ
জীবেক	৩৮২	বাঁচিবে
জীয়তে	৩৬৩	বাঁচিয়া থাকিতে
জীগরে	৭৯	(আরবী)— চিৎকার দেয়
জীতে	৩১০	জীবিত থাকিতে
জোটক	১২৭	যোটক
জোটপান	১০৫	সংযুক্ত পান, এক বোঁটায় দুইটি যুক্ত পান
জৌতগৃহ	২৪৭	জতুগৃহ
ঝাঞ্ঝমারুত	২৭৯	ঝঞ্ঝা বায়ু
ঝাপ	৯৮	ঝাঁপ
ঝার	২১০	নাড়
ঝারি	৪০১	কলসী
ঝি	৮৩	কন্যা
ঝুরি ঝুরি	১৮৭	ঝিমাইয়া
ঝুরে	২৩৫	ঝিমে, চুপচাপ করিয়া থাকে
ঝোলানি	৬৮	তলানি, তল-দেশাসিত চূয়ান জলীয় পদার্থ
টেটন	৩৫১	ধূর্ত্ত
টালিছ	৩৪২	হেলাইয়াছ
টিটকারী	৩০০	বিদ্রূপ
টিটমিট	২২৭	(আঞ্চলিক প্রয়োগ) লম্পট-শিরোমণি
টোন	৯৫	তূণ
ঠাট	৮৩	দল
ঠাঠ	৭৯	দল
ঠাঠ	১৭৩	চালচলন
ঠাঠা	১১২	বাজ
ঠারে	১১২	ইসবায়
ঠুলিতে	৩৩৬	(আঞ্চলিক প্রয়োগ) দৃষ্টি-রোধকারী আবরণ
ডণ্ডধরে	২৮৭	দণ্ডধরে
ডিঙ্গরা	৮০	দাস
ডিঙ্গাসমে	১৮৯	ডিঙ্গাসহ
ডিম্ব	৩৩৬	(লিপিকর প্রমাদ) ডিম্ভ, বালক
ডাবর	১৮৯	ওলদান
ডোমনা		ধীবর অধুনা চট্টঃ ডোঁনা
ঢঙ্গী	২৪৪	বাজীকর
ঢুআএ	১০৯	ঢুসায়
ঢেক্কাএ	৩৫৬	ধাক্কায়
ঢেঙ্গে	৫৮	চালবাজ লোকে
ঢেকিশালা	১৬১	ঢেঁকিশালা
তরাতরি	২৫	ত্বরাতরি
তরাসা	১০৬	ত্রাস
তরুণী তুরগ	২১	বলবান ঘোড়া
তান	৪	তাঁহার
তার তরে	২৩০	তাহার জন্য
ত্যাগিত	২৩৪	ত্যাগ করিতে
তিতে	১৭৩	সহ্য করে
তিন বঙ্ক	৯	ত্রিভঙ্গ
তিমির বারণ বারি	১	মেঘ
তিমিরারিসুত	৭	যম

ত্রিপিনির	১৭৫	ত্রিবেণীর
ত্রিভুবনজীন	১১	ত্রিভুবনবিজয়ী
ত্রিযামা	৩১	রাত্রি
তুণ্ড	৯৩	মুখ
তপ্ত	১৩২	তাপ্তা (তাঁতের বোনা কাপড়)
তুরিত	১২১	ত্বরিত, শীঘ্র
তুলাইতে	১৮৫	তুলিতে
তে	১৫৫	সে
তেজি	৩৯১	ত্যাগ করিয়া
তেজএ	১৭৪	ত্যাগ করে
থালা	১১০	ঢাল
থানা	১১৬	এলাকা
থাংজাং*	২৩২	মনুষ্য-পৃষ্ঠে বাহিত চেয়ারের আকৃতি বিশিষ্ট বাঁশ ও বেতনিমিত আসন বিশেষ
থিরি	১৬২	পরিধেয়, বসন
থোথরা	১১২	ভোঁতা (চট্টঃ প্রয়োগ)
থোথা	২৪৫	ভোঁতা
দড়মড়ি	১৮৪	দরবড়ি, দাপট দেখাইয়া
দঢ়কি	২৬৩	সত্যইকি
দঢ়াদঢ়ি	৭১	কঠোর মন্তব্য
দলদলি	৮০	নালা
দলা	৩৯	(চটঃ— ধলা), সাদা
দাপনি	১৫৩	দর্পণ
দাম	২৮৩	কচুরী পানা জাতীয় গুল্ম।
দামাকি	১০৩	দেমাক, অহঙ্কার
দিশা	৩৩১	লক্ষ্য
দিষ্টি	৭৯	দৃষ্টি
দুন্দুমি	৩৭১	বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, দুন্দুভি
দুড়াদুড়ি	৫১	দৌড়াদৌড়ি
দেখিলানি	১৯৪	দেখিয়াছ ত
দেয়ান	৮১	বিশিষ্ট অমাত্য
দৈবভূমি	২২০	দেবভূমি
দৈর্ব্ব	৯০	দ্রব্য
দোহাই (দোয়াই)	৮৩	শপথ
দোহাইয়া মারে	২২৪	জোর জবরদস্তি করে
দোলনগাছ	২৮০	মাস্তুলটি
দোলগাছ	৩১৩	দোলনটি
দ্রোপদি	৭০	দ্রৌপদী
ধনবাদে	১০৭	ধন-বিবাদে
ধনমন্ত	৮৬	ধনবান
ধাটি	১৪০	ধারণ করিয়া, গাঁথি
ধিকে ধিকে	২২	(আঞ্চলিক শব্দ) ধীরে ধীরে
ধুলাঝাপ	১৬৫	ধুলা ছড়ান
ধূর্ত্তসুত	১১২	নাপিতের ছেলে
ধুমধাম	১১৮	দুন্দুভি
ধূর্ম্মকেতু	৮৮	ধুমকেতু, ধূম্রকেতু
ধেয়াএ	১০৫	ধ্যান করে
ন	২২৭	না (লিপিকর প্রমাদ)
ন	৩৮	নয়
নক্র	৩৩৭	কুমীর

* পরবর্তীকালে আমার পণ্ডিত মহাশয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী তর্কতীর্থ (চট্টগ্রাম সংস্কৃত কলেজর ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ) মহাশয়ের কাছে গল্প শুনিয়াছি তাঁহার ঠাকুরমা ও মা নাকি থাংজাংএ চড়িয়া বাপের বাড়ী হইতে প্রথম তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন।

নন্দি	১৮০	নন্দী, নদী, (তুঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের নান্দে—নাদে, দেয় না)
নমুঠি	১৩	হাতের মুঠি হইতে কম পরিধিবিশিষ্ট
নহিয়ন	২০২	নয়ন
নাওয়া	৩৪৯	নৌকা
নাগরালি ঠাঠ	৬৯	সাহরিক চালচলন
নাটোয়া	২৫১	নাটুয়া, নট
নানা শালি	২১৬	নানাপ্রকার ধান্যে
নামাজী	৩৭২	যে নামাজ পড়ে
নি	২৫৮	কিনা
নিছনি	৩৫	নিন্দিয়া
নিবারিয়া	৩০৯	নির্ব্বাপিত
নীপ দীপ	২০১	কদম্ব পুষ্পরূপ বাতি
নিরবন্ধ	৫১	নির্ব্বন্ধ
নিরক্ষিয়া	২০৬	নিরখিয়া
নিলজ্জ্য	২১৯	নিলজ্জ
নিজ্জীপ	১১	নিজ্জীব
নির্ম্মঞ্ছিয়া	৩৭	আরতি করিয়া
নিযোজন	১৫২	নিযুক্ত
নিযোজ	১৭৮	নিযুক্ত করে
নিশঙ্কা	১০০	নিঃশঙ্ক
নিশাচর	৩০৬	কোটাল,
নিশিখ	৩৭৬	বর্ত্ত লৌহ
নিশিদিশি	১২৪	দিনরাত
নিশিশ্বরে	১০৩	(লিপিকর প্রমাদ) নিশীশ্বর ; রাত্রির পাহারা ওয়ালায়, কোটালে
নোন	৮২	নূন, লবণ
পঞ্চানন	৫৩	মৃত্যু
পঞ্চপ্রাণী	৩৫১	আত্মা
পত্য	৭২	প্রত্যয়
পদসাৎ	১০২	পায়ের কাছে
পরকাশ	১০৪	প্রকাশ
পরিখে		পরে, পরিধান করে
পরিছন্দ	১৪১	লিপিকর প্রমাদ, পরিচ্ছদ, পোষাক
পরিবাদ	২৩৭	নিন্দা
পলন পসার	৯৮	মাংসের দোকান
পয়ান	১৬৬	প্রয়াণ
পাখালিয়া	২৪৪	ধুইয়া
পাগ	৩৫৩	পাগড়ী
পাগে	১৫৯	পাকে
পাছরা	১৬৫	পার্ব্বত্য অঞ্চলে তাঁতে বোনা শতরঞ্চি বিশেষ
পাছাড়িয়া	৩৩৮	পা ধরিয়া আছাড় দিয়া
পাছাড়ি	২৯১	ছুড়িয়া ফেলিয়া
পাজাল	২৩৭	স্তূপীকৃত খড় (আঞ্চলিক চট্টঃ প্রতিশব্দ ফেঁজা, হাঁজাল)
পাজিপোতা	৩১১	পাঁজী পুঁথি
পাঞি	২৮৭	পানি, জল
পাঞ্চালিকা	১৭৯	পাঁচালী
পাটাবুক	১৬৪	বলিষ্ঠ মন
পাটু শাড়ী	১০৭	পট্ট শাড়ী
পাঠিয়া	৩৮৪	ডাকাইয়া
পাতনিকা সাজ	২৫	পাতার উপরে সজ্জিত নৈবেদ্য
পাড়ুয়াএ	৫৭	পাড়াগাঁয়ে লোকে
পারিয়াছ ধার	৬৫	ধার নষ্ট করিয়াছ
পর্ব্বতিয়া	৮০	পার্ব্বত্য
পালনকর	২১৩	পালনকর্ত্তা
পাশ	৩৫৩	দড়ি, রজ্জু
পাসাত্তারী	১১৯	পাশার দান

পিলা	৩৬৬	পানকরিলা
পীব	৩৭২	পান করিব
পুছে	২৫৮	জিজ্ঞাসা করে
পুতান	৬১	(আঞ্চলিক) ডালা
পুনি	২৬২	পুনরায়
পুষিল	১৪৭	পোষিল
পেলে	১১০	ফেলে
পৈরাএ	১৩৭	পরিধান করায়
পৈন্ত্রএ	১৯৮	পরিধান করে
পোথা	২৯৯	পুথি
পোন	১৬১	কেলি
পোলা	২৮১	ছেলে
প্রকারে	১৯১	ব্যবস্থায়
প্রস্তাপ	২১	প্রস্তাব, গল্প
ফালাএ	৩৩৫	লাফায়
ফিকাফিকি	১৫৪	ছোড়াছুড়ি
ফিরি	৮৫	পুনরায়
ফুকরিতি	১০৩	ফুকারে
ফুলরা	৬১	ফুল্লরা, ফুলড়া,
ফেরু	৩৬৭	ফেউ, শেয়াল
ফেলাইছম	১৭৬	ফেলিয়াছি
বয়াধিকে	২৩৪	বয়োজ্যেষ্ঠকে
বঙ্কা	২৭৮	বাঁকা
বট কৈড়ি	৮১	পথের কড়ি
বটেক	৬৩	সামান্যও
বনায়	৩১৬	তৈরী করে
বরজবর	২২৯	ব্রজবর
বল্লি	৬৫	বল্লরী
বসুপণ	৫০	অষ্টপণ
বাক	২৭৪	বাঁক
বড়ি	২৮২	বড়ই
বৈড়ি	৬৯	বড়ই
বাচিল	১০১	বাঁচিল
বাজনি	৪০১	বাজনা
বাজিবর	২৫৮	ভাল অশ্ব
বাজু	১০৩	বাহু (আঞ্চলিক শব্দ)
বাড়ি	১৩৫	ছড়ির প্রহার, বেত।
বাড়ির আনে	২৯৪	বাড়ীর বাহিরে
বাদির	২৪৪	বাদীর, রাঘব দত্তের
বামপঞ্চ দশসাতা	১১৯	সতর হইতে পাঁচ কম, (আঃ প্রয়োগ কাইচ্চা বার) নামক পাশার দান।
বালা	৩৫৯	পুত্র
বাশি	১২৭	বাঁশী
বাশির	৮৯	বাঁশীর
বাহ্রি	১৬৭	বাহিরে আসিয়া সমাচার জ্ঞাপন করা।
বাহুছাট	৩৭০	বাহু নাড়া দিয়া
বাহে	১৩৪	বাজায়
বিছ (বিচ)	২০৮	হাওয়া কর (আঞ্চলিত শব্দ)
বিজুলি	১০৩	বিজলী
বিদগদ শেখর	২২২	বিদগ্ধশেখর
বিহু বৃত্তি দুয়া চারি	১১৯	দশ প এই নাম-বিশিষ্ট পাশার দান
বিভা	৫১	বিবাহ
বিভোল	৫৩	বিহ্বল
বিযুবনে	৬৭	পূর্ণযৌবনে
বিরাম	২০৬	(আঞ্চলিক) বিড়ম্বনা
বিরোজার	২৬	ইন্দ্রের
বিষম	৯০	ভীষণ বিপদ-সংকুল
বিস্থগ্যে	১০৫	বিসর্গে
বিস্মঅ	৩৯	বিস্ময়
বিহা	৩৮৭	বিবাহ

শব্দ	পৃষ্ঠা	অর্থ
বীরদাপ	১০১	বীরদর্প
বীরসজ্জ	১০১	বীরের সজ্জা
বুড়নের ঠাট	২৩২	বৃদ্ধের দল
বৃমুকি	১০০	ঝলকিয়া ঝলকিয়া
বৃষকেতু	১৬	মহাদেব
বেথা	১৫০	ব্যথা
বেদ	৩০১	জ্ঞান
বেঠনি	২৪৬	বেষ্টনী
বেলি	১৭৯	(আঞ্চলিক 'বেইল' শব্দের কবিতায় প্রয়োগ) বেলা
বেড়ি	২৯০	উপস্থাপনার্থ বৃত্তাকার আধার বিশেষ।
বৈঠল	২২৭	বসিয়াছে
বৈদগ্ধীরে	২২৩	বিদ্যা-বুদ্ধিকে
বোলন দিলে	২২০	কথা বলিলে
বুলাই	১৩৫	ঘুড়াই
ভগ্নপাইক	৭১	ভগ্নদূত, অমঙ্গল-বার্ত্তাবাহী
ভচ্ছিয়া	১৪	ভং'সিয়া, ভং'সনা করিয়া
ভরি	১৮৬	ব্যাপীয়া
ভরে	২৬০	রকমে
ভাঙ্গে	৭৬	চলে
ভাড়িয়া	৮৫	ভাঁড়িয়া
ভারিমু	১১৩	বঞ্চনা করিব
ভারুদত্ত	৮৯	ভাঁড়ুদত্ত
ভালে	৫২	ভালভাবে

শব্দ	পৃষ্ঠা	অর্থ
ভূষণ্ড	৯৯	ভূষণ্ডী, অস্ত্র-বিশেষ
ভূর	৩৫৭	বড়াই
ভৃঙ্গরাজ	৩৯৪	(আঞ্চলিক) ভিংরাজ পাখী
ভৃঙ্গারের জল	১৯৯	কমণ্ডলুর জল
ভৈক্ষন	৮৭	ভক্ষ্য
ভৈন	২০৫	ভগ্নী
ভেরি*	১৩৪	বড় (আঞ্চলিক শব্দ, করতালের বিশিষ্ট প্রকার)
ভোগবেলা	১০০	মধ্যাহ্ন আহারের সময়
ভোগি-ভোগ-বাহন	৫৮	কার্ত্তিক
ভোবনে	৭১	ভুবনে
মকরতস্থান	২৭	(লিপিকর প্রমাদ) মরকতস্থান
মকরে	৩৯৩	মাঘমাসে
মচ্ছরূপে	৭	মৎস্য অবতার-রূপে
মনিশ্য	১১৫	মনুষ্য
ময়ূখ	১	সূর্য্য
মলুছাট	১৬৬	মল্লোচিত কসরৎ
মলিন	২৭০	দৃষ্টিক্ষীণ
মাটোয়া ছোলা	২৯০	মাঠব্যাপী ক্ষেত হইতে আহৃত ছোলা
মানের পত্র	৬৭	মানকচুর পাতা
মাধবীতে	৬৭	বৈশাখমাসে

* নোয়াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলে শ্রাদ্ধের রাত্রে বারোয়ারী পূজায় নটদের (পুঁথি সংগ্রহের এলাকায় 'নট্ট' বলিয়া অভিহিত সম্প্রদায়) ভেরি করতল-বাদ্য শুনিবার সুযোগ আমার একাধিক বার হইয়াছিল। যুদ্ধের বাজনায় নাকি পূর্ব্বে ঐগুলি ব্যবহৃত হইত।

মামুলি	২৩২	মলমল
মালাকার	১৩১	মালার আকৃতি বিশিষ্ট
মাহুত	৯৯	হাতীর চালক, এখানে অশ্বচালক
মায়াপত্র	১৬৯	জাল চিঠি
মায়ানি	৩৭৪	মায়াবিনী
মুই জানো	২১৯	আমি জানি
মুখচিন	১২৭	সুস্বাদ
মুখছটি	৩৩৩	ডিঙ্গার মুখ অগ্রভাগ ঘুরাইয়া
মুর	২৭৩	(আঞ্চলিক) তলদেশ
মুহি	৮	মুই, আমি
মুহুশ্চিত্ত	২৮৬	(মুরুছিৎ), মূচ্ছিত
মৃগান্বেষণে	৫৯	পশু অন্বেষণে
মৃগেন্দ্র	৯০	সিংহ
মেঘজাল	১৫৮	মেঘমালা
মেঘরাএ	২৭৬	মেঘরাজ
মেলা	৩২২	গমন, যাত্রা
মেলামেলি	২২৭	ছোড়াছোড়ি
মেলি	১৪৩	মিলাইয়া
মোচড়এ কান	৩৫৫	কর্ণমর্দ্দন করে
মোড়	২০	আবরণ
মোসানে	৩৪৯	মশানে
মোহিত	২৬৩	মূর্চ্ছিতপ্রায় (আঞ্চলিক প্রয়োগ)
মৌৎস	১৫৭	মৎস্য
যাত্তরে	৪৬	হে বাছা
যাত্তুয়া	২৭০	প্রিয় পুত্র
যুগপাঞি	৭৭	যুগপাণি
যুদ্ধে	৯১	যুদ্ধ করে
যতিষারে	২৬৭	জ্যোতিষকে (তুচ্ছার্থে আঞ্চলিক প্রয়োগ)

যতুক	১৪১	যৌতুক
যমকর	৯৩	যমকর, কালদণ্ড, আয়ুধ বিশেষ
যবেক	১০৮	যখন
রথখান	৩১২	রথটি
রসাল	১৭	আম
রাএবাশী	৯৩	রায়বাঁশিয়া
রাখউক	১৮৫	রাখুক
রাখোআর	২৬৭	রক্ষাকর্ত্তা
রাঙ্গাপীতল	৭৩	রঙ্গিন পিতল, সোনা
রঙ্গিত রঙ্গিম	১২৬	চমৎকার সাজান
রাজবল	৯২	রাজসৈন্য
রাজভোলে	১৮০	বিলাসমগ্ন হইয়া
রান্ধিছম	১৮৭	রাঁধিয়াছি
রেজাঘোড়া	২৩২	তেজী ঘোড়া টাটু ঘোড়া
রৈ বাসরে	২৪৭	রৈ ঘরে
লাপে	১০৮	লাফ দেয়
লাব	২৭৯	লাভ
লাসবেশ	৬৯	বেশভূষা
লেক	৫০	লেখ
লেষ	১৩	অবশেষ
লুড়	২৯	লুণ্ঠনকর, বিমর্দ্দন কর
লৈক্ষ	৮৩	লক্ষ
লৈক্ষণ	২২৪	লক্ষণ
লোহ	১০৮	রক্ত
লৌক্ষণ	১৬২	লক্ষণ
শুধিমু	১১৩	শোধিমু, প্রতিশোধ লইব
শূন্যকার	৫৩	শূন্যাকার
সংকলিয়া	১৯,৩৪	সমাপণ করিয়া
সংগিতামতে	৩৭৬	সংহিতা অনুয়ায়ী
সব্যে	৩৬৩	বামে

সমাইর	১৬৮	সকলের
সমে	৪০	সমেত, সঙ্গে
সমোদিত	৯	সমুদিত
সম্বাদ	৯৪	সংবাদ
সম্বন্ধীরে	১৩৯	স্ত্রীর বড় ভাইকে
সম্ভাষা	১৭১	জিজ্ঞাসা
সম্ভার	১৯৬	সম্ভারা
সম্ভারাতেল	৬১	তেলসম্ভার দিয়া
সম্ভারে	২৩১	জিনিষ পত্রের আয়োজন করিয়া
সমে	৩৫০	সময়ে
সরজন্ম	৩৪৩	পদ্ম
সর্ব্বভোম	৩৪	সার্বভৌম
সাউধাইন	১২৫	সাধুপত্নী
সাচানে	৬১	শ্যেনপাখীকে
সিংহলের গোসাই	৩৩৯	সিংহলের গোঁসাই, সিংহলাধিপতি
সাবরে	২০৩	শীঘ্র, (চট্টঃ সত্বর)
সাঙ্গে	১১৩	(আঞ্চলিক শব্দ, চট্টঃ হাঁরে), উপাড়ে
সিঙ্গরা	১১৩	(আঞ্চলিক প্রয়োগ) শিং এর আকৃতি বিশিষ্ট গোঁপ
সিন্দুরীয়া	৩৭২	লাল রংয়ের
সুকপাল	৭৭	পাল্কী
সুকল	১২৬	সুরব
সুথার	১০১	সুত্রধর, ছুতার মিস্ত্রী
সুতাসুতহীন	১৬৯	নিঃসন্তান
সুধিয়া	৩২৮	আলোড়িত করিয়া
সুশার	২৮	সারিবদ্ধ, সোজা
সুসঙ্গিত	১২৭	ভালসঙ্গী সহ
সুসজ্জ	৮৮	সুসজ্জিত
সৈকাগণ	১৬৭	সখাগণ
সৈত্য	৩৫৫	সত্য (আঞ্চলিক ও চট্টঃ প্রতিশব্দ— হাঁচা
সৈয়ার	১৫০	সখীর স্বামীর
সোবর্ণ	৭২	সুবর্ণ (আঞ্চলিক উচ্চারণ বিকৃতি উকার স্থলে ওকার)
সোহাগে আগলি	১৩৭	সোহাগে অগ্রগণ্যা
স্ত্র্যাচার	২২৭	স্ত্রী-সম্বন্ধীয় আচার
স্বপুনে	৩৪	স্বপ্নে
শীনাই	৩৬	সানাই
শ্রীকালি	৩৬০	শৃগালী
শ্রীগালি	২৬৯	শৃগালী
হৈছ নিসন্ততি	১৬৯	সন্তানবিহীনা হইয়াছে
হরধর	১১৯	হরের অনুরাগী
হরাতীতি	৭৭	লাঙ্গল চালনার সময় গরুকে উদ্দিষ্ট সঙ্কেত (আঞ্চলিক শব্দ)
হাসে	২৯০	(আঞ্চলিক প্রয়োগ, আঞ্চলিক 'হাউস্' শব্দের হ্রস্ব রূপ) উল্লাসে
হাহাকি	৯৩	হানাহানি, প্রতিঘাত
হাস্ত	২০২	হাসতি
হাহলি	১৫৯	হেলিয়া দুলিয়া
হাহারে	১৬৪	কেঁদে উঠে, হু হু করে

হিন্দোল	৩৭৯	(লিপিকর প্রমাদ), হিল্লোল প্রয়োগ)
হুতাশ	২৭	অগ্নি, হুতাশন
হেরম্ব	৫	গণেশ
হৃদ্রে	৩৪৬	হৃদয়ে
হৃদ্রেতে	১৪০	হৃদয়ে
হৈল	১০১	হাল, লাঙ্গল

—